হুতোমপ্যাঁচার নক্সা

কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রণীত

হুতোমপ্যাঁচার নক্সা

[প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ]

স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রণীত

[১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত সংস্করণ হইতে পুনর্মুদ্রিত]

স্বর্গাদিদমনুপ্রাপ্তমাচার্য্যমুখকন্দরাৎ।
প্রকাশায় চরিত্রাণাং মহত্বস্যাত্মনস্তথা।
চিত্তবৃত্তেশ্চ দত্তাস্মৈ প্রতিভা পরিসমার্জ্জিতা॥

SKETCHES BY HOOTUM

ILLUSTRATIVE OF

EVERY DAY LIFE AND EVERY DAY

PEOPLE

Vol. 1

"By heaven, and not a master thought"

"Mislike me not for my complexion"

SHAKESPEARE.

সহৃদয় কুলচূড় শ্রীল শ্রীযুক্ত মুলুকচাঁদ শর্ম্মার
বাঙ্গালী সাহিত্য ও সমাজের প্রিয়চিকীর্ষা নিবন্ধন

বিনয়াবনত

দাস

শ্রীহুতোমপ্যাঁচা কর্ত্তৃক

(তাহার এই প্রথম রচনাকুসুম)

শ্রীচরণে

অঞ্জলি প্রদত্ত হইল।

ভূমিকা উপলক্ষে একটা কথা

আজকাল বাঙ্গালী ভাষা আমাদের মত মূর্ত্তিমান্ কবিদলের অনেকেরই উপজীবা হয়েচে। বেওয়ারিস লুচীর ময়দা বা তইরি কাদা পেলে যেমন নিষ্কর্ম্মা ছেলেমাত্রেই একটা না একটা পুতুল তইরি ক'রে খ্যালা করে, তেমনি বেওয়ারিস বাঙ্গালী ভাষাতে অনেকে যা মনে যায় কচ্চেন; যদি এর কেউ ওয়ারিসান থাকতো, তা হ'লে স্কুলবয় ও আমাদের মত গাধাদের দ্বারা নাস্তা-নাবুদ হতে পেতো না—তা হলে হয় ত এত দিন কত গ্রন্থকার ফাঁসী যেতেন, কেউ বা কয়েদ থাকতেন, সুতরাং এই নজিরেই আমাদের বাঙ্গালী ভাষা দখল করা হয়। কিন্তু এমন নতুন জিনিস নাই যে, আমরা তাতেই লাগি—সকলেই সকল রকম নিয়ে জুড়ে বসেছেন—বেশীর ভাগ অ্যাকচেটে, কাজে কাজেই এই নক্সাই অবলম্বন হয়ে পড়লো। কথায় বলে, এক জন বড়মানুষ, তাঁরে প্রত্যহ নতুন নতুন মস্করামো ত্থাখাবার জন্য, এক জন ভাঁড় চাকর রেখেছিলেন; সে প্রত্যহ নতুন নতুন ভাঁড়ামো করে বড়মানুষ মহাশয়ের মনোরঞ্জন কত্তো, কিছু দিন যায়, অ্যাকদিন আর সে নতুন ভাঁড়ামো খুঁজে পায় না; শেষে ঠাউরে ঠাউরে এক ঝাঁকা-মুটে ভাড়া করে বড়মানুষ বাবুর কাছে উপস্থিত। বড়মানুষ বাবু তাঁর ভাঁড়কে ঝাঁকা-মুটের ওপোর ব'সে আস্তে ত্থাখে বল্লেন,—"ভাঁড়, এ কি হে?" ভাঁড় বল্লে, "ধর্ম্মাবতার! আজকের এই এক নতুন!" আমরাও এই নক্সাটি পাঠকদের উপহার দিয়ে 'এই এক নতুন' বলে দাঁড়ালেম—এখন আপনাদের স্বেচ্ছামত তিরস্কার বা পুরস্কার করুন।

কি অভিপ্রায়ে এই নক্সা প্রচারিত হলো, নক্সাখানির দু পাত দেখলেই সহৃদয়মাত্রেই তা অনুভব কত্তে সমর্থ হবেন; কারণ, আমি এই নক্সায় একটি কথাও অলীক বা অমূলক ব্যবহার করি নাই। সত্য বটে, অনেকে নক্সাখানিতে আপনারে আপনি দেখতে পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক সেটি যে তিনি নন, তা আমার বলা বাহুল্য। তবে কেবল এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমি কারেও লক্ষ্য কল্লি না, অথচ সকলেরেই লক্ষ্য করিচি। এমন কি, স্বয়ংও নক্সার মধ্যে থাকতে ভুলি নাই।

নক্সাখানিকে আমি একদিন আরসি বলে প্রেস কল্লেও কত্তে পাত্তেম; কারণ পূর্ব্বে জানা ছিল যে, দর্পণে আপনার মুখ কদর্য্য দেখে কোন বুদ্ধিমানই আরসিখানি ভেঙ্গে ফ্যালেন না, বরং যাতে ক্রমে ভালো দেখায়, তারই তদ্বির করে থাকেন। কিন্তু নীলদর্পণের হাঙ্গামা দেখে শুনে—ভয়ানক জানোয়ারদের মুখের ক্যাছে ভরসা বেঁধে আরসি ধত্তে সাহস হয় না; সুতরাং বুড়ো বয়সে সং সেজে রং কত্তে হলো—পূজনীয় পাঠকগণ বেয়াদবী মাপ করবেন।

আশমান }
১৭৮৪ শকাব্দ। }

দ্বিতীয়বারের গৌরচন্দ্রিকা

পাঠক! হুতোমের নক্সার প্রথম ভাগ দ্বিতীয়বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হলো। যে সময়ে এই বইখানি বাহির হয়, সে সময়ে লেখক একবার স্বপ্নেও প্রত্যাশা করেন নাই যে, এখানি বাঙ্গালী-সমাজে সমাদৃত হবে ও দেশের প্রায় সমস্ত লোকে (কেউ লুকিয়ে কেউ প্রকাশ্যে) পড়বেন। যাঁরা সহৃদয়, যাঁরা সর্ব্বসময় দেশের প্রিয় কামনা ক'রে থাকেন ও হতভাগ্য বাঙ্গালী-সমাজের উন্নতির নিমিত্ত কায়মনে কামনা করেন, তাঁহারা হুতোমের নক্সা আদর ক'রে পড়েন, সর্ব্বদাই অবকাশ-রঞ্জন করেন। যেগুলো হতভাগা, হুতোমের লক্ষ্য, লক্ষ্মীর বরযাত্র, পাজীর টেক্কা ও বজ্জাতের বাদসা, তারা "দেখি হুতোম আমায় গাল দিয়েছে কি না?" কিংবা "কি গাল দিয়েছে" বলেও অন্ততঃ লুকিয়ে পড়েছে; শুদ্ধু পড়া কি—অনেকে শুধরেচেন, সমাজের উন্নতি হয়েছে ও প্রকাশ্য বেলেল্লাগিরি, বদমাইসী, বজ্জাতীর অনেক লাঘব হয়েছে। এ কথা বলাতে আমাদের আপনা আপনি বড়াই করা হয় বটে, কিন্তু এটি সাধারণের ঘরকন্নার কথা।

পাঠক! কতকগুলি আনাড়ীতে রটান, "হুতোমের নক্সা অতি কদর্য্য বই; কেবল পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, খেউড় ও পচালে পোরা! শুদ্ধ গায়ের জ্বালানিবারণার্থে কতিপয় ভদ্রলোককে গাল দেওয়া হয়েছে।" এটি বাস্তবিক ঐ মহাপুরুষদের ভ্রম, একবার কেন, শতেক বার মুক্তকণ্ঠে বলবো—ভ্রম! হুতোমের তা উদ্দেশ্য নয়, তা অভিসন্ধি নয়, হুতোম ততদূর নীচে নন যে, দাদ তোলবার কি গাল দেবার জন্য কলম ধরেন। জগদীশ্বরের প্রসাদে যে কলমে হুতোমের নক্সা প্রসব করেছে, সেই কলমই ভারতবর্ষের নীতিপ্রধান ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রের প্রধান উৎকৃষ্ট ইতিহাসের ও বিচিত্র বিচিত্র চিত্তোৎকর্ষ-বিধায়ক, মুমুক্ষু, সংসারী, বিরাগী ও রাজার অনন্য অবলম্বনস্বরূপ গ্রন্থের অনুবাদক; সুতরাং এটা আপনি বিলক্ষণ জানবেন যে, অজাগর ক্ষুধিত হ'লে আরসুলা খায় না, ও গায়ে পিপড়ে কামড়ালে ডঙ্ক ধরে না। হুতোমে বর্ণিত বদমাইস ও বাজে দলের সঙ্গে গ্রন্থকারেরও সেই সম্পর্ক।

তবে বলতে পারেন, কেনই বা কলকেতার কতিপয় বাবু হুতোমের লক্ষ্যান্তর্ব্বর্ত্তী হলেন; কি দোষে বাগাম্বরবাবুকে, প্যালানাথকে, পদ্মলোচনকে মজলিসে আনা হলো; কেনই বা ছুঁচো শীল, প্যাঁচা মল্লিকের নাম কল্লে, কোন দোষে অঞ্জনারঞ্জন বাহাদুর ও * * * হুজুর আলী, আর পাঁচটা রাজা-রাজড়া থাকতে আসোরে এলেন? তার উত্তর এই যে, হুতোমের নক্সা বঙ্গসাহিত্যের নূতন গহনা ও সমাজের পক্ষে নূতন হেঁয়ালি। যদি ভাল ক'রে চকে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া না হতো, তা হ'লে সাধারণে এর মর্ম্ম বহন কত্তে পাত্তেন না ও হুতোমের উদ্দেশ্য বিফল হতো। এমন কি, এত ঘরঘাঁসা হয়ে এসেও অনেকে আপনারে বা আপনার চিরপরিচিত বন্ধুরে নক্সায় চিনতে পারেন না; ও কি জন্য কোন্ গুণে তাঁদের মজলিসে আনা হলো, পাঠ করবার সময় তাঁদের সেই গুণ ও দোষগুলি বেমালুম বিস্মৃত হয়ে যান।

* * * মহারাজের মোক্তার মহারাজের জন্যে, মেছোবাজার হতে উৎকৃষ্ট জরীর লপেটা জুতো পাঠান। মহারাজ চিরকাল উড়ে জুতো পায়ে দিয়ে এসেচেন, লপেটা পেয়ে মনে কল্লেন, সেটি পাগ্‌ড়ীর কলকা; জন্মতিথির দিন মহাসমারোহ ক'রে ঐ লপেটা পাগ্‌ড়ীর উপর বেঁধে মজলিসে বার দিলেন। সুতরাং পাছে স্বকপোলকল্পিত নায়ক হুতোমের পাঠকের নিতান্ত অপরিচিত হন, এই ভয়ে সমাজের আত্মীয়-অন্তরঙ্গ নিয়ে ও স্বয়ং সং সেজে মজলিসে হাজির হওয়া হয়। বিশেষতঃ "বিদেশে চণ্ডীর কৃপা

দেশে কেন নাই।" বাঙ্গালীসমাজে, বিশেষতঃ সহরে যেমন কতকগুলি পাওয়া যায়, কল্পনার অনিয়ত সেবা ক'রে সরস্বতীরও শক্তি নাই যে, তাঁদের হাতে উৎকৃষ্ট জীবের বর্ণনা করেন।

হুতোমের নক্সার অনুকরণ ক'রে বটতলার ছাপাখানাওয়ালারা প্রায় দুই শত রকমারী চটী বই ছাপান। কেহ বা "হুতোমের উতোর" ব'লে আপনার মুখ আপনি দেখেন ও দেখান। হনুমান লঙ্কা দগ্ধ ক'রে সাগরবারিতে আপনার মুখ আপনি দে'খে জাতিমাত্রেরই যাতে এরূপ হয়, তার প্রার্থনা করেছিলেন; উল্লিখিত গ্রন্থকারও সেই দশা ও দরের লোক। কিন্তু কতদূর সফল হলেন, তার ভার পাঠক! তোমার বিবেচনার উপর নির্ভর করে। তবে এটা বলা উচিত যে, পত্র দ্বারা ভিক্ষা ক'রে পরপরীবাদ ও পরনিন্দা প্রকাশ করা ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য নয়।

ফলে, "আপনার মুখ আপনি দেখ" গ্রন্থকার হুতোমের বমন অপহরণ ক'রে বামনের চন্দ্রগ্রহণের ন্যায় হুতোমের নক্সার উত্তর দিতে উদ্যত হন ও বই ছাপিয়ে ঐ বই হুতোমের উতোর ব'লে, কতকগুলি ভদ্রলোকের চক্ষে ধূলি দিয়ে বেচেন কিন্তু দুঃখের বিষয় বহুদিন ঐ ব্যবসা চল্লো না; সাতপেয়ে গরু দরিয়াই ঘোড়া ও হোঁসেন খাঁর জিনির মত ধরা পল্লো, সহৃদয় সমাজ জানতে পাল্লেন যে, গ্রন্থকারের অভিসন্ধি কি? এমন কি, ঐ গ্রন্থকার খোদ হুতোমকেই, তাঁরে সাহায্য কত্তে ও কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দিতে প্রার্থনা করেন। সে পত্র এই—

জগদীশ্বরায় নমঃ

মহাশয়! "আপনার মুখ আপনি দেখ" পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করিয়া, পাঠকসমাজে যে তাহা গ্রহণীয় এবং আদরণীয় হইবে, পূর্ব্বে এমত ভরসা করি নাই। এক্ষণে জগদীশ্বরের কৃপায় অনেকানেক পাঠক মহাশয়েরা উক্ত পুস্তকখানি পাঠ করিয়া, "দেশাচার-সংশোধন-পক্ষে পুস্তকখানি উত্তম হইয়াছে" এমত বলিয়াছেন; তাহাতেই শ্রম সফল এবং প্রথম লাভ বিবেচনা করা হইয়াছে।

প্রথম খণ্ডে "দ্বিতীয় খণ্ড আপনার মুখ আপনি দেখ" প্রকাশিত হইবেক, এমত লিখিত হওয়ায়, অনেকেই তদ্দর্শনে অভিলষিত হইয়াছেন, (তাঁহারা পাঠক এবং সাম্প্রদায়িক এই মাত্র।) উপস্থিত মহৎকার্য্য, পরিশ্রম, অর্থব্যয় এবং দেশহিতৈষী পরহিতপরায়ণ মহাশয়-মহোদয়দিগের উৎসাহ এবং সাহায্যপ্রদান ব্যতীত, কোন মতে সম্পাদিত হইতে পারে না। আপনার নিঃস্বভাব, ধনব্যয় করিবার ক্ষমতা নাই। এ কারণ, এই মহৎকার্য্য মহল্লোকের কৃপাবর্ম্মে না দণ্ডায়মান হইলে, কোন ক্রমেই এ বিষয় সমাধা হইবেক না। আর সাধারণ লোকের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে এ বিষয় সমাধান হইবার নহে। ধনী, ধীর, স্বদেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধিকারক এবং দেশের হিতেচ্ছুকই এই মহৎকার্য্যে উৎসাহদাতা; এ বিধায় মহাশয় ব্যতীত এ বিষয়ের সাহায্যদাতা আর কেহই হইতে পারেন না। আপনার দাতৃত্বতা, পরোপকারিতা ও কৃতজ্ঞতা প্রভৃতির সুযশঃ-সৌরভ-গৌরবে ধরণী সৌরভিণী হইয়াছে; ভারত আপনার যশোরূপ যশ ধারণ করিয়াছে। দেশাচার-সংশোধন-পক্ষে মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার প্রথম গ্রন্থকর্ত্তা, বর্ত্তমানে মহাশয়ের মতানুসারে সকলেরই গ্রন্থ লেখা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া আপনার কৃপাবর্ম্মে দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিলাম। মহাশয় কিঞ্চিৎ কৃপানেত্রে চাহিয়া সাহায্য প্রদান করিলে সত্বরেই দ্বিতীয় খণ্ড "আপনার মুখ আপনি দেখ" পুস্তক প্রকাশ করিতে পারি, নিবেদন ইতি, ১২৭৪ সাল, তারিখ ২৩এ জ্যৈষ্ঠ—

পুঃ—লিপিখানিতে ডাক ষ্ট্যাম্প প্রদান করা বিধেয় বিবেচনা করিলাম না। না দেওয়ায় অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। দ্বিতীয়তঃ, অনুজ্ঞার আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিলাম।

কৃপাবলোকনে, যেরূপ অনুজ্ঞা হইবেক, লিখিয়া বাধিত করিবেন।—'কায়ারূপ কারাবাসে, কালে কালে আয়ু নাশে, ভোলা মন ভাবে না ভুলিয়ে। বলি তারে সুবচনে, চলিতে সুজন সনে হেলা করে খেলায় মাতিয়ে॥ সদা প্রমদেতে মত্ত, ত্যজিয়া প্রসঙ্গতত্ত্ব, নিত্য নাচে কুসঙ্গের সনে। তত্ত্ব রস পরিহরি, বৃথা রস পান করি, মনমথ অনুক্ষণ মনে॥ ভারতে তন্নতা করি, অভেদ ভিন্নতা হরি, দেখাইছে মুক্তির সোপান। মন যদি বসি তায়, ত্যজে পাপ-মসি হায়, মুনি মুনি-মুখো গুণ গান॥ ভারত বেদের অংশ শ্রবণে কলুষ ধ্বংস, ভারতে ফুরিত পাপ হরে। হরিগুণ সদা কহ, ভারত লইয়া রহ, ভাগবত কর আখ্যা নরে॥'

হুতোমের চিরপরিচিত রীত্যনুসারে এই ভিক্ষুকের পত্রখানি অপ্রচারিত রাখা কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু কতকগুলি স্থূলবয় ও আনাড়ীতে বাস্তবিকই স্থির ক'রে রেখেচেন যে, "আপনার মুখ আপনি দেখ" বইখানি হুতোমের প্রকৃত উত্তর ও বটতলার পাইকারেরাও ঐ কথা ব'লে হুতোমের নক্সার সঙ্গে ঐ বিচিত্র বইখানি বিক্রী করেন বলেই, ঐ হতভাগ্য ভিক্ষুকের পত্রখানি অবিকল ছাপান গেল— এখন পাঠক ! তুমিই ঐ পত্রখানি পাঠ ক'রে জান্‌তে পার্‌বে, হুতোমের নক্সার সঙ্গে "আপনার মুখ আপনি দেখ" গ্রন্থকারের কিরূপ সম্পর্ক।

শক্রস্থপুর
১লা এপ্রেল

শ্রীতালা হুল ব্ল্যাক্ ইয়ার্ ইয়ার্,
প্রকাশক।

———

হুতোমপ্যাঁচার নক্সা

(প্রথম ভাগ)

কলিকাতায় চড়ক পার্ব্বণ

"কহই টুনোয়া——
সহর শিখাওয়ে কোতোয়ালি"——টুনোয়ার টপ্পা।

হে শারদে! কোন্ দোষে তুমি দাসী ও চরণতলে,
কোন্ অপরাধে ছলিলে দাসীরে দিয়ে এ সন্তান ?
এ কুৎসিতে! কোন লাজে সপত্নী-সমাজে পাঠাইব,
হেরিলে মা এ কুরূপে—তুষিবে, জগৎ—হাঁসিবে
সতিনী পোড়া; অপমানে উভরায়ে কাঁদিবে
কুমার সে সময় মনে য্যান থাকে; চির অনুগত লেখনীরে।

১২০২ সাল। কলকাতা সহরের চারদিকেই ঢাকের বাদ্দি শুনা যাচ্চে, চড়কীর পিঠ সড়্ সড়্ কচ্চে, কামারেরা বাণ, দশলকি, কাঁটা ও বঁটি প্রস্তুত কচ্চে,—সর্ব্বাঙ্গে গয়না, পায়ের নূপুর, মাতায় জরীর টুপী, কোমোরে চন্দ্রহার আর সেপাইপেড়ে ঢাকাই শাড়ী মালকোচা করে পরা, ছোপানে তারকেশ্বরে গামছা হাতে, বিল্বপত্র-বাঁধা সুতা গলায় যত ছুতোর গয়লা, গন্ধবেণে ও কাঁসারীর আনন্দের সীমা নাই—"আমাদের বাবুদের বাড়ী গাজন!"

কোম্পানীর বাংলা দখলের কিছু পরে, নন্দকুমারের ফাঁসী হবার কিছু পূর্ব্বে আমাদের বাবুর প্রপিতামহ নিমকের দাওয়ান ছিলেন। সেকালে নিমকীর দাওয়ানীতে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় ছিল; সুতরাং বাবুর প্রপিতামহ পাঁচ বৎসর কর্ম্ম ক'রে মৃত্যুকালে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা রেখে যান—সেই অবধি বাবুরা বনেদী বড়মানুষ হয়ে পড়েন। বনেদী বড়মানুষ কব্‌লাতে গেলে বাঙ্গালী সমাজে যে সরঞ্জামগুলি আবশ্যক, আমাদের বাবুদের তা সমস্তই সংগ্রহ করা হয়েচে—বাবুদের নিজের একটি দল আছে, কতকগুলি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-কুলীনের ছেলে, বংশজ, শ্রোত্রিয়, কায়স্থ, বৈদ্য, তেলী, গন্ধবেণে আর কাঁসারী ও ঢাকাই কামার নিতান্ত অনুগত—বাড়ীতে ক্রিয়ে-কর্ম্ম ফাঁক যায় না, বাৎসরিক কর্ম্মেও দলস্থ ব্রাহ্মণদের বিলক্ষণ প্রাপ্তি আছে; আর ভদ্রাসনে এক বিগ্রহ, শালগ্রামশিলে ও আকব্বরী মোহরপোরা লক্ষ্মীর খুঁচীর নিত্য সেবা হয়ে থাকে।

এদিকে ঢুলে, বেয়ারা, হাড়ি ও কাওরারা নূপুর পায়ে, উত্তরী সুতা গলায় দিয়ে নিজ নিজ বীর-ব্রতের ও মহত্বের স্তম্ভস্বরূপ বাণ ও দশলকি হাতে করে প্রত্যেক মদের দোকানে, বেশ্যালয়ে, ও

লোকের উঠানে ঢাকের ও ঢোলের সঙ্গতে নেচে বেড়াচ্চে। ঢাকীরা ঢাকের টোয়েতে চামর, পাখীর পালক, ঘণ্টা ও ঘুঙুর বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় ঢাক বাজিয়ে বাজিয়ে সন্ন্যাসী সংগ্রহ কচ্চে; গুরুমহাশয়ের পাঠশালা বন্ধ হয়ে গিয়েচে—ছেলেরা গাজনতলাই বাড়ী ক'রে তুলেছে, আহার নাই, নিদ্রা নাই, ঢাকের পেচোনে পেচোনে রোদে রোদে রপ্টে রপ্টে বেড়াচ্চে; কখন বলে "ভদ্দেশ্বরে শিব মহাদেব" চীৎকারের সঙ্গে যোগ দিচ্চে। কখন ঢাকের টোয়ের চামর ছিঁড়ছে; কখন ঢাকের পেছনটা দুম্ দুম্ করে বাজাচ্চে—বাপ মা শশব্যস্ত, একটা না ব্যায়রাম কল্লে হয়।

ক্রমে দিন ঘুনিয়ে এলো, আজ বৈকালে কাঁটা-ঝাঁপ। আমাদের বাবুর চার পুরুষের বুড়ো মূল সন্ন্যাসী কাণে বিল্বপত্র গুঁজে, হাতে এক মুটো বিল্বপত্র নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে বৈঠকখানায় উপস্থিত হলো; সে নিজে কাওরা হলেও আজ শিবত্ব পেয়েচে, সুতরাং বাবুকে তারে নমস্কার কত্তে হলো; মূলসন্ন্যাসী এক পা কাদা শুদ্ধ ধোপ ফরাসের উপর দিয়ে গিয়ে বাবুর মাথায় আশীর্ব্বাদী ফুল ছোঁয়ালেন,—বাবু তটস্থ!

বৈঠকখানায় মেকাবি ক্লাকে টাং টাং টাং ক'রে পাচটা বাজ্‌লো, সূর্য্যের উত্তাপের হ্রাস হয়ে আস্‌তে লাগলো। সহরের বাবুরা কেটিং, সেল্ফ ড্রাইভিং বগী ও ব্রাউহামে ক'রে অবস্থাগত ফ্রেণ্ড, ভদ্রলোক বা মোসাহেব সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন; কেউ বাগানে চল্লেন। দুই চারজন সহৃদয় ছাড়া অনেকেরই পেছনে মালভরা মোদাগাড়ী চল্লো; পাছে লোকে জান্‌তে পারে, এই ভয়ে কেউ সে গাড়ীর সহিস-কোচম্যানকে তক্‌মা নিতে বারণ করে দেচেন। কেউ কেউ লোকাপবাদ তৃণজ্ঞান বেশ্যাবাজী বাহাদুরীর কাজ মনে করেন; বিবিজানের সঙ্গে একত্রে বসেই চলেছেন, খাতির নদারৎ—কুঠিওয়ালারা গহনার ছক্কড়ের ভিতর থেকে উঁকি মেরে দেখে চক্ষু সার্থক কচ্চেন।

এদিকে আমাদের বাবুদের গাজনতলা লোকারণ্য হয়ে উঠলো, ঢাক বাজতে লাগলো, শিবের কাছে মাথা চালা আরম্ভ হলো; সন্ন্যাসীরা উবু হয়ে বসে মাথা ঘোরাচ্চে, কেহ ভক্তিযোগে হাঁটু গেড়ে উপুড় হয়ে পড়ছে—শিবের বামুন কেবল গঙ্গাজল ছিটুচ্চে। প্রায় আধ ঘণ্টা মাথা চালা হলো, তবু ফুল আর পড়ে না; কি হবে! বাড়ীর ভিতরে খবর গেল; গিন্নীর পরস্পর বিষণ্ণবদনে "কোন অপরাধ হয়ে থাকবে" ব'লে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন—উপস্থিত দর্শকেরা "বোধ হয় মূলসন্ন্যাসী কিছু খেয়ে থাকবে, সন্ন্যাসীর দোষেই এইসব হয়" এই ব'লে নানাবিধ তর্কবিতর্ক আরম্ভ কল্লে; অবশেষে গুরু-পুরুত ও গিন্নীর ঐক্যমতে বাড়ীর কর্ত্তাবাবুকে বাঁধাই স্থির হলো। একজন আমুদে ব্রাহ্মণ ও চার পাঁচজন সন্ন্যাসী দৌড়ে গিয়ে বাবুর কাছে উপস্থিত হয়ে বল্লে—"মোশায়কে একবার গা তুলে শিবতলায় যেতে হবে, ফুল তো পড়ে না, সন্ধ্যা হয়।"—বাবুর কিটন্ প্রস্তুত, পোষাক পরা, রেশমী-রুমালে বোকো মেখে বেরুচ্ছিলেন—শুনেই অজ্ঞান কিন্তু কি করেন, সাত পুরুষের ক্রিয়ে-কাণ্ড বন্ধ করা হয় না; অগত্যা পায়নাপেলের চাপকান পরে সেই সাজগোজ সমেতই গাজনতলায় চল্লেন—বাবুকে আসতে দেখে দেউড়ীর দারোয়ানেরা আগে আগে সার গেঁথে চল্লো; মোসাহেবেরা বাবুর সমূহ বিপদ মনে ক'রে বিষণ্ণবদনে বাবুর পেচোনে পেচোনে যেতে লাগ্‌লো।

গাজনতলায় সাজোরে ঢাক-ঢোল বেজে উঠলো, সকলে উচ্চস্বরে 'ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব" বলে চীৎকার কত্তে লাগলো; বাবু শিবের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লেন।—বড় বড় হাতপাখা দুপাশে চলতে লাগলো। বিশেষ কারণ না জান্‌লে অনেকে বোধ কত্তে পারতো যে আজ বাবু বুঝি নরবলি হবেন। অবশেষে বাবুর দু-হাত একত্র ক'রে ফুলের মালা জড়িয়ে দেওয়া হলো, বাবু কাঁদ কাঁদ

মুখ ক'রে রেশমী-রুমাল গলায় দিয়ে একবারে দাড়িয়ে রইলেন ; পুরোহিত শিবের কাছে 'বাবা ফুল দাও, বাবা ফুল দাও বারংবার বলতে লাগলো, বাবুর কল্যাণে একঘটি গঙ্গাজল পুনরায় শিবের মাথায় ঢালা হলো, সন্ন্যাসীরা সজোরে মাথা ঘুরুতে লাগ্‌লো, আধঘণ্টা এইরূপ কষ্টের পর শিবের মাথা থেকে একবোঝা বিল্বপত্র স'রে পড়লো। সকলের আনন্দের সীমা নাই, 'বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো' বলে চীৎকার হতে লাগ্‌লো, সকলেই বলে উঠলো "না হবে কেন—কেমন বংশ !"

ঢাকের তাল ফিরে গেল। সন্ন্যাসীরা নাচতে নাচতে কাছের পুকুর থেকে পরশু দিনের ফ্যালা কতকগুলি বইচির ডাল তুলে আন্‌লে। গাজনতলায় বিশ আঁটী বিচালি বিছানো ছিল, কাঁটার ডালগুলো তার উপর রেখে বেতের বাড়ি ঠ্যাঙ্গান হলো ; কাঁটাগুলি ক্রমে সব মুখে মুখে ব'সে গেলে পর পুরুত তার উপর গঙ্গাজল ছড়িয়ে দিলেন, দুইজন সন্ন্যাসী ডবল গামছা বেঁধে তার দুদিকে টানা ধল্লে— সন্ন্যাসীরা ক্রমান্বয়ে তার উপর ঝাঁপ খেয়ে পড়তে লাগলো। উঃ! শিবের কি মাহাত্ম্য! কাঁটা ফুট্‌লে বলবার যো নাই! এদিকে বাজে দর্শকের মধ্যে দু'একজন কুটেল চোরা-গোপ্তা মাচ্চেন। অনেকে দেবতাদের মত অন্তরীক্ষে রয়েচেন, মনে কচ্চেন, বাজে আদায়ে দেখে নিলুন, কেউ জান্‌তে পাল্লে না। কিন্তু আমরা সব দেখতে পাই। ক্রমে সকলের ঝাঁপ খাওয়া ফুরুলো ; একজন আপনার বিক্রম জানাবার জন্য চিৎ হয়ে উল্টো ছাঁপ খেলে ; সজোরে ঢাক বেজে উঠলো। দর্শকেরা কাঁটা নিয়ে টানাটানি কত্তে লাগলেন—গিন্নীরা ব'লে দিয়েছেন—"ঝাঁপের কাঁটার এমনি গুণ যে, ঘরে রাখলে এ জন্মে বিছানায় ছারপোকা হবে না।"

এদিকে সহরে সন্ধ্যাসূচক কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ থাম্‌লো। সকল পথের সমুদয় আলো জ্বালা হয়েচে। 'বেলফুল,' 'বরফ,' 'মালাই,' চীৎকার শুনা যাচ্চে। আবগারীর আইন অনুসারে মদের দোকানের সদর দরজা বন্ধ হয়েচে, অথচ খদ্দের ফিরচে না। ক্রমে অন্ধকার গা-ঢাকা হয়ে এলো ; এ সময় ইংরাজী জুতো, শান্তিপুরে ডুরে উড়ুনি আর সিমলের ধুতির কল্যাণে—রাস্তায় ছোটলোক ভদ্দরলোক আর চেন্‌বার যো নাই। তুখোড় ইয়ারের দল হাসির গর্‌রা ও ইংরাজী কথার ফর্‌রার সঙ্গে খাতায় খাতায় এর দরজায়, তার দরজায় ঢু মেরে বেড়ে বেড়াচ্চেন ; এঁরা সন্ধ্যা জ্বালা দেখে বেরুলেন আবার ময়দা-পেষা দেখে বাড়ী ফিরবেন। মেছোবাজারের হাঁড়িহাটা, চোরবাগানের মোড়, যোড়াসাঁকোর পোদ্দারের দোকান, নতুন বাজার, বটতলা, সোনাগাজির গলি ও আহিরীটোলার চৌমাথা লোকারণ্য— কেউ মুখে মাথায় চাদর জড়িয়ে মনে কচ্চেন, কেউ তাঁরে চিন্‌তে পারবে না। আবার অনেকে চেঁচিয়ে কথা কয়ে কেসে হেঁচে লোককে জানান দিচ্চেন যে, "তিনি সন্ধ্যার পর দুদণ্ড আয়েস ক'রে থাকেন।"

সৌখীন কুঠিওয়ালা মুখে হাতে জল দিয়ে জলযোগ করে সেতারটি নিয়ে বসেচেন। পাশের ঘরের ছোট ছেলেরা চীৎকার করে—বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয় পড়্‌ছে। পীল-ইয়ার ছোকরারা উড়্‌তে শিখ্‌চে। স্যাকরারা দুর্গাপ্রদীপ সাম্‌নে নিয়ে রাংঝাল দিবার উপক্রম করেচে। রাস্তার ধারের দুই একখানা কাপড়, কাঠ-কাটরা ও বাসনের দোকান বন্ধ হয়েছে ; রোকোড়ের দোকানদার ও পোদ্দার ও সোনার বেনেরা তহবিল মিলিয়ে কৈফিয়ৎ কাটচে। শোভাবাজারের রাজাদের ভাঙ্গা বাজারে মেছুনীরা প্রদীপ হাতে করে ওঁচা পচা মাচ ও লোণা ইলিশ নিয়ে ক্রেতাদের—"ও গাম্‌চাকাঁধে, ভাল মাচ নিবি ?" "ও খেংরা-গুঁপো মিন্সে, চার আনা দিবি" ব'লে আদর কচ্ছে—মধ্যে মধ্যে দুই একজন রসিকতা জানবার জন্য মেছুনী ঘেঁটিয়ে বাপান্ত খাচ্চেন। রেস্তহীন গুলিখোর, গেঁজেল ও মাতালেরা লাঠি হাতে ক'রে কাণা সেজে 'অন্ধ ব্রাহ্মণকে কিছু দান কর দাতাগণ' বলে ভিক্ষা করে মৌতাতের সম্বল কচ্চে।

এমন সময় বাবুদের গাজনতলায় সজোরে ঢাক বেজে উঠলো, "বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো।" চীৎকার হ'তে লাগলো; গোল উঠলো, এবারে ঝুল-সন্ন্যাস। বাড়ীর সামনের মাঠে ভারা টারা বাঁধা শেষ হয়েচে; বাড়ীর ক্ষুদে ক্ষুদে হবু হুজুরেরা দারোয়ান চাকর ও চাকরাণীর হাত ধরে গাজনতলায় ঘুর-ঘুর কচ্চেন।

ক্রমে সন্ন্যাসীরা খড়ে আগুন জেলে ভারার নীচে ধল্লে; একজনকে তার উপর পানে পা ক'রে ঝুলিয়ে দিয়ে তার মুখের কাছে আগুনের উপর গুঁড়ো ধুনো ফেলতে লাগ্‌লো; ক্রমে একে একে অনেকে ঐ রকম ক'রে দুল্লে, ঝুলসন্ন্যাস সমাপন হলো; আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার সহর জুড়ুলো, পূর্ব্বের মত সেতার বাজতে লাগ্‌লো, বেলফুল, বরফ ও মালাই যথামত বিক্রী করবার অবসর পেলে; শুক্রবারের রাত্রি এই রকমে কেটে গেল।

আজ নীলের রাত্তির, তাতে আবার শনিবার। শনিবারের রাত্তিরে সহর বড় গুল্‌জার থাকে। পানের খিলির দোকানে বেললণ্ঠন আর দেয়ালগিরী জ্বল্‌চে। ফুর্‌ফুরে হাওয়ার সঙ্গে বেলফুলের গন্ধ ভুরভুর করে বেরিয়ে যেন সহর মাতিয়ে তুলচে। রাস্তার ধারেই দুই একটা বাড়ীতে খেম্‌টা নাচের তালিম হচ্চে, অনেকে রাস্তায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে ঘুঙুর ও মন্দিরার রুণু রুণু শব্দ শুনে স্বর্গসুখ উপভোগ কচ্চেন; কোথাও একটা দাঙ্গা হচ্চে। কোথাও পাহারাওয়ালা একজন চোর ধ'রে বেঁধে নে যাচ্চে—তার চারিদিকে চার পাঁচ জন হাস্‌চে আর মজা দেখচে এবং আপনাদের সাবধানতার প্রশংসা কচ্চে; তারা যে এক দিন ঐ রকম দশায় পড়বে, তায় ভ্রূক্ষেপ নাই।

আজ অমুকের গাজনতলায় চিৎপুরের হর; ওদের মাঠে সিঙ্গির বাগানের প্যালা; ওদের পাড়ার মেয়ে পাঁচালী। আজ সহরের গাজনতলায় ভারী ধূম—চৌমাথার চৌকীদারদের পোহাবারো। মদের দোকান খোলা না থাকলেও সমস্ত রাত্তির মদ বিক্রী হবে, গাঁজা অনবরত উড়বে, কেবল কাল সকালে শুনবেন যে—"ঘোষেরা পাতকোতলার বড় পেতলের ঘটীটি পাচ্চে না," "পালেদের একখানা পেতলের বাসন গেছে" ও "গন্ধবেণেদের সর্ব্বনাশ হয়েছে।" আজ কার সাধ্য নিদ্রা যায়—থেকে থেকে কেবল ঢাকের বাদ্যি, সন্ন্যাসীর হর্‌রা ও "বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব" চীৎকার।

এ দিকে গির্জ্জার ঘড়িতে টুং টাং ঢং টুং টাং ঢং ক'রে রাত চারটে বেজে গেল—বারফট্‌কা বাবুরা ঘরমুখো হয়েচে। উড়ে বামুনেরা ময়দার দোকানে ময়দা পিষতে আরম্ভ করেছে। রাস্তার আলোর আর তত তেজ নেই। ফুর্‌ফুরে হাওয়া উঠেছে। বেশ্যালয়ের বারাণ্ডার কোকিলেরা ডাকতে আরম্ভ করেছে; দু' একবার কাকের ডাক, কোকিলের আওয়াজ ও রাস্তার বেকার কুকুরগুলোর খেউ খেউ রব শোনা যাচ্চে; এখনও মহানগর যেন নিস্তব্ধ ও লোকশূন্য। ক্রমে দেখুন,—"রামের মা চল্‌তে পারে না," "ওদের ন-বউটা কি বজ্জাত মা" "মাগী হেন জকী" প্রভৃতি নানা কথার আন্দোলনে রত দুই এক দল মেয়েমানুষ গঙ্গাস্নান কত্তে বেরিয়েছেন। চিৎপুরের কসাইরা মটনচাপের ভার নিয়ে চলেছে। পুলিসের সার্জ্জন, দারোগা জমাদার প্রভৃতি গরীবের যমেরা রোঁদ সেরে মস্‌ মস্‌ ক'রে থানায় ফিরে যাচ্চেন।

গুড়ুম ক'রে তোপ প'ড়ে গেল! কাকগুলো কা কা ক'রে বাসা ছেড়ে ওড়বার উজ্জুগ কল্লে। দোকানীরা দোকানের ঝাঁপতাড়া খুলে গন্ধেশ্বরীকে প্রণাম ক'রে, দোকানে গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে, হুঁকার জল ফিরিয়ে তামাক খাবার উজ্জুগ কচ্চে। ক্রমে ফর্‌সা হয়ে এলো—মাছের ভারীরা দৌড়ে আস্‌তে লেগেচে—মেছুনীরা ঝগড়া কত্তে কত্তে তার পেছু পেছু দৌড়েচে। বদ্দিবাটির আলু, হাসমানের

বেগুন বাজরা বাজরা আস্‌চে, দিশী বিলিতী যমেরা অবস্থা ও রেস্তমত গাড়ী পাল্কী চ'ড়ে ভিজিটে বেরিয়েছেন। জ্বরবিকার, ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব না পড়লে এঁদের মুখে হাসি দেখা যায় না। উলো অঞ্চলে মড়ক হওয়াতে অনেক গো-দাগাও বিলক্ষণ সঙ্গতি ক'রে নেছেন; কলিকাতা সহরেও দু-চার গো-দাগাকে প্রাক্‌টিস্ কত্তে দেখা যায়, এদের অষুধ চমৎকার; কেউ বলদের মতন রোগীর নাক ফুঁড়ে আরাম করেন; কেউ শুদ্ধ জল খাইয়ে সারেন। সহরে কবিরাজেরা আবার এঁদের হ'তে এককাটি সরেশ; সকল রকম রোগেই সদ্য মৃত্যুশর ব্যবস্থা ক'রে থাকেন—অনেকে চাণক্য-শ্লোক ও দাতাকর্ণের পুঁথি পড়েই চিকিৎসা আরম্ভ করেছেন।

টুলো পূজুরি ভট্টচাজ্জিরে কাপড় বগলে ক'রে স্নান কত্তে চল্লেচে; আজ তাদের বড় ত্বরা, যজমানের বাড়ী সকাল সকাল যেতে হবে। আদবুড়ো বেতোরা মর্ণিং-ওয়াকে বেরিয়েছেন। উড়ে বেহারারা দাঁতন হাতে ক'রে স্নান কত্তে দৌড়েচে। ইংলিশম্যান, হরকরা, ফিনিক্স এক্সচেঞ্জ গেজেট, গ্রাহকদের দরজায় উপস্থিত হয়েছে। হরিণমাংসের মত কোন কোন বাঙ্গালা খবরের কাগজ বাসি না হ'লে গ্রাহকেরা পান না—ইংরাজী কাগজের সে রকম নয়, গরম গরম ব্রেক্‌ফাষ্টের সময় গরম গরম কাগজ পড়াই আবশ্যক। ক্রমে সূর্য্য উদয় হলেন।

সেক্সন্-লেখা কেরাণীর মত কলুর ঘানির বলদ বদ্‌লী হলো; পাগড়ীবাঁধা দলের প্রথম ইন্‌ষ্টলমেণ্টে—শিপ-সরকার ও বুকিং ক্লার্ক দেখা দিলেন। কিছু পরেই পরামাণিক ও রিপুকর্ম্ম বেরুলেন। আজ গবর্ণমেণ্টের অফিস বন্ধ; সুতরাং আমরা ক্লার্ক কেরাণী, বুক্‌কিপার ও হেড রাইটারদিগকে দেখতে পেলাম না। আজকাল ইংরাজী লেখাপড়ার আধিক্যে অনেকে নানা রকম বেশ ধ'রে অফিসে যান—পাগ্‌ড়ী প্রায় উঠে গেল—দুই এক জন সেকেলে কেরাণীই চিরপরিচিত পাগ্‌ড়ীর মান রেখেচেন; তাঁরা পেন্সন নিলেই আমরা আর কুঠিওয়ালা বাবুদের মাথায় পাগ্‌ড়ী দেখতে পাব না; পাগ্‌ড়ী মাথায় দিলে, আলবার্ট-ফেশনের বাঁকা সিঁথেটি ঢাকা পড়ে, এই এক প্রধান দোষ। রিপুকর্ম্ম ও পরামাণিকদের পাগ্‌ড়ী প্রায় থাকে না থাকে হয়েচে।

দালালের কখনই অব্যাহতি নাই। দালাল্ সকালে না খেয়েই বেরিয়েছে। হাতে কাজ কিছু নাই, অথচ যে রকমে হোক্ না, চোটাখোর বেণের ঘরে ও টাকাওয়ালা বাবুদের বাড়ীতে একবার যেতেই হবে। "কার বাড়ী বিক্রী হবে," "কার বাগানের দরকার," "কে টাকা ধার কর্‌বে," তারই খবর রাখা দালালের প্রধান কাজ, অনেক চোটাখোর বেণে ও ব্যাভার-বেণে সহরে বাবু দালাল চাকর রেখে থাকেন; দালালেরা শীকার ধ'রে আনে—বাবুরা আড়ে গেলেন!

দালালী কাজটা ভাল, "নেপো মারে দইয়ের মতন" এতে বিলক্ষণ গুড় আছে। অনেক ভদ্রলোকের ছেলেকে গাড়ী-ঘোড়ায় চ'ড়ে দালালী কত্তে দেখা যায়; অনেকে "রেস্তহীন মৃচ্ছুদি" চার বার "ইন্সলভেণ্ট" নিয়ে এখন দালালী ধরেছেন। অনেক পদ্মলোচন দালালীর দৌলতে "কলাগেছে থাম" ফেঁদে ফেল্লেন। এঁরা বর্ণচোরা আঁব, এঁদের চেনা ভার, না পারেন, হেন কর্ম্মই নাই। পেসাদার চোটাখোর বেণে—ও ব্যাভার-বেণে বড়মানুষের ছলনারূপ নদীতে বেঁউতি-জাল পাতা থাকে; দালাল বিশ্বাসের কলসী ধ'রে গা ভাসান দে জল তাড়া দেন; সুতরাং মনের মত কোটাল হ'লে চুনোপুঁটিও এড়ায় না।

ক্রমে গির্জ্জের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং ক'রে সাতটা বেজে গেল। সহরে কাণ পাতা ভার। রাস্তায় লোকারণ্য, চারিদিকে ঢাকের বাদ্যি, ধূনোর ধোঁ, আর মদের দুর্গন্ধ। সন্ন্যাসীরা বাণ, দশলকি, সূতো,

শোণ, সাপ, ছিপ, বাঁশ ফুঁড়ে, একেবারে মোরিয়া হয়ে নাচতে নাচতে কালীঘাট থেকে আসচে। বেশ্যালয়ের বারাণ্ডা ইয়ারগোচের ভদ্রলোকে পরিপূর্ণ; সখের দলের পাঁচালী ও হাপ-আখড়াইয়ের দোহার, গুলগার্ডেনের মেম্বরই অধিক— এঁরা গাজন দেখবার জন্য ভোরের বেলা এসে জমেছেন।

এদিকে রকমারি বাবু বুঝে বড়মানুষদের বৈঠকখানা সরগরম হচ্ছে। কেউ সিভিলিজেশনের অনুরোধে চড়ক হেট করেন; কেউ কেউ নিজে ব্রাহ্ম হয়েও—"সাত পুরুষের ক্রিয়াকাণ্ড" বলেই চড়কে আমোদ করেন; বাস্তবিক তিনি এতে বড় চটা। কি করেন, বড়দাদা সেজোপিসে বর্ত্তমান— আবার ঠাকুরমার এখনও কাশীপ্রাপ্তি হয় নাই।

অনেকে চড়ক, বাণ ফোঁড়া তলোয়ার ফোঁড়া, দেখতে ভালোবাসেন। প্রতিমা-বিসর্জ্জনের দিন পৌত্তুর, ছোট ছেলে ও কোলের মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে ভাসান দেখতে বেরোন। অনেকে বুড়ো মিন্সে হয়েও হীরেবসান টুপী, বুকে জরীর কারচোপের কর্ম্মকরা কাবা ও গলায় মুক্তার মালা, হীরের কণ্ঠী, দু'হাতে দশটা আংটী পরে "খোকা" সেজে বেরুতে লজ্জিত হন না; হয়ত তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলের বয়স ষাট বৎসর—ভাগ্নের চুল পেকে গেচে।

অনেক পাড়াগেঁয়ে জমিদার ও রাজারা মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় পদার্পণ ক'রে থাকেন। নেজামত আদালতে নম্বরওয়ারী ও মৎফরেক্কার তদ্বির কত্তে হ'লে, ভবানীপুরেই বাসার ঠিকানা হয়। কলিকাতার হাওয়া পাড়া-গাঁয়ের পক্ষে বড় গরম। পূর্ব্বে পাড়াগেঁয়ে কলিকাতায় এলে লোণা লাগত, এখন লোণা লাগার বদলে আর একটি বড় জিনিস লেগে থাকে—অনেকে তার দরুণ একেবারে আঁতকে পড়েন; ঘাগিগোচের পাল্লায় প'ড়ে শেষে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে বাড়ী যেতে হয়। পাড়াগেঁয়ে দুই এক জন জমিদার প্রায় বারো মাস এইখানেই কাটান; দুপুরবেলা ফেটিং গাড়ী চড়া, পাঁচালী বা চণ্ডীর গানের ছেলেদের মতন চেহারা, মাথায় ক্রেপের চাদর জড়ান, জন দশ-বারো মোসাহেব সঙ্গে, বাঈজানের ভেড়ুয়ার মত পোষাক, গলায় মুক্তার মালা; দেখলেই চেনা যায়, ইনি একজন বনগাঁর শিয়াল রাজা, বুদ্ধিতে কাশ্মীরী গাধার বেহদ্দ—বিদ্যায় মূর্ত্তিমান্ মা! বিসর্জ্জন, বারোইয়ারি, খ্যাম্‌টা-নাচ আর ঝুমুরের প্রধান ভক্ত। মধ্যে মধ্যে খুনী মামলার গ্রেপ্তারী ও মহাজনের ডিক্রীর দরুণ গা-ঢাকা দেন। রবিবার, পাল-পার্ব্বণ, বিসর্জ্জন আর স্নানযাত্রায় সেজে-গুজে গাড়ী চোড়ে বেড়ান।

পাড়াগেঁয়ে হলেই যে এই রকম উনপাঁজুরে হবে, এমন কোন কথা নাই। কারণ, দুই-একজন জমিদার মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় এসে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা নিয়ে যান। তাঁরা সোণাগাছিতে বাসা ক'রেও সে রঙ্গে বিব্রত হন না; তাঁদের চালচুল দেখে অনেক সহুরে তাক্ হয়ে থাকেন। আবার কেউ কাশীপুর, বোঁড়স্থা, ভবানীপুর ও কালীঘাটে বাসা ক'রে চব্বিশ ঘণ্টা সোণাগাছিতেই কাটান। লোকের বাড়ী চড়োয়া হয়ে দাঙ্গা করেন; তার পরদিন প্রিয়তমার হাত ধ'রে যুগলবেশে জ্যেঠা খুড়া বাবার সঙ্গে পুলিসে হাজির হন, ধারে হাতী কেনেন। পেমেন্টের সময় ঠ্যাঙ্গাঠাঙ্গী উপস্থিত হয়—পেড়াপীড়ি হ'লে দেশে স'রে পড়েন—সেথায় রামরাজ্য।

জাহাজ থেকে নূতন সেলার নামলেই যেমন পাইকেরে ছেঁকে ধরে, সেই রকম পাড়াগেঁয়ে বড়মানুষ সহরে এলেই প্রথমে দালাল-পেস হন। দালাল বাবুর সদর মোক্তারের অনুগ্রহে বাড়ী ভাড়া করা, খ্যামটা-নাচের বায়না করা প্রভৃতি রকমওয়ারি কাজের ভার পান ও পলিটীকেল এজেন্টের কাজ করেন। বাবুকে সাতপুকুরের বাগান, এসিয়াটিক সোসাইটীর মিউজিয়ম—বালির

ব্রিজ,—বাগবাজারের খালের কলের দরজা—রকমওয়ারি বাবুর সাজানো বৈঠকখানা—ও দুই-এক নামজাদা বেশ্যার বাড়ী দেখিয়ে বেড়ান। ঝোপ বুঝে কোপ ফেলতে পারলে দালালের বাবুর কাছে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি হয়ে পড়ে। কিছুকাল বড় আমোদ যায়, শেষে বাবু টাকার টানাটানিতে বা কর্ম্মান্তরে দেশে গেলে দালাল এজেন্টি কর্ম্মে মকুরর হয়।

আজকাল সহরে ইংরাজী কেতার বাবুরা দু'টি দল হয়েছেন; প্রথম দল উঁচুকেতা সাহেবের গোবরের গস্ত, দ্বিতীয় "ফিরিঙ্গীর জঘন্য প্রতিরূপ"; প্রথম দলের সকলি ইংরাজী কেতা, টেবিল-চেয়ারের মজলিস, পেয়ালা করা চা, চুরোট, জগে করা জল, ডিকাণ্টরে ব্রাণ্ডি ও কাচের গ্লাসে সোলার ঢাকনি, সালু মোড়া; হরকরা ইংলিশম্যান ও ফিনিক্স সামনে থাকে, পলিটিক্স ও 'বেষ্ট নিউস অব দি ডে' নিয়েই সর্ব্বদা আন্দোলন। টেবিলে খান, কমডে হাগেন এবং কাগজে পোঁদ পোঁছেন! এঁরা সহৃদয়তা, দয়া, পরোপকার, নম্রতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত, কেবল সর্ব্বদাই রোগ, মদ খেয়ে খেয়ে জুজু, স্ত্রীর দাস—উৎসাহ, একতা, উন্নতীচ্ছা একেবার হৃদয় হতে নির্ব্বাসিত হয়েছে; এঁরাই ওল্ড ক্লাস।

দ্বিতীয়ের মধ্যে—বাগাম্বর মিত্র প্রভৃতি সাপ হতেও ভয়ানক, বাঘের চেয়ে হিংস্র; বলতে গেলে এঁরা একরকম ভয়ানক জানোয়ার। চোরেরা যেমন চুরি কত্তে গেলে মদ ঠোঁটে দিয়ে গন্ধ করে মাতাল সেজে যায়, এঁরা সেইরূপ স্বার্থ-সাধনার্থ স্বদেশের ভাল চেষ্টা করেন। "কেমন ক'রে আপনি বড়লোক হব," "কেমন ক'রে সকলে পায়ের নীচে থাকবে," এই এঁদের নিয়ত চেষ্টা—পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে আপনার গোঁফে তেল দেওয়াই এঁদের পলিসী, এঁদের কাছে দাতব্য দূর পরিহার—চার আনার বেশী দান নাই।

সকালবেলা সহরের বড়মানুষদের বৈঠকখানা বড় সরগরম থাকে। কোথাও উকীলের বাড়ীর হেড কেরাণী তীর্থের কাকের মত ব'সে আছেন। তিন-চারিটি "ইকুটী," দুটি "কমন লা" আদালতে ঝুলচে। কোথাও পাওনাদার বিল-সরকার উট্‌নোওয়ালা মহাজন খাতা, বিল ও হাতচিঠে নিয়ে তিন-চার মাস হাঁট্‌চে, দেওয়ানজী কেবল আজ না কাল কচ্চেন। 'শমন,' 'ওয়ারিন' 'উকিলের চিঠি' ও 'সফিনে' বাবুর অলঙ্কার হয়েচে। নিন্দা অপমান তৃণজ্ঞান। প্রত্যেক লোকের চাতুরী, ছলনা মনে করে অন্তর্দ্দাহ হচ্চে। "য্যায়সা দিন নেহি রহেগা" অঙ্কিত আংটী আঙ্গুলে পরেচেন; কিন্তু কিছুতেই শান্তিলাভ করতে পাচ্চেন না। কোথাও একজন বড়মানুষের ছেলে অল্পবয়সে বিষয় পেয়ে, কান্নেখেকো ঘুঁড়ীর মত ঘুরচেন। পরশুদিন "বউ বউ," "লুকোচুরি" "ঘোড়াঘোড়া" খেলেচেন, আজ তাঁকে দেওয়ানজীর কূটকচালে খতেনের গোঁজা মিলন খতে হবে, উকীলের বাড়ীর বাবুর পাকা চালে নজর রেখে স'রে বস্‌তে হবে, নইলে ওঠসার কিস্তিতেই মাত! ছেলের হাতে ফল দেখলে কাকেরাও ছোঁ মারে, মানুষ তো কোন্ ছার;—কেউ "স্বর্গীয় কর্ত্তার পরম বন্ধু," কেউ স্বর্গীয় কর্ত্তার "মেজোপিসের মামার খুড়োর পিসতুতো ভেয়ের মামাতো ভাই" পরিচয় দিয়ে পেস হচ্চেন। "উমেদার," কন্যাদায় (হয়ত কন্যাদায়ের বিবাহ হয় নাই) নানা রকম লোক এসে জুটেছেন, আসল মতলব দ্বৈপায়নহ্রদে ডোবা রয়েছে, সময়ে আমলে আস্‌বে।

ক্রমে রাস্তায় লোকারণ্য হয়েছে। চৌমাথার বেণের দোকান লোকে পুরে গেছে। নানা রকম রকম বেশ—কারুর কফ্ ও কলারওয়ালা কামিজ, রূপোর বগ্‌লেস আঁটা শাইনিং লেদর; কারো ইণ্ডিয়া রবর আর চায়না কোট; হাতে ইষ্টিক, ক্রেপের চাদর, চুলের গার্ডচেন গলায়; আলবার্ট ফেশানে চুল ফেরানো। কলিকাতা সহর রত্নাকরবিশেষ, না মেলে এমন জানোয়ারই নাই; রাস্তার দু-

পাশে অনেক আমোদগেলা মহাশয় দাঁড়িয়েছেন, ছোট আদালতের উকীল সেক্সন রাইটার, টাকাওয়ালা গন্ধবেণে, তেলী, ঢাকাই কামার আর ফলারে যজমেনে বামুনই অধিক—কারু কোলে দুটি মেয়ে—কারু তিন্‌টে ছেলে।

কোথাও পাদ্‌রী সাহেব ঝুড়ি ঝুড়ি বাইবেল বিলুচ্চেন—কাছে ক্যাটিকৃষ্ট ভায়া—স্বর্বর্ন চৌকীদারের মত পোষাক—পেন্‌টুলেন, ট্যাংট্যাঙে চাপকান, মাথায় কালো রঙ্গের চোঙ্গাকাটা টুপী। আদালতী স্বরে হাত-মুখ নেড়ে খ্রীষ্টধর্ম্মের মাহাত্ম্য ব্যক্ত কচ্চেন—হঠাৎ দেখলে বোধ হয় যেন পুতুলনাচের নকীব। কতকগুলো ঝাঁকাওয়ালা মুটে, পাঠশালের ছেলে ও ফিরিওয়ালা একমনে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্যাটিকৃষ্ট কি বল্‌চেন, কিছুই বুঝতে পাচ্চে না। পূর্ব্বে বওয়াটে ছেলেরা বাপ-মার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে পশ্চিমে পালিয়ে যেতো, না হয় খ্রীষ্টান হতো; কিন্তু রেলওয়ে হওয়াতে পশ্চিমে পালাবার বড় ব্যাঘাত হয়েছে আর দিশী খ্রীষ্টানদের দুর্দ্দশা দেখে খ্রীষ্টান হতেও ভয় হয়।

চিৎপুরের বড় রাস্তায় মেঘ কল্লে কাদা হয়—ধূলোয় ধূলো; তার মধ্যে ঢাকের গটরার সঙ্গে গাজন বেরিয়েছে। প্রথমে দুটো মুটে একটা বড় পেতলের পেটা ঘড়ি বাঁশ বেঁধে কাঁধে করেছে—কতকগুলো ছেলে মুগুরের বাড়ী বাজাতে বাজাতে চলেছে—তার পেচোনে এলোমেলো নিশানের শ্রেণী। মধ্যে হাড়ীরা দল বেঁধে ঢোলের সঙ্গতে "ভোলা বোম ভোলা বড় রঙ্গিলা, লেংটা ত্রিপুরারি শিরে জটাধারী ভোলার গলে দোলে হাড়ের মালা," ভজন গাইতে গাইতে চলেচে। তার পেচনে বাবুর অবস্থামত তক্‌মাওয়ালা দরোয়ান, হরকরা সেপাই। মধ্যে সর্ব্বাঙ্গে ছাই ও খড়ি-মাখা, টিনের সাপের ফণার টুপী মাথায়, শিব ও পার্ব্বতী-সাজা সং। তার পেচনে কতকগুলো সন্ন্যাসী দশলকি ফুঁড়ে ধূনো পোড়াতে পোড়াতে নাচতে নাচতে চলেছে। পাশে বেণোরা জিবে হাতে বাণ ফুঁড়ে চলেছে। লম্বা লম্বা ছিপ, উপরে শোলার চিংড়িমাছ বাঁধা। সেট্‌কে সেট ঢাকে ড্যানাক্ ড্যানাক্ ক'রে রং বাজাচ্চে। পেচনে বাবুর ভাগ্নে, ছোট ভাই বা পিসতুতো ভেয়েরা গাড়ী চ'ড়ে চলেছেন—তাঁরা রাত্রি তিনটার সময় উঠেছেন, চোক্ লাল টক্‌টক্ কচ্চে, মাথা ভবানীপুরে, কালীঘেটে ধূলোয় ভ'রে গিয়েছে। দর্শকেরা হাঁ করে গাজন দেখচেন, মধ্যে মধ্যে বাজনার শব্দে ঘোড়া খেপ্‌চে—হুড়মুড় ক'রে কেউ দোকানে কেউ খানার উপর পোড়চেন, রৌদ্রে মাথা ফেটে যাচ্চে—তথাপি নড়চেন না।

ক্রমে পুলিসের হুকুমমত সব গাজন ফিরে গেল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রাস্তায় ঘোড়া চ'ড়ে বেড়াচ্ছিলেন, পকেট-ঘড়ি খুলে দেখলেন, সময় উত্তরে গেছে, অমনি মার্শাল ল জারি হলো, "ঢাক বাজালে থানায় ধ'রে নিয়ে যাবে।" ক্রমে দুই-একটা ঢাকে জমাদারের হেতে কোঁৎকা পড়বামাত্রেই সহর নিস্তব্ধ হলো। অনেকে ঢাক ঘাড়ে ক'রে চুপে চুপে বাড়ী এলেন—দর্শকেরা কুইনের রাজ্যে অভিসম্পাত কত্তে কত্তে ফিরে গেলেন।

সহরটা কিছুকালের মত জুড়ুলো। বেণোরা বাণ খুলে মদের দোকানে ঢুকলো। সন্ন্যাসীরা ক্লান্ত হয়ে ঘরে গিয়ে হাতপাখায় বাতাস ও হাঁড়ি হাঁড়ি আমানি খেয়ে ফেল্লে। গাজনতলায় শিবের ঘর বন্ধ হলো—এ বছরের মত বাণফোঁড়ার আমোদও ফুরালো। এই রকমে রবিবারটা দেখতে দেখতে গেল।

আজ বৎসরের শেষ দিন। যুবত্বকালের এক বৎসর গেল দেখে যুবক-যুবতীরা বিষণ্ণ হলেন। হতভাগ্য কয়েদীর নির্দ্দিষ্ট কালের এক বৎসর কেটে গেল। দেখে আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। আজ বুড়োটি বিদেয় নিলেন, কাল যুবটি আমাদের উপর প্রভাত হবেন। বুড়ো বৎসরের অধীনে আমরা

যেসব কষ্ট ভোগ করেছি, যেসব ক্ষতি স্বীকার করেছি—আগামীর মুখ চেয়ে, আশার মন্ত্রণায়, আমরা সেসব মন থেকে তাঁরই সঙ্গে বিসর্জ্জন দিলেম। ভূতকাল যেন আমাদের ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে চ'লে গেলেন—বর্ত্তমান বৎসর স্কুল-মাষ্টারের মত গম্ভীর ভাবে এসে পড়লেন—আমরা ভয়ে হর্ষে তটস্থ ও বিস্মিত! জেলার পুরাণ হাকিম বদ্‌লা হ'লে নীল-প্রজাদের মন যেমন ধুকপুক্ করে, স্কুলে নতুন ক্লাসে উঠ্‌লে নতুন মাষ্টারের মুখ দেখে ছেলেদের বুক যেমন গুর্ গুর্ করে—মড়ুঞ্চে পোয়াতীর বুড়ো বয়সে ছেলে হ'লে মনে যেমন মহান্ সংশয় উপস্থিত হয়, পুরাণর যাওয়াতে নতুনের আসাতে আজ সংসার তেমনি অবস্থায় পড়লেন।

ইংরেজরা নিউইয়ারের বড় আদর করেন। আগামীকে দাঁড়াগুয়া পান দিয়ে বরণ ক'রে স্থান—নেশার খোঁয়ারির সঙ্গে পুরাণকে বিদায় দেন। বাঙ্গালীরা বছরটি ভাল রকমেই যাক্ আর খারাবেই শেষ হোক্, সজনেখাড়া চিবিয়ে, ঢাকের বাদ্দি আর রাস্তার ধুলো দিয়ে, পুরাণকে বিদায় দেন। কেবল কল্‌সী উচ্ছুগ্‌গুকর্ত্তারা আর নতুন খাতাওলারাই নতুন বৎসরের মান রাখেন!

আজ চড়ক। সকালে ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মরা একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিধিপূর্ব্বক উপাসনা করেচেন—আবার অনেক ব্রাহ্ম কলসী উচ্ছুগ্‌গু কর্‌বেন। এবারে উক্ত সমাজের কোন উপাচার্য্য বড় ধুম ক'রে কালীপূজো ক'রেছিলেন ও বিধবা বিবাহে যাবার প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষে জমিদারের বাড়ী শ্রীবিষ্ণু স্মরণ ক'রে গোবর খেতেও ত্রুটি করেন নি। আজকাল ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্ম্ম বোঝা ভার, বাড়ীতে দুর্গোৎসবও হবে আবার কি বুধবারে সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদিত ক'রে মড়াকান্না কাঁদ্‌তে হবে। পরমেশ্বর কি খোট্টা, না মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ যে, বেদভাঙ্গা সংস্কৃত পদ ভিন্ন অন্য ভাষায় তাঁরে ডাকলে তিনি বুঝতে পারবেন না—আড্ডা থেকে না ডাক্‌লে শুন্‌তে পাবেন না? ক্রমে কৃশ্চানী ও ব্রাহ্মধর্ম্মের আড়ম্বর এক হবে, তারি যোগাড় হচ্চে।

চড়কগাছ পুকুর থেকে তুলে, মোচ বেন্ধে মাথায় ঘি-কলা দিয়ে খাড়া করা হয়েছে। ক্রমে রোদ্দুরের তেজ প'ড়ে এলে চড়কতলা লোকারণ্য হয়ে উঠলো। সহরের বাবুরা বড় বড় জুড়ী, ফেটিং ও ষ্টেট ক্যারেজে নানারকম পোষাক পরে চড়ক দেখতে বেরিয়েছেন; কেউ কাঁসারীদের সঙের মত পাল্কীগাড়ীর ছাদের উপর ব'সে চলেচেন! ছোটলোক, বড়মানুষ ও হঠাৎ-বাবুই অধিক।

অ্যাং যায়, ব্যাং যায়, খলসে বলে আমিও যাই—বামুন-কায়েতরা ক্রমে সভ্য হয়ে উঠলো দেখে সহরে নবশাক, হাড়ীশাক, মুচিশাক মহাশয়েরাও হামা দিতে আরম্ভ কল্লেন; ক্রমে ছোট জেতের মধ্যেও দ্বিতীয় রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর ও কেশব সেন জন্মাতে লাগলো—সন্ধ্যার পর দু-খানি চাপাটি ও একটু খাবড়ানোর বদলে—ফাউলকারী ও রোল রুটি ইন্‌ট্রডিউস হলো। শ্বশুরবাড়ী আহার করা, মেয়েদের বাঁ-নাক বেঁধান চলিত হলো দেখে বোতলের দোকান, কড়ি গণা, মাকু ঠেলা ও ভালুকের লোমবাচা কোলকেতায় থাকতে লজ্জিত হতে লাগলো। সবকামান চৈতনফক্কার জায়গায় আলবার্ট ফেসান ভর্ত্তি হলেন। চাবির থলো কাঁধে ক'রে টেনা ধুতি প'রে দোকানে যাওয়া আর ভাল দেখায় না; সুতরাং অবস্থাগত জুড়ী, বগী ও ব্রাউহাম বরাদ্দ হলো। এই সঙ্গে সঙ্গে বেকার ও উমেদারী হালোতের দু-এক জন ভদ্রলোক, মোসাহেব, তকমা-আরদালী ও হরকরা দেখা যেতে লাগলো। ক্রমে কলে-কৌশলে, বেণেতা বেসাতে টাকা খাটিয়ে অতি অল্পদিন মধ্যে কলিকাতা সহরে কতকগুলি ছোটলোক বড়মানুষ হন। রামলীলে, স্নানযাত্রা, চড়ক, বেলুনওড়া, বাজি ও ঘোড়ার নাচ এঁরাই রেখেছেন—প্রায় অনেকেরই এক-একটি পাশবালিশ আছে—"যে আজ্ঞে" ও "হুজুর আপনি যা বলচেন,

তাই'ঠিক" বলবার জন্য দুই-এক গণ্ডমূর্খ বরাখুরে ভদ্রসন্তান মাইনে করা নিযুক্ত রয়েছে। শুভ-কর্ম্মে দানের দফায় নবডঙ্কা! কিন্তু প্রতি বৎসরের গার্ডেন ফিষ্টের খরচে চার-পাঁচটা ইউনিভারসিটি ফাউণ্ড হয়।

কলকেতা সহরের আমোদ শীগ্‌গির ফুরায় না, বারোইয়ারি-পূজার প্রতিমা-পূজা শেষ হলেও বারো দিন ফ্যালা হয় না। চড়কও, বাসি, পচা, গলা ও ধসা হয়ে থাকে—সেসব বলতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায় ও ক্রমে তেতো হয়ে পড়ে, সুতরাং টাট্‌কা- চড়ক টাট্‌কা-টাট্‌কাই শেষ করা গেল।

এদিকে চড়কতলায় টিনের ঘুরঘুরী, টিনের মুহুরী দেওয়া তল্‌তাবাঁশের বাঁশী, হলদে রং-করা বাঁখারির চড়কগাছ, ছেঁড়া ন্যাকড়ার তইরি গুড়িয়া পুতুল, শোলার নানাপ্রকার খেলনা, পেল্লাদে পুতুল, চিত্তির-করা হাঁড়ি বিক্রী কত্তে বসেছে; "ড্যানাক্ ড্যানাক্ ড্যাডাং ডাং চিংড়িমাছের দুটো ঠ্যাং" ঢাকের বোল বাজ্‌চে; গোলাপী খিলির দোনা বিক্রী হচ্চে। একজন চড়্‌কী পিঠে কাঁটা ফুঁড়ে নাচতে নাচতে এসে চড়কগাছের সঙ্গে কোলাকুলি কল্লে—মৈয়ে করে তাকে উপরে তুলে পাক দেওয়া হতে লাগলো। সকলেই আকাশ পানে চড়্‌কীর পিঠের দিকে চেয়ে রইলেন! চড়্‌কী প্রাণপণে দড়ি ধ'রে কখন ছেড়ে পা নেড়ে নেড়ে ঘুর্‌তে লাগলো। কেবল "দে পাক দে পাক" শব্দ, কারু সর্ব্বনাশ, কারু পৌষমাস। একজনের পিঠ ফুঁড়ে ঘোরান হচ্ছে, হাজার লোক মজা দেখ্‌চেন।

পাঠক! চড়কের যথাকিঞ্চিৎ নক্সার সঙ্গে কলিকাতার বর্ত্তমান সমাজের ইন্সাইড জান্‌লে, ক্রমে আমাদের সঙ্গে যত পরিচিত হবে ততই তোমার বহুজ্ঞতার বৃদ্ধি হবে, তাতেই প্রথমে কোট করা হয়েছে "সহর শিখাওয়ে কোতোয়ালি।"

কলিকাতার বারোইয়ারি-পূজা

"And these what name or title e'er they bear,
———— I speak of all—"

Beggars Bush.

সৌখীন চড়ক-পার্ব্বণ শেষ হলো ব'লেই যেন দুঃখে সজ্‌নেখাড়া কেটে গেলেন। রাস্তার ধুলো ও কাঁকরেরা অস্থির হয়ে বেড়াতে লাগ্‌লো। ঢাকীরা ঢাক ফেলে জুতো গড়তে আরম্ভ কল্লে। বাজারে তুব সস্তা হলো, (এতদিন গয়লাদের জল মেশাবার অবকাশ ছিল না), গন্ধবেণে ভালুকের রোঁ বেচ্‌তে বসে গেলেন। ছুতরেরা গুলদার ঢাকাই-উড়ুনিতে কাঠের কুঁচো বাঁধতে আরম্ভ কল্লে। জন্ম-ফলারে যজমেনে বামুনেরা আত্মশ্রাদ্ধ, বাৎসরিক সপিণ্ডীকরণ টাকতে লাগলেন—তাই দে'খে গর্‌মি আর থাক্‌তে পাল্লেন না; "ঘরে আগুন", "জলে ডোবা" ও "ওলাউঠো" প্রভৃতি নানারকম বেশ ধ'রে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লেন।

রাস্তার ধারের ফোড়ের দোকান, পচা নিচু ও আঁবে ভরে গেল। কোথাও একটা কাঁটালের ভুতুড়ির উপর মাছি ভ্যান ভ্যান কচ্চে, কোথাও কতকগুলো আঁবের আটি ছড়ান রয়েছে, ছেলেরা আঁটি ঘষে ভেঁপু ক'রে বাজাচ্চে। মধ্যে একপস্‌লা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় চিৎপুরের বড় রাস্তা ফলারের পাতের

মত দেখাচ্চে—কুঠিওয়ালারা জুতো হাতে ক'রে, বেশ্যালয়ের বারাণ্ডার নীচে আর রাস্তার ধারের বেণের দোকানে দাঁড়িয়ে আছেন—আজ ছক্কড়মহলে পোহাবারো।

কল্‌কেতার কেরাঞ্চি গাড়ী বেতো রোগীর পক্ষে বড় উপকারক, গ্যালবানিক শকের কাজ করে। সেকেলে আশমানী দোলদার ছক্কড় যেন হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই কলকেতা থেকে গা-ঢাকা হয়েছে—কেবল দুই-একখানা আজও খিদিরপুর, ভবানীপুর, কালীঘাট আর বারাসতের মায়া ত্যাগ কত্তে পারেনি ব'লেই আমরা কখন কখন দেখ্‌তে পাই।

"চার আনা!" "চার আনা!" "লালদীঘি!" "তেরজুরী!" "এস গো বাবু ছোট আদালত!" ব'লে গাড়োয়ানেরা সৌখীন স্বরে চীৎকার কচ্চে; নববধ্বাগমনের বউয়ের মত দুই এক কুঠিওয়ালা গাড়ীর ভিতর ব'সে আছেন—সঙ্গী জুটচে না। দুই-একজন গবর্ণমেণ্ট আফিসের কেরাণী গাড়োয়ানদের সঙ্গে দরের কষাকড়ি কচ্চেন। অনেকে চ'টে হেঁটেই চলেছেন—গাড়োয়ানেরা হাসি টিট্‌কিরির সঙ্গে "তবে ঝাঁকামুটেয় যাও, তোমাদের গাড়ী চড়া কর্ম্ম নয়।" কম্‌প্লিমেণ্ট দিচ্চে।

দশটা বেজে গেছে। ছেলেরা বই হাতে ক'রে রাস্তায় হো হো কত্তে কত্তে স্কুলে চলেছে। মৌতাতি বুড়োরা তেল মেখে গামছা কাঁধে ক'রে আফিমের দোকান ও গুলীর আড্ডায় জমচেন। হেটো ব্যাপারীরা বাজারে বেচা-কেনা শেষ ক'রে খালি বাজরা নিয়ে ফিরে যাচ্চে। কলকেতা সহর বড়ই গুলজার—গাড়ীর হর্‌রা, সহিসের পয়িস্ পয়িস্ শব্দ, কেঁদো কেঁদো ওয়েলার ও নরম্যাণ্ডির টাপেতে রাস্তা কেঁপে উঠচে—বিনা বাধাতে রাস্তায় চলা বড় সোজা কর্ম্ম নয়।

বীরকৃষ্ণ দাঁর ম্যানেজার কানাইধর দত্ত এক নিমখাসা রকমের ছক্কর ভাড়া ক'রে বারোইয়ারি পূজার বার্ষিক সাধ্‌তে বেরিয়েছেন।

বীরকৃষ্ণ দাঁ কেবলচাঁদ দাঁর পুষ্যিপুত্তুর, হাটখোলায় গদী, দশ-বারোটা খন্দ মালের আড়ত, বেলেঘাটায় কাঠের ও চুণের পাঁচখানা গোলা, নগদ দশ বারো লাখ টাকা দাদন ও চোটায় খাটে। কোম্পানীর কাগজেরও মধ্যে মধ্যে লেন-দেন হয়ে থাকে; বারো মাস প্রায় সহরেই বাস, কেবল পূজোর সময় দশ-বারো দিনের জন্য বাড়ী যেতে হয়। একখানি বগী, একটি লাল ওয়েলার, একটি বাঁড়, দুটি তেলী মোসাহেব, গড়পারে বাগান ও ছ-ডেঁড়ে এক ভাউলে ব্যাভার, আয়েস ও উপাসনার জন্যে নিয়ত হাজির।

বীরকৃষ্ণ দাঁ শ্যামবর্ণ, বেটেখেঁটে রকমের মানুষ, নেয়াপাতি রকমের ভুঁড়ি, হাতে সোনার তাগা, কোমরে মোটা সোনার গোট, গলায় একছড়া সোনার দু-নরী হার, আহ্নিকের সময়, খেল্‌বার তাসের মত চ্যাটালো সোনার ইষ্টকবচ পরে থাকেন, গঙ্গাস্নানটি প্রত্যহ হয়ে থাকে, কপালে কণ্ঠায় ও কানে ফোঁটাও ফাঁক যায় না। দাঁ মহাশয় বাঙ্গালা ও ইংরাজী নামসই কত্তে পারেন ও ইংরেজ খদ্দের আসা-যাওয়ায় দু-চারটে ইংরাজী কোম্পানীর কনট্যাক্টে 'কম' আইস, 'গো' যাও প্রভৃতি দুই-একটা ইংরাজী কথাও আসে; কিন্তু দাঁ মহাশয়কে বড় কাজকর্ম্ম দেখতে হয় না, কানাইধন দত্তই তাঁর সব কাজকর্ম্ম দেখেন, দাঁ মশায় টানা-পাখায় বাতাস খেয়ে, বগী চ'ড়ে, আর এস্‌রাজ বাজিয়েই কাল কাটান।

বারো জনে একত্র হয়ে কালী বা অন্য দেবতার পূজা করার প্রথা মড়ক হতেই সৃষ্টি হয়—ক্রমে সেই অবধি "মা" ভক্তি ও শ্রদ্ধার অনুরোধে ইয়ারদলে গিয়ে পড়েন। মহাজন, গোলদার, দোকানদার ও হেটোরাই বারোইয়ারি-পূজোর প্রধান উদ্‌যোগী। সংবৎসর যার যত মাল বিক্রী ও চালান হয়, মণ পিছু এক কড়া দু কড়া বা পাঁচ কড়ার হিসাবে বারোইয়ারি খাতে জমা হয়ে থাকে, ক্রমে দু-এক বৎসরের

দস্তুরি বারোইয়ারি খাতে জমলে মহাজনদের মধ্যে বর্দ্ধিষ্ণু ও ইয়ারগোচের সৌখীন লোকের কাছেই ঐ টাকা জমা হয়। তিনি বারোইয়ারি-পুজোর অধ্যক্ষ হন—অন্য চাঁদা আদায় করা, চাঁদার জন্য ঘোরা ও বারোইয়ারি সং ও রং-তামাসার বন্দোবস্ত করা তাঁরই ভার হয়।

এবার ঢাকার বীরকৃষ্ণ দাঁ-ই বারোইয়ারির অধ্যক্ষ হয়েছিলেন, সুতরাং দাঁ মহাশয়ের আমমোক্তার কানাইধন দত্তই বারোইয়ারির বার্ষিক সাধা ও আর আর কাজের ভার পেয়েছিলেন।

দত্তবাবুর গাড়ী রুনু রুনু ছুনু ছুনু ক'রে হুড়িঘাটা লেনের এক কায়স্থ বড়মানুষের বাড়ীর দরজায় লাগলো। দত্তবাবু তড়াক্ ক'রে গাড়ী থেকে লাফিয়ে প'ড়ে দরোয়ানদের কাছে উপস্থিত হলেন। সহরের বড়মানুষের বাড়ীর দরোয়ানেরা খোদ হুজুর ভিন্ন নদের রাজা এলেও খবর নদারক! "হোরির বক্সিস্", "দুর্গোৎসবের পার্ব্বণী", "রাখী পূর্ণিমার প্রণামী" দিয়েও মন পাওয়া ভার। দত্তবাবু অনেক ক্লেশের পর চার আনা কবলে একজন দরোয়ানকে বাবুকে এৎলা দিতে সম্মত কল্লেন। সহরের অনেক বড়মানুষের কাছে "কর্জ্জ দেওয়া টাকার সুদ" বা তাঁর "পৈতৃক জমিদারী" কিনতে গেলেও বাবুর কাছে এৎলা হ'লে হুজুরের হুকুম হ'লে, লোক যেতে পায়; কেবল দুই-এক জায়গায় অবারিতদ্বার। এতে বড়মানুষদেরো বড় দোষ নাই, 'ব্রাহ্মণপণ্ডিত', 'উমেদার', 'কন্যাদায়', 'আইবুড়ো ও 'বিদেশী ব্রাহ্মণ' ভিক্ষুকদের জ্বালায় সহরের বড়মানুষদের স্থির হওয়া ভার। এদের মধ্যে কে মৌতাতের টানাটানির জ্বালায় বিব্রত, কে যথার্থ দায়গ্রস্ত, এপিডেপিট কল্লেও তার সিদ্ধান্ত হয় না! দত্তবাবু আধ ঘণ্টা দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন; এর মধ্যে দশ-বারোজনকে পরিচয় দিতে হলো, তিনি কিসের জন্য হুজুরে এসেছেন। তিনি দুই-একটা বেয়াড়া রকমের দরোয়ানি ঠাট্টা খেয়ে গরম হচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁর চার আনা দাদুনে দরোয়ান ঢিকুতে ঢিকুতে এসে তাঁরে সঙ্গে ক'রে নিয়ে হুজুরে পেশ কললে।

পাঠক! বড়মানুষের বাড়ীর দরোয়ানের কথায়, এইখানে আমাদের একটি গল্প মনে পড়ে গেল; সেটি না বলেও থাকা যায় না।

বছর দশ-বারো হলো, এই সহরের বাগবাজার অঞ্চলের একজন ভদ্রলোক তার জন্মতিথি উপলক্ষে গুটিকত ফ্রেণ্ডকে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ করেন। জন্মতিথিতে আমোদ করা হিন্দুদের পক্ষে ইংরেজদের কাপি করা প্রথা নয়; আমরা পুরুষপরম্পরা জন্মতিথিতে গুড়-দুধ খেয়ে তিল বুনে, মাছ ছেড়ে, (যার যেমন প্রথা) নতুন কাপড় পরে, প্রদীপ জেলে শাঁক বাজিয়ে, আইবুড়ো ভাত খাবার মত—কুটুম্ব-বন্ধু-বান্ধবকে সঙ্গে নিয়ে ভোজন ক'রে থাকি। তবে আজকাল সহরের কেউ কেউ জন্মতিথিতে বেতর গোচের আমোদ ক'রে থাকেন। কেউ ষেটের কোলে ষাট বৎসরে পদার্পণ ক'রে আপনার জন্মতিথির দিন গ্যাসের আলোর গেট, নাচ ও ইংরেজদের খানা দিয়ে চোহেলের খানা দিয়ে চোহেলের একশেষ করেন; অভিপ্রায়, আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আর ষাট বছর এমনি ক'রে আমোদ কত্তে থাকুন, চুলে ও গোঁফে কলপ দিয়ে জরির জামা ও হীরের কণ্ঠী পরে নাচ দেখতে বসুন—প্রতিমা বিসর্জ্জন—স্নানযাত্রা ও রথে বাহার দিন। অনেকের জন্মতিথিতে বাগান টের পান যে, আজ বাবুর জন্মতিথি, নেমন্তন্নেদের গা সারতে আফিসে একহপ্তা ছুটি নিতে হয়। আমাদের বাগবাজারের বাবু সে রকমের কোন দিকেই যান নি, কেবল গুটিকতক ফ্রেণ্ডকে ভাল করে খাওয়াবেন, এই তাঁর মতলব ছিল। এদিকে ভোজের দিন নেমন্তন্নেরা এসে একে একে জুটলেন, খাবার-দাবার সকলি প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু সেদিন সকালে বাদ্লা হওয়ায় মাছ পাওয়া যায় নি। বাঙ্গালীদের মাছটা প্রধান খাদ্য, সুতরাং কর্ম্মকর্ত্তা মাছের জন্য উড়ই উদ্বিগ্ন হতে লাগলেন; নানা স্থানে মাছের সন্ধানে লোক পাঠিয়ে দিলেন; কিন্তু কোন রকমেই মাছ পাওয়া গেল না। —শেষ

একজন জেলে একটা সের দশ-বারো ওজনের রুইমাছ নিয়ে উপস্থিত হলো। মাছ দেখে কর্মকর্তার আর খুসীর সীমা রইলো না। জেলে যে দাম বলবে, তাই দিয়ে মাছটি নেওয়া যাবে মনে ক'রে জেলেকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "বাপু, এটির দাম কি নেবে? ঠিক বল, তাই দেওয়া যাবে।" জেলে বল্লে, "মশাই! এর দাম বিশ ঘা জুতো।" কর্মকর্তা বিশ ঘা জুতো শুনে অবাক্ হয়ে রইলেন; মনে কল্লেন, জেলে বাদ্লা পেয়ে মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে, নয়ত পাগল। কিন্তু জেলে কোনক্রমেই বিশ ঘা জুতো ভিন্ন মাছটি দিবে না, এই তার পণ হলো। নিমন্ত্রে, বাড়ীর কর্তা ও চাকর-বাকরেরা জেলের এ আশ্চর্য্য দাম শুনে তারে কেউ পাগল, কেউ মাতাল বলে ঠাট্টা-মস্করা কত্তে লাগ্‌লো; কিন্তু কোন রকমেই জেলের গোঁ ঘুচলো না। শেষে কর্মকর্তা কি করেন, মাছটি নিতেই হবে, আস্তে আস্তে জেলেকে বিশ ঘা জুতো মাত্তে রাজী হলেন, জেলেও অম্লানবদনে পিঠ পেতে দিলে। দশ ঘা জুতো জেলের পিঠে পড়বামাত্র জেলে "মশাই! একটু থামুন, আমার একজন অংশীদার আছে, বাকী দশ ঘা সেই খাবে, আপনার দরোয়ান —দরজার বসে আছে, তারে ডেকে পাঠান। আমি যখন বাড়ীর ভিতরে মাছ নিয়ে আসছিলেম, তখন মাছের অর্দ্ধেক দাম না দিলে আমারে ঢুকতে দিবে না বলেছিল, সুতরাং আমিও অর্দ্ধেক বখরা দিতে রাজী হয়েছিলেম।" কর্মকর্তা তখন বুঝতে পাল্লেন, জেলে কিজন্য মাছের দাম বিশ ঘা জুতো চেয়েছিল। দরোয়ানজীকে দরজায় ব'সে আর অধিকক্ষণ জেলের দামের বখরার জন্য প্রতীক্ষা ক'রে থাকতে হলো না; কর্মকর্তা তখনি দরোয়ানজীকে জেলের বিশ ঘার অংশ দিলেন। পাঠক বড়মানষেরা! এই উপন্যাসটি মনে রাখবেন।

হজুর দেড়হাত উঁচু গদীর উপরে তাকিয়ে ঠেস দিয়ে ব'সে আছেন, গা আদুর! পাশে মুন্সীমশায় চস্‌মা চোখে দিয়ে পেস্কারের সঙ্গে পরামর্শ কচ্চেন—সাম্‌নে কতকগুলো খোলা খাতা ও একঝুড়ি চোতা কাগজ, আর একদিকে পাঁচজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত বাবুকে "ক্ষণজন্ম", "যোগভ্রষ্ট" ব'লে তুষ্ট করবার অবসর খুঁজচেন। গদীর বিশ হাত অন্তরে দুজন বেকার 'উমেদার' ও একজন বৃদ্ধ কন্যাদায় কাঁদো কাঁদো মুখ ক'রে ঠিক 'বেকার' ও 'কন্যাদায়' হালতের পরিচয় দিচ্চেন। মোসাহেবেরা খালি গায়ে ঘুর-ঘুর কচ্ছেন, কেউ হজুরের কাণে কাণে দু-চার কথা কচ্চেন—হজুর ময়ূরহীন কার্ত্তিকের মত আড়ষ্ট হয়ে ব'সে রয়েচেন। দত্তবাবু গিয়ে নমস্কার কল্লেন।

হজুর বারোইয়ারি-পূজার বড় ভক্ত, পূজার কদিন দিবারাত্রি বারোইয়ারিতলাতেই কাটান। ভাগ্নে, মোসাহেব, জামাই ও ভগিনীপতিরা বারোইয়ারির জন্য দিনরাত শশব্যস্ত থাকেন।

দত্তবাবু বারোইয়ারি-বিষয়ক নানা কথা কয়ে হজুরি সবক্রিপসন হাজার টাকা বিদেয় নিলেন! পেমেণ্টের সময় দাওয়ানজী শতকরা দু টাকার হিসাবে দস্তরী কেটে ন্যান, দত্তজা ঘরপোড়া কাঠের হিসাবে ও দাওয়ানজীকে খুশী রাখবার জন্য তাতে আর কথা কইলেন না। এদিকে বাবু বারোইয়ারি-পূজার ক-রাত্রি কোন কোন্ রকম পোষাক পরবেন, তার বিবেচনায় বিব্রত হলেন।

কানাইবাবু বারোইয়ারি-বই নিয়ে না খেয়ে বেলা দুটো অবধি নানা স্থানে ঘুরলেন, কোথাও কিছু পেলেন, কোথাও মস্ত টাকা সই মাত্র হলো; (আদায় হবে না, তার ভয় নাই), কোথাও গলা ধাক্কা, তামাসা ও ঠোনাটা-ঠানাটাও সইতে হলো।

বিশ বচ্ছর পূর্ব্বে কল্‌কেতার বারোইয়ারির চাঁদা-সাধারা প্রায় দ্বিতীয় অষ্টমের পেয়াদা ছিলেন—ব্রহ্মোত্তর জমির খাজানা সাধার মত লোকের উনোনে পা দিয়ে টাকা আদায় কত্তেন, অনেক চোটের কথা কয়ে, বড়মানুষেদের তুষ্ট ক'রে টাকা আদায় কত্তেন।

একবার এক বারোইয়ারি-পাণ্ডারা এক চক্ষু কাণা এক সোণার বেণের কাছে চাঁদা আদায় কত্তে যান। বেণেবাবু বড়ই কৃপণ ছিলেন, "বাবার পরিবারকে" (অর্থাৎ মাকে) ভাত দিতেও কষ্ট বোধ কত্তেন, তামাক খাবার পাতের শুক্‌নো নলগুলি শুমিয়ে রাখতেন; একবৎসরের হ'লে ধোপাকে বিক্রী কত্তেন, তাতেই পরিবারের কাপড় কাচার দাম উশুল হতো। বারোইয়ারি-অধ্যক্ষেরা বেণেবাবুর কাছে চাঁদার বই ধল্লে, তিনি বড়ই রেগে উঠলেন ও কোন মতে এক পয়সাও বারোইয়ারিতে বাজে খরচ কত্তে রাজি হলেন না। বারোইয়ারির অধ্যক্ষেরা ঠাউরে ঠাউরে দেখলেন, কিন্তু বাবুর বাজে খরচের কিছুই নিদর্শন পেলেন না; তামাক গুলি পাকিয়ে কোম্পানীর কাগজের সঙ্গে বাক্সমধ্যে রাখা হয়—বালিসের ওয়াড়, ছেলেদের পোষাক বেণেবাবু অবকাশমত স্বহস্তেই সেলাই করেন—চাকরদের কাছে (একজন বুড়ো উড়ে মাত্র) তামাকের গুল, মুড়ো খেংরার দিনে ডুবার নিকেশ নেওয়া হয়—ধুতি পুরণো হ'লে বদল দিয়ে বাসন কিনে থাকেন। বেণেবাবুর ত্রিশ লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাজ ছিল; এ সওয়ায় সুদ ও চোটায় বিলক্ষণ দশ টাকা আস্‌তো; কিন্তু তার এক পয়সা খরচ কত্তেন না; (পৈতৃক পেসা)। খাঁটি টাকায় মাকু চালিয়ে যা রোজগার কত্তেন, তাতেই সংসারনির্ব্বাহ হতো; কেবল বাজে খরচের মধ্যে, একটা চক্ষু, কিন্তু চস্‌মায় দুখানি পরকলা বসানো। তাই দেখে, বারোইয়ারির অধ্যক্ষেরা ধ'রে বস্‌লেন, "মশাই! আপনার বাজে খরচ ধরা পড়েচে, হয় চসমাখানির একখানি পরকলা খুলে ফেলুন, নয় আমাদের কিছু দিন।" বেণেবাবু এ কথায় খুসী হলেন; অনেক কষ্টে দুটি সিকি পর্য্যন্ত দিতে সম্মত হয়েছিলেন।

আর একবার বারোইয়ারি-পূজোর এক দল অধ্যক্ষ সহরের সিঙ্গিবাবুদের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত; সিঙ্গিবাবু সে সময় অফিসে বেরুচ্ছিলেন, অধ্যক্ষেরা চার-পাঁচ জনে তাঁহাকে ঘিরে ধ'রে 'ধরেছি, ধরেছি' ব'লে চেঁচাতে লাগলেন। রাস্তায় লোক জ'মে গেল, সিঙ্গিবাবু অবাক্—ব্যাপারখানা কি? তখন একজন অধ্যক্ষ বল্লেন, "মশায়! আমাদের অমুক জায়গায় বারোইয়ারিপূজোয় মা ভগবতী সিঙ্গির উপর চ'ড়ে কৈলাস থেকে আসছিলেন, পথে সিঙ্গির পা ভেঙ্গে গেছে; সুতরাং তিনি আর আসতে পাচ্চেন না, সেইখানেই রয়েছেন; আমাদের স্বপ্ন দিয়েছেন যে, যদি আর কোন সিঙ্গির যোগাড় কত্তে পার, তা হ'লেই আমি যেতে পারি। কিন্তু মহাশয়! আমরা আজ একমাস নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্চি, কোথাও আর সিঙ্গির দেখা পেলেম না; আজ আপনার দেখা পেয়েচি, কোন মতে ছেড়ে দেবো না—চলুন, যাতে মার আসা হয়, তারই তদ্বির করবেন।" সিঙ্গিবাবু অধ্যক্ষদের কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে, বারোইয়ারির চাঁদায় বিলক্ষণ দশ টাকা সাহায্য কল্লেন।

এ ভিন্ন বারোইয়ারির চাঁদা-সাধা বিষয়ে নানা উদ্ভট কথা আছে। কিন্তু এখানে সে সকলের উত্থাপন নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বে চুঁচড়োর মত বারোইয়ারি-পূজা আর কোথাও হতো না, 'আচাভো', 'বোম্বোচাক' প্রভৃতি সং প্রস্তুত হতো; সহরের ও নানাস্থানের বাবুরা বোট, বজরা, পিনেস ও ভাউলে ভাড়া ক'রে সং দেখতে যেতেন। লোকের এত জনতা হতো যে, কলাপাত এক টাকায় একখানি বিক্রী হতো, চোরেরা আণ্ডীল হয়ে যেতো; কিন্তু গরীব, দুঃখী গেরস্তোর হাঁড়ি চড়তো না। গুপ্তিপাড়া, কাঁচড়াপাড়া, শান্তিপুর, উলো প্রভৃতি কলকেতার নিকটবর্ত্তী পল্লীগ্রামে ক'বার বড় ধূম ক'রে বারোইয়ারি-পূজো হয়েছিল। এতে টক্করাটক্করিও বিলক্ষণ চলেছিল। একবার শান্তিপুরওয়ালারা পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ ক'রে এক বারোইয়ারি-পূজো করেন; সাত বৎসর ধ'রে তার উজ্জুগ হয়, প্রতিমাখানি ষাট হাত উঁচু হয়েছিল। শেষে বিসর্জ্জনের দিনে প্রত্যেক পুতুল কেটে কেটে বিসর্জ্জন কত্তে হয়েছিল,

তাতেই গুপ্তিপাড়াওয়ালারা 'মার' অপঘাতমৃত্যু উপলক্ষে গণেশের গলায় কাচা বেঁধে এক বারোইয়ারি-পূজো করেন, তাহাতেও বিস্তর টাকা ব্যয় হয়।

এখন আর সে কাল নাই; বাঙ্গালী বড়মানুষদের মধ্যে অনেক সভ্য হয়েচেন। গোলাপজল দিয়ে জলশৌচ, ঢাকাই কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে পরা, মুক্তাভস্মের চূণ দিয়ে পান খাওয়া, এখন আর শোনা যায় না। কুকুরের বিয়েয় লাখ টাকা খরচ, যাত্রায় নোট প্যালা, তেল মেখে চার ঘোড়ার গাড়ী চ'ড়ে ভেঁপু বাজিয়ে স্নান কত্তে যাওয়া, সহরে অতি কম হয়ে পড়েচে। আজ্ঞা হুজুর, উঁচু গদী, কার্ত্তিকের মত বাউরি-কাটা চুল, একপাল বরাখুরে মোসাহেব, রক্ষিত বেশ্যা আর পাকান কাছা—জলস্তম্ভ আর ভূমিকম্পের মত—'কখনোর' পাল্লায় পড়েছে!

কায়স্থ, ব্রাহ্মণ বড়মানুষ (পাড়াগেঁয়ে ভূতেরা ছাড়া) প্রায় মাইনে-করা মোসাহেব রাখেন না; কেবল সহরে দু'চার বেণে বড়মানুষই মোসাহেবদের ভাগ্যে সুপ্রসন্ন। বুক-ফোলান, বাঁকা সীঁথি, পইতের গোছা গলায়, কুঁচের মত চক্ষু লাল, কাণে তূলোয় করা আতর (লেখাপড়া সকল রকমই জানেন, কেবল বিস্মৃতিক্রমে বর্ণপরিচয়টি হয় নাই) আমরা খালি বেণে বড়মানুষ বাবুদের মজলিশে দেখতে পাই।

মোসাহেবী পেশা উঠে গেলেই, 'বারোইয়ারি,' 'খেমটা,' 'চেহেল' ও 'ফর্‌রার' লাঘব হবে সন্দেহ নাই।

সন্ধ্যা হয় হয় হয়েচে—গয়লারা দুধের হাঁড়া কাঁধে ক'রে দোকানে যাচ্চে। মেছুনীরা আপনাদের পাটা, বঁটি ও চুবড়ি ধুয়ে প্রদীপ সাজাচ্চে! গ্যাসের আলো-জ্বালা মুটেরা মৈ কাঁধে ক'রে দৌড়ুচ্চে, থানার সাম্‌নে পাহারাওয়ালাদের প্যারেড (এঁরা লড়াই করবেন, কিন্তু মাতাল দে'খে ভয় পান) হয়ে গিয়েচে। ব্যাঙ্কের ভেটো কেরাণীরে ছুটি পেয়েছেন। আজ এ সময়ে বীরকৃষ্ণ দাঁর গদীতে বড় ধূম—বারোইয়ারির অধ্যক্ষেরা একত্র হ'য়ে কোন কোন রকম সং হবে, কুমোরকে তারি নমুনা দেখাবেন, কুমোর নমুনো-মত সং তৈয়ের করবে, দাঁ মহাশয় ও ম্যানেজার কানাইধন দত্তজা নমুনোর মুখপাত!

ফৌজদুরী বালাখানা থেকে ভাড়া ক'রে এনে, কুড়িটি বেল লণ্ঠন (রং-বেরং—সাদা, গ্রিন্, লাল) টাঙ্গান হয়েচে। উঠোনে প্রথমে খড়, তার উপর দরমা, তার উপর মাদরাজি খেরোর জাজিম হাসচে। দাঁড়িপাল্লা, চ্যাটা, কুলো ও চালুনীরে, গুণিবাগ ও ছেঁড়া চটের আশপাশ থেকে উঁকি-ঝুঁকি মাচ্চে—আর তারা ঘরজামাই ও অন্নদাস-ভাগ্নেদের দলে গণ্য।

বীরকৃষ্ণবাবু ধুপছায়া চেলীর জোড় এবং কলার-কপ ও প্লেটওয়ালা (ঝাড়ের গেলাশের মত) কামিজ ও ঢাকাই ট্যার্চা কাজের চাদরে শোভা পাচ্ছেন, রুমালখানি কোমরে বাঁধা আছে—সোনার চাবি-শিক্লী, কোঁচা ও কামিজের উপর ঘড়ির চেনের অফিসেয়েটিং হয়েচে।

পাঠক! নবাবী আমল শীতকালের সূর্য্যের মত অস্ত গেল। মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরেজদের প্রতাপ বেড়ে উঠলো। বড় বড় বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলো। কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো। নবো মুন্সী, ছিরে বেণে ও পুঁটে তেলী রাজা হলো। সেপাই পাহারা, আসা-সোটা ও রাজা খেতাপ, ইণ্ডিয়া রবরের জুতো ও শান্তিপুরের ডুরে উড়ুনির মত রাস্তায় পাঁদাড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলো। কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, মানসিংহ, নন্দকুমার, জগৎ শেঠ প্রভৃতি বড় বড় ঘর উৎসন্ন যেতে লাগলো, তাই দে'খে হিন্দুধর্ম্ম, কবির মান, বিদ্যার উৎসাহ, পরোপকার নাটকের অভিনয় দেশ থেকে ছুটে

পালালো। হাফ-আখড়াই, ফুল-আখড়াই পাঁচালী ও যাত্রার দলেরা জন্মগ্রহণ কল্লে, সহরের যুবকদল গোখুরী, ঝকমারী ও পক্ষীর দলে বিভক্ত হলেন। টাকা বংশগৌরবকে ছাপিয়ে উঠলেন। রামা মুদ্দফরাস, কেষ্টা বাগ্দী, পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচো শীল কল্‌কেতার কায়েত-বামুনের মুরুব্বী ও সহরের প্রধান হয়ে উঠলো। এ সময়ে হাফ-আখড়াই ও ফুল-আখড়াইয়ের সৃষ্টি ও এই অবধি সহরের বড়মানুষেরা হাফ-আখড়াইয়ে আমোদ কত্তে লাগলেন। শামবাজার, রামবাজার চক ও সাঁকোর বড় বড় নিষ্কর্ম্মা বাবুরা এক এক হাফ-আখড়াই দলের মুরুব্বী হলেন। মোসাহেব, উমেদার, পাড়াস্থ ও দলস্থ গেরস্তগোছ হাড়হাবাতেরা সৌখীন দোহারের দলে মিশলেন। অনেকের হাফ-আখড়াইয়ের পুণ্যে চাকরী জুটে গেল। অনেকে পূজুরী দাদাঠাকুরের অবস্থা হ'তে একেবারে আমীর হয়ে পড়লেন—কিছুদিনের মধ্যে তকমা বাগান, জুড়ী ও বালাখানা ব'নে গেল!

আমরা পূর্ব্বে পাঠকদের যে বারোইয়ারি-পূজোর কথা ব'লে এসেচি, বীরকৃষ্ণ দাঁর উজ্জুগে প্রথম রাত্রি সেই বারোইয়ারিতলায় হাফ-আখড়াই হবে, তার উজ্জুগ হচ্চে।

ধোপাপুকুর লেনের দুইয়ের নম্বর বাড়ীটিতে হাফ-আখড়াইয়ের দল বসেচে—বীরকৃষ্ণবাবু বগী চ'ড়ে প্রত্যহ আড্ডায় এসে থাকেন। দোহারেরা কুঠি থেকে এসে হাত-মুখ ধুয়ে জলযোগ ক'রে রাত্রি দশটার পর একত্রে জমায়েৎ হন—ঢাকাই কামার, চাষাধোপা, পুঁটেতেলী ও ফলারে বামুনই অধিক। মুখুয্যেদের ছোটবাবু অধ্যক্ষ। ছোটবাবু ইয়ারের টেক্কা, বেশ্যার কাছে চিড়িয়ার গোলাম ও নেশায় শিবের বাবা! শরীর ডিগ্‌ডিগে, পইতে গোচ্ছা ক'রে গলায়, দাঁতে মিশি, প্রায় আধহাত চেটালো কালা ও লালপেড়ে চক্রবেড়ের ধুতি পরে থাকেন। দেড়ভরি আফিম, দেড়শ ছিলিম গাঁজা ও একজালা তাড়ী রোজকী মৌতাতের উঠনো বন্দোবস্ত। পাল-পার্ব্বণে ও শনিবারে বেশী মাত্রা চড়ান!

অমাবস্যার রাত্রি—অন্ধকারে ঘুরঘুট্টি—গুড় গুড় ক'রে নড়চে না, মাটি থেকে যেন আগুনের তাপ বেরুচ্চে, পথিকেরা এক একবার আকাশ-পানে চাচ্চেন, আর হন্ হন্ ক'রে চলেচেন—কুকুরগুলো খেউ খেউ কচ্চে,—দোকানীরে ঝাঁপতাড়া বন্ধ ক'রে ঘরে যাবার উজ্জুগ কচ্চে,—গুড়ুম ক'রে "নটার" তোপ প'ড়ে গেল। ধোপাপুকুর লেনের দুইয়ের নম্বরের বাড়ীতে আজ বড়ই ধুম। ঢাকার বীরকৃষ্ণবাবু, চকবাজারের প্যালানাথবাবু, দলপতি বাবুরো ও দু-চার গাইয়ে ওস্তাদও আস্‌বেন। গাওনার স্বর বড় চমৎকার হয়েছে—দোহারেরাও মিলে ও তালে দোরস্ত।

সময় কারুরই হাত-ধরা নয়—নদীর স্রোতের মত, বেশ্যার যৌবনের মত ও জীবের পরমায়ুর মত, কারুরই অপেক্ষা করে না! গির্জ্জের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং ক'রে দশটা বেজে গেল, সোঁ সোঁ ক'রে একটা বড় ঝড় উঠলো, রাস্তার ধুলো উড়ে যেন অন্ধকার আরো বাড়িয়ে দিলে—মেঘের কড়মড় কড়মড় ডাক ও বিদ্যুতের চমকানিতে ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা মার কোলে কুণ্ডুলী পাকাতে আরম্ভ কল্লে—মুষলের ধারে ভারী একপসলা বৃষ্টি এলো।

এদিকে দুয়ের নম্বরের বাড়ীতে অনেকে এসে জমতে লাগলেন। অনেকে সকলের অনুরোধে ভিজে ঢ্যাপঢ্যাপে হয়ে এলেন। চারডেলে দেয়ালগিরিতে বাতি জল্‌চে—মজলিস জক্ জক্ কচ্চে—পান, কলাপাতের এঁটো নল ও থেলো হুঁকোর কুরুক্ষেত্তর! মুখুয্যেদের ছোটবাবু লোকের খাতির কচ্চেন—'ওরে' 'ওরে' ক'রে তাঁর গলা চিরে গ্যাচে। তেলী, ঢাকাই কামার ও চাষাধোপা দোহারেরা একপেট ফির্নি মেটো, ঘণ্টো ও আটা-নেবড়ান-লুসে, ফরসা ধুতি-চাদরে ফিট হয়ে ব'সে আচেন, অনেকের চক্ষু বুজে এসেচে—বাতির আলো জোনাকী-পোকার মত দেখছেন ও এক একবার ঝিমকিনি ভাঙলে মনে

কচ্চেন, যেন উড়চি। ঘরটি লোকারণ্য—সকলেই খাতায় খাতায় ঘিরে ব'সে আছেন—থেকে থেকে ফুক্কুড়ি টপ্পাটা চলচে,—অনেক সেয়ানা ফরমেসে জুতো-জোড়াটি হয় পকেটে, নয় পার নীচে রেখে চেপে বসেচেন ;—জুতো এমনি জিনিস যে, দোহারদলের পরস্পরেও বিশ্বাস নাই! চকবাজারের প্যালানাথবাবুর অপেক্ষাতেই গাওনা বন্ধ রয়েচে, তিনি এলেই গাওনা আরম্ভ হবে। দু-একজন ধরতা দোহার প্যালানাথ-বাবুর আসবার অপেক্ষায় থাকতে বেজার হচ্চেন—দু-একজন "তাই ত" ব'লে দাদার বোলে বোল দিচ্চেন ; কিন্তু প্যালানাথবাবু বারোইয়ারির একজন প্রধান ম্যানেজার, সৌখীন ও খোসপোষাকীর হদ্দ ও ইয়ারের প্রাণ! সুতরাং তাঁর অপেক্ষা না কল্লে তাঁর অপমান করা হয়, - ঝড়ই হোক, বজ্রাঘাতই হোক আর পৃথিবী কেন রসাতলে যাক না, তাঁর এসব বিষয়ে এমন সখ যে, তিনি অবশ্যই আসবেন।

ধরতা দোহার গোবিন্দবাবু বিরক্ত হয়ে নাকিসুরে 'মনালে বঁদিয়া' জিক্কুর টপ্পা ধরেছেন ;—গাঁজার হুকো একবার এ থাকের পাশ মেরে ও থাকে গেল। ঘরের এককোণে হুকো থেকে আগুন প'ড়ে যাওয়ায়, সে দিকের থাকেরা রল্লা ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে কোঁচা ও কাপড় ঝাড়চেন ও কেমন ক'রে আগুন পড়লো, প্রত্যেকে তারই পঞ্চাশ রকম ডিপোজিশন দিচ্চেন ;—এমন সময় একখান গাড়ী গড় গড় ক'রে এসে দরজায় লাগলো। মুখুয্যেদের ছোটবাবু মজলিস থেকে তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠে, বারাণ্ডায় গিয়ে "প্যালানাথবাবু! প্যালানাথবাবু এলেন" ব'লে চেঁচিয়ে উঠলেন ;—দোহারদলে হুররে ও রৈ-রৈ প'ড়ে গেল,—ঢোলে রং বেজে উঠলো। প্যালানাথবাবু উপরে এলেন—শেকহাণ্ড, গুড ইভনীং ও নমস্কারের ভিড় চুকতে আধঘণ্টা লাগলো।

চকবাজারের বাবু প্যালানাথ একহারা বেঁটেখেঁটে মানুষ, গত বৎসর পঞ্চাশ পেরিয়েচেন ; বাবু বড় হিন্দু—একাদশী-হরিবাসর ও রাধাষ্টমীতে উপোস, উত্থানও নির্জ্জলা ক'রে থাকেন ; বাবুর মেজাজ গরিব। সৌখীনের রাজা! ১২১৯ সালে সারবরন্ সাহেবের নিকট তিনমাস মাত্র ইংরেজী লেখাপড়া শিখে-ছিলেন ; সেই সম্বলেই এতদিন চলচে—সর্ব্বদা পোষাক ও টুপী প'রে থাকেন ; (টুপীটি এমনি হেলিয়ে হেলিয়ে পরা হয়ে থাকে যে, বাবুর ডান কাণ আছে কি না, হঠাৎ সন্দেহ উপস্থিত হয়) ; লক্ষ্ণৌ ফ্যাশানে (বাইজীর ভেড়ুয়ার মত) চুড়িদার পায়জামা, রামিজামা, কোমরে দোপাটা ও মাথায় বাঁকা টুপী, তাঁর মনোমত পোষাক। বাঈ ও খেমটা মহলে প্যালানাথবাবুর বড় মান! তাদের কোন দায়-দখল পড়লে বাবু আড় হয়ে প'ড়ে আফোতের তামাম করেন, বাঈয়ের অনুরোধে হিন্দুয়ানী মাথায় রেখে কাছা খুলে ফয়তা দেন ও বারোইয়ারির নামে তস্বি পড়েন। মোসলমান-মহলেও বাবুর বিলক্ষণ প্রতিপত্তি! অনেক লক্ষ্ণৌয়ে পাতি ও ইরাণী চাপদাড়ি বাবুর বুজরুকি ও কেরামতের অনিয়ম এনসাফ ক'রে থাকেন! ইংরেজী কেতা বাবুর ভাল লাগে না ; মনে করেন, ইংরেজী লেখাপড়া শেখা শুদ্ধ কাজ চালাবার জন্য। মোসলমান-সহবাসে প্রায় দিবারাত্রি থেকে থেকে ঐ কেতাই এঁর বড় পছন্দ! সর্ব্বদাই নবাবী আমলের জাঁকজমক, নবাবী আমীরী ও নবাবী মেজাজের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া হয়।

এদিকে দোহারেরা নতুন সুরের গান ধল্লেন। ধোপাপুকুর রন্ রন্ কত্তে লাগলো ; ঘুমন্ত ছেলেরা মার কোলে চমকে উঠলো—কুকুরগুলো খেউ খেউ ক'রে উঠলো ;—বোধ হতে লাগলো যেন, হাড়ীরে গোটাকতক শূয়ার ঠেঙ্গিয়ে মাচ্চে! গাওনার নতুন সুর শুনে সকলেই বড় খুসী হয়ে 'সাবাস! বাহবা!' ও শোভান্তরীর বৃষ্টি কত্তে লাগলেন—দোহারেরা উৎসাহ পেয়ে দ্বিগুণ চেঁচাতে লাগলো,—সমস্ত দিন পরিশ্রম ক'রে ধোপারা অঘোরে ঘুমুচ্ছিলো, গাওনার বেতরো আওয়াজে চমকে উঠে খোঁটা ও

দড়ি নিয়ে দৌড়ুলো! রাত্রি দুটো পর্য্যন্ত গাওনা হয়ে, শেষে সে রাত্রের মত বেদব্যাস বিশ্রাম পেলেন —দোহার, সৌখীন বাবু অধ্যক্ষেরা অন্ধকারে অতিকষ্টে বাড়ী গিয়ে বিছানার আড় হলেন!

এদিকে বারোইয়ারিতলায় সং গড়া শেষ হয়েচে। একমাস মহাভারতের কথা হচ্ছিলো, কাল তাও শেষ হবে; কথক বেদীর উপর ব'সে বৃষোৎসর্গের ষাঁড়ের মত ও বলিদানের মহিষের মত মাথায় ফুলের মালা জড়িয়ে রসিকতার একশেষ কচ্চেন, মূল পুঁথির পানে চাওয়া মাত্র হচ্চে, বস্তুতঃ যা বল্‌চেন, সকলি কাশীরাম খুড়োর উচ্ছিষ্ট ও কোনটা বা স্বপাক। কথকতা পেশাটা ভাল—দিব্য জলখাবার, দিব্য হাতপাখার বাতাস; কেবল মধ্যে মধ্যে কোন কোন স্থলে আহার বিহারের আনুষঙ্গিক প্রহারটা সইতে হয়, সেইটেই মহান কষ্ট। পূর্ব্বে গদাধর শিরোমণি, রামধন তর্কবাগীশ, হলধর, পঞ্চানন প্রভৃতি প্রধান প্রধান কথক ছিলেন; শ্রীধর অল্পবয়সে বিলক্ষণ খ্যাত হন। বর্ত্তমান দলে শাস্ত্রজ্ঞানের অপেক্ষা করেন না, গলাটা সাধা; চাণক্যশ্লোকের দু-আখর পাঠ ও কীর্ত্তন-অঙ্গের দু'টো পদাবলী মুখস্থ ক'রেই, মজুরো কত্তে বেরোন ও বেদীতে বসে ব্যাস বধ করেন! কথা শোনবার ও সং দেখবার জন্যে লোকের অসম্ভব ভিড় হয়েচে—কুমোর, ডাকওয়ালা ও অধ্যক্ষেরা থেলো হুঁকোয় তামাক খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্চেন ও মিছে মিছে চেঁচিয়ে গলা ভাঙচেন! বাজে লোকের মধ্যে দু-একজন, আপনার আপনার কর্ত্তৃত্ব দেখাবার জন্য, 'তফাৎ তফাৎ' কচ্চে, অনেকে গোছালো-গোছের মেয়েমানুষ দেখে, সঙের তরজমা ক'রে বোঝাচ্চেন! সংগুলি বর্দ্ধমানের রাজার বাঙ্গালা; মহাভারতের মত; বুঝিয়ে না দিলে মর্ম্মগ্রহণ করা ভার!

কোথাও ভীষ্ম শরশয্যায় পড়েচেন—অর্জ্জুন পাতালে বাণ মেরে 'ভোগবতী'র জল তুলে খাওয়াচ্চেন। জ্ঞাতির পরাক্রম দেখে, দুর্য্যোধন ক্যাল্ ক্যাল্ ক'রে চেয়ে রয়েচেন। সঙেদের মুখের ছাঁচ ও পোষাক সকলেরই একরকম, কেবল ভীষ্ম দুধের মত সাদা, অর্জ্জুন ডেমাটিনের মত কালো ও দুর্য্যোধন গ্রীণ।

কোথাও নবরত্নের সভা—বিক্রমাদিত্য বত্রিশ পুতুলের সিংহাসনের উপর আফিমের দালালের মত পোষাক প'রে বসে আছেন। কালিদাস, ঘটকর্পর, বরাহমিহির প্রভৃতি নবরত্নেরা চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েচেন—রত্নদের সকলেরই একরকম ধুতি, চাদর ও টিকি; হঠাৎ দেখলে বোধ হয়, যেন একদল অগ্রদানী ক্রিয়াবাড়ী ঢোকবার জন্য দরোওয়ানের উপাসনা কচ্চে।

কোথাও শ্রীমন্ত দক্ষিণ মশানে চৌত্রিশ অক্ষরে ভগবতীর স্তব কচ্চেন, কোথাও কোটালেরা ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েচে—শ্রীমন্তের মাথায় শালের শামলা, হাফ ইংরাজী গোছের চাপকান ও পায়জামা পরা; ঠিক যেন একজন হাইকোর্টের প্লীডার প্লীড কচ্চেন! এক জায়গায় রাজসূয়-যজ্ঞ হচ্চে—দেশ-দেশান্তরের রাজারা চারিদিকে ঘিরে বসেচেন—মধ্যে ট্যানা-পরা হোতা পোতা বামুনরা অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে বসে হোম কচ্চেন। রাজাদের পোষাক ও চেহারা দেখলে হঠাৎ বোধ হয়, যেন একদল দরোওয়ান স্যাকরার দোকানে পাহারা দিচ্চে!

কোনখানে রাম রাজা হয়েচেন;—বিভীষণ, জাম্বুবান, হনুমান ও সুগ্রীব প্রভৃতি বানরেরা, সহুরে মুচ্ছুদ্দি বাবুদের মত পোষাক প'রে চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছেন। লক্ষ্মণ ছাতা ধরেছেন—শত্রুঘ্ন ও ভরত চামর ব্যাজন কচ্চেন, রামের বাঁদিকে সীতা দেবী; সীতের ট্যার্চ্চা শাড়ী, ঝাঁপটা ও জিরিজি খোঁপায় বেহদ্দ বাহার বেরিয়েচে!

"বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুচোর কেত্তন" সং বড় চমৎকার—বাবুর ট্যাসেল দেওয়া টুপী, প্যাইনাপোলের চাপ্‌কান, পেটি ও সিল্কের রুমাল, গলায় চুলের গার্ডচেন; অথচ থাক্‌বার ঘর নাই,

মাসীর বাড়ী অন্ন লুটেন, ঠাকুরবাড়ী শোন, আর সেনেদের বাড়ী বস্‌বার আড্ডা। পেট ভরে জলখাবার পয়সা নাই, অথচ দেশের রিফরমেশনের জন্যে রাত্রে ঘুম হয় না (মশারির অভাবও ঘুম না হবার একটি প্রধান কারণ)। পুলিস, বড় আদালত, টালার নীলেম, ছোট আদালতে দিনের ব্যালা ঘুরে বেড়ান; সন্ধ্যে-ব্যালা ব্রাহ্মসভায়, মিটিং ও ক্লাবে হাঁপ ছাড়েন, গোয়েন্দাগিরি, দালালী, খোসামুদী ও ঠিকে-রাইটরী ক'রে যা পান, ট্যাসল-ওয়ালা টুপী ও পাইনাপোলের চাপকান রিপু কত্তে ও জুতো বুরুসে সব ফুরিয়ে যায়! সুতরাং মিনি মাইনের স্কুলমাষ্টারীও কখন কখন স্বীকার কত্তে হয়।

কোথাও "অসৈরণ সৈতে নারি শিকেয় ব'সে ঝুলে মরি" সং;—"অসৈরণ সইতে নারি" মহাশয়, ইয়ং বাঙ্গালীদের টেবিলে খাওয়া, পেন্টুলেন ও (ভয়ানক গরমিতেও) বনাতের বিলিতী কোট-চাপকান পরা, (বিলক্ষণ দেখ্‌তে পান অথচ) নাকে চসমা, রাত্তিরে থানায় প'ড়ে ছুঁচো ধ'রে খান, দিনের বেলা রিফরমেশনের স্পিচ কয়েন দেখে—শিকেয় ঝুলচেন।

এ সওয়ায় বারোইয়ারিতলায় "ভাল কত্তে পারবো না মন্দ করবো, কি দিবি তা দে," "বুক ফেটে দরজা," 'ঘুটে পোড়ে গোবর হাসে," "কাণা পুতের নাম পদ্মলোচন," "মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়," "হাড়-হাবাতে মিছরির ছুরি" প্রভৃতি নানাবিধ সং হয়েছে; সে সব আর এখানে উত্থাপন করার আবশ্যক নাই। কিন্তু প্রতিমের দু-পাশে "বকা ধার্ম্মিক" ও "ক্ষুদে নবাবের" সং বড় চমৎকার হয়েছে; বকা ধার্ম্মিকের শরীরটি মুচির কুকুরের মত নুদুর নাদুর—ভুঁড়িটি বিলাতী কুমড়োর মত—মাথা কামান চৈতন ফক্কা ঝুঁটি করে বাঁধা। গলায় মালা ও ঢাকের মত গুটিকতক সোণার মাদুলী—হাতে ইষ্টিকবচ—চুলে ও গোঁফে কলপ দেওয়া—কালাপেড়ে ধুতি, রামজামা ও জরির বাঁকাতাজ; গত বৎসর আশী পেরিয়েছেন—অঙ্গ ত্রিভঙ্গ! কিন্তু প্রাণ হামাগুড়ি দিচ্চে। গেরস্ত-গোচের ভদ্রলোকের মেয়েছেলের পানে আড়চক্ষে চাচ্চেন—হরিনামের মালার ঝুলিটি ঘুরুচ্চেন! ঝুলির ভিতর থেকে গুটিকতক টাকা বেমালুম আওয়াজে লোভ দেখাচ্চে!

ক্ষুদ্র নবাব,—ক্ষুদ্র নবাব দিব্যি দেখ্‌তে—দুধে আলতার মত রং—আলবার্ট ফেশানে চুল ফেরানো—চীনের শূয়ারের মত শরীরটি ঘাড়ে-গর্দ্দানে, হাতে লাল রুমাল ও পিচের ইষ্টিক—সিমলের ফিনফিনে ধুতি মালকোঁচা ক'রে পরা— হঠাৎ দেখ্‌লে বোধ হয়, রাজারাজড়ার পৌত্তর; কিন্তু পরিচয়ে বেরোবে "হুদো জোলার নাতি!"

বারোইয়ারি প্রতিমাখানি প্রায় বিশ হাত উঁচু—ঘোড়ায় চড়া হাইল্যাণ্ডের গোরা, বিবি, পরী ও নানাবিধ চিড়িয়া, শোলার ফুল ও পদ্ম দিয়ে সাজানো; মধ্যে মা ভগবতী জগদ্ধাত্রী-মূর্ত্তি—সিঙ্গির গায় রূপুলি গিলটি ও হাতী সবুজ মকমল দিয়ে মোড়া। ঠাকুরুণের বিবিয়ানা মুখ, রং ও গড়ন আসল ইহুদী ও আরমানী কেতা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্র দাঁড়িয়ে যোড়হাত ক'রে স্তব কচ্চেন। প্রতিমের উপরে ছোট ছোট বিলাতী পরীরা ভেঁপু বাজাচ্চে—হাতে বাদশাই নিশেন ও মাঝে খোড়াসিঙ্গিওয়ালা কুইনের ইউনিফরম ও ক্রেষ্ট!

আজ বারোইয়ারির প্রথম পুজো, শনিবার—বীরকৃষ্ণ দাঁ, কানাই দত্ত প্যালানাথবাবু ও বীরকৃষ্ণবাবুর ফ্রেণ্ড আহিরীটোলার রাধামাধববাবুরো বেলা তিনটে পর্য্যন্ত বারোইয়ারিতলায় হাস্‌রাও হয়েছিলেন;—তিনটে বড় বড় অর্ণা মোষ, একশ ভেড়া ও তিন-শ পাঁটা বলিদান করা হয়েচে; মূল নৈবিদ্যির আগা তোলা মোণ্ডাটি ওজনে দেড়মণ। সহরের রাজা, সিঙ্গি, ঘোষ, দে, মিত্র ও দত্ত প্রভৃতি বড় বড় দলস্থ ফোঁটা-চেলির জোড়, টিকি ও তিলকধারী উর্দ্দীপরা ও তকমাওয়ালা যত

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বিদেয় হয়েচে ;—'সুপারীস', 'আনাহুতো', 'বেদলে' ও 'ফলারেরা' নিমতলার শকুনির মত টেঁকে বসে আছেন। কাঙ্গালী, রেয়ো, অগ্রদানী, ভাট ও ফকির বিস্তর জমেছিল ; পাহারওয়ালারাই তাদের বিদেয় দেন, অনেক গরীব গ্রেপ্তার হয়।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এলো – বারোইয়ারিতলা লোকারণ্য ; সহরের অনেক বাবু গাড়ী চড়ে সং দেখতে এসেছেন—সং এলে অনেকে তাঁদের দেখচে। ক্রমে মজলিসে দু-একটা ঝাড় জেলে দেওয়া হলো। সঙদের মাথার উপর বেললণ্ঠন বাহার দিতে লাগলো। অধ্যক্ষবাবুরা একে একে জমায়েৎ হতে লাগলেন। নল-করা থেলো হুঁকো হাতে করে ও পান চিবুতে চিবুতে অনেকে চীৎকার ও 'এটা কর্ ওটা কর্' ক'রে হুকুম দিচ্ছেন। আজ ধোপাপাড়ার ও চকের দলের লড়াই হবে। দেড় মণ গাঁজা, দুই মণ চরস, বড় বড় সাত গামলা দুধ ও বারোখানি বেণের দোকান ঝেঁটিয়ে ছোট বড় মাঝারি এলাচ, কর্পূর দারুচিনি সংগ্রহ করা হয়েচে ; মিঠেকড়া ভ্যাল্সা অম্বুরি ও ইরানি তামাকের গোবর্দ্ধন হয়েচে। এ সওয়ায় বিস্তর অন্তঃশিলে সরঞ্জামও প্রস্তুত আছে ; আবশ্যক হ'লে দেখা দেবে।

সহরে ঢি ঢি হয়ে গেছে, আজ রাত্রে অমুক জায়গায় বারোইয়ারি পূজোর হাফ-আখড়াই হবে। কি ইয়ারগোচের স্কুল বয়, কি বাহাত্তুরে 'ইনভেলিড' সকলেই হাফ-আখড়াই শুনতে পাগল। বাজার গরম হয়ে উঠলো। ধোপারা বিলক্ষণ রোজগার কত্তে লাগ্‌লো। কোচান-ধুতি, ধোপদস্ত কামিজ ও ডুরে শান্তিপুরে উড়ুনীর এক রাত্রের ভাড়া আট আনা চড়ে উঠলো। চার পুরুষে পাঁচ পুরুষে ক্রেপ ও নেটের চাদরেরা, অকর্ম্মণ্য হয়ে নবাবী আমলে সিন্দুক আশ্রয় করেছিলেন, আজ ভলণ্টিয়র হয়ে মাথায় উঠলেন। কালো ফিতের ঘুন্সি ও চাবির শিকলি, হঠাৎ বাবুর মত স্বস্থান পরিত্যাগ করে ঘড়ির চেনের অফিসিয়েটিং হলো—জুতোরা বেশ্যার মত নানা লোকের সেবা কত্তে লাগলো।

বারোইয়ারিতলায় লোকারণ্য হয়ে উঠলো, একদিকে কাঠগড়া ঘেরা মাটির সং—অন্যদিকে নানা রকম পোষাক-পরা কাঠগড়ার ধারে ও মধ্যে জ্যান্ত সং। বড়মানুষেরা ট্যাসলওয়ালা টুপী চাপকান, পেটি ও ইষ্টিকে চালচিত্রের অসুর হতেও বেয়াড়া দেখাচ্চেন। প্রধান অধ্যক্ষ বীরকৃষ্ণবাবু লক্কাই লাট্টুর লাটিম মত ঘুরে বেড়াচ্চেন, দু'কস দিয়ে পাঁজির ছবির রক্তদন্তী রাক্ষসীর মত পানের পিক গড়িয়ে পড়চে। চাকর, হরকরা, সরকার, কেরাণী ও ম্যানেজারদের নিশ্বেস এালবার অবকাশ নাই।

ঢং ঢং ক'রে গির্জ্জের ঘড়ীতে রাত্রি দুটো বেজে গেল। ধোপাপাড়ার দল ভরপূর নেশায় ভোঁ হয়ে টল্‌তে টল্‌তে আসরে নাবলেন। অনেকে আখড়াঘরে (সাজঘরে) শুয়ে পড়লেন। বাঙ্গালীর স্বভাবই এই, পরের জিনিস পাতে পড়লে পাঁগিরি হাত বন্ধ হয় না ; (পেট সেটি বোঝে না, বড় দুখের বিষয় !) দেড়ঘণ্টা ঢোল, বেহালা, ফ্লুলোট, মোচোং ও সেতারের রং ও সাজ বাজলো, গোঁড়ারা দু'শ বাহবা ও দু-হাজার বেশ দিলেন, শেষে একটি ঠাকুরুণ বিষয় গেয়ে, (আমরা গানটি বুঝতে অনেক চেষ্টা কল্লেম, কিন্তু কোনমতে কৃতকার্য্য হতে পাল্লেম না) ধোপাপাড়ার দল উঠে গেল, চকের দল আসরে নাবলেন।

চকের দলেরাও ঐ রকম ক'রে গেয়ে শোভান্তরী, সাবাস ও বাহবা নিয়ে উঠে গেলেন—একঘণ্টার জন্য মজলিস খালি রইলো ; চায়নাকোট, ক্রেপের, নেটের ও ডুরে ফুলদার ট্যারচা চাদরো পিঁপড়ের ভাঙ্গা সারের মত ছড়িয়ে পড়লেন। পানের দোকান শূন্য হয়ে গেল। চুরোট তামাক ও চরসের ধুঁয়ায় এমনি অন্ধকার হয়ে উঠলো যে, সেবারে "প্রোক্লেমেশনের" উপলক্ষে বাজিতে বা কি ধোঁ হয়েছিল। বড় বড় রিভিউয়ের তোপে তত ধোঁ জন্মে না। আধঘণ্টা প্রতিমেখানি দেখা যায় নি ও পরস্পর চিনে নিতেও কষ্ট বোধ হয়েছিল।

ক্রমে হঠাৎ-বাবুর টাকার মত, বসন্তের কুয়াসার মত ও শরতের মেঘের মত, ধোঁ দেখতে দেখতে পরিষ্কার হয়ে গেল! দর্শকেরা সুস্থির হয়ে দাঁড়ালেন, ধোপাপুকুরের দল আসোর নিয়ে বিরহ ধোল্লেন। আধঘণ্টা বিরহ গেয়ে আসোর হতে দলবল সমেত আবার উঠে গেলেন। চক্‌বাজারেরা নাব্‌লেন ও ধোপাপুকুরের দলের বিরহের উতোর দিলেন। গোঁড়ারা রিভিউয়ের সোল্‌জারদের মত দল বেঁধে দু' থাক হলো। মধ্যস্থেরা গানের চোতা হাতে ক'রে বিবেচনা কত্তে আরম্ভ কল্লেন—একদলে মিত্তির খুড়ো, আর একদলে দাদাঠাকুর বাঁধন্দার।

বিরহের পর চাপা কাঁচা খেউড়; তাতেই হার-জিতের বন্দোবস্ত, বিচারও শেষ; (মধুরেণ সমাপয়েৎ) মারামারিও বাকি থাক্‌বে না।

ভোরের তোপ পড়ে গিয়েচে, পূর্ব্বদিক্ ফর্‌সা হয়েচে, ফুর্‌ফুরে হাওয়া উঠেচে—ধোপাপুকুরের দলেরা আসোর নিয়ে খেউড় ধল্লেন, 'সাবাস!' বাহবা! 'শোভান্তরী।' 'জিতা রও!' দিতে দিতে গোঁড়াদের গলা চিরে গেল; এরই তামাসা দেখতে যেন সূর্য্যদেব তাড়াতাড়ি উদয় হলেন। বাঙ্গালীরা আজো এমন কুৎসিত আমোদে মত্ত হন ব'লেই যেন—চাঁদ ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে লজ্জিত হলেন। কুমুদিনী মাথা হেঁট কল্লেন! পাখীরা ছি ছি ক'রে চেঁচিয়ে উঠলো! পদ্মিনী পাঁকের মধ্যে থেকে হাসতে লাগলো! ধোপাপুকুরের দল আসোর নিয়ে খেউড় গাইলেন; সুতরাং চকের দলকে তার উতোর দিতে হবে। ধোপাপুকুরওয়ালারা দেড়ঘণ্টা প্রাণপণে চেঁচিয়ে খেউড়টি গেয়ে থাম্‌লে, চকের দলেরা নাবলেন; সাজ বাজতে লাগলো। ওদিকে আখড়াঘরে খেউড়ের উতোর প্রস্তুত হতে লাগলো; —চকের দলেরা তেজের সহিত উতোর গাইলেন। গোঁড়ারা গরম হয়ে "আমাদের জিত, আমাদের জিত!" করে চেঁচাচেঁচি কত্তে লাগলেন; (হাতাহাতিও বাকি রইলো না) এদিকে মধ্যস্থেরাও চকের দলের জিত সাব্যস্ত কল্লেন। হুও! হো! হো! হুর্‌রে ও হাততালিতে ধোপাপুকুরের দলেরা মাটির চেয়ে অধম হয়ে গেলেন—নেশার খোয়ারি—রাত জাগবার ক্লেশ ও হারের লজ্জায়—মুখুয্যেদের ছোটবাবু ও দু-চার ধর্‌তা দোহার একেবারে এলিয়ে পড়লেন।

চকের দলেরা ঢোল বেঁধে নিশেন তুলে, গাইতে গাইতে ঘরে চল্লেন—কারু কারু শুধু পা—মোজা পায়; জুতো কোথায়, তার খোঁজ নাই। গোঁড়ারা আমোদ কত্তে কত্তে পেছু পেছু চল্লেন—বেলা দশটা বেজে গেল; দর্শকরা হাফ-আখড়াইয়ের মজা ভর্‌পূর লুটে বাড়ীতে এসে সুত, ঠাণ্ডাই, জোলাপ ও ডাক্তারের যোগাড় দেখতে লাগলেন। ভাড়া করা ও চেয়ে নেওয়া চায়নাকোট, ধুতি, চাদর, জামা ও জুতোরা কাজ সেরে, আপনার আপনার মনিববাড়ী ফিরে গেল।

আজ রবিবার। বারোইয়ারিতলায় পাঁচালী ও যাত্রা। রাত্রি দশটার পর অধ্যক্ষেরা এসে জমলেন; এখনো অনেকের চৌয়া ঢেকুর' 'মাথা-ধরা', 'গা মাটি মাটি' সারে নি। পাঁচালী আরম্ভ হয়েচে—প্রথম দল গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী, দ্বিতীয় দল মহীরাবণের পালা ধরেচেন, পাঁচালী ছোট কেতার হাফ-আখড়াই, কেবল ছড়া কাটানো বেশীর ভাগ; সুতরাং রাত্রি একটার মধ্যে পাঁচালী শেষ হয়ে গেল।

যাত্রা। যাত্রার অধিকারীর বয়স ৭৬ বৎসর, বাব্‌রিকাটা চুল, কপালে উল্কী, কাণে মাকড়ি! অধিকারী দূতী সেজে, গুটিবারো বুড়ো বুড়ো ছেলেকে সখী সাজিয়ে আসোরে নাবলেন। প্রথমে কৃষ্ণ খোলের সঙ্গে নাচলেন, তারপর বাসদেব ও মণিগোঁসাই গান ক'রে গেলেন। সকেষ্ট সখী ও দূতী প্রাণপণে ভোর পর্যন্ত 'কালো জল খাবো না!' 'কালো মেঘ দেখবো না!' (সামিয়ানা খাটিয়ে

দিমু) 'কালো কাপড় পরবো না !' ইত্যাদি কথাবার্ত্তায় ও 'নবীন বিদেশিনীর !!' গানে লোকের মনোরঞ্জন কল্লেন। থাল, গাড়ু, ঘড়া, ছেঁড়া কাপড়, পুরাণ বনাত ও পচা শালের পাদী হয়ে গেল। টাকা, আধুলী, সিকি ও পয়সা পর্য্যন্ত প্যালা পেলেন। মধ্যে মধ্যে 'বাবা দে আমায় বিয়ে' ও 'আমায় নাম সুন্দরে জেলে, ধরি মাছ, বাউতি জালে,' প্রভৃতি রকমওয়ারি দড়ের রকমওয়ারি গানেরও অভাব ছিল না। বেলা আটটার সময় যাত্রা ভাঙলো, একজন বাবু মাতাল, পাত্র টেনে বিলক্ষণ পেকে যাত্রা শুনছিলেন, যাত্রা ভেঙে যাওয়াতে গলায় কাপড় দিয়ে প্রতিমে প্রণাম কত্তে গেলেন, (প্রতিমে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত জগদ্ধাত্রী-মূর্ত্তি)। কিন্তু প্রতিমার সিঙ্গি হাতীকে কামড়াচ্ছে দেখে, বাবু মহাত্মার বড়ই রাগ হলো, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাবু করুণার স্বরে—

তারিণী গো মা কেন হাতীর উপর এত আড়ি।
মানুষ মেলে টের্‌টা পেতে তোমায় বেতে হতো হরিণবাড়ী।
সুর্কি কুটে সারা হোত্তো, তোমার মুকুট যেত গড়াগড়ি॥
পুলিসের বিচারে শেষে সঁপতো তোমায় গ্র্যান্‌যুড়ি।
সিঙ্গি মামা টের্‌টা পেত্তেন্ ছুটতে হতো উকীলবাড়ী॥

গান গেয়ে, প্রণাম ক'রে চলে গেলেন।

সহরের ইতর মাতালদের (মাতালদের বড় ইতর-বিশেষ নাই, মাতাল হলে কি রাজা বাহাদুর, কি প্যালার বাপ, কি গোবরা প্রায় এক মূর্ত্তিই ধ'রে থাকেন) ঘরে ধরে রাখবার লোক নাই বলেই আমরা নর্দ্দমায়, রাস্তায়, থানায়, গারদে ও মদের দোকানে মাতলামি কত্তে দেখতে পাই। সহরে বড়মানুষ মাতালও কম নাই, শুদ্ধ ঘরে ধ'রে পুরে রাখবার লোক আছে বলেই তাঁরা বেরিয়ে এখন মাতলামি কত্তে পান না। এঁদের মধ্যে অনেকে এমন মাতলামি ক'রে থাকেন যে, অন্তরীক্ষ থেকে দেখলে পেটের ভিতর হাত-পা সেঁধিয়ে যায় ও বাঙ্গালী বড়মানুষদের উপর বিজাতীয় ঘৃণা উপস্থিত হয়। ছোটলোক মাতালের ভাগ্যে—চারি আনা জরিমানা—এক রাত্রি গারদে থাকা বা পাহারাওয়ালাদের ঝোলায় শোয়ার হয়ে যাওয়া ও জমাদারের দুই-এক কোঁৎকামাত্র। কিন্তু বাঙ্গালী বড়মানুষ মাতালদের সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা। পাখী হয়ে উড়তে গিয়ে ছাদ থেকে প'ড়ে মরা—বাবার প্রতিষ্ঠিত পুকুরে ডোবা, প্রতিমের নকল সিঙ্গি ভেঙ্গে ফেলে আসল সিঙ্গি হয়ে বসা, ঢাকীকে মার সঙ্গে বিসর্জ্জন দেওয়া, ক্যান্টনমেণ্ট, কোর্ট, রেলওয়ে-ষ্টেসন ও অবশেষে মদ খেয়ে মাতলামি ক'রে চালান হওয়া, এ সব ত' আছে। এ সওয়ায়, করুণা গান, বক্সিস ও বক্তৃতার বেহদ্দ ব্যাপার।

একবার সহরের শ্যামবাজার অঞ্চলের এক বনেদী বড়মানুষের বাড়ীতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা হচ্চে। বাড়ীর মেজোবাবু পাঁচো ইয়ার নিয়ে শুনতে বসেচেন; সামনে মালিনী ও বিদ্যে "মদন আগুন জলছে দ্বিগুণ, কল্লে কি গুণ ঐ বিদেশী" গান ক'রে মুঠো মুঠো প্যালা পাচ্ছে—বছর ষোল বয়সের দু'টো (ষ্টেডব্রেড) ছোকরা সখী সেজে ঘুরে ঘুরে খেমটা নাচ্চে। মজলিসে রূপোর গেলাসে ব্রাণ্ডি চল্‌চে—বাড়ীর টিক্‌টিকি ও শালগ্রাম ঠাকুর পর্য্যন্ত নেশায় চুরচুরে ও ভোঁ! যাত্রায় ক্রমে মিলনের মন্ত্রণা, বিদ্যার গর্ভ, রাণীর তিরস্কার, চোর ধরা ও মালিনীর যন্ত্রণার পালা এসে পড়লো; কোটাল মালিনীকে বেঁধে মাত্তে আরম্ভ কল্লে। মালিনী বাবুদের দোহাই দিয়ে কেঁদে বাড়ী সরগরম ক'রে তুল্লে। বাবুর চমক ভেঙ্গে গেল; দেখলেন, কোটাল মালিনীকে মাচ্চে, মালিনী বাবুর দোহাই দিচ্চে; অথচ পার পাচ্চে না। এতে বাবু বড় রাগত হলেন, "কোন্ বেটার সাধ্যি

মালিনীকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যায়," এই ব'লে সামনের রূপোর গেলাসটি কোটালের রগ তেগে ছুড়ে মাল্লেন; গেলাসটি কোটালের রগে লাগবামাত্র কোটাল 'বাপ!' ব'লে, অমনি ঘুরে পড়লো চারিদিক থেকে লোকেরা হা হা ক'রে এসে কোটালকে ধরাধরি ক'রে নিয়ে গেল। মুখে জলের ছিটে মারা হলো ও অন্য অন্য নানা তদ্বির হলো: কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না—কোটালের-পো এক ঘাতেই পঞ্চত্ব পেলেন।

আর একবার ঠনঠনের 'র' ঘোষজাবাবুর বাড়ীতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা হচ্ছিল, বাবু মদ খেয়ে পেকে মজলিসে আড় হয়ে শুয়ে নাক ডাকিয়ে যাত্রা শুনছিলেন। সমস্ত রাত বেহুঁসেই কেটে গেল, শেষে ভোর ভোর সময়ে দক্ষিণ-মশানে কোটালের হাঙ্গামাতে বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হলো; কিন্তু আসোরে কেষ্টোকে না দেখে বাবু বিরক্ত হয়ে 'কেষ্ট ল্যাও, কেষ্ট ল্যাও' বলে ক্ষেপে উঠলেন। অন্য অন্য লোকে অনেক বুঝালেন যে, "ধর্ম্ম অবতার! বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় কেষ্ট নাই;" কিন্তু বাবু কিছুতেই বুঝলেন না; (কৃষ্ণ তাঁরে—নিতান্ত নির্দ্দয় হয়ে দেখা দিলেন না বিবেচনায়) শেষে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে লাগলেন।

আর একবার এক গোস্বামী এক মাতাল বাবুর কাছে বড় নাকাল হয়েছিলেন; সেকথাও না ব'লে থাকা গেল না। পূর্ব্বে এই সহরে বেনেটোলায় দীপচাঁদ গোস্বামীর অনেকগুলি বড়মানুষ শিষ্য ছিল। বারসিমলের বোসবাবুরা প্রভুর প্রধান শিষ্য ছিলেন। একদিন আমতার রামহরিবাবু বোসজাবাবুরে এক পত্র লিখলেন যে, "ভেক নিতে আমার বড় ইচ্ছা, কিন্তু গুটিকতক প্রশ্ন আছে; সেগুলির যতদিন পূরণ না হচ্ছে ততদিন শক্তই থাকবো!" বোসজা মহাশয় পরম বৈষ্ণব; রামহরিবাবুর পত্র পেয়ে বড় খুসী হলেন ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উপদেশ ও প্রশ্ন পূরণ করবার জন্যে প্রভু নদেরচাঁদ গোস্বামী মহাশয়কে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

রামহরিবাবুর সোণাগাছিতে বাস। দু-চার ইয়ার ও গাইয়ে বাজিয়ে কাছে থাকে; সন্ধ্যার পর বেড়াতে বেরোন—সকালে বাড়ী আসেন, মদও বিলক্ষণ চলে; দু-চারটা নিমখাসাগোচের দাঙ্গার দরুণ, পুলিসেও দু-এক মোচলেকা হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যার পর সোণাগাছির বড় জাঁক; প্রতি ঘরে ধূনোর ধোঁ, শাঁকের শব্দ ও গঙ্গাজলের ছড়ার দরুণ হিন্দুধর্ম্ম মূর্ত্তিমন্ত হয়ে সোণাগাছি পবিত্র করেন। নদেরচাঁদ গোস্বামী, বোসবাবুর পত্র নিয়ে সন্ধ্যার পর সোণাগাছি ঢুকলেন। গোস্বামীর শরীরটি প্রকাণ্ড, মাথা নেড়া, মধ্যে তরমুজের বোঁটার মত চৈতনফক্কা, সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপা, নাকে তিলক ও অদৃষ্টে (কপালে) একধাবড়া চন্দন। হঠাৎ বোধ হয় যেন কাগে হেগে দিয়েছে। গোস্বামীর কল্‌কেতায় জন্ম, কিন্তু কখন সোণাগাছিতে ঢোকেন নাই (সহরের অনেক বেশ্যা সিমলের মা-গোঁসাইয়ের জুরিসডিক্সনের ভেতর)। গোস্বামী অনেক কষ্টে রামহরিবাবুর বাসায় উপস্থিত হলেন।

রামহরিবাবু কুঠী থেকে এসে পাত্র টেনে গোলাপী রকম নেশায় তর্ হয়ে বসেছিলেন। এক মোসাহেব বাঁয়ার সঙ্গতে 'অব হজরত যাতে লণ্ডনকো' গাচ্চেন, আর একজন মাথায় চাদর দিয়ে বাঈয়ানা নাচের উজ্জুগ কচ্ছেন; এমন সময় বোসবাবুর পত্র নিয়ে গোস্বামী মশাই উপস্থিত হলেন। অমন আমোদের সময়ে একটা ব্রকোদ (বৃকোদর) গোঁসাইকে দেখলে, কার না রাগ হয়? মজলিসের সকলেই মনে মনে বড় ব্যাজার হয়ে উঠলেন; বোসজার অনুরোধেই কেবল গোস্বামী সে যাত্রা প্রহার হতে পরিত্রাণ পান।

রামহরিবাবু বোস্‌জার পত্র প'ড়ে গোস্বামী মহাশয়কে আদর ক'রে বসালেন। রামা, বামুনের হুঁকোটি জল ফিরিয়ে তামাক দিলে। (হুঁকোটি বাস্তবিক খাঁ সাহেবের) মোসাহেবদের সঙ্গে তাঁর

চোখ টেপাটিপি হয়ে গেল। একজন মোসাহের দৌড়ে কাছে দরজীর দোকান থেকে হয়ে এলেন। এদিকে গাওনা ও ইয়ারকি কিছু সময়ের জন্য পোষ্টপন হলো—শাস্ত্রীয় তর্ক হবার উজ্জুগ হতে লাগলো। গোস্বামী মহাশয় তামাক খেয়ে হুঁকো রেখে নানাপ্রকার শিষ্টাচার কল্লেন; রামহরিবাবুও তাতে বিলক্ষণ ভদ্রতা কল্লেন।

রামহরিবাবু গোস্বামীকে বল্লেন, "প্রভু! বষ্ট মতন্ত্রের কটি বিষয়ে আমার বড় সন্দেহ আছে; আপনাকে মীমাংসা করে দিতে হবে। প্রথম কেষ্টর সঙ্গে রাধিকার মামী সম্পর্ক, তবে কেমন ক'রে কেষ্ট রাধাকে গ্রহণ কল্লেন ?"

দ্বিতীয়, "একজন মানুষ (ভাল দেবতাই হলো) যে, ষোলশত স্ত্রীর মনোরথ পূর্ণ করেন, এ বা কি কথা ?"

তৃতীয়, "শুনেছি, কেষ্ট দোলের সময়ে মেড়া পুড়িয়ে খেয়েছিলেন। তবে আমাদের মটনচপ খেতে দোষ কি ? আর বষ্ট মদের মদ খেতেও বিধি আছে; দেখুন, বলরাম দিনরাত মদ খেতেন, কেষ্টও বিলক্ষণ মাতাল ছিলেন।" প্রশ্ন শুনেই গোস্বামীর পিলে চমকে গেল, তিনি পালাবার পথ দেখতে লাগলেন; এদিকে বাবুর দলের মুচ্‌কি হাসি; ইসারা ও রূপোর গেলাসে লাওয়াই চলতে লাগলো। গোস্বামী মনের মত উত্তর দিতে পারলেন না ব'লে, একজন মোসাহেব ব'লে উঠলো, "হুজুর! কালীই বড়; দেখুন—কালীতে ও কেষ্টতে ক' পুরুষের অন্তর, কালীর ছেলে যে কার্ত্তিক, তার বাহন ময়ূরের যে ল্যাজ কেষ্টোর মাথার উপর; সুতরাং কালীই বড়।" এ কথায় হাসির তুফান উঠলো, গোস্বামী নিজ স্বভাবগুণে গোঁয়ারতিমোয় গরম হয়ে, পিট্টানের পথ দেখবেন কি, এমন সময় একজন মোসাহেব গোস্বামীর গায়ে ট'লে প'ড়ে, তার তিলক ও টিপ জিভ দিয়ে চেটে ফেল্লে; আর একজন 'কি কর। কি কর।' ব'লে টিকিটি কেটে নিলেন। গোস্বামী ক্রমে শ্রাদ্ধ গড়ায় দে'খে জুতো ও হরিনামের থলি ফেলে, চোঁচাদৌড়ে রাস্তায় এসে হাঁপ ছাড়লেন! রামহরিবাবু ও মোসাহেবদের খুসীর সীমা রইলো না। অনেক বড়মানুষ এই রকম আমোদ বড় ভালবাসেন ও অনেক স্থানে প্রায়ই এইরূপ ঘটনা হয়।

কল্‌কেতা সহরে প্রতিদিন নতুন নতুন মাতলামি দেখা যায়; সকলগুলি সৃষ্টিছাড়া ও অদ্ভুত! ঠকবাগানে ধনুকর্ণ মিত্তিরবাবুর বাপ, হ্যাট ড্রাইব মনক্রিসনু কোম্পানীর বাড়ীর মুস্কুদ্দি ছিলেন, এ সওয়ায় চোটা ও কোম্পানীর কাগজেরও ব্যবসা কত্তেন। ধনুবাবু কালেজে পড়েন, একজামিন্ পাস করেচেন, লেক্‌চার শোনেন ও মধ্যে মধ্যে ইংরাজি কাগজে আর্টিকেল লেখেন। সহরে বাঙ্গালী বড়মানুষের ছেলেদের মধ্যে প্রায় অনেকে বিবেচনায় গাধার বেহদ্দ; বুদ্ধিটা এমন সূক্ষ্ম যে, নেই বল্লেও বলা যায়; লেখাপড়া শিখতে আদবে ইচ্ছা নাই, প্রাণ কেবল ইয়ারকির দিকে দৌড়ায়, স্কুল যাওয়া কেবল বাপ-মার ভয়ে অষুদগেলা গোছ! সুতরাং একজামিন্ পাস করবার পূর্ব্বে ধনুকর্ণবাবু চার ছেলের বাপ হয়েছিলেন ও তাঁর প্রথম মেয়েটির বিবাহ পর্য্যন্ত হয়েছিলো। ধনুবাবুর দু-চার স্কুলফ্রেণ্ডও সর্ব্বদা আসতেন যেতেন; কখন কখন লুকিয়ে-চুরিয়ে - চরসটা, মাজমের বরফীখানা, সিদ্ধিটে আসটাও চলতো: ইচ্ছেখানা, এক আদ্দিন শেরিটে, শ্যামপিনটারও আস্বাদ নেওয়া হয়। কিন্তু কর্ত্তা স্বকলমে রোজগার ক'রে বড়মানুষ হয়েছেন, সুতরাং সকল দিকে চোখ রাখেন ও ছেলেদের উপরেও সর্ব্বদা তাইস ক'রে থাকেন; সেই দব দবাতেই ইচ্ছেখানায় ব্যাঘাত পড়েছিল।

সমরভেকেশনে কালেজ বন্ধ হয়েচে, স্কুল-মাষ্টারেরা লোকের বাগানে বাগানে মাছ ধ'রে বেড়াচ্ছেন। পণ্ডিতেরা দেশে গিয়ে লাঙ্গল ধ'রে চাষবাস আরম্ভ করেচেন; (ইংরেজী ইস্কুলের পণ্ডিত

প্রায় ঐ গোছেরি দেখা যায়) ধনুবাবু সন্ধ্যার পর দুই-চার স্কুল-ফ্রেণ্ড নিয়ে পড়বার ঘরে ব'সে আছেন; এমন সময়ে কালেজের প্যারীবাবু চাদরের ভিতর এক বোতল ব্রাণ্ডি ও একটা শেরি নিয়ে, অতি সন্তর্পণে ঘরের ভিতর ঢুকলেন। প্যারীবাবু ঘরে ঢোকবামাত্রই চারদিকের দোর-জানলা বন্ধ হয়ে গেল; প্রথমে বোতলটি অতি সাবধানে খুলে (বেড়ালে চুরি ক'রে দুধ খাবার মত ক'রে) অত্যন্ত সাবধানে চলতে লাগলো ক্রমে ব্রাণ্ডি অন্তর্দ্ধান হলেন। এদিকে বাবুদের মেজাজও গরম হয়ে উঠলো; দোর-জানালা খুলে দেওয়া হলো, চেঁচিয়ে হাঁসি ও গররা চলতে লাগলো। শেষে শেরীও সমীপস্থ হলেন, সুতরাং ইংরেজী ইস্পিচ ও টেবিল চাপড়ানো চল্লো; ভয় লজ্জা পেয়ে পালিয়ে গেল। এ দিকে ধনুবাবুর বাপ চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে মালা ফিরুচ্ছিলেন; ছেলেদের ঘরের দিকে হঠাৎ চীৎকার ও রৈ রৈ শব্দ শুনে গিয়ে দেখলেন, বাবুরা মদ খেয়ে মত্ত হয়ে চীৎকার ও হৈ-হৈ কচ্চেন; সুতরাং বড়ই ব্যাজার হয়ে উঠলেন ও ধনুবাবুকে যাচ্চেতাই ব'লে গালমন্দ দিতে লাগলেন। কর্ত্তার গালাগালে একজন ফ্রেণ্ড বড়ই চ'টে উঠলেন ও ধনুও তার সঙ্গে তেড়ে গিয়ে একটা ঘুষো মাল্লেন! কর্ত্তার বয়স অধিক হয়েছিল, বিশেষতঃ ঘুষোটি ইয়ং-বেঙ্গালি (বাঁদরের বাড়া); ঘুষি খেয়ে কর্ত্তা একেবারে ঘুরে পড়লেন, বাড়ীর অন্য অন্য পরিবারেরা হাঁ হাঁ! করে এসে পড়লো; গিন্নী বাড়ীর ভেতর থেকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এলেন ও বাবুকে যথোচিত তিরস্কার কত্তে লাগলেন। তিরস্কার, কান্না ও গোলযোগের অবকাশে ফ্রেণ্ডরা পুলিশের ভয়ে সকলেই চম্পট দিলেন। এদিকে বাবুর করুণা উপস্থিত হলো মার কাছে গিয়ে বল্লেন, "মা, বিদ্দেসাগর বেঁচে থাক, তোমার ভয় কি? ও ওল্ডফুল ম'রে যাক না কেন, ওকে আমরা চাই নে; এবারে মা এমন বাবা এনে দেবো যে, তুমি, নূতন বাবা ও আমি একত্রে তিনজনে ব'সে হেল্থ ড্রিঙ্ক কর্‌বো, ওল্ডফুল ম'রে যাক, আমি কোয়াইট রিফরমড বাবা চাই।"

রামকালী মুখোপাধ্যায় বাবু সুপ্রিমকোর্টের সিস্‌য়ার্স, থিক্ রোগ এণ্ড পিক্‌পকেট উকিল সাহেবদের আফিসে খাতাঞ্জী। আফিসের ফেরতা রাধাবাজার হয়ে আসচেন ও দু'ধারি দোকান ফাঁক যাচ্চে না। পাগড়ীটে এলিয়ে পড়েছে, ধুতি খুলে হতুলি-পুতুলি পাকিয়ে গেছে, পাও বিলক্ষণ টলচে, ক্রমে যোড়াসাঁকোর হাড়িহাটায় এসে একেবারে এড়িয়ে পড়লেন, পা যেন খোঁটা হয়ে গেড়ে গেল, শেষে বিলক্ষণ হবুচবু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঠাকুরবাবুদের বাড়ীর একজন চাকর সেই সময়ে মদ খেয়ে টলতে টলতে যাচ্ছিল। রামবাবু তাকে দেখে "আরে বেটা মাতাল" ব'লে টলে সরে দাঁড়ালেন। চাকর মাতাল থেমে জিজ্ঞাসা কল্লে, "তুই শালা কে রে, আমায় মাতাল বল্লি?" রামবাবু বল্লেন, "আমি রাম।" চাকর বল্লে, "আমি তবে রাবণ।" রামবাবু "তবে যুদ্ধং দেহি" ব'লে যেমন তারে মাত্তে যাবেন, অমনি নেশার ঝোঁকে ধুপুস ক'রে পড়ে গেলেন। চাকর মাতাল তাঁর বুকের উপর চ'ড়ে বসলো। থানার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সেই সময় থানায় ফিরে যাচ্ছিলেন, চাকর মাতাল কিছু টিকে ছিল, পুলিসের সার্জ্জন দে'খে রামবাবুকে ছেড়ে দিয়ে পালাবার উদ্যোগ কল্লে। রামবাবুও সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে দেখেছিলেন, এখন রাবণকে পালাতে দেখে, ঘৃণা প্রকাশ ক'রে বল্লেন, "ছি বাবা! এখন রামের হনুমানকে দেখে ভয়ে পালালে? ছি!"

রবিবারটা দেখতে দেখতে গেল, আজ সোমবার। শেষ পুজোর আমোদ, চোহেল ও ফররার শেষ, আজ বাঈ, খেমটা, কবি ও কেত্তন।

বাঈনাচের মজলিস চূড়োন্ত সাজানো হয়েছে, গোপাল মল্লিকের ছেলের ও রাজা বেজেন্দরের কুকুরের বিয়ের মজলিস এর কাছে কোথায় লাগে! চকবাজারের প্যালানাথবাবু বাঈ-মহলের ডাইরেক্টর,

সুতরাং বাঈ ও খেমটা নাচের সমুদায় ভার তাঁকেই দেওয়া হয়েছিল। সহরের নন্নী, নুন্না, মুন্নী, খন্না ও টন্নী প্রভৃতি ডিগ্রী মেডেল ও সার্টিফিকেটওয়ালা বড় বড় বাঈজীরা ও গোপাল, শাম, বিধু, খুদু, মণি ও চুণি প্রভৃতি খেমটাওয়ালীরা, নিজ নিজ তোবড়া-তুবড়ি সঙ্গে ক'রে আসতে লাগলেন। প্যালানাথবাবু সকলকে মা-গোঁসাইয়ের মত সমাদরে রিসিভ কচ্চেন, তাঁদেরও গরবে মাটিতে পা পড়চে না।

প্যালানাথবাবুর হীরের ওয়াচগার্ডে ঝোলানো আধুলির মত মেকাবী ঘড়িতের কাঁটা ন'টা পেরিয়েছে। মজলিসে বাতির আলো শরতের জ্যোৎস্নাকেও ঠাট্টা কোচ্চে, সারঙ্গের কোঁয়া কোঁয়া ও তবলার মন্দিরের ঝুনু ঝুনু তালে, "আরে সাঁইয়া মোরারে তেরি মেরা জানিরে" গানের সঙ্গে এক তরফা মজলিস রেখেছে। ছোট ছোট ট্যাসল হামামা ও তাজিরা এ কোণ থেকে ও কোণ, ও চৌকি থেকে ও চৌকি করে বেড়াচ্চেন, (অধ্যক্ষদের ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে ও মেয়েরা) এমন সময়ে একখানা চেরেট গুড় গুড় ক'রে বারোইয়ারিতলায় 'গড সেভ দি কুইন' লেখা গেটের কাছে থামলো। প্যালানাথবাবু দৌড়ে গেলেন; গাড়ী থেকে জরি ও কিংখাপে মোড়া জড়ির জুতো শুদ্ধ একটা দশমুখী তেলের কুপো এ এক কুটে মোসাহেব নাবলেন; কুপোর গলায় শিকলের মত মোটা চেন, আঙ্গুলে আঠারটা ক'রে ছত্রিশটা আংটী।

প্যালানাথবাবুর একজন মোসাহেব বড়বাজারের পচ্চুবাবু তুলোর ও পিস্‌গুড্‌সের দালাল, বিস্তর টাকা! "বেশ লোক" ব'লে চেঁচিয়ে উঠলেন; পচ্চুবাবু মজলিসে ঢুকে মজলিসের বড় প্রশংসা কল্লেন, প্যালানাথবাবুকে ধন্যবাদ দিলেন, উভয়ে কোলাকলি হলো; শেষ পচ্চুবাবু প্রতিমা ও মাথালো মাথালো সঙেদের (যথা—কেষ্ট, বলরাম, হনুমান্ প্রভৃতি) ভক্তিভরে প্রণাম কল্লেন; আর বাঈজীকে সেলাম ক'রে দু'খানি আমেরিকান চৌকি জুড়ে বসলেন। দু'টি হাত, এককুড়ি পানের দোনা, চাবির থোলো ও রুমালের জন্য আপাততঃ কিছুক্ষণের জন্য আর দু'খানি চৌকি ইজারা নেওয়া হলো: কুটে মোসাহেব পচ্চুবাবুর পেছন দিকে বসলেন, সুতরাং তারে আর কে দেখতে পায়? বড়মানুষের কাছে থাকলে লোকে যে 'পর্ব্বতের আড়ালে আছ" বলে থাকে, তাঁর ভাগ্যে তাই ঠিক ঘটলো।

পচ্চুবাবুর চেহারা দেখে বাঈ আড়ে আড়ে হাসচে, প্যালানাথবাবু আতোর, পান, গোলাব ও তোবড়া দিয়ে খাতির কচ্চেন, এমন সময় গেটের দিকে গোল উঠলো—প্যালানাথবাবুর মোসাহেব হীরেলাল রাজা অঞ্জনারঞ্জন দেববাহাদুরকে নিয়ে মজলিসে এলেন।

রাজা বাহাদুরের গিল্টিকরা গাল্লি ভরা আশা সকলের নজর পড়ে এমন জায়গায় দাঁড়ালো! অঞ্জনারঞ্জন দেববাহাদুর গৌরবর্ণ, দোহারা—মাথায় খিড়কীদার পাগড়ী—জোড়া পরা—পায়ে জরির লপেটা জুতো, বদমাইসের বাদশা ও ন্যাকার সদ্দার। বাঈ রাজা দেখে কাচবাগে সরে এসে নাচতে লাগলো, "পুজোর সময় পরবস্তি হই যেন" বলই তবল্‌জী ও শারাঙ্গেরা বড় রকমের সেলাম বাজালে, বাজে লোকেরা সং ও বাঈ ফেলে কোন অপরূপ জানোয়ারদের মত রাজা বাহাদুরকে একদৃষ্টে দেখতে লাগলেন।

ক্রমে রাত্তিরের সঙ্গে লোকের ভিড় বাড়তে লাগলো, সহরের অনেক বড়মানুষ রকম রকম পোষাক পরে একত্র হলেন, নাচের মজলিস রন্ রন্ কত্তে লাগলো; বীরকৃষ্ণ দাঁর আনন্দের সীমা নাই, নাচের মজলিসের কেতা ও শোভা দেখে আপনা আপনি কৃতার্থ হলেন, তাঁর বাপের শ্রাদ্ধতে বামুন খাইয়েও এমন সন্তুষ্ট হতে পারেন না।

ক্রমে আকাশের তারার মত মাথালো মাথালো বড়মানুষ মজলিস থেকে খসলেন, বুড়োরা সরে গ্যালেন, ইয়ার-গোচের কচকে বাবুরা ভাল হয়ে বসলেন, বাঈরা বিদেয় হলো—খ্যামটা আসরে নাবলেন।

খ্যামটা বড় চমৎকার নাচ! সহরের বড়মানুষ বাবুরা প্রায় কি রবিবারে বাগানে দেখে থাকেন। অনেকে ছেলেপুলে, ভাগ্নে ও জামাই নিয়ে একত্রে বসে— খ্যামটার অনুপম রসাস্বাদনে রত হন। কোন কোন বাবুরা স্ত্রীলোকদের উলঙ্গ করে খ্যামটা নাচান—কোনখানে কিস না দিলে প্যালা পায় না—কোথাও বলবার যো নয়!

বারোইয়ারিতলায় খ্যামটা আরম্ভ হলো, যাত্রার যশোদার মত চেহারা দু'জন খ্যামটাওয়ালি ঘুরে কোমর নেড়ে নাচতে লাগলো, খ্যামটাওয়ালারা পেছন থেকে "ফণির মাথার মণি চুরি কল্লি, বুঝি বিদেশে বিঘোরে পরাণ হারালি" গাচ্চে; খ্যামটাওয়ালিরা ক্রমে নিমন্ত্রন্নেদের সকলের মুখের কাছে এগিয়ে অগ্‌গরদানি ভিকিরির মত প্যালা আদায় করে তবে ছাড়লেন! রাত্তির দু'টোর মধ্যেই খ্যামটা বন্ধ হলো—খ্যামটাওয়ালিরা অধ্যক্ষমহলে যাওয়া-আসা কত্তে লাগলেন, বারোইয়ারিতলা পবিত্র হয়ে গ্যালো।

কবি। রাজা নবকৃষ্ণ কবির বড় পেট্রন ছিলেন। ইংলণ্ডের কুইন এলিজেবেথের আমলে যেমন বড় বড় কবি ও গ্রন্থকর্ত্তা জন্মান, তেমনি তাঁর আমলেও সেই রকম রাম বসু, হরু, নিলু, রামপ্রসাদ ঠাকুর ও জগা প্রভৃতি বড় বড় কবিওয়ালা জন্মায়। তিনি কবি গাওনার মান বাড়ান, তাঁর অনুরোধে ও দেখাদেখি অনেক বড় মানুষ কবিতে মাতলেন! বাগবাজারের পক্ষীর দল এই সময় জন্মগ্রহণ করে। শিবচন্দ্র ঠাকুর (পক্ষীর দলের সৃষ্টিকর্ত্তা) নবকৃষ্ণর একজন ইয়ার ছিলেন। শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাগবাজারের রিফরমেশনে রামমোহন রায়ের সমতুল্য লোক—তিনি বাগবাজারেদের উড়তে শেখান। সুতরাং কিছুদিন বাগবাজারেরা সহরের টেক্কা হয়ে পড়েন। তাঁদের একখানি পবলিক আটচালা ছিলো, সেইখানে এসে পাকি হতেন, বুলি ঝাড়তেন ও উড়তেন—এ সওয়ার বোসপাড়ার ভেতরেও দু'চার গাঁজার আড্ডা ছিল। এখন আর পক্ষীর দল নাই, গুখুরি ও ঝকমারির দলও অন্তর্দ্ধান হয়ে গেছে, পাকিরা বুড়ো হয়ে মরে গেছেন, দু-একটা আধমরা বুড়ো-গোচের পক্ষী এখনও দেখা যায়, দল ভাঙ্গা ও টাকার থাঁক্তিতে মনমরা হয়ে পড়েচে, সুতরাং সন্ধ্যার পর ঝুমুর শুনে থাকেন। আড্ডাটি মিউনিসিপ্যাল কমিসনেররা উঠিয়ে দেছেন, অ্যাখান কেবল তার রুইনমাত্র পড়ে আছে। পূর্ব্বের বড় মানুষেরা এখনকার বড় মানুষের মত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন, এড্রেস, মিটিং ও ছাপাখানা নিয়ে বিব্রত ছিলেন না, প্রায় সকলেরই একটি একটি রাঁড় ছিল, (এখনও অনেকের আছে) বেলা দুপুরের পর উঠতেন, আহ্নিকের আড়ম্বরটাও বড় ছিলো—দুতিন ঘণ্টার কম আহ্নিক শেষ হতো না, তেল মাখতেও ঝাড়া চারঘণ্টা লাগতো —চাকরের তেল মাখানীর শব্দে ভূমিকম্প হতো—বাবু উলঙ্গ হয়ে তেল মাখতে বস্‌তেন, সেই সময় বিষয়-কর্ম্ম দেখা, কাগজ-পত্রে সই ও মোহর চলতো, আঁচাবার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যদেব অস্ত যেতেন। এঁদের মধ্যে জমিদাররা রাত্তির দু'টো পর্য্যন্ত কাছারি কত্তেন; কেউ অমনি গাওনা বাজনা জুড়ে দিতেন। দলাদলির তর্ক কত্তেন ও মোসাহেবদের খোসামুদিতে ফুলে উঠতেন—গাইয়ে বাজিয়ে হলেই বাবুর বড় প্রিয় হতো, বাপান্ত কল্লেও বক্‌সিস পেতো, কিন্তু ভদ্দরলোক বাড়ী ঢুকতে পেতো না; তার বেলা ল্যাঙ্গা তরওয়ালের পাহারা, আদব কায়দা! কোন কোন বাবু সমস্ত দিন ঘুমুতেন—সন্ধ্যার পর উঠে কাজকর্ম্ম কত্তেন—দিন রাত ছিল ও রাত দিন হতো! রামমোহন রায়, গুপিমোহন দেব, গুপিমোহন ঠাকুর, দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও জয়কৃষ্ণ সিংহের আমোল অবধি এই সকল প্রথা ক্রমে ক্রমে অন্তর্দ্ধান হতে আরম্ভ হলো, (বাঙ্গালীর প্রথম খবরের কাগজ) সমাচারচন্দ্রিকা প্রকাশ হতে আরম্ভ হলো। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত

হলো! তার বিপক্ষে ধর্ম্মসভা বসলো, রাজা রাজনারায়ণ কায়স্থের পইতে দিতে উদ্যোগ কল্লেন, সতীদাহ উঠে গেল। হিন্দুকালেজ প্রতিষ্ঠিত হলো। হেয়ার সাহেব প্রকাশ হলেন—ক্রমে সৎকর্ম্মে বাঙ্গালীর চোখ ফুটে উঠলো।

এদিকে বারোইয়ারিতলায় জামদার কবি আরম্ভ হলো; ভাস্কোর জগা ও নিমৃতের রামা ঢোলে 'মহিম্নস্তব', 'গঙ্গাবন্দনা' ও 'ভেটকিমাছের তিনখানা কাঁটা', 'অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ', 'যাবি তো যা যা ছুটে ছুটে যা' প্রভৃতি বোল বাজাতে লাগলো; কবিওয়ালারা বিষমের ঘরে (পঞ্চমের চার গুণ উঁচু) গান ধল্লেন—

চিতেন।

"বড় বারে বারে এসো ঘরে মকদ্দমা ক'রে ফাঁক!
এইবারে গেরে, তোমার কল্লে সূর্পণখার নাক্!"

আন্তাই।

ক্যামন সুখ পেলে কম্বলে শুলে,
ব্রহ্মত্তর দেবত্তর বড় নিতে জোর ক'রে
এখন জারী গ্যাল, ভুর ভাংলো,
তোমার আক্তো জুলুম চল্‌বে না!
পেনেলকোডের আইন গুণে মুখুয্যের পোর ভাংলো জাঁক।
বে-আইনীর দফারফা বদমাইসি হলো খাক্॥

মোহাড়া।

কুইনের খাসে, দেশে, প্রজার দুঃখ রবে না।
মহামহোপাধ্যায় মথুরানাথ মুস্‌ড়ে গিয়েচেন।
কংস-ধ্বংসকারী লেটোর, জেলায় এসেচেন।
এখন গুমী গ্রেপ্তারী লাঠি দাঙ্গা কোর্জ্জ চলবে না।

জমিদারী-কবি শুনে সহরেরা খুসী হলেন, জুচ্চার পাড়াগেঁয়ে রায়চৌধুরী, মুন্সী ও রায়বাবুরা মাথা হেঁট কল্লেন, হুজুরী আমমোক্তারেরা চোক রাঙ্গিয়ে উঠলো, কবিওয়ালার ঢোলের তালে নাচ্‌তে লাগলো।

স্যাভেঞ্জরের গাড়ী সার বেঁধে বেরিয়েচে। ম্যাথরেরা ময়লার গাড়ী ঠেলে জক্‌সেনের ঘাটে চলেছে। বাউলেরা ললিত রাগে খরতাল ও খঞ্জনীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সহস্র নাম ও

"ঝুলিতে মালা রেখে, জপলে আর হবে কি।"
কেবল কাঠের মালার ঠকঠকী, সব ফাঁকি!"

লোকের দোয়ারে দোয়ারে গান ক'রে বেড়াচ্চে। কলুভায়া ঘানি জুড়ে দিয়েছেন। ধোপারা কাপড় নিয়ে চলেচে। বোঝাই-করা গরুর গাড়ী কোঁ-কোঁ শব্দে রাস্তা জুড়ে যাচ্চে। ক্রমে ফরসা হয়ে এলো। বারোইয়ারিতলায় কবি বন্ধ হয়ে গেল; ইয়ারগোচের অধ্যক্ষ ও দর্শকেরা বিদেয় হলেন, বুড়ো ও আধবুড়োরা কেত্তনের নামে এলিয়ে পড়লেন; দেশের গোঁসাই, গোঁড়া,—বৈরাগী ও বষ্টব একত্র হলো;—সিমলের শাম ও বাগবাজারের নিস্তারিণীর কেত্তন।

সিমুলের শাম উত্তম কিত্তনী—বয়স অল্প, দেখতে মন্দ নয়—গলাখানি যেন কাঁসি খনখন কচ্চে! কেত্তন আরম্ভ হলো—কিত্তনী "তাথইয়া তাথইয়া নাচত ফিরত গোপাল ননী চুরি করি খাঞীছে আরে আরে ননী চুরি করি খাঞীছে তাথইয়া" গান আরম্ভ কল্লে; সকলে মোহিত হয়ে পড়লেন! চারিদিক থেকে হরিবোল ধ্বনি হতে লাগলো, খুলীরে হাঁটু গেড়ে ব'সে সজোরে খোল বাজাতে লাগলো। কিত্তনী কখন হাঁটু গেড়ে কখনো দাঁড়িয়ে, মধু-বৃষ্টি কত্তে লাগলেন—হরি-প্রেমে একজন গোঁসাইয়ের দশা লাগলো। গোঁড়ারা তাঁকে কোলে ক'রে নাচতে লাগলো। আর যেখানে তিনি পড়েছিলেন, জিভ দিয়ে সেইখানেই ধূলো চাটতে লাগলো!

হিন্দুধর্ম্মের বাপের পুণ্যে ফাঁকি দেখাবার মত ফিকির আছে, গোঁসাইগিরি সকলের টেক্কা। আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে কখন একটি রোগা দুর্ব্বল গোঁসাই দেখতে পাই নে! গোঁসাই বল্লেই একটা বিকটাকার, ধূম্বলোচন হবে, ছেলেবেলা অবধি সকলেরই এই চিরপরিচিত সংস্কার। গোঁসাইদের যেরূপ বিয়ারিং পোষ্টে আয়েস ও আহারাদি চলে, বড় বড় বাবুদের পয়সা খরচ করেও সেরূপ জুটে ওঠবার যো নাই। গোঁসাইরা স্বয়ং কেষ্ট ভগবান ব'লেই, অনেক দুর্লভ বস্তুও অক্লেশে ঘরে বসে পান ও কালীয়দমন, পূতনাবধ, গোবর্দ্ধনধারণ প্রভৃতি ক'টা বাজে কাজ ছাড়া, বস্ত্রহরণ, মানভঞ্জন, ব্রজবিহার প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের গোছালো গোছালো লীলাগুলি ক'রে থাকেন! পেটভরে মাল্লো ও ক্ষীর লোসেন ও রকমারি শিষ্য দে'খে চৈতন্যচরিতামৃতের মতে—

"যিনি গুরু তিনি কৃষ্ণ না ভাবিও আন।
গুরু তুষ্টে কৃষ্ণ তুষ্ট জানিবা প্রমাণ॥"
"প্রেমারাধ্যা রাধাসমা তুমি লো যুবতী।
রাখ লো গুরুর মান যা হয় যুকতি॥"

—প্রভৃতি উপদেশ দিয়ে থাকেন। এ সওয়ায় গোঁসাইরা অণ্ডরটেকরের (মুদ্দফরাস) কাজও ক'রে থাকেন—পাঁচসিকে পেলে মন্ত্রও দেন, মড়াও ফেলেন ও বেওয়ারিস বেওয়া ম'লে এঁরা তার উত্তরাধিকারী হয়ে ব'সন। একবার মেদিনীপুরে এক ব্রকোদ গোঁসাই বড় জব্দ হয়েছিলেন। এখানে সে উপকথাটিও বলা আবশ্যক।

পূর্ব্বে মেদিনীপুর অঞ্চলে বৈষ্ণবতন্ত্রের গুরু-প্রসাদি প্রথা প্রচলিত ছিল—নতুন বিবাহ হ'লে গুরুসেবা না ক'রে স্বামি-সহবাস করবার অনুমতি ছিল না। বেতালপুরের রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী পাড়াগাঁ অঞ্চলে একজন বিশিষ্ট লোক! সুবর্ণরেখা নদীর ধারে পাঁচবিঘা আওলাৎ ঘেরা ভদ্রাসন বাড়ী, সকল ঘরগুলি পাকা, কেবল চণ্ডীমণ্ডপ ও দেউড়ির সামনের বৈঠকখানা উলু দিয়ে ছাওয়া। বাড়ীর সামনে দু'টি শিবের মন্দির, একটি শাণ-বাঁধানো পুষ্করিণী, তাতে মাছও বিলক্ষণ ছিল। ক্রিয়েকর্ম্মে চক্রবর্ত্তীকে মাছের জন্যে ভাবতে হতো না। এ সওয়ায় ২০০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি, চাষের জন্য পাঁচখানা লাঙ্গল, পাঁচজন রাখাল চাকর, পাঁচজোড়া বলদ নিযুক্ত ছিল। চক্রবর্ত্তীর উঠোনে দু'টি বড় বড় ধানের মরাই ছিল, গ্রামস্থ ভদ্রলোকমাত্রেই চক্রবর্ত্তীকে বিলক্ষণ মান্য কত্তেন ও তাঁর চণ্ডীমণ্ডপে এসে পাশা খেলতেন। চক্রবর্ত্তীর ছেলেপুলে কিছুই ছিল না, কেবল এক কন্যামাত্র; সহরের ব্রজভানু চাটুয্যের ছেলে হরহরি চাটুয্যের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের সময় বর-কনের বয়স ১০।১৫ বছরের বেশী ছিল না, সুতরাং জামাই নিয়ে যাওয়া, কি মেয়ে আনা কিছুদিনের জন্য বন্ধ ছিল। কেবল পাল-পার্ব্বণে পিঠে-সংক্রান্তি ও ষষ্ঠীবাটায় তত্ত্ব-তাবাস চলতো।

ক্রমে হরহরিবাবু কালেজ ছাড়লেন, এদিকে বয়সও কুড়ি-একুশ হলো, সুতরাং চক্রবর্ত্তী জামাই নেবাবার জন্য স্বয়ং সহরে এসে ব্রজভানুবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কল্লেন। ব্রজভানুবাবু চক্রবর্ত্তীকে কয়দিন বিলক্ষণ আদরে বাড়ীতে রাখলেন, শেষে উত্তম দিন দেখে হরহরিরে সঙ্গে দিয়ে পাঠালেন। একজন দারোয়ান, একজন সরকার ও একজন চাকর হরহরিবাবুর সঙ্গে গেল।

জামাইবাবু তিন-চার দিনে বেতালপুরে পৌঁছিলেন। গাঁয়ে সোর প'ড়ে গেল, চক্রবর্ত্তীর সহুরে জামাই এসেছে; গাঁয়ের মেয়েরা কাজকর্ম্ম ফেলে ছুটোছুটি জামাই দেখতে এলো! ছোঁড়ারা সহুরে লোক প্রায় দেখে নি, সুতরাং পালে পালে এসে হরহরিবাবুরে ঘিরে বোসলো।...চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীমণ্ডপ লোকে রৈ-রৈ কত্তে লাগলো; একদিকে আশপাশ থেকে মেয়েরা উঁকি মাচ্চে; একপাশে কতকগুলো গোড়িমওয়ালা ছেলে ন্যাংটা দাঁড়িয়ে রয়েছে; উঠানে বাজে লোক ধরে না। শেষে জামাইবাবুকে জলযোগ করবার জন্য বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যাওয়া হলো। পূর্ব্বে জলযোগের যোগাড় করা হয়েছে—পিঁড়ের নীচে চারিদিগে চারটি সুপারি দেওয়া হয়েছিল; জামাইবাবু যেমন পিঁড়েয় পা দিয়ে বস্‌তে যাবেন, অমনি পিঁড়ে গড়িয়ে গেল। জামাইবাবু ধুপ ক'রে পড়ে গেলেন শালী-শালাজ-মহলে হাসির গর্‌রা পড়লো! জলযোগের সকল জিনসগুলিই ঠাট্টাপোরা। মাটির কালো জাম, ময়দা ও চেলের গুঁড়ির সন্দেশ, কাঠের আক ও বিচালির জলের চিনির পানা, জলের গেলাসে ঢাকুনি দেওয়া আরস্লো ও মাকোড়সা, পানের বাটায় ছুঁচো ও ইঁদুর পোরা। জামাইবাবু অতিকষ্টে ঠাট্টার যন্ত্রণা সহ্য করে বাইরে এলেন। সমবয়সী দু'চার শালা সম্পর্কের জুটে গেল; সহরের গল্প, তামাসা ও রঙ্গেই দিনটি কেটে গেল।

রজনী উপস্থিত—সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে—রাখালেরা বাঁশী বাজাতে বাজাতে গরুর পাল নিয়ে ঘরে ফিরে যাচ্চে। এক-একটি পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক কলসী কাঁকে ক'রে নদীতে জল নিতে আসচে—লম্পটশিরোমণি কুমুদরঞ্জন যেন তাদের দেখবার জন্যই বাঁশঝাড়ে ও তালগাছের পাশ থেকে উঁকি মাচ্চেন। ঝিঁঝিপোকা ও ঈইচিংড়িরা প্রাণপণে ডাকচে। ভাম, খট্টাশ ও ভোঁদড়েরা ভাঙ্গা শিবের মন্দির ও পড়ো বাড়ীতে ঘুরে বেড়াচ্চে। চামচিকে ও বাদুড়েরা খাবার চেষ্টায় বেরিয়েচে; এমন সময় একদল শিয়াল ডেকে উঠলো—এক প্রহর রাত্রি হয়ে গেল। ছেলেরা জামাইবাবুরে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল, পুনরায় নানারকম ঠাট্টা ও আসল খেয়ে—জামাইবাবু নির্দ্দিষ্ট ঘরে শুতে গেলেন।

বিবাহের পর পুনর্ব্বিবাহের সময়েও জামাইবাবু শ্বশুরালয়ে যান নাই। সুতরাং পাঁচ বৎসরের সময় বিবাহকালে যা স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল তখন দুইজনেই বালক-বালিকা ছিলেন। সুতরাং হরহরিবাবুর নিদ্রা হবার বিষয় কি? আজ স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হবে, স্ত্রী মান করে থাকলে তিনি কলেজী এডুকেশন ও ব্রহ্মজ্ঞান মাথায় তুলে পায়ে ধ'রে মান ভাঙবেন এবং এরপর যাতে স্ত্রী লেখাপড়া শিখেন ও চিরহৃদয়তোষিকা হন, তার বিশেষ তদ্বির কত্তে থাকবেন। বাঙ্গালীর স্ত্রীরা কি দ্বিতীয়া "মিস ষ্টো, মিস টমসন ও মিসেস বর্‌করলি ও লেডী বুলুয়ার লিটন" হতে পারে না? বিলিতী স্ত্রী হতে বরং এরা অনেক অংশে বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্মশীলা—তবে কেন বড়ি দিয়ে, পুতুল খেলে ঝকড়া ও হিংসায় কাল কাটায়? সীতা, সাবিত্রী, সতী, সত্যভামা, শকুন্তলা, কৃষ্ণাও তো এক খনির মণি? তবে এঁরা যে কয়লা হয়ে চিরকাল "ফরনেসে" বন্ধ হয়ে পোড়েন ও পোড়ান, সে কেবল বাপ-মা ও ভ্রাতারবর্গের চেষ্টা ও তদ্বিরের ত্রুটিমাত্র। বাঙ্গালীসমাজের এমনি এক চমৎকার রহস্য যে, প্রায় কোন বংশেই স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে কৃতবিদ্য দেখা যায় না! বিদ্যাসাগরের স্ত্রীর হয়তো বর্ণ পরিচয় হয় নাই; গঙ্গাজলের ছড়া—

সাফরিদের মাদুলী ও বালসির চন্নামেত্তো নিয়েই ব্যতিব্যস্ত! এ ভিন্ন জামাইবাবুর মনে নানা রকম খেয়াল উঠলো, ক্রমে সেইসব ভাবতে ভাবতে ও পথের ক্লেশে অঘোর হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। শেষে বেলা এক প্রহরের সময়ে মেয়েদের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল—দেখেন যে, বেলা হ'য়ে গিয়েচে—তিনি একলা বিছানায় শুয়ে আছেন।

এদিকে চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর গিন্নীরা বলাবলি কত্তে লাগলেন যে, "তাই তো গা! জামাই এসেচেন, মেয়েও ষেটের কোলে বছর পোনের হলো, এখন প্রভুকে খবর দেওয়া আবশ্যক।" সুতরাং চক্রবর্ত্তী পাঁজি দেখে উত্তম দিন স্থির ক'রে, প্রভুর বাড়ী খবর দিলে—প্রভু তূরী, খুন্তি ও খোল নিয়ে উপস্থিত হলেন। গুরুপ্রসাদির আয়োজন হ'তে লাগলো।

হরহরিবাবু প্রকৃত রহস্য কিছুমাত্র জানতেন না, গোঁসাই দলবল নিয়ে উপস্থিত, বাড়ীর সকলে শশব্যস্ত! স্ত্রী নূতন কাপড় ও সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত হয়ে বেড়াচ্চে! সুতরাং তিনি এতে নিতান্ত সন্দিগ্ধ হয়ে একজন ছেলেকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "ওহে, আজ বাড়ীতে কিসের ধূম?" ছোকরা বল্লে, "জামাইবাবু, তা জান না, আজ আমাদের গুরুপ্রসাদি হবে।"

"আমাদের গুরুপ্রসাদি হবে" শুনে হরহরিবাবু একেবারে তেলেবেগুনে জ্ব'লে গেলেন ও কি প্রকারে কুৎসিত গুরুপ্রসাদি হতে স্ত্রী পরিত্রাণ পান, তারি তদ্বিরে ব্যস্ত রইলেন।

কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান কত্তে সাধুরা কোন বাধাই মানেন না ব'লেই যেন দিনমণি কমলিনীর মনোব্যথায় উপেক্ষা ক'রে অস্ত গেলেন। সন্ধ্যাবধূ শাঁক ঘণ্টা ও ঝিঁঝিঁ পোকার মঙ্গলশব্দের সঙ্গে স্বামীর অপেক্ষা কত্তে লাগলেন। প্রিয়সখী প্রদোষ দূতীপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, নিশানাথকে সংবাদ দিতে গেলেন। নববধূর বাসরে আমোদ করবার জন্য তারাদল একে একে উদয় হলেন, কুমুদিনী স্বচ্ছ সরোবরে ফুটলেন—হৃদয়রঞ্জনকে পরকীয় রসাস্বাদনে গমনোদ্যত দেখেও, তাঁর মনে কিছুমাত্র বিরাগ হয় নাই—কারণ, চন্দ্রের সহস্র কুমুদিনী আছে, কিন্তু কুমুদিনীর তিনিই একমাত্র অনন্যগতি! এদিকে নিশানাথ উদয় হলেন—শেয়ালেরা যেন স্তব পাঠ কত্তে লাগলো—ফুলগাছেরা ফুলদল উপহার দিতে লাগলো দেখে আহ্লাদে প্রকৃতি সত্য হাসতে লাগলেন।

চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর ভিতর বড় ধূম। গোস্বামী বরের মত সজ্জা ক'রে জামাইবাবুর শোবার ঘরে গিয়ে শুলেন। হরহরিবাবুর স্ত্রী নানালঙ্কার প'রে ঘরে ঢুকলেন; মেয়েরা ঘরের কপাট ঠেলে দিয়ে ফাঁক থেকে আড়ি পেতে উঁকি মাত্তে লাগলো।

হরহরিবাবু ছোঁড়ার কানে শুনে একগাছি রুল নিয়ে গোস্বামীর ঘরে শোবার পূর্ব্বেই খাটের নীচে লুকিয়ে ছিলেন; এক্ষণে দেখলেন যে, স্ত্রী ঘরে ঢুকে গোস্বামীকে একটি প্রণাম ক'রে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌তে লাগলো; প্রভু খাটে থেকে উঠে স্ত্রীর হাত ধ'রে অনেক বুঝিয়ে শেষে বিছানায় নিয়ে গেলেন; কন্যাটি কি করে! বংশপরম্পরানুগত "ধর্ম্মের অন্যথা কল্লে মহাপাপ" এটি চিত্তগত আছে, সুতরাং আর কোন আপত্তি কল্লে না—গুড় গুড় ক'রে প্রভুর বিছানায় গিয়ে শুলো। প্রভু কন্যার গায়ে হাত দিয়ে বল্লেন, বল "আমি রাধা তুমি শ্যাম"; কন্যাটিও অনুমতিমত "আমি রাধা তুমি শ্যাম" তিনবার বলেচে, এমন সময় হরহরিবাবু আর থাকতে পাল্লেন না, খাটের নীচে থেকে বেরিয়ে এসে "এই কাঁদে বাড়ি বলরাম" ব'লে রুলসই কত্তে লাগলেন। ঘরের বাইরে ন্যাড়া বষ্টমেরা খোলকত্তাল নিয়ে ছিল—গোস্বামীর রুলসইয়ের চীৎকারে তারা হরিবোল ভেবে দেদার খোল বাজাতে লাগলো; মেয়েরা উলু দিতে লাগলো; কাঁসোর ঘণ্টা শাঁকের শব্দে হুলস্থূল প'ড়ে গেল। হরহরিবাবু হঠাৎ দরজা খুলে ঘরের

ভিতর থেকে বেরিয়ে প'ড়ে, একেবারে থানার দারোগার কাছে গিয়ে সমস্ত কথা ভেঙ্গে বল্লেন। দারোগা ভদ্রলোক ছিলেন, (অতি কম পাওয়া যায়) ; তাঁরে অভয় দিয়ে সেদিন যথা সমাদরে বাসায় রেখে, তার পরদিন বরকন্দাছ মোতায়েন দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে সকলের তাক্ লেগে গেল, ইনি কেমন ক'রে ঘরে গিয়েছিলেন। শেষে সকলে ঘরে গিয়ে দেখে যে, গোস্বামীর দাঁতে দাঁতকপাটি লেগে গেচে, অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন, বিছানায় রক্তের নদী বচ্চে। সেই অবধি গুরুপ্রসাদি উঠে গেল, লোকের চৈতন্য হ'লো। প্রভুরাও ভয় পেলেন।

আর একবার এক সহরে গোঁসাই এক বেনের বাড়ী কেষ্টলীলা ক'রে জব্দ হয়েছিলেন, সেটিও এই বেলা ব'লে নিই।

রামনাথ সেন ও শ্যামনাথ সেন দুই ভাই, সহরে চার পাঁচটা হৌসের মুচ্ছুদ্দি। দিনকতক বাবুদের বড় জলজলা হয়ে উঠেছিল—চৌঘুড়ী, ভেঁপু, মোসাহেব ও অবিদ্যার ছড়াছড়ি। উমেদার, বেকার রেকমেণ্ড চিঠিওয়ালা লোকে বৈঠকখানা থৈ থৈ কত্তো, বাবুরা নিয়ত বাগান, চোহেল ও আমোদেই মত্ত থাকতেন, আত্মীয়-কুটুম্ব ও বন্ধুবান্ধবেই বাবুদের কাজকর্ম্ম দেখতেন। একদিন রবিবার বাবুরা বাগানে গিয়েছেন, এই অবকাশে বাড়ীর প্রভু,—খুন্তি, খোল ও ভেঁপু নিয়ে উপস্থিত, বাড়ীর ভিতর খবর গ্যালো। প্রভুকে সমাদরে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাওয়া হলো। প্রভু চৈতন্যচরিতামৃত ও ভাগবতের মতে লীলা দেখালেন। শেষে গোস্বামী বাড়ী ফিরে যান—এমন সময় ছোটবাবু এসে পড়লেন। ছোটবাবুর কিছু সাহেবী মেজাজ, প্রভুকে দেখেই তেলেবেগুনে জলে গেলেন ও অনেক কষ্টে আন্তরিক ভাব গোপন ক'রে জিজ্ঞেসা কল্লেন, "কেমন প্রভু! ভগবানের মতে লীলা দেখান হলো?" প্রভু ভয়ে আম্‌তা আম্‌তা গোছের 'আজ্ঞে হাঁ' ক'রে সেরে দিলেন। ছোটবাবুর একজন মুখোড়া গোছের কায়স্থ মোসাহেব ছিল, সে বল্লে, "হুজুর। গোঁসাই সকল রকম লীলে ক'রে চল্লেন, কিন্তু গোবর্দ্ধনধারণটা হয়নি, অনুমতি করেন তো প্রভুকে গোবর্দ্ধন ধারণটাও করিয়ে দেওয়া যায়, সেটাও বাকী থাকে কেন?" ছোটবাবু এতে সম্মত হলেন, শেষে দরওয়ানদের হুকুম দেওয়া হলো—দরজার পাশে একখান দশ-বারো মণ পাথর পড়ে ছিল, জন কতকে ধরে এনে গোস্বামীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে, পাথরের চাপানে গোস্বামীর কোমর ভেঙ্গে গেল। এদিকে বারোইয়ারিতলায় কেত্তন বন্ধ হয়ে গেল, কেত্তনের শেষে একজন বাউল সুর ক'রে এই গানটি পাইলে—

বাউলের সুর

আজব সহর কল্‌কেতা।
রাড়ী বাড়ী জুড়ী গাড়ী মিছে কথার কি কেতা।
হেতা ঘুঁতে পোড়ে গোবর হাসে বলিহারি ঐক্যতা;
যত বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী, বদমাইসির ফাঁদ পাতা।
পুঁটে তেলির আশা ছড়ি শুঁড়ী সোনার বেণের কড়ি,
খ্যাম্‌টা খানকির খাসা বাড়ী, ভদ্রভাগ্যে গোলপাতা।
হদ্দ হেরি হিন্দুয়ানী, ভিতর ভাঙ্গা ভড়ংখানি,
পথে হেগে চোক্‌রাঙ্গানি, লুকোচুরির ফেরগাঁতা।
গিল্টি কাজে পালিশ করা, রাঙ্গা টাকায় তামা ভরা,
হুতোম দাসে স্বরূপ-ভাষে, তফাৎ থাকাই সার কথা।

গানটি শুনে সকলেই খুসী হলেন। বাউলে চার আনার পয়সা বক্সিস পেলে; অনেকে আদর করে গানটি শিখে ও লিখে নিলেন।

বারোইয়ারি পুজো শেষ হলো, প্রতিমেখানি আট দিন রাখা হলো, তারপর বিসর্জ্জন কর্‌বার আয়োজন হতে লাগ্‌লো। আমমোক্তার কানাইধনবাবু পুলিশ হতে পাশ করে আন্‌লেন। চার দল ইংরাজী বাজনা, সাজা তুরুকসোয়ার নিশেন ধরা ফিরিঙ্গি, আশা সোটা, ঘড়ী ও পঞ্চাশটা ঢাক একত্র হলো! বাহাদুরী কাঠতোলা চাকা একত্র করে, গাড়ীর মত করে, তাতেই প্রতিমে তোলা হলো; অধ্যক্ষেরা প্রতিমের সঙ্গে সঙ্গে চল্লেন, দু পাশে সংয়েরা সার বেঁধে চল্লো। চিৎপুরের বড় রাস্তা লোকারণ্য হয়ে উঠলো; রাঁড়েরা ছাদের ও বারাণ্ডার উপর থেকে রূপোবাঁধানো হুঁকোয় তামাক খেতে খেতে তামাসা দেখতে লাগলো, রাস্তার লোকেরা হাঁ করে চল্‌তী ও দাঁড়ানো প্রতিমে দেখতে লাগলেন। হাটখোলা থেকে জোড়াসাঁকো ও মেছোবাজার পর্য্যন্ত ঘোরা হলো, শেষে গঙ্গাতীরে নিয়ে বিসর্জ্জন করা হয়। অনেক পরিশ্রমে যে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিলো, আজ তারি শ্রাদ্ধ ফুরুলো! বীরকৃষ্ণ দাঁ আর আর অধ্যক্ষেরা অত্যন্ত বিষণ্ণবদনে বাড়ী ফিরে গেলেন। বাবুদের ভিজে কাপড় থাকুলে অনেকেই বিবেচনা কত্তো যে, বাবুরা মড়া পুড়িয়ে এলেন।

বারোইয়ারি পূজোর সম্বৎসরের মধ্যেই বীরকৃষ্ণ দাঁর বাজার-দেনা চেগে উঠলো, গদী ও আড়ত উঠে গ্যাল, শেষে ইন্সল্‌ভেণ্ট গিয়ে ফরেশডাঙ্গায় গিয়ে বাস করেন; কিছুদিন বাদে হঠাৎ ঘর চাপা পড়ে মরে গেলেন! আমমোক্তার কানাইধন দত্তজা সুপ্রিমকোর্টে জাল সাক্ষ্য দেওয়া অপরাধে, সার রবার্ট পিল সাহেবের বিচারে চৌদ্দ বছরের জন্য ট্রান্সপোর্ট হলেন, তার পরিবারেরা কিছুকাল অত্যন্ত দুঃখে কাল কাটিয়ে শেষে মুড়িমুড়কির দোকান করে দিনপাত কত্তে লাগলেন; হুড়িঘাটা লেনের হুজুর কোন বিশেষ কারণে বারোইয়ারিপুজোর মধ্যে কাশী গ্যালেন। প্যালানাথবাবু একদিন কতকগুলি বাঈ ও মেয়েমানুষ নিয়ে বোটে করে কোম্পানীর বাগানে বেড়াতে যাচ্ছিলেন; পথে আচম্‌কা একটা ঝড় উঠলো, মাঝিরে অনেক চেষ্টা কল্লে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, শেষে বোটখানি একেবারে একটা চড়ার উপর উল্টে পড়ে চুরমার হয়ে ডুবে গেল। বাবু বড়মানুষের ছেলে, কখন সাঁতার দেন নাই। সুতরাং জলের টানে কোথায় যে গিয়ে পড়লেন, তার অদ্যাপি নির্ণয় হয় নাই। মুখুয্যেদের ছোটবাবু ক্রমে ভারি গাঁজাখোর হয়ে পড়লেন, অনবরত গাঁজা টেনে তাঁর যক্ষ্মাকাস জন্মালো, আরাম হবার জন্যে তারকেশ্বরের দাড়ি রাখলেন, বাসুদীর চরণামৃত খেলেন, সাকরিদের মাদুলী ধারণ কল্লেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, শেষে বিবাগী হয়ে কোথায় যে বেরিয়ে গেছেন, আজও তাঁর ঠিকানা হয় নাই। প্রধান দোয়ার গবারাম গাওনা ছেড়ে পৈতৃক পেশা গিল্টি অবলম্বন করে কিছুকাল সংসার চালাচ্ছিলেন, গত পুজোর সময় পক্ষাঘাত রোগে মরেচেন। পচ্‌বাবু, অঞ্জনারঞ্জন দেব বাহাদুর ও আর আর অধ্যক্ষ দোয়ারেরা এখনও বেঁচে আছেন; তাঁদের যা হবে, তা এর পরে বক্তব্য।

হুজুক

সাধারণে কথায় বলেন, "হনরে চীন" ও "হুজুতে বাঙ্গাল" কিন্তু হুতুম বলেন "হুজুকে কল্‌কেতা"। হেথা নিত্য নতুন হুজুক, সকলগুলিই সৃষ্টিছাড়া ও আজগুব। কোন কাজকর্ম্ম না

থাকলে, "জ্যাঠাকে গঙ্গাযাত্রা" দিতে হয়, সুতরাং দিবারাত্র হুঁকো হাতে করে থেকে গল্প করে, তাস ও বড়ে টিপে, বাতকর্ম্ম কত্তে কত্তে, নিষ্কর্ম্মা লোকেরা যে আজগুব হুজুক তুলবে, তা বড় বিচিত্র নয়। পাঠক! যতদিন বাঙ্গালীর "বেটর অকুপেসন" না হচ্চে, যতদিন সামাজিক নিয়ম ও বাঙ্গালীর বর্ত্তমান গার্হস্থ্যপ্রণালীর রিফরমেশন না হচ্চে, ততদিন এই মহান্ দোষের মূলোচ্ছেদের উপায় নাই। ধর্ম্মনীতিতে যাঁরা শিক্ষা পান নাই, তাঁরা মিথ্যার যথার্থ অর্থ জানেন না, সুতরাং অক্লেশে আটপৌরে ধুতির মত ব্যবহার কত্তে লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হন না।

ছেলেধরা

আমরা ভূমিষ্ঠ হয়েই শুনলেম, সহরে ছেলেধরার বড় প্রাদুর্ভাব! কাবুলি মেওয়াওয়ালারা ঘুরে ঘুরে ছেলে ধরে কাবুলে নিয়ে যায়; সেথায় নানাবিধ মেওয়া ফলের বিস্তর বাগান আছে, ছেলেটাকে তারি একটা বাগানের ভিতর ছেড়ে দেয়, সে অনবরত পেটপূরে মেওয়া খেয়ে খেয়ে যখন একেবারে ফুলে উঠে—রং দুধে আলতার মত হয়, এমন কি টুস্কি মাল্লে রক্ত বেরোয়, তখন এক কড়া ঘি চড়িয়ে ছেলেটাকে ঐ কড়ার উপর, উপরপানে পা করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়; ক্রমে কড়ার ঘি টগবগিয়ে ফুটে উঠলে ছেলের মুখ দিয়ে রক্ত বেরুতে আরম্ভ হয় ও সেই রক্ত টোসা টোসা ঘিয়ের কড়ার উপর পড়ে; ক্রমে ছেলের সমুদায় রক্ত বেরিয়ে এলে নানাবিধ মেওয়া ও মিছরির ফোঁড়ন দিয়ে কড়াখানি নাবান হয়। নবাব ও বড় বড় মোসলমানেরা তাই খান! আমরা এই ভয়ানক কথা শুনে অবধি একলা বাড়ীর বাহিরে প্রাণান্তেও যেতাম না, ও সেই অবধি কাবুলীদিগের উপর বিজাতীয় ঘৃণা জন্মে গেল।

প্রতাপচাঁদ

আমরা বড় হলেম, হাতে খড়ি হলো। একদিন গুরুমহাশয়ের ভয়ে চাকরদের কাছে লুকিয়ে রয়েছি, এমন সময় চাকরেরা পরস্পর বলাবলি কচ্চে যে "বর্দ্ধমানের রাজা প্রতাপচাঁদ একবার মরেছিলেন, কিন্তু আবার ফিরে এসেছেন। বর্দ্ধমানের রাজত্ব নেবার জন্য নালিস করেচেন, সহরের তাবৎ বড়মানুষরা তাঁকে দেখতে যাচ্ছেন—এবারে পরাণবাবুর সর্ব্বনাশ, পুষ্যিপুত্তুর নামঞ্জুর হবে।" নতুন জিনিষ হলেই ছেলেদের কৌতূহল বাড়িয়ে দেয়; শুনে অবধি আমরা অনেকেরই কাছে খুঁটরে খুঁটরে রাজা প্রতাপচাঁদের কথা জিজ্ঞাসা কত্তেম। কেউ বলতো, "তিনি একদিন একরাত জলে ডুবে থাকতে পারেন!" কেউ বলতো, "তিনি গুলিতে মরেন নি—রাণী বলেচেন, তিনিই রাজা প্রতাপচাঁদ—ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে লকে কাণ কেটে গিয়েছিল, সেই কাটাতেই তাঁর ভগিনী চিনে ফেল্লেন!" কেউ বল্লে, "তিনি কোন মহাপাপ করেছিলেন, তাই যুধিষ্ঠিরের মত অজ্ঞাতবাসে গিয়েছিলেন, বাস্তবিক তিনি মরেন নি; অম্বিকা কালনায় যখন তাঁরে দাহ কর্ত্তে আনা হয় তখন তিনি বাক্সের মধ্যে ছিলেন না, সুদ্ধ বাক্স পোড়ান হয়।" সহরে বড় হুজুক পড়ে গেল, প্রতাপচাঁদের কথাই সর্ব্বত্র আন্দোলন হতে লাগলো।

কিছুদিন এই রকমে যায়—একদিন হঠাৎ শুনা গেল, সুপ্রিমকোর্টের বিচারে প্রতাপচাঁদ জাল হয়ে

পড়েছেন। সহরের নানাবিধ লোক কেউ স্থবিধে কেউ কুবিধে—কেউ বল্লে, "তিনি আসল প্রতাপচাঁদ নন"—কেউ বল্লে, "ভাগ্যি দ্বারিকানাথ ঠাকুর ছিলেন, তাই জাল প্রুব হলো। তা না হলে পরাণবাবু টেরটা পেতেন।" এদিকে প্রতাপচাঁদ জাল সাব্যস্ত হয়ে, বরানগরে বাস কল্লেন। সেথা জরুক হলেন—খানকি ঘুসকি ও গেরস্ত মেয়েদের মেলা লেগে গেল, প্রতাপচাঁদ না পারেন, হেন কর্ম্মই নাই। ক্রমে চলতি বাজনার মত প্রতাপচাঁদের কথা আর শোনা যায় না; প্রতাপচাঁদ পুরোণো হলো, আমরাও পাঠশালে ভর্ত্তি হলেম।

মহাপুরুষ

পাঠক! পাঠশালা যমালয় হতেও ভয়ানক—পণ্ডিত ও মাষ্টারকে যেন বাঘ বিবেচনা হচ্চে। একদিন আমরা স্কুলে একটার সময়ে ঘোড়াঘোড়া খেলচি, এমন সময়ে আমাদের জলতোলা বুড়ো মালা বল্লে যে, "ভূকৈলেসে রাজাদের বাড়ী একজন মহাপুরুষ এসেছেন, মহাপুরুষ সত্যযুগের মানুষ, গায়ে বড় বড় আশোদগাছ ও উইয়ের ঢিপি হয়ে গিয়েছে—চোক বুজে ধ্যান কচ্চেন, ধ্যান ভঙ্গ হয়ে চক্ষু খুল্লেই সমুদয় ভস্ম করে দেবেন।" শুনে আমাদের বড় ভয় হলো। স্কুলে ছুটি হলে আমরা বাড়ীতে এসেও মহাপুরুষের বিষয় ভাবতে লাগলেম; লাট্টু, ঘুড়ী, ক্রিকেট, পায়রা পড়ে রইলো—মহাপুরুষ দেখবার ইচ্ছা ক্রমে বলবতী হয়ে উঠলো; শেষে আমরা ঠাকুরমার কাছে গেলুম।

আমাদের বুড়ো ঠাকুরমা রোজ রাত্রে শোবার সময় 'বেঙ্গমা-বেঙ্গমী' 'পায়রা রাজা' 'রাজপুত্তুর, পাত্তরের পুত্তুর, সওদাগরের পুত্তুর ও কোটালের পুত্তুর চার বন্ধু' 'তালপত্তরের খাড়া জাগে ও পক্ষিরাজ ঘোড়া জাগে' ও 'সোণার কাটী রূপার কাটী' প্রভৃতি কত রকম উপকথা কইতেন। কবিকঙ্কণ ও কাশীদাসের পয়ার মুখস্থ আওড়াতেন—আমরা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তুম।—হায়, বাল্যকালের সে সুখসময় মরণকালেও স্মরণ থাকবে—অপরিচিত সংসার—হৃদয়কমল কুসুম হতেও কোমল বোধ হতো, কলেরই বিশ্বাস ছিল, ভূত, পেত্নী ও ঠাকুর দেবতার নামে শরীর লোমাঞ্চ হতো—হৃদয় অনুতাপ ও শোকের নামও জানতো না—অমর বর পেলেও সেই সুকুমার অবস্থা অতিক্রম কত্তে ইচ্ছা হয় না।

শোবার সময়ে ঠাকুরমাকে সেই মালীর মহাপুরুষের কথা বল্লেম—ঠাকুরমা শুনে খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন ও একজন চাকরকে পরদিন সকালে মহাপুরুষের পায়ের ধুলো আনতে বলে দিয়ে, মহাপুরুষের বিষয়ে আরও দু-এক গল্প বল্লেন।

ঠাকুরমা বললেন—বছর অশী হলো (ঠাকুরমার তখন নতুন বিয়ে হয়েচে) আমাদের বারাণসী ঘোষ কাশী যাবার সময়ে পথে জঙ্গলের ভিতর ঐ রকম এক মহাপুরুষ দেখেন। সেই মহাপুরুষও ঐ রকম অচৈতন্য হয়ে ধ্যানে ছিলেন। মাঝিরে ধরাধরি করে নৌকায় তুলে আনে। বারাণসী তাঁকে বড় যত্ন করে নৌকায় রাখলেন। তখন ছাপঘাটীর মোহনায় জল থাকতো না বলে, কাশীযাত্রীরে বাদাবনের ভিতর দিয়ে যেতেন আসতেন; সুতরাং বারাণসীকেও বাদা দিয়ে যেতে হলো। এক দিন বাদাবনের ভিতর দিয়ে গুণ টেনে নৌকা যাচ্চে, মাঝি ও অন্য অন্য লোকেরা অন্যমনস্ক হয়ে রয়েচে, এমন সময়ে ঠিক ঐ রকম আর একজন মহাপুরুষ নৌকার গলুয়ের কাছে বসে ধ্যানে ছিলেন, এরি মধ্যে ডাঙ্গার মহাপুরুষও হাসতে হাসতে নৌকার উপর এসে নৌকার মহাপুরুষের হাত ধরে নিয়ে জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলে

গেলেন, মাঝি ও অন্য অন্য লোকেরা হাঁ করে রইলো! বারাণসী বাদাবন তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন, কিন্তু আর মহাপুরুষদের দেখতে পেলেন না, এঁরা সব সেকালের মুনিঋষি, কেউ হাজার বৎসর তপিস্তে কচ্চেন, এঁরা মনে কল্লে সব কত্তে পারেন!

আর একবার ঝিলিপুরের দত্তরা সোঁদরবন আবাদ কত্তে কত্তে ত্রিশ হাত মাটীর ভিতরে এক মহাপুরুষ দেখেছিল। তাঁর গায়ে বড় বড় অশোদগাছের শেকড় জন্মে গিয়েছিল। আর শরীর শুকিয়ে চেলাকাঠের মত হয়েছিল! দত্তরা অনেক পরিশ্রম করে তাঁরে ঝিলিপুরে আনে, মহাপুরুষও প্রায় এক মাস ঝিলিপুরে থাকেন, শেষে একদিন রাত্তিরে তিনি যে কোথায় চলে গেলেন, কেউ তার ঠিকানা কত্তে পাল্লে না!—শুন্‌তে শুন্‌তে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

তার পরদিন সকালে রামা চাকর মহাপুরুষের পায়ের ধূলো এনে উপস্থিত কল্লে; ঠাকুরমা একটি জয়ঢাকের মত মাদুলিতে সেই ধূলো পুরে, আমাদের গলায় ঝুলিয়ে দিলেন, সুতরাং সেই দিন থেকে আমরা ভূত, পেৎনী, শাঁকচুন্নী ও ব্রহ্মদত্তির হাত থেকে কথঞ্চিৎ নিস্তার পেলেম।

ক্রমে আমরা পাঠশালা ছাড়লেম—কলেজে ভর্ত্তি হলেম—সহাধ্যায়ী দু-চার সমকক্ষ বড়মানুষের ছেলের সঙ্গে আলাপ হলো। একদিন আমরা একটার সময়ে গোলদীঘির মাঠে ফড়িং ধরে বেড়াচ্ছি, এমন সময় আমাদের কেলাসের পণ্ডিত মহাশয় সেই দিকে বেড়াতে এলেন। পণ্ডিত মহাশয় প্রথমে বড়মানুষের বাড়ীর রাঁধুনী বামুন ছিলেন, এডুকেশন কৌন্সেলের সূক্ষ্ম বিবেচনায়, সেন বাবুর সুপারিসে ও প্রিন্সিপালের কৃপায় পণ্ডিত হয়ে পড়েন। পণ্ডিত মহাশয় পান খেতে বড় ভালবাসতেন, সুতরাং সকলেই তাঁকে যথাসাধ্য পান দিয়ে তুষ্ট কত্তে ত্রুটি কত্তো না; পণ্ডিত মহাশয় মাঠে আসবামাত্র ছেলেরা পান দিতে আরম্ভ কল্লে; আমরাও এক দোনা মিঠে খিলি উপহার দিলেম। পণ্ডিত মহাশয় মিঠে খিলি পছন্দ কত্তেন; পান খেয়ে আমাদের নাম ধরে বল্লেন, "আরে হুতোম! আর শুনচো? ভূকৈলেসের রাজাদের বাড়ী যে একটা মহাপুরুষ ধরে এনেছিলো, ডাক্তার সাহেব তার ধ্যান ভঙ্গ করে দিয়েছেন;—প্রথমে রাজারা তার পায়ে গুল পুরিয়ে দেন, জলে ডুবিয়ে রাখেন, কিছুতেই ধ্যানভঙ্গ হয় নাই। শেষে ডাক্তার সাহেব এক আরক নিয়ে তার নাকের গোড়ায় ধল্লে তার চৈতন্য হলো; এখন সেই মহাপুরুষ লোকের গলা টিপে পয়সা নিচ্চে, রাজাদের পাখা টেনে বাতাস কচ্চে, খাঁ পাচ্চে, তাই খাচ্চে, তার মহাপুরুষত্ব-ভূর ভেঙ্গে গেচে।"

পণ্ডিত মহাশয়ের কথা শুনে আমরা অবাক্ হয়ে পড়লেম, মহাপুরুষের উপর যে ভক্তিটুকু ছিল—মরিচবিহীন কর্পূরের মত—ঈপরহীন ঈশ্বরের মত একেবারে উবে গেল। ঠাকুরমার মাদুলিটি তার পর দিনই খুলে ফ্যালা হলো; ভূত, শাঁকচুন্নী পেৎনীদের ভয় আবার বেড়ে উঠলো।

লালা রাজাদের বাড়ী দাঙ্গা

আমরা স্কুলে আর এক কেলাস উঠলেম। রাঁধুনি বামুন পণ্ডিতের হাত এড়ানো গেল। একদিন আমরা পড়া বল্‌তে না পারায় জল খাবার ছুটীর সময়ে গাধার টুপী মাথায় দিয়ে, বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে কন্‌ফাইন্ হয়ে রয়েছি, মাষ্টার মশাই তামাক খাবার ঘরে জল খেতে গেছেন (তাঁর ক্ষিদে বরদাস্ত হয় না, কিন্তু ছেলেদের হয়); একজন বামুন বাবুদের বাড়ীর ছোটবাবুর মুখে শ্যামা পাখীর

বোল—"বক্ বকম্ বক বকম্" করে পায়রার ডাক ডেকে বেড়াচ্চেন ও পনি টাট্টু সেজে কদম দেখাচ্চেন; এমন সময়ে কাশীপুর অঞ্চলের একজন ছোকরা বল্লে, "কাল বৈকালে পাকপাড়ায় লালাবাবুদের (শ্রী বিষ্ণু! আজকাল রাজা) লালা রাজাদের বাড়ী—এক দল গোরা মাতাল হয়ে এসে চার-পাঁচ জন দারোয়ানকে বর্শায় বিঁধে গিয়েচে, রাজারা ভয়ে হাসন হোসেনের মত একটা পুরোণো পাতকোর ভিতর লুকিয়ে প্রাণরক্ষা করেচেন।" (বোধ হয় কেবল গিরগিটের অপ্রতুল ছিল)। আর একজন ছোক্‌রা বলে উঠলো "আরে তা নয়, আমরা দাদার কাছে শুনেছি, রাজাদের বাড়ীর সামনের গাছে একটা কাগ মেরেছিল বলে রাজাদের জমাদার, সাহেবদের মাত্তে এসে"; আর একজন ছোকরা দাঁড়িয়ে উঠে আমাদের মুখের কাছে হাত নেড়ে বল্লে, "আ রে না হে না, ও সব বাজে কথা! আমারও বাড়ী টালাতে, রাজাদের বাড়ীর পেছনে যে সেই বড় পগারটা আছে জান? তারি পাশে যে পচা পুকুর সেই আমাদের খিড়কি। রাজাদের এক জন আম্‌লার ভাই ঠিক বানরের মত মুখ; তাই দেখে একজন সাহেব ভেংচে ছিল, তাতে আম্‌লাও ভেংচায়; তাতেই সাহেবরা বন্দুক পিস্তল নিয়ে দলবল সমেত এসে গুলী করে"। এইরূপে অনেক রকম কথা চলেচে, এমন সময়ে মাষ্টার বাবু তামাক খাবার ঘর থেকে এলেন, ছোটবাবুর পনি টাট্টুর কদম ও 'বক বকম্' বন্ধ হয়ে গেল, রাজারা বাঁচলেন—ঢং ঢং করে ছুটো বাজলে কেলাস বসে গেল, আমরাও জল খেতে ছুটী পেলেম। আমরা বাড়ী গিয়ে রাজাদের ব্যাপার অনেকের কাছে আরও ভয়ানক রকম শুনলেম্; বাঙ্গালা কাগজওয়ালারা, "এক দল গোরা বাজনা বাজিয়ে যাইতেছিল, দলের মধ্যে একজনের জলতৃষ্ণা পেয়েছিল, রাজাদের বাড়ী যেমন জল খেতে যাবে, জমাদার গলা ধাক্কা মারিয়া বাহির করিয়া দেয়, তাহাতে সঙ্গের কর্ণেল গুলী কত্তে হুকুম দেন" প্রভৃতি নানা আজগুবী কথায় কাগজ পোড়াতে লাগলেন। সহরের পূর্ব্বের বাঙ্গালা খবরের কাগজ বড় চমৎকার ছিল, "অমুক বাবুর মত দাতা কে!" "অমুক বাবুর মার শ্রাদ্ধে ক্রোর টাকা ব্যয়, (বাবু মুচ্ছুদী মাত্র); "অমুক মাতাল জলে ডুবে মরে গেচে" "অমুক বেশ্রার নত খোয়া গিয়েচে, সন্ধান করে দিতে পাল্লে সম্পাদক তার পুরস্কারস্বরূপ তারে নিজ সহকারী করবেন" প্রভৃতি আল্‌ত কথাতেই পত্র পুরাতেন; কেউ গাল দিয়ে পয়সা আদায় কত্তেন, কেউ পয়সার প্রত্যাশায় প্রশংসা কত্তেন;—আজকালও অনেক কাগজে চোরা গোপ্তান চলে!

শেষে সঠিক শোনা গেল যে, এক জন দরওয়ানকে এক জন ফিরিঙ্গি শিকারী বাক্‌বিতণ্ডায় ঝকড়া করে গুলী করে।

ক্রশ্চানি হুজুক

পাক্‌পাড়ার রাজাদের হাঙ্গামা চুকতে চুকতে হজুর উঠলো, "রণজিৎসিংহের পুত্র দলিপ—ইস্থমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েচেন; তাঁর সঙ্গে সমুদায় শিকেরা ক্রশ্চান হয়েচেন ও ভাটপাড়ার জনকতক ঠাকুরও ক্রশ্চান হবেন!" ভাটপাড়ার গুরুগুষ্টিরে প্রকৃত হিন্দু; তাঁরা ক্রশ্চান হবেন শুনে, অনেকে চমকে উঠলেন, শেষে ভাটপাড়ার বদলে পাতুরেঘাটার শ্রীযুক্তবাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন বেরিয়ে পড়লেন! সমধর্ম্মা কৃষ্ণমোহন কন্যা উচ্ছুগ্‌গু করে দিলেন, এয়োরও অভাব রইলো না! সহরে যখন যে পড়তা পড়ে, শীগ্‌গির তার শেষ হয় না; সেই হিড়িকে একজন স্কুলমাষ্টার, কালীঘেটে হালদার, একজন বেণে ও কায়স্থ ক্রশ্চান দলে বাড়লো— দু-চার জন বড় বড় ঘরের মেয়েমানুষও অন্ধকার

থেকে আলোয় এলেন। শেষে অনেকের চালফুঁড়ে আলো বেরুতে লাগলো, কেউ বিষয়ে বঞ্চিত হলেন, কেউ কেউ অনুতাপ ও দুরবস্থার সেবা কত্তে লাগলেন। কৃশ্চানি হুজুক রাস্তার চলতি লণ্ঠনের মত প্রথমে আসপাশ আলো করে শেষে অন্ধকার করে চলে গেল। আমরাও ক্রমে বড় হয়ে উঠলেম—স্কুল আর ভাল লাগে না!

মিউটীনি

পাঠকগণ! একদিন আমরা মিছেমিছি ঘুরে বেড়াচ্চি, এমন সময় শুনলেম, পশ্চিমের সেপাইরে খেপে উঠেচে, নানা সাহেবকে চাঁই করে ইংরেজদের রাজত্ব নেবে, দিল্লীর ন্যেড়ে চীফ আবার "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" হবেন—ভারি বিপদ! সহরে ক্রমে হুলস্থুল পড়ে গেল, চুনোগলি ও কসাইটোলার মেটে ইদ্‌রুস পিদ্‌রুস, গমিস ডিস প্রভৃতি ফিরিঙ্গিরে খাবার লোভে ভলিনটিয়ার হলেন, মাথালো মাথালো বাড়ীতে গোরা পাহারা বসলো, নানা রকম অদ্ভুত হুজুক উঠতে লাগল—আজ দিল্লী গেল—কাল কানপুর হারানো হলো, ক্রমে পাশাখেলার হার কেত্তের মত ইংরাজেরা উত্তরপশ্চিমের প্রায় সমুদয় অংশেই বেদখল হলেন—বিবি, ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে ও মেয়েরা মারা গেল, 'শ্রীবৃদ্ধিকারী' সাহেবেরা (হিন্দুর দেবতা পঞ্চানন্দের মত) বড় ছেলের কিছু কত্তে পাল্লেন না, ছোট ছেলের ঘাড় ভাঙ্গবার উজ্জুগ পেলেন—সেপাইদের রাগ বাঙ্গালীর উপর ঝাড়তে লাগলেন! লর্ড ক্যানিংকে বাঙ্গালীদের অস্ত্র-শস্ত্র (বঁটি ও কাটারিমাত্র) কেড়ে নিতে অনুরোধ কল্লেন! বাঙ্গালীরা বড় বড় রাজকর্ম্ম না পায়, তারও তদ্বির হতে লাগলো; ডাকঘরের কতকগুলি নেড়ে প্যায়দার অন্ন গেল, নীলকরেরা অনরেরী মেজেষ্টর হয়ে মিউটীনি উপলক্ষ করে (চোর চায় ভাঙ্গা ব্যাড়া) দাদন, গাদন ও শ্যামচাঁদ খেলাতে লাগলেন। শ্যামচাঁদ সামান্নি নন, তাঁর কাছে আইন এগুতে পারে না—সেপাইতো কোন ছার! লক্ষ্ণৌয়ের বাদশাকে কেল্লায় পোরা হলো, গোরারা সময় পেয়ে দু-চার বড় বড় ঘরে লুটতরাজ আরম্ভ কল্লে, মার্শাল ল জারি হলো, যে ছাপা-যন্ত্রের কল্যাণে হুতোম নির্ভয়ে এত কথা অক্লেশে কইতে পাচ্চেন, সে ছাপা-যন্ত্র কি রাজা, কি প্রজা, কি সেপাই পাহারা—কি খেলার ঘর, সকলকে একরকম দেখে, ব্রিটিশকলের সেই চিরপরিচিত ছাপা-যন্ত্রের স্বাধীনতা মিউটীনি উপলক্ষে, কিছুকাল শিকলি পরলেন। বাঙ্গালীরে ক্রমে বেগতিক দেখে গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে সভা করে, সাহেবদের বুঝিয়ে দিলেন যে—"যদিও একশ বছর হয়ে গেল, তবু তাঁরা আজও সেই হতভাগা ম্যাড়া বাঙ্গালীই আছেন—বহু দিন ব্রিটিশ সহবাসে, ব্রিটিশ শিক্ষায় ও ব্যবহারে আমেরিকানদের মত হতে পারেন নি। (পারবেন কি না তারও বড় সন্দেহ)। তাঁদের বড়মানুষদের মধ্যে অনেকে তুফানের ভয়ে গঙ্গায় নৌকো চড়েন না—রাত্তিরে প্রস্রাব কর্ত্তে উঠতে হলে স্ত্রীর বা চাকর চাকরাণীর হাত ধরে ঘরের বাইরে যান, অন্দরের মধ্যে টেবিল ও পেননাইফ ব্যবহার করে থাকেন; যাঁরা আপনার ছায়া দেখে ভয় পান—তাঁরা যে লড়াই করবেন, এ কথা নিতান্ত অসম্ভব। বলতে কি, কেবল আহার ও গুটীকতক বাছালো বাছালো আচারে তাঁরা ইংরাজদের স্কেচমাত্র করে নিয়েছেন। যদি গভর্ণমেণ্টের হুকুম হয়, তা হলে সেগুলিও চেয়ে পরা কাপড়ের মত এখনই ফিরিয়ে দেন—রায় মহাশয়ের মগ বার্চ্চিকে জবাব দেওয়া হয়—বিলিতী বাবুরা ফিরতি ফলারে বসেন ও ঘোষজা গাঁজা ধরেন, আর বাগাম্বর মিত্র বনাতের প্যাণ্টুলন ও বিলিতী বদমাইসি থেকে স্বতন্ত্র হন।

ইংরাজেরা রাগ, ছেলে ও স্বজাতির শোকে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন, সুতরাং তাতেও সাণ্ডা হলেন না—লর্ড ক্যানিংয়ের রিকলের জন্য পার্লিয়ামেণ্টে দরখাস্ত কল্লেন, সহরে হুজুকের একশেষ হয়ে গেল। বিলেত থেকে জাহাজ জাহাজ গোরা আসতে লাগলো—সেই সময়ে বাজারে এই গান উঠলো—

গান

"বিলাত থেকে এলো গোরা,
মাথার পর কুরতি পরা,
পদভরে কাঁপে ধরা, হাইল্যাণ্ডনিবাসী তারা।
টামটিয়া টোপীর মান
হবে এবে খর্ব্বমান,
সুখে দিল্লী দখল হবে,
নানা সাহেব পড়বে ধরা॥"

বাঙ্গালীরা ঝোপ বুঝে কোপ ফেলতে বড় পটু; খাঁটি হিন্দু (অনেকেই দিনের বেলার খাঁটি হিন্দু) দলে রটিয়ে দিলে যে, "বিধবাবিবাহের আইনই পাশ ও বিধবাবিবাহ হওয়াতেই সেপাইরে খেপেচে। গবর্ণমেণ্ট বিধবাবিবাহের আইন তুলে দিয়েছেন—বিদ্যাসাগরের কর্ম্ম গিয়েছে—প্রথম বিধবাবিবাহের বর শিরিশের ফাঁসি হবে।"

কোথাও হুজুক উঠলো, "দলিপ সিংকে কৃশ্চান করাতে, নাগপুরের রাণীদের স্ত্রীধন কেড়ে নেওয়াতে ও লক্ষ্ণৌয়ের বাদশাই যাওয়াতে মিউটীনি হলো।"

নানা মুনির নানা মত! কেউ বল্লেন, সাহেবেরা হিন্দুর ধর্ম্মে হাত দেন, তাতেই এই মিউটীনি হয়েচে। তারকেশ্বরের মোহোন্তের রক্ষিতা, কাশীর বিশ্বেশ্বরের পাণ্ডার স্ত্রী ও কালীঘাটের বড় হালদারের বাড়ীর গিন্নীরে স্বপ্নে দেখেচেন, ইংরেজদের রাজত্ব থাকবে না! দুই-এক জন ভটচার্য্যি ভবিষ্যৎ পুরান খুলে তারই নজীর দেখালেন!

ক্রমে সেপাইয়ের হুজুকের বাড়তি কমে গ্যালো—আজ দিল্লী দখল হলো—নানা পালালেন—জং বাহাদুরের সাহায্যে লক্ষ্ণৌ পাওয়া হলো! মিউটীনি প্রায় সমুদায় সেপাইরে ফাঁসিতে, তোপেতে ও তলওয়ারের মুখেতে শেষ হোলেন—অবশিষ্টেরা ক্যানিংয়ের পলিসিতে ক্ষমা প্রার্থনা করে বেঁচে গ্যালেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পুরোণো বছরের মত বিদেয় হলেন—কুইন স্বরাজ্য খাস প্রক্লেম কল্লেন; বাজী, তোপ ও আলোর সঙ্গে মায়াবিনী আশা 'কুইনের খাসে প্রজার দুঃখ রবে না' বাড়ী বাড়ী গেয়ে বেড়াতে লাগলেন; গর্ভবতীর যত দিন একটা না হয়ে যায়, তত দিন যেমন 'ছেলে কি মেয়ে' লোকের মনে সংশয় থাকে, সংসার কুইনের প্রোক্লেমেশনে সেইরূপ অবস্থায় স্থাপিত হলো।

মিউটীনির হুজুক শেষ হলো—বাঙ্গালীর ফাঁসী-ছেঁড়া অপরাধীর মত সে যাত্রা প্রাণে প্রাণে মান বাঁচালেন: কারু নিরপরাধে প্রাণদণ্ড হলো, কেউ অপরাধী থেকেও জায়গীর পেলেন। অনেক বামুনে-কপাল ফলে উঠলো; যখন যার কপাল ধরে—ইত্যাদি কথার সার্থকতা হলো। রোগ, শোক ও বিপদ যেমন লোকে পতিগত স্ত্রীর মূল্য জানতে পারে, সেইরূপ মিউটীনির উপলক্ষে গবর্ণমেণ্টও বাঙ্গালী শব্দের কিঞ্চিৎ পদার্থ জানতে অবসর পেলেন; 'শ্রীবৃদ্ধিকারীরা' আশা ও মানভঙ্গে অন্তরে বিষম জ্বালায়

জ্বলিতেছিলেন, এক্ষণে পোড়া চক্ষে বাঙ্গালীদের দেখতে লাগলেন—আমরাও স্কুল ছাড়লেম। আঃ! বাঁচলেম—গায়ে বাতাস লাগলো।

মরা-ফেরা

আমরা ছেলেবেলাতেই জ্যাঠার শিরোমণি ছিলেম; স্কুল ছাড়াতে জ্যাঠামি, ভাতের ফ্যানের মতন, উথলে উঠলো; (বোধ হয় পাঠকেরা এই হুতোমপ্যাচার নক্সাতেই আমাদের জ্যাঠামির দৌড় বুঝতে পেরে থাকবেন) আমরা প্রলয়-জ্যাঠা হয়ে উঠলেম—কেউ কেউ আদর করে 'চালাকদাস' বলে ডাকতে লাগলেন।

ছেলেবেলা থেকেই আমাদের বাঙ্গালা ভাষার উপর বিলক্ষণ ভক্তি ছিল, শেখবারও অনিচ্ছা ছিল না। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি যে, আমাদের বুড়ো ঠাকুরমা ঘুমোবার পূর্ব্বেই নানাপ্রকার উপকথা কইতেন। কবিকঙ্কণ, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের পয়ার আওড়াতেন। আমরাও সেইরূপ মুখস্থ করে স্কুলে, বাড়ীতে ও মার কাছে আওড়াতেম—মা শুনে বড় খুসী হতেন ও কখন কখন আমাদের উৎসাহ দেবার জন্যে কি পয়ার পিছু একটি করে সন্দেশ প্রাইজ দিতেন; অধিক মিষ্টি খেলে তোৎলা হতে হয়, ছেলেবেলায় আমাদের এ সংস্কার ছিল; সুতরাং কিছু আমরা আপনারা খেতুম, কিছু কাগ ও পায়রাদের জন্যে ছাদে ছড়িয়ে দিতুম। আর আমাদের মঞ্জরী বলে দিব্বি একটি সাদা বেড়াল ছিল, (আহা! কাল সকালে সেটি মরে গ্যাছে—বাচ্চাও নাই) বাকী সে প্রসাদ পেতো। সংস্কৃত শেখাবার জন্যে আমাদের এক জন পণ্ডিত ছিলেন, তিনি আমাদের লেখা-পড়া শেখাবার জন্যে বড় পরিশ্রম কত্তেন। ক্রমে আমরা চার বছরে মুগ্ধবোধ পার হলেম, মাঘের দুই পাত ও রঘুর তিন পাত পড়েই আমাদের জ্যাঠামোর সূত্র হলো; টিকী, ফোঁটা ও রাঙ্গা বনাতওয়ালা টুলো ভট্টাচার্য্য দেখলেই তক্ক কর্ত্তে যাই, ছোঁড়াগোচের ঐ রকম বেয়াড়া বেশ দেখতে পেলেই তক্কে হারিয়ে টিকী কেটে নিই; কাগজে প্রস্তাব লিখি—পয়ার লিখতে চেষ্টা করি ও অন্যের লেখা প্রস্তাব থেকে চুরি করে আপনার বলে অহঙ্কার করি—সংস্কৃত কলেজ থেকে দূরে থেকেও ক্রমে আমরাও ঠিক একজন সংস্কৃত কলেজের ছোকরা হয়ে পড়লেম; গৌরবলাভেচ্ছা হিন্দুকুশ ও হিমালয় পর্ব্বত থেকেও উঁচু হয়ে উঠলো—কখন বোধ হতে লাগলো, কিছুদিনের মধ্যে আমরা দ্বিতীয় কালিদাস হবো; (ওঃ শ্রীবিষ্ণু, কালিদাস বড় লম্পট ছিলেন) তা হওয়া হবে না, তবে ব্রিটনের বিখ্যাত পণ্ডিত জনসন? (তিনি বড় গরীবের ছেলে ছিলেন, সেটি বড় অসঙ্গত হয়)। রামমোহন রায়? হাঁ, একদিন রামমোহন রায় হওয়া যায়—কিন্তু বিলেতে মত্তে পারবো না।

ক্রমে কি উপায়ে আমাদের পাঁচজনে চিনবে, সেই চেষ্টাই বলবতী হলো; তারি সার্থকতার জন্য আমরা বিদ্যোৎসাহী সাজলেম—গ্রন্থকার হয়ে পড়লেম—সম্পাদক হতে ইচ্ছা হলো—সভা কল্লেম—ব্রাহ্ম হলেম—তত্ত্ববোধিনী সভায় যাই—বিধবাবিয়ের দলাদলি করি ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি বিখ্যাত দলের লোকদের উপাসনা করি—আন্তরিক ইচ্ছে যে, লোকে জানুক যে, আমরাও ঐ দলের ছোট খাট কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে।

হায়! অল্পবয়সে এক একবার অবিবেচনার দাস হয়ে আমরা যে সকল পাগলামো করেছি, এখন

সেইগুলি স্মরণ হলে কান্না ও হাসি পায় ; আবার এখন যে পাগলামী প্রকাশ কচ্চি, এর জন্য বৃদ্ধবয়সে অনুতাপ তোলা রইলো! মৃত্যু-শয্যার পাশে যবে এইগুলির ভয়ানক ছবি দেখা যাবে, ভয়ে ও লজ্জায় শরীর দাহ কত্তে থাকবে, তখন সেই অনন্ত-আশ্রয় পরমেশ্বর ভিন্ন আর জুড়াবার স্থান পাওয়া যাবে না! বাপ-মার কাছে মার খেয়ে ছেলেরা যেমন তাঁদেরই নাম করে, 'বাবা গো—মা গো, বলে কাঁদে, আমরা তেমনি সেই ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘননিবন্ধন বিপদে পড়ে তাঁর নাম ধরেই,—পাঠক! তোমায় ভেংচুতে ভেংচুতে ও কলা দেখাতে দেখাতে তরে যাব।

প্রলয় গর্ম্মিতে আমরা একদিন মোটা চাদর গায়ে দিয়ে ফিলজফর সেজে বেড়াচ্ছি, এমন সময়ে নদে অঞ্চলের একজন মুহুরি বল্লে যে, "আমাদের দেশে হুজুক উঠেছে, ১৫ই কার্ত্তিক রবিবার দিন দশ বছরের মধ্যের মরা মানুষরা যমালয় থেকে ফিরে আসবে"—জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমুর চৈত্র মাসে রাসের মত সহরের বেণেবাবুরা সিংহবাহিনী ঠাকরুণের পালায় যেমন ছোট আদালতের দু চার কয়েদী খালাস করেন, সেই রকম স্বর্গের কোন দেবতা আপনার ছেলের বিবাহ উপলক্ষে যমালয়ের কতকগুলি কয়েদী খালাস করবেন ; নদের রামশর্ম্মা আচাযি স্বয়ং গুণে বলেচেন। আমরা এই অপরূপ হুজুক শুনে তাক হয়ে রইলেম! এদিকে সহরেও ক্রমে গোল উঠলো '১৫ই কার্ত্তিক মরা ফিরবে।' বাঙ্গালা খবরের কাগজওয়ালারা কাগজ পুরাবার জিনিস পেলেন—একটি গেরো দিলে পূর্ব্বের গেরোটি যেমন আল্গা হয়ে যায়, বিধবাবিবাহ প্রচার করাতে সহরের ছোট ছোট বিধবাদের বিদ্যাসাগরের প্রতি যে ভক্তিটুকু জন্মেছিল, সেটুকু সেই প্রলয় হুজুকে ঋতুগত থারমোমিটরের পারার মত একেবারে অনেক ডিগ্রী নেবে গিয়ে, বিলক্ষণ ঢিলে হয়ে পড়লো।

সহরে যেখানে যাই সেইখানেই মরা ফের্‌বার মিছে হুজুক! আশা নির্ব্বোধ স্ত্রী ও পুরুষদলের প্রিয়সহচরী হলেন। জোচ্চোর ও বদমাইসেরা সময় পেয়ে গোছাল গোছাল জায়গায় মরা ফেরা সেজে যেতে লাগলো ; অনেক গেরেস্তোর ধর্ম্ম নষ্ট হলো—অনেকের টাকা ও গয়না গেল। ক্রমে আষাঢ়ান্ত বেলার সন্ধ্যার মত—শোকাতুরের সময়ের মত, ১৫ই কার্ত্তিক মরাবিচালে এসে পড়লেন। দুর্গোৎসবের সময়ে সন্ধিপূজোর ঠিক শুভক্ষণের জন্য পৌত্তলিকেরা যেমন প্রতীক্ষা করে থাকেন, ডাক্তারের জন্য মুমূর্ষ রোগীর আত্মীয়েরা যেমন প্রতীক্ষা করে থাকেন ও স্কুলবয় ও কুঠিওয়ালারা যেমন ছুটীর দিন প্রতীক্ষা করেন—বিধবা ও পুত্রসহোদরাবিহীন নির্ব্বোধ পরিবারেরা সেই রকম ১৫ই কার্ত্তিকের অপেক্ষা করেছিলেন। ১৫ই কার্ত্তিকই দিল্লীর লাড্ডু হয়ে পড়লেন—যাঁরা পূর্ব্বে বিশ্বাস করেন নি, ১৫ই কার্ত্তিকের আড়ম্বর ও অনেকের অতুল বিশ্বাস দেখে তাঁরাও দলে মিশলেন। ছেলেবেলা আমাদের একটি চিনের খরগোশ ছিল ; আজ বছর আষ্টেক হলো, সেটি মরেচে—ভাঙ্গা পিঁজরের মাটী ঝেড়ে ঝুড়ে, তুলো পেড়ে বিছানা টিছানা করে তার অপেক্ষায় রইলেম।

১৫ই কার্ত্তিক মরা ফিরবে কথা ছিল, আজ ১৫ই কার্ত্তিক। অনেকে মরার অপেক্ষায় নিমতলা ও কাশীমিত্রের ঘাটে বসে রইলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে গেল, রাত্রি দশটা বাজে, মরা ফিরল না ; অনেকে মরার অপেক্ষায় থেকে মড়ার মত হয়ে রাত্তিরে ফিরে এলেন ; মরা ফেরার হুজুক থেমে গেল।

আমাদের জ্ঞাতি ও নিন্দুকেরা

আমরা ক্রমে বিলক্ষণ বড় হয়ে উঠলেম ; দু-চার জন আমাদের অবস্থার হিংসে কত্তে লাগলেন ; জ্ঞাতিবর্গের বুকে ঢেঁকি পড়তে লাগলো—আমাদের বিপদে মুচ্‌কি হাসেন ও আমোদ করেন ; তাঁদের এক চোখ কাণা হয়ে গেলে যদি আমাদের দু চক্ষু কাণা হয়, তাতে এক চক্ষু দিতে বিলক্ষণ প্রস্তুত—সতীনের বাটিতে গু গুলে খেতে পারলে তার বাটিটি নষ্ট হয়, স্বয়ং না হয়, গু গুলেই খেলেন ! জ্ঞাতি বাবু ও বিবিদেরও সেই রকম ব্যবহার বেরুতে লাগলো। লোকের আঁটকুড়ো হয়ে বনে একা থাকা ভাল, তবু আমাদের মতন জ্ঞাতির সঙ্গে এক ঘর ছেলে পুলে নিয়ে বাস করা কিছু নয় ! আমাদের জ্ঞাতিরা দুর্য্যোধনের বাবা—তাদের মেয়েরা কৈকেয়ী ও স্বর্পণখা হতেও সরেস ! ক্রমে এক দল শত্রু জন্মালেন, একদল ফ্রেণ্ডও পাওয়া গেল। যাঁরা শত্রুর দলে মিশলেন, তাঁরা কেবল আমাদের দোষ ধরে নিন্দে কত্তে আরম্ভ কল্লেন। ফ্রেণ্ডরা সাধ্যমত ডিফেণ্ড কত্তে লাগলেন, শত্‌রুরা খাওয়া দাওয়া ও শোয়ার সঙ্গে আমাদের নিন্দে করা সংকল্প করেছিলেন, সুতরাং কিছুতেই থাম্‌লেন না ; আমরাও অনেক সন্ধান করে দেখলুম যে, যদি তাঁদের কোন কালে অপরাধ করে থাকি, তা হলে অবশ্যই আমাদের উপর চট্‌তে পারেন ; কিছুই খুঁজে পেলুম না, বরং সন্ধানে বেরুলো যে, নিন্দুকদলের অনেকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পর্য্যন্তও নাই। লোকের সাধ্যমত উপকার করা যেমন কতকগুলির চিরন্তন ব্রত সেইরূপ বিনা দোষে নিন্দা করাও সহরের কতকগুলি লোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ব্রতের মধ্যে গণ্য ;—আমরা প্রার্থনা করি, নিন্দুকরা কিছুকাল বেঁচে থাকুন, তা হলেই অনেকে তাঁদের চিনে নেবেন ও বক্তারা যেমন বকে বকে শেষে ক্লান্ত হয়ে আপনা আপনিই থামেন এঁরা আপনা আপনি থামবেন। তবে অনেকের এই পেশা বলেই যা হোক—পেসাদারের কথা নাই।

নানা সাহেব

মরা ফেরা হুজুক থামলে, কিছু দিন নানা সাহেব দশ বারো বার মরে গেলেন, ধরা পড়লেন, আবার রক্তবীজের মত বাঁচলেন। সাতপেয়ে গরু—দরিয়াই ঘোড়া—লক্ষ্ণৌয়ের বাদ্‌সা—শিবকেষ্টো বাঁড়ুয্যে—ওয়েলস সাহেব—নীলবাঁদরে নক্সাকাণ্ডে লংএর মেয়াদ—কুমীর, হাঙ্গর ও নেকড়ে বাঘের উৎপাতের মত ইংলিশম্যান ও হরকরা নামক দুখানি নীল কাগজের উৎপত্তি—ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক রামমোহন রায়ের স্ত্রীর শ্রাদ্ধে দলাদলির ঘোঁট ও শেষে হঠাৎ অবতারের হুজুক বেড়ে উঠলো।

সাতপেয়ে গরু

সাতপেয়ে গরু বাজারে ঘর ভাড়া কল্লেন, দর্শনী দু পয়সা রেট হলো ; গরু রাখবার জন্য অনেক গরু একত্র হলেন। বাকি গরুদের ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকা হতে লাগলো, কিছুদিনের মধ্যে সাতপেয়ে গরু বিলক্ষণ দশ টাকা রোজগার করে দেশে গেলেন !

আমাদের জ্ঞাতি ও নিন্দুকেরা

আমরা ক্রমে বিলক্ষণ বড় হয়ে উঠলেম ; দু-চার জন আমাদের অবস্থার হিংসে কত্তে লাগলেন, জ্ঞাতিবর্গের বুকে ঢেঁকি পড়তে লাগলো—আমাদের বিপদে মুচ্‌কি হাসেন ও আমোদ করেন ; তাঁদের এক চোখ কাণা হয়ে গেলে যদি আমাদের দু চক্ষু কাণা হয়, তাতে এক চক্ষু দিতে বিলক্ষণ প্রস্তুত—সতীনের বাটিতে গু গুলে খেতে পার্‌লে তার বাটিটি নষ্ট হয়, স্বয়ং না হয়, গু গুলেই খেলেন ! জ্ঞাতি বাবু ও বিবিদেরও সেই রকম ব্যবহার বেরুতে লাগলো। লোকের আঁটকুড়ো হয়ে বনে একা থাকা ভাল, তবু আমাদের মতন জ্ঞাতির সঙ্গে এক ঘর ছেলে পুলে নিয়ে বাস করা কিছু নয় ! আমাদের জ্ঞাতিরা দুর্য্যোধনের বাবা—তাদের মেয়েরা কৈকেয়ী ও স্বর্পণখা হতেও সরেস ! ক্রমে এক দল শত্রু জন্মালেন, একদল ফ্রেণ্ডও পাওয়া গেল। যাঁরা শত্রুর দলে মিশলেন, তাঁরা কেবল আমাদের দোষ ধরে নিন্দে কত্তে আরম্ভ কল্লেন। ফ্রেণ্ডরা সাধ্যমত ডিফেণ্ড কত্তে লাগলেন, শত্রুরা খাওয়া দাওয়া ও শোয়ার সঙ্গে আমাদের নিন্দে করা সংকল্প করেছিলেন, সুতরাং কিছুতেই থাম্‌লেন না ; আমরাও অনেক সন্ধান করে দেখলুম যে, যদি তাঁদের কোন কালে অপরাধ করে থাকি, তা হলে অবশ্যই আমাদের উপর চট্‌তে পারেন ; কিছুই খুঁজে পেলুম না, বরং সন্ধানে বেরুলো যে, নিন্দুকদলের অনেকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পর্য্যন্তও নাই। লোকের সাধ্যমত উপকার করা যেমন কতকগুলির চিরন্তন ব্রত সেইরূপ বিনা দোষে নিন্দা করাও সহরের কতকগুলি লোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ব্রতের মধ্যে গণ্য ;—আমরা প্রার্থনা করি, নিন্দুকরা কিছুকাল বেঁচে থাকুন, তা হলেই অনেকে তাঁদের চিনে নেবেন ও বক্তারা যেমন বকে বকে শেষে ক্লান্ত হয়ে আপনা আপনিই থামেন এঁরা আপনা আপনি থামবেন। তবে অনেকের এই পেশা বলেই যা হোক—পেসাদারের কথা নাই।

নানা সাহেব

মরা ফেরা হুজুক থামলে, কিছু দিন নানা সাহেব দশ বারো বার মরে গেলেন, ধরা পড়লেন, আবার রক্তবীজের মত বাঁচলেন। সাতপেয়ে গরু—দরিয়াই ঘোড়া—লক্ষ্ণৌয়ের বাদ্‌সা—শিবকেষ্টো বাঁড়ুয্যে—ওয়েলস সাহেব—নীলবান্দরে লঙ্কাকাণ্ডে লংএর মেয়াদ—কুমীর, হাঙ্গর ও নেকড়ে বাঘের উৎপাতের মত ইংলিশম্যান ও হরকরা নামক দুখানি নীল কাগজের উৎপত্তি—ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক রামমোহন রায়ের স্ত্রীর শ্রাদ্ধে দলাদলির ঘোঁট ও শেষে হঠাৎ অবতারের হুজুক বেড়ে উঠলো।

সাতপেয়ে গরু

সাতপেয়ে গরু বাজারে ঘর ভাড়া কল্লেন, দর্শনী দু পয়সা রেট হলো ; গরু রাখবার জন্য অনেক গরু একত্র হলেন। বাকি গরুদের ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকা হতে লাগলো, কিছুদিনের মধ্যে সাতপেয়ে গরু বিলক্ষণ দশ টাকা রোজগার করে দেশে গেলেন !

আমাদের জ্ঞাতি ও নিন্দুকেরা

আমরা ক্রমে বিলক্ষণ বড় হয়ে উঠলেম ; দু-চার জন আমাদের অবস্থার হিংসে কত্তে লাগলেন ; জ্ঞাতিবর্গের বুকে ঢেঁকি পড়তে লাগলো—আমাদের বিপদে মুচ্‌কি হাসেন ও আমোদ করেন ; তাঁদের এক চোখ কাণা হয়ে গেলে যদি আমাদের দু চক্ষু কাণা হয়, তাতে এক চক্ষু দিতে বিলক্ষণ প্রস্তুত—সতীনের বাটিতে গু গুলে খেতে পারলে তার বাটিটি নষ্ট হয়, স্বয়ং না হয়, গু গুলেই খেলেন ! জ্ঞাতি বাবু ও বিবিদেরও সেই রকম ব্যবহার বেরুতে লাগলো। লোকের আঁটকুড়ো হয়ে বনে একা থাকা ভাল, তবু আমাদের মতন জ্ঞাতির সঙ্গে এক ঘর ছেলে পুলে নিয়ে বাস করা কিছু নয় ! আমাদের জ্ঞাতিরা দুর্য্যোধনের বাবা—তাদের মেয়েরা কৈকেয়ী ও সুর্পণখা হতেও সরেস ! ক্রমে এক দল শত্রু জন্মালেন, একদল ফ্রেণ্ডও পাওয়া গেল। যাঁরা শত্রুর দলে মিশলেন, তাঁরা কেবল আমাদের দোষ ধরে নিন্দে কত্তে আরম্ভ কল্লেন। ফ্রেণ্ডরা সাধ্যমত ডিফেণ্ড কত্তে লাগলেন, শত্তুররা খাওয়া দাওয়া ও শোয়ার সঙ্গে আমাদের নিন্দে করা সংকল্প করেছিলেন, সুতরাং কিছুতেই থাম্‌লেন না ; আমরাও অনেক সন্ধান করে দেখলুম যে, যদি তাঁদের কোন কালে অপরাধ করে থাকি, তা হলে অবশ্যই আমাদের উপর চটতে পারেন ; কিছুই খুঁজে পেলুম না, বরং সন্ধানে বেরুলো যে, নিন্দুকদলের অনেকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পর্য্যন্তও নাই। লোকের সাধ্যমত উপকার করা যেমন কতকগুলির চিরন্তন ব্রত সেইরূপ বিনা দোষে নিন্দা করাও সহরের কতকগুলি লোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ব্রতের মধ্যে গণ্য ;—আমরা প্রার্থনা করি, নিন্দুকরা কিছুকাল বেঁচে থাকুন, তা হলেই অনেকে তাঁদের চিনে নেবেন ও বক্তারা যেমন বকে বকে শেষে ক্লান্ত হয়ে আপনা আপনিই থামেন এঁরা আপনা আপনি থামবেন। তবে অনেকের এই পেশা বলেই যা হোক—পেসাদারের কথা নাই।

নানা সাহেব

মরা ফেরা হুজুক থামলে, কিছু দিন নানা সাহেব দশ বারো বার মরে গেলেন, ধরা পড়লেন, আবার রক্তবীজের মত বাঁচলেন। সাতপেয়ে গরু—দরিয়াই ঘোড়া—লক্ষ্ণৌয়ের বাদ্‌সা—শিবকেষ্টো বাঁড়ুয্যে—ওয়েলস সাহেব—নীলবাঁদরে লঙ্কাকাণ্ডে লংএর মেয়াদ—কুমীর, হাঙ্গর ও নেকড়ে বাঘের উৎপাতের মত ইংলিশম্যান ও হরকরা নামক দুখানি নীল কাগজের উৎপত্তি—ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক রামমোহন রায়ের স্ত্রীর শ্রাদ্ধে দলাদলির ঘোঁট ও শেষে হঠাৎ অবতারের হুজুক বেড়ে উঠলো।

সাতপেয়ে গরু

সাতপেয়ে গরু বাজারে ঘর ভাড়া কল্লেন, দর্শনী দু পয়সা রেট হলো ; গরু রাখবার জন্য অনেক গরু একত্র হলেন। বাকি গরুদের ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকা হতে লাগলো, কিছুদিনের মধ্যে সাতপেয়ে গরু বিলক্ষণ দশ টাকা রোজগার করে দেশে গেলেন !

দরিয়াই ঘোড়া

দরিয়াই ঘোড়াও ঐ রকম রোজগার কত্তে লাগলেন ; বেশীর মধ্যে বিক্রী হবার জন্যে দু-চার মাথালো মাথালো থামওলা সেপাইপাহারা ও গোরা কোচম্যান (যেখানে অন্দর মহলেও ঘোড়ার সর্ব্বদা সমাগম) ওয়ালা বাড়ীতে গমনাগমন কল্লেন। কে নেবে ? লাখ টাকা দর! আমাদের সহরের কোন কোন বড়মানুষের যে ত্রিশ চল্লিশ লাখ টাকা দর, পিঁজরেয় পূরে চিড়িয়াখানায় রাখবারও তাঁরা বিলক্ষণ উপযুক্ত ; কিন্তু কৈ! নেবার লোক নাই! এখন কি আর সৌখীন আছে ? বাঙ্গালাদেশে চিড়িয়াখানার মধ্যে বর্দ্ধমানের তুল্য চিড়িয়াখানা আর কোথাও নাই—সেথায় তত্ত্ব, রত্ন, লস্কার, উল্লুক, ভাল্লুক, প্রভৃতি নানা রকম আজগুবি কেতার জানোয়ার আছে, এমন কি, এক আধটির জোড়া নাই।

লক্ষ্ণৌয়ের বাদ্‌সা

দরিয়াই ঘোড়া কিছুদিন সহরে থেকে, শেষে খেতে না পেয়ে দরিয়ায় পালিয়ে গেলেন। লক্ষ্ণৌয়ের বাদ্‌সা দরিয়াই ঘোড়ার জায়গায় বসলেন—সহরে হুজুক উঠলো, লক্ষ্ণৌয়ের বাদ্‌সা মুচিখোলায় এসে বাস করচেন, বিলাতে যাবেন ; বাদ্‌সার বাইয়ানা পোষাক, পায়ে আলতা।" কেউ বল্লে, "রোগা ছিপছিপে, দিব্বি দেখতে ঠিক যেন একটা অপ্সরা।" কেউ বল্লে, "আরে না, বাদ্‌সাটা একটা কুপোর মত মোটা, ঘাড়ে গদ্দানে, গুণের মধ্যে বেশ গাইতে পারে!" কেউ বল্লে, "আঃ।—ও সব বাজে কথা, যে দিন বাদ্‌সা পার হন, সে দিন সেই ইষ্টিমারে আমিও পার হয়েছিলেম, বাদ্‌সাহ্ শ্যামবর্ণ, একহারা, নাকে চস্‌মা ঠিক আমাদের মৌলবী সাহেবের মত।" লক্ষ্ণৌয়ে বাদ্‌সা কয়েদ থেকে খালাস হয়ে মুচিখোলায় আসায় দিনকতক সহর বড় গুলজার হয়ে উঠলো। চোর বদমাইসেরাও বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় করে নিলে ; দোকানদারদেরও অনেক ভাঙ্গা পুরোণো জিনিষ বেঁড়ুক দামে বিক্রী হয়ে গেল ; দুই এক খ্যামটাওয়ালী বেগম হয়ে গেলেন! বাদ্‌সা মুচিখোলার অর্দ্ধেকটা জুড়ে বসলেন। সাপুড়েরা যেমন প্রথম বড় বড় কেউটে সাপ ধরে হাঁড়ির ভেতোর পূরে রাখে, ক্রমে তেজ-মরা হয়ে গেলে খেলাতে বার করে, গবর্ণমেণ্টও সেই রকম প্রথমে বাদ্‌সাকে কিছু দিন কেল্লায় পূরে রাখলেন, শেষে বিষ-দাঁত ভেঙ্গে তেজের হ্রাস করে, খেলতে ছেড়ে দিলেন। বাদ্‌সা ডম্বরু তালে খেলতে লাগলেন ; সহরের রুদ্দর, ভদ্দর, সেখ, খাঁ, দাঁ প্রভৃতি ধড়িবাজ পাইরেরা মাল সেজে কাঁদুনী গাইতে লাগলেন—বানর ও ছাগলও জুটে গেল।

লক্ষ্ণৌয়ের বাদ্‌সা জমি নিলেন, দুই এক বড়মানুষ ক্যাপলা জাল ফেল্লেন—অনেক প্রত্যাশা ছিল, কিন্তু শেষে জালখানা পর্য্যন্ত উঠলো না—কেউ বল্লে, "কেঁদো মাছ।" কেউ বল্লে, হয় 'রাণা' নয় 'খোটা'।

শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হুজুক রঙ্গে শিবকেষ্ট বাঁড়ুয্যে দেখা দিলেন। বাবু দিন কত বড় বেড়েছিলেন ; আজ একে চাবুক মারেন, পাঠান ঠেকিয়ে জুতো মারেন, আজ মেড়ুয়াবাদী খোট্টা ঠকান, কাল টুপিওয়ালা সাহেব

ঠকান—শেষ আপনি ঠকলেন। জালে জড়িয়ে পড়ে বাঙ্গালীর কুলে কালি দিয়ে, চোদ্দবছরের জন্য জিঞ্জির গেলেন। কোন কোন সায়েব পয়সার জন্য না করেন হেন কর্ম্মই নাই; সেটা শিবকেষ্টবাবুর কল্যাণে বেরিয়ে পড়লো—একজন "এম্, ডি, এফ, আর, সি, এস" প্রভৃতি বত্রিশ অক্ষরের খেতাবওয়ালা ডাক্তার ঐ দলে ছিলেন।

ছুঁচোর ছেলে বুঁচো

আমাদের সহরে বড়মানুষদের মধ্যে অনেকের অগুণ নাই, বগুণ আছে। "ভাল কত্তে পারবো না মন্দ করবো, কি দিবি তা দে"! যে ভাষা আছে, এঁরা তারই সার্থকতা করেছেন—বাবুরা পরের ঝকুড়া টাকা দিয়ে কিনে, "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' হতে চান—অনেকে আড়ি তুলতেও এই পেশা আশ্রয় করেচেন! যদি এমন পেশাদার না থাকতো, তা হলে শিবকেষ্টোর কে কি কত্তে পাত্তো? তিনি কেবল ভাজকে ও ভাইপোকে ঠকিয়ে বিষয়টি আপনি নিতে চেষ্টা করছিলেন বৈ তো নয়। আমাদের কল্‌কেতা সহরের অনেক বড়মানুষ যে, স্ত্রীকে ডাক্তার দিয়ে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেও গায়ে ফুঁ দিয়ে গাড়ী-ঘোড়া চড়ে বেড়াচ্ছেন, কৈ, আইন তার কাছে কব্জে পায় না কেন? শিবকেষ্টো যেমন জাল করেছিলেন, বোধ হয় সহরের অনেক বড়মানুষের ঘরে ও রকম কত পার হয়ে গ্যাছে ও নিত্যি কত হচ্ছে! সহরের একটি কাশ্মীরী মুখথু বড়মানুষ আক্ষেপ করে বলছিলেন যে, "সহরে আমার মত কত ব্যাটাই আছে, কেবল আমিই ধরা পড়েছিলাম!" শিবকেষ্টোর বিষয়েও ঠিক তাই।

জষ্টিস্ ওয়েলস্

শিবকেষ্টোর মোকদ্দমার মুখে জষ্টিস ওয়েলস্ নতুন ইণ্ডেট হন। তাঁর সংস্কার ছিল, বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রায় সকলেই মিথ্যাবাদী ও জালবাজ; সুতরাং মোকদ্দমা করবার সময়ে যখন চার পা তুলে বক্তৃতা কত্তেন, তখন প্রায়ই বলতেন, "বাঙ্গালীরা মিথ্যাবাদী ও বর্বরের জাতি!" এতে বাঙ্গালীরা অবশ্যই বলতে পারেন, "শতকরা দশ জন মিথ্যাবাদী বা বব্বলে হ'লে যে আশী নব্বই জনও মিথ্যাবাদী হবেন, এমন কোন কথা নাই।" চার দিকে অসন্তোষের গুজগাজ প'ড় গেল, বড় দলের মোড়লেরা হাতে কাগজ পেলেন, 'তেঁই ঘোঁটের' যত মাথালো মাথালো জায়গায় ঘোঁট পড়ে গেল; শেষে অনেক কষ্টে একটি সভা করে সার চার্লস কাষ্ঠ মহাশয়ের নিকট দরখাস্ত করাই এক প্রকার স্থির হলো। কিন্তু সভা কোথায় হয়, বাঙ্গালীদের তো এক পরও 'সাধারণের স্থান নাই; টাউনহল সাহেবদের নিমতলার ছাতখোলা হল গবর্ণমেন্টের, কাশী মিত্তিরের ঘাটে হল নাই; প্রসন্নকুমার ঠাকুর বাবুর ঘাটের চাঁদনীতে হতে পারে, কিন্তু ঠাকুর বাবুর পাঁচজন সাহেব সুবোর সঙ্গে আলাপ আছে, সুতরাং তাও পাওয়া কঠিন। শেষে রাজা রাধাকান্তের নবরত্নের নাট-মন্দিরই প্রশস্ত বলে সিদ্ধান্ত হলো। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুলো, "অমুক দিন রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের নবরত্নের নাটমন্দিরে ওয়েলস জজের মুখরোগের চিকিৎসা করবার জন্যে সভা করা হবে। ঔষধ সাগরে রয়েচে।"

সহরের অনেক বড় মানুষ—তাঁরা যে বাঙ্গালীর ছেলে, ইটি স্বীকার কত্তে লজ্জিত হন; বাবু চুনোগলির আনড্রু পিক্রুসের পৌত্তুর বল্লে তাঁরা বড় খুসী হন; সুতরাং যাহাতে বাঙ্গালীর শ্রীবৃদ্ধি হয়, মান বাড়ে, সে সকল কাজ থেকে দূরে থাকেন। তদ্বিপরীত নিয়তই স্বজাতির অমঙ্গল চেষ্টা করে থাকেন। রাজা রাধাকান্তের নাটমন্দির ওয়েলসের বিপক্ষে বাঙ্গালীরা সভা করবেন শুনে তাঁরা বড়ই দুঃখিত হলেন; খানা খাবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময় মনে পড়ে গেল; যাতে ঐ রকম সভা না হয়, কায়মনে তাই চেষ্টা কর্ত্তে লাগলেন। রাজা বাহাদুরের কাছে সুপারিশ পড়লো, রাজা বাহাদুর সত্যব্রত, একবার কথা দিয়েছেন, সুতরাং উঁচুদলের সুপারিশ হলেও সহসা রাজী হলেন না। সুপারিশ-ওয়ালারা জোয়ারের গুয়ের মত সাগরের প্রবল তরঙ্গে ভেসে চল্লো। নিরূপিত দিনে সভা হলো, সহরের লোক রৈ রৈ করে ভেঙ্গে পড়লো, নবরত্নের ভিতরের বিগ্রহ ও নাটমন্দিরের সামনের যোড় হস্ত-করা পাথরের গড়ুরেরও আহ্লাদের সীমা রহিল না। বাঙ্গালীদের যে কথঞ্চিৎ সাহস জন্মেছে, এই সভাতে তার কিছু প্রমাণ পাওয়া গেল। কেবল সুপারিসওয়ালা বাবুরা ও সহরের সোণার বেণে বড়মানুষেরা এই সভায় আসেন নাই; সুপারিসওয়ালাদের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গেল। বেণে বাবুরা কোন কাজেই মেশেন না, সুতরাং তাঁদের কথাই নাই। ওয়েলস হুজুকের অনেক অংশে শেষ হলো দশ লক্ষ লোকে সই করে এক দরখাস্ত কাষ্ঠ সাহেবের কাছে প্রদান কল্লেন; সেই অবধি ওয়েলসও ব্রেক হলেন।

টেক্‌চাঁদের পিসি

টেক্‌চাঁদ ঠাকুরের টেপী পিসি ওয়েলসের মুখরোগের তরে মিটিং করা হয়েছে শুনে বল্লেন, "ও মা, আজ কাল সবই ইংরিজি কেতা! আমরা হলে মুড়োমুড়ি নারকেলমুড়ি ও ঠন্‌ঠনের নিমকীতে দোরস্ত কত্তেম!" নারকেলমুড়ি বড় উত্তম, ওষুধ, হলওয়েলের বাবা! আমাদের সহরের অনেক বড়মানুষ ও দুই এক জেলার ধিরাজ মহারাজা বাহাদুর নিয়তই রোগভোগ করে থাকেন। দার্জ্জিলিং, সিম্লে, সপাটু, ভাগলপুর ও রাণীগঞ্জে গিয়েও শোধরাতে পারেন না; আমরা তাঁদের অনুরোধ করি, নারিকেলমুড়ি ও ঠন্‌ঠনের নিমকীটাও ট্রাই করুন! ইমিজিয়েট রিলিফ!

পাদ্রি লং ও নীলদর্পণ

নীলকর হাঙ্গামা উঠলো; শোনা গেল, কৃষ্ণনগর, পাবনা, রাজসাই প্রভৃতি নীলজেলার রেয়োতেরা ক্ষেপেছে। কে তাদের ক্ষ্যাপালে? কি উলুই চণ্ডী? না শ্যামচাঁদ? তবে—'ম্যাজিষ্ট্রেট ইডেনের ইস্তাহারে' ইণ্ডিগো-কমিশনে 'হরিশে' 'লংএ' 'ছোট আদালতে' 'কণ্ট্রাক্টিরিতে অবশেষে গ্রাণ্টের রিজাইনমেণ্টে রোগ সারতে পারেন? না! কেবল শ্যামচাঁদিরা সল্লে!

নীলকর সাহেবেরা দ্বিতীয় রিভোলিউসন হবে বিবেচনা করে (ঠাকুরঘরে কে? না আমি কলা খাইনি) গবর্ণমেণ্ট তোপ ও গোরা সাহায্য চেয়ে পাঠালেন! রেজিমেণ্টকে রেজিমেণ্ট গোরা, গন্, বোট ও এস্পেশিয়াল কমিশনর চল্লো;—মফস্বলের জেলে আর নিরপরাধীর জায়গা হয় না, কাগজে হুলথুল পড়ে গেল ও আণ্টর ব্রেড অবতার হয়ে পড়লেন!

প্রজার দুরবস্থা শুনতে ইণ্ডিগো-কমিশন বসলো, ভারতবর্ষীয় খুড়ীর চমকা ভেঙ্গে গেল। (খুড়ী একটু আফিম খান।) বাঙ্গালীর হয়ে ভারতবর্ষীয় খুড়ীর একজন খুড়ো কমিশনর হলেন। কমিশনে কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়লো। সেই সাপের বিষে নীলদর্পণ জন্মালো; তার দারুণ নীলকর-দল হন্নে হয়ে উঠলেন—ছাইগাদা, কচুবন, ও ফ্যানগোঁজলা ছেড়ে দিয়ে ঠাকুর-ঘরে, গিরজেয়, প্যালেসে ও প্রেসে ত্যাগ কল্লেন! শেষে ঐ দলের একটা বড় হঙ্গেরিয়ান হাউণ্ড পাদরী লং সাহেবকে কামড়ে দিলে।

প্যায়দারা পর্যন্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে মফস্বলে চল্লেন। তুমুল কাণ্ড বেধে উঠলো। বাদাবুনে বাঘ (প্লান্টারস এসোসিয়েসন) বেগতিক দেখে নাম বদ্‌লে (ল্যাণ্ডহোল্ডারস এসোসিয়েসন তুলসীবনে ঢুকলেন। হরিশ মলেন। লংএর মেয়াদ হলো। ওয়েলস্ ধমক খেলেন। গ্রাণ্ট রিজাইন দিলেন—তবু হুকুক মিটলো না! প্রকৃত বাঁদুরে হাঙ্গামে বাজারে নানা রকম গান উঠলো; চাষার ছেলেরা লাঙ্গল ধরে, মূলো মুড়ি খেতে খেতে—

গান

সুর—"হাঃ শালার গরু; তাল টিটকিরি ও ল্যাজমলা।"

উঠলো সে সুখ, ঘটলো অসুখ মনে, এত দিনে।
মহারাণীর পুণ্যে মোরা ছিলাম সুখে এই স্থানে॥
উঠলো খামার ভিটে ধান, গেল মানী লোকের মান,
হানো সোনার বাংলা গান, পোড়ালে নীল হনুমানে॥

গাইতে লাগলো। নীরকরেরা এর উত্তরে ক্যাটলট্রেসপস বিল পাস করে, কেউ কোন কোন ছোট আদালতের উকীল জজদের শ্যামপীন খাইয়ে ও ঘরঘ্যাসা করে, কেউ বা খাজনা বাড়িয়ে, খেউরে জিতে কথঞ্চিৎ গায়ের জ্বালা নিবারণ কল্লেন।

নীলবান্দুরে লঙ্কাকাণ্ডের পালা শেষ হয়ে গেল, মোড়লেরা জিরেন পেলেন; ভারতবর্ষীয় খুড়ী এক মৌতাত চড়িয়ে আরাম কত্তে লাগলেন। কোন কোন আশাসোটাওয়ালা খেতাবী খুড়ো, অনরেরী চৌকিদারী, তথা ছেলেপুলের আসেসুরী ও ডেপুটী ম্যাজেষ্ট্রীর জন্য সাদা দেবতার উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হলেন! তথাস্তু!!

শ্যামচাঁদের অসহ্য টরচরে ভুত পালায়, প্রজারা খেপে উঠবে কোন কথা! মিউটীনি ও ক্লার্ক অ্যাক্‌টের সভাতে তো শ্রীবৃদ্ধিকারীরা চটেই ছিলেন; নীলবান্দুরে হাঙ্গামে সেইটি বদ্ধমূল হয়ে পড়লো। বড় ঘরে সতীন হলে, বড় বৌ ও ছোট বৌকে তুষ্ট কর্ত্তে কর্ত্তা ও গিন্নীর যেমন হাড় ভাজা ভাজা হয়ে যায়; শ্রীবৃদ্ধিকারী, সুইপিং ক্লাস ও নেটীভ কমিউনিটীকে তুষ্ট কত্তে গিয়ে, ইণ্ডিয়া ও বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টও সেই রকম অবস্থায় পড়লেন।

রম্যপ্রসাদ রায়

হুতোমের পাঠক! আমরা আপনাদের পূর্ব্বেই বলে এসেছি যে, সময় কাহারও হাত ধরা নয়, সময় নদীর জলের ন্যায়, বেশ্যার যৌবনের ন্যায়, জীবনের পরমায়ুর ন্যায়; কারুরই অপেক্ষা

করে না। দেখতে দেখতে আমরা বড় হচ্চি, দেখতে দেখতে বছর ফিরে যাচ্চে; কিন্তু আমাদের প্রায় মনে পড়ে না যে, "কোন্ দিন যে, মত্তে হবে তার স্থিরতা নাই।" বরং যত বয়স হচ্চে ততই, জীবিতাশা বলবতী হচ্চে; শরীর তোয়াজে রাখচি, আরসি ধরে শোনছুটীর মত পাকা গোঁপে কলপ দিচ্চি, সিমলের কালাপেড়ের বেহদ্দ বাহারে বঞ্চিত হতে প্রাণ কেঁদে উঠচে। শরীর ত্রিভঙ্গ হয়ে গিয়েচে, চশমা ভিন্ন দেখতে পাইনে, কিন্তু আশা ও তৃষ্ণা তেমনি রয়েচে, বরং ক্রমে বাড়চে বই কমচে না। এমন কি, অমর বর পেয়ে—প্রকৃতির সঙ্গে চিরজীবী হলেও মনের সাধ মেটে কি না সন্দেহ। প্রচণ্ড রৌদ্রক্লান্ত পথিক অভীষ্ট প্রদেশে শীঘ্র পৌছিবার জন্য একমনে হন হন করে চলেছেন, এমন সময় হঠাৎ যদি একটা গেঁড়ি-ভাঙ্গা কেউটে রাস্তায় শুয়ে আছে দেখতে পান, তা হলে তিনি যেমন চমকে ওঠেন, এই সংসারে আমরাও কখন কখন মহাবিপদে ঐ রকম অবস্থায় পড়ে থাকি; তখন এই দগ্ধহৃদয়ের চৈতন্য হয়। উল্লিখিত পথিকের হাতে সে সময় এক গাছা মোটা লাঠি থাকলে তিনি যেমন সাপটাকে মেরে পুনরায় চলতে আরম্ভ করেন, আমরাও মহাবিপদে প্রিয়বন্ধুদের পরামর্শ ও সাহায্যের তরে যেতে পারি; কিন্তু যে হতভাগ্যের এ জগতে বন্ধু বলে আহ্বান করবার একজনও নাই, বিপৎপাতে তার কি দুর্দ্দশাই না হয়! তখন তার এ জগতে ঈশ্বরই একমাত্র অনন্যগতি হয়ে পড়েন। ধর্ম্মের এমনি বিশুদ্ধ জ্যোতিঃ—এমনি গম্ভীর ভাব যে, তার প্রভা-প্রভাবে ভয়ে ভণ্ডামো, নাস্তিকতা বজ্জাতি স'রে পালায়—চারিদিকে স্বর্গীয় বিশুদ্ধ প্রেমের স্রোত বহিতে থাকে—তখন বিপদ্‌সাগর জননীর স্নেহময় কোল হতেও কোমল বোধ হয়। হায়! সেই ধন্য, যে নিজ বিপদ সময়ে এই বিমল আনন্দ উপভোগ করবার অবসর পেয়ে, আপনা আপনি ধন্য ও চরিতার্থ হয়েচে। কারণ, প্রবল আঘাতে একবার পাষাণের মর্ম্ম ভেদ কত্তে পাল্লে চিরকালেও মিলিয়ে যায় না।

ক্রমে ক্রমে আমরাও বড় হয়ে উঠলেম—ছলনা কু-আশায় আবৃত, আশার পরিসরশূন্য, সংসার-সাগরের ভয়ানক শব্দ শোনা যেতে লাগলো। একদিন আমরা কতকগুলি সমবয়সী একত্র হয়ে, একটা সামান্য বিষয় নিয়ে তর্কবিতর্ক কচ্চি, এমন সময়ে আমাদের দলের একজন বলে উঠলেন, "আরে আর শুনেচ? রমাপ্রসাদবাবুর মার সপিণ্ডীকরণের বড় ধূম! এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ; সহরের সমস্ত দলে, উদিকে কাশী-কর্ণাট পর্য্যন্ত পত্র দেওয়া হবে।" ক্রমে আমরা অনেকের মুখেই শ্রাদ্ধের নানা রকম হুজুক শুনতে লাগলেম। রমাপ্রসাদবাবুর বাপ ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক, তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টি; মার সপিণ্ডীকরণে পৌত্তলিকতার দাস হয়ে শ্রাদ্ধ করবেন শুনে কার না কৌতূহল বাড়ে; সুতরাং আমরা শ্রাদ্ধের আনুপূর্ব্বিক নক্‌সা নিতে লাগলেম।

ক্রমে সপিণ্ডনের দিন সংক্ষেপ হয়ে আসতে লাগলো। ক্রিয়াবাড়ীতে স্যাকরা বসে গেল—কলারে বামুনেরা এপ্রেনটিস নিতে লাগলেন—সংস্কৃত কলেজের কলারের প্রফেসর রকমারী কলারের লেকচার দিতে আরম্ভ কল্লেন—বৈদিক ছাত্রেরা ভলমনস নোট লিখে ফেল্লেন। এদিকে চতুষ্পাঠীওয়ালা ভট্টাচার্য্যেরা চলিত ও অর্দ্ধ পত্র পেতে লাগলেন। অনাহূত চতুষ্পাঠীহীন ভট্টাচার্য্যেরা সুপারিশ ও নগদ অর্দ্ধ বিদায়ের জন্য রমাপ্রসাদবাবুর বাড়ী, নিমতলা ও কাশী-মিত্তিরের ঘাট হতেও বাড়িয়ে তুল্লেন—সেথায় বা কটা শুকুনি আছে! এঁদের মধ্যে অনেকের চতুষ্পাঠীতে সংবৎসর ষাঁড় হাগে, সরস্বতী পূজার সময়ে ব্রাহ্মণী ও কোলের মেয়েটি বঙ্গদেশীয় ছাত্র সাজেন, সোলার পদ্ম ও রাংতার সাজওয়ালা ক্ষুদে ক্ষুদে মেটে সরস্বতী অধিষ্ঠান হন; জানিত ভদ্দরলোকদের নেলিয়ে দিয়ে কিছু কিছু পেটে।

ভট্‌চাযি মশাইদের ছেলেব্যালা যে কদিন আসল সরস্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, তারপর এ জন্মে আর তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না; কেবল সংবচ্ছর অন্তর একদিন মেটে সরস্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। সেও কেবল যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যের জন্য।

পাঠকগণ! এই যে উদ্দি ও তক্‌মাওয়ালা বিদ্যালঙ্কার, ন্যায়লঙ্কার, বিদ্যাভূষণ ও বিদ্যাবাচস্পতিদের দেখচেন, এঁরা বড় ফ্যালা যান না। এঁরা পয়সা পেলে না করেন, হ্যান কর্ম্মই নাই! সংস্কৃত ভাষা এই মহাপুরুষদের হাতে পড়েই ভেবে ভেবে মিলিয়ে যাচ্চেন। পয়সা দিলে বানরওয়ালা নিজ বানরকে নাচায়, পোষাক পরায়, ছাগলের উপর দাঁড় করায়; কিন্তু এঁরা পয়সা পেলে নিজে বানর পর্য্যন্ত সেজে নাচেন! যত ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম, এই দলের ভিতর থেকে বেরোবে, দায়মালী জেল তন্ন তন্ন কল্লেও তত পাবে না।

আগামী কল্য সপিণ্ডন। আজকাল সহরে দলপতিদের অনেকেই কুলপানা-চক্করের দলে পড়েছেন; নামটা ঢাকের মত, কিন্তু ভিতরটা ফাঁকা!—রমাপ্রসাদবাবু সহরের প্রধান উকীল, সাহেব-সুবোদের বাবুর প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ, তাহাতে আরও কত কি হয়ে পড়বেন; সুতরাং রমাপ্রসাদবাবু দলস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের পত্র দিলে ফিরিয়ে দেওয়াটাও ভাল হয় না, কিন্তু রমাপ্রসাদবাবু ও * * * প্রভৃতি নানা প্রকার তর্ক-বিতর্ক চলতে লাগলো। দুই এক টাট্‌কা দলপতি (জোর কলমে মান-অপমানের ভয় নাই) রমাপ্রসাদবাবুর তোয়াক্কা না রেখে আপন দলে আপন প্রোক্লেমেশন দিলেন, প্রোক্লেমেশন দলস্থ ভট্টাচার্য্য দলে বিতরণ হতে লাগলো; অনেকে দু নৌকায় পা দিয়ে বিষম বিপদে পড়লেন—শান্‌কীর ইয়ারেরা 'বারে বারে মুরগী তুমি' দলে ছিলেন, চিরকাল মুখ পুঁচে চলেচে, এইবার মহাবিপদে পড়তে হলো। সুতরাং মিত্তির খুড়ো লিভ নিয়ে হাওয়া খেতে চান, চাটুয্যে শয্যাগত হয়ে পড়েন। দলপতির প্রোক্লেমেশন জুরির শমন ও সফিনে হতেও ভয়ানক হয়ে পড়লো। সে এই—

"শ্রী শ্রীহরি

শরণং।

অসেস শাস্ত্ররত্নাকরপারবরপরম পূজনীয়—
শ্রীল
ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ—শ্রীচরণেষু।
সেবক শ্রী * চন্দর দাস ঘোষ * ধর্ম্ম—

সাষ্টাঙ্গে শত সহস্র প্রণীপাত পুরঃসর নিবেদন কার্য্যণঞ্চাগে শ্রীশ্রীভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের আশীর্ব্বাদে এ সেবকের প্রাণগতীক কুসল। পরং যে হেতুক ৺ রামমোহন রায়ের পুত্র বাবু রমাপ্রসাদ রায় স্বীয় মাতাঠাকুরাণীর একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে মহাসমারোহ করিতেছেন। এই দলের বিখ্যাত কুলীন ও আমার ভগ্নিপতি বাবু ধিনিকৃষ্ট মিত্রজা মজকুর সম্যক প্রতিয়মাণ হইয়া জানিয়াছেন যে উক্ত রায় বাবু সহরের সমস্ত দলেই পত্র দিবেন সুতরাং এ দলেও পত্র পাঠাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কিন্তু আমাদের শ্রীশ্রী৺ সভার দলের অনুগত দলের সহিত রায় মজকুরের আহার ব্যাভার চলিত নাই। সুতরাং তিনি পত্র পাঠাইলেও আপনারা তথায় সভাস্থ হইবেন না।

সম্মতঃ
শ্রীহরীশ্বর ন্যায়লঙ্কারোপাধীকঃ
কাব্যঃ সভাপণ্ডিতঃ।"

শ্রী * চন্দর দাস ঘোষ।
সাং—হুড়িঘাটা।

প্রক্লেমেশন পেয়ে ভট্‌চাযিয় ও ফলারেরা ডুব মাল্লেন ; কেউ কেউ ফল্গু নদীর মত অন্তঃশীলে বইতে লাগলেন ; ডুবে জল খেলে শিবের বাবার সাধ্যি নাই যে টের পান ; তবুও অনেক জায়গায় চৌকি, থানা ও পাহারা বসে গেল। কিছুতেই কেহ কিছু কোত্তে পাল্লেন না ; টাকার খুসবো প্যাজ রসুনের গন্ধ ঢেকে তুল্লে—শ্রাদ্ধসভা পবিত্র হয়ে উঠলো। বাগবাজারের মদনমোহন ও শ্রীপাট খড়দর শ্যামসুন্দর পর্য্যন্ত ব্রজের রসে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। শ্রাদ্ধের দিন সকাল বেলা রমাপ্রসাদবাবুর বাড়ী লোকারণ্য হয়ে গেলো গাড়ীবারেণ্ডা থেকে বাবুর্চ্চিখানা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঠেল ধরলো ; এমন কি, শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রায় জগন্নাথের চাঁদমুখ দেখতেও এত লোকারণ্য হয় না।

সপিণ্ডনের দিন সকালে রমাপ্রসাদবাবু বারাণসী গরদের জোড় পরে ভক্তি ও শ্রদ্ধার আধার হয়ে পড়লেন। ব্যালার সঙ্গে সভার জনতা বাড়তে লাগলো। এক দিকে রাজভাটেরা সুর করে বল্লালের গুণগরিমা ও আদিশূরের গুণকীর্ত্তন কত্তে লাগলো ; একদিকে ভট্টাচার্য্যদের তর্ক লেগে গেল, দু দশ জন ভেতরমুখো কুলীন-দলপতিরা ভয় ও লজ্জায় সোয়ার হয়ে সভাস্থ হতে লাগলেন। দল দল কেত্তন আরম্ভ হলো, খোলের চাঁটিতে ও হরিবোলের শব্দে ডাইনিং রুমের কাচের গ্লাস ও ডিশেরা যেন ভয়ে কাঁপতে লাগলো ; বৈমাত্রভাই ধুম করে মার শ্রাদ্ধ কচ্চেন দেখে জাতিত্বনিবন্ধন হিংসাতেই ব্রহ্মধর্ম্ম কাঁদতে লাগলেন ; দেখে—অ্যামবিশন হাসতে লাগলেন।

ক্রমে মালাচন্দন ও দানসামগ্রী উচ্ছুগ্‌গু হলে সভা-ভঙ্গ হলো। কল্‌কেতার ব্রাহ্মণভোজন দেখতে বেশ—হুজুরেরা আঁতুরের ক্ষুদে মেয়েটিকেও বাড়ীতে রেখে ফলার কত্তে আসেন না—যার যে কটি ছেলেপুলে আছে, ফলারের দিন সেগুলি বেরোবে! এক এক জন ফলারমুখো বামুনকে ক্রিয়েবাড়ীতে ঢুকতে দেখলে হঠাৎ বোধ হয়, যেন গুরুমশাই পাঠশালা তুলে চলেছেন। কিন্তু বেরোবার সময় বোধ হয়, এক একটা সর্দ্দার ধোপা,—লুচি মোণ্ডার মোটটি একটা গাধায় বইতে পারে না। ব্রাহ্মণেরা সিকি, দুয়ানি ও আধুলি দক্ষিণা পেয়ে, বিদেয় হলেন, দই-মাখন এঁটো কলাপাত, ভাঙ্গা খুরী ও আঁবের আঁটীর নীলগিরি হয়ে গেল। মাছিরা ভ্যান ভ্যান করে উড়তে লাগলো—কাক ও কুকুরেরা টাঁকতে লাগলো। সামিয়ানায় হাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং জল সপ্‌সপানি ও লুচি, মণ্ডা, দই ও আঁবের চপটে একরকম ভেপ্সো গন্ধ বাড়ী মাতিয়ে তুল্লে—সে গন্ধ ক্রিয়েবাড়ীর ফেরত লোক ভিন্ন অন্যে হঠাৎ আঁচতে পারবেন না।

এদিকে বৈকালে রাস্তায় কাঙ্গালী জমতে লাগলো, যত সন্ধ্যা হতে লাগলো, ততই অন্ধকারের সঙ্গে কাঙ্গালী বাড়তে লাগলো। ভারী, দোকানদার, উড়ে ও বেহারা, রেয়ো ও গুলিখোরেরা কাঙ্গালীর দলে মিশতে লাগলো, জনতার ও! ও! রো! রো। শব্দে বাড়ী প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। রাত্তির সাতটার সময়ে কাঙ্গালীদের বিদেয় করবার জন্য প্রতিবাসী ও বড় বড় উঠানওয়ালা লোকেদের বাড়ী পোরা হলো ; শ্রাদ্ধের অধ্যক্ষেরা থলো থলো সিকি, আধুলি, দুয়ানি ও পয়সা নিয়ে দরজায় দাঁড়ালেন ; চলতি মশাল, লণ্ঠন ও 'আও!' আও।' রাস্তায় রাস্তায় কাঙ্গালী ডেকে বেড়াতে লাগলো ; রাত্তির তিনটে পর্য্যন্ত কাঙ্গালী বিদেয় হলো! প্রায় ত্রিশ হাজার কাঙ্গালী জমেছিলো, এর ভিতর অনেকগুলি গর্ভবতী কাঙ্গালীও ছিল, তারা বিদেয়ের সময় প্রসব হয়ে পড়াতে নশ্বরে বিস্তর বাড়ে।

কাঙ্গালী বিদেয়ের দিন দলস্থ নবশাখ, কায়স্থ ও বৈশ্যদের জলপান, ফলারে কেউ ফ্যালা যায় না, বামুন ও রেয়োদের মধ্যে যেমন তুখোড় ফলারে আছে, কায়েত, নবশাক ও বদ্যিদের মধ্যেও ততোধিক। বরং কতক বিষয়ে এঁদের কাছে সার্টিফিকেটওয়ালা ফলারেরা কল্কে পায় না।

সহরের কারু বাড়ী কোন ক্রিয়ে-কর্ম্ম উপস্থিত হলে বাড়ীর ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা চাপকান, পায়জামা, টুপি ও পেটি পরে হাতে লাল রুমাল ঝুলিয়ে ঠিক যাত্রার নকীব সেজে, দলস্থ ও আত্মীয় কুটুম্বদের নেমন্তোন্ন কত্তে বেরোন। এর মধ্যে বড়মানুষ বা শাঁসে-জলে হলে সঙ্গে পেশাদার নেমন্তন্নে বামুন থাকে। অনেকের বাড়ীর সরকার বা দাদাঠাকুর গোছের পূজরী বামুনেও চলে। নেমন্তন্নে বামুন বা সরকার রামগোছের এক ফর্দ্দ হাতে করে, কানে উডেন পেন্সিল গুঁজে পান চিবুতে চিবুতে নেমোন্তোনো বেরে যান—ছেলেটি কেবল "ট্রু কাপির" সইয়ের মতন সঙ্গে থাকে।

আজকাল ইংরিজি কেতার প্রাদুর্ভাবে অনেকে সাপ্টা ফলার বা জোজে যেতে "লাইক" করেন না! কেউ ছেলে পুলে পাঠিয়ে সারেন, কেউ স্বয়ং বাগানে যাবার সময়ে ক্রিয়েবাড়ী হয়ে বেড়িয়ে যান। কিছু আহার কত্তে অনুরোধ কল্লে, ভয়ানক রোগের ভাণ করে কাটিয়ে ছান; অথচ বাড়ীতে এক ঝোড়া কুম্ভকর্ণের আহার তল পেয়ে যায়—হাতিশালের হাতী ও ঘোড়াশালের ঘোড়া খেয়েও পেট ভরে না।

পাঠক! আমরা প্রকৃত ফলার দাস। লোহার সঙ্গে চুম্বকপাথরের যে সম্পর্ক, আমাদের সহিত লুচিরও সেইরূপ। তোমার বাড়ীতে ফলারটা আসটা জমলে অনুগ্রহ করে আমাদের ভুলো না; আমরা মুনকে রঘুর ভাই! ফলারের নাম শুনে, আমরা নরক ও জেলে পর্য্যন্ত যাই। সেবার মৌলুবী হালুম হোসেন খাঁ বাহাদুরের ছেলের সুন্নতে ফলার করে এসেছি। হিন্দুধর্ম্ম ছাড়া কাণ্ড বিধবা-বিয়েতেও পাত পাতা গিয়েছে। আর কলকেতার ব্রাহ্মসমাজের জন্মতিথি উপলক্ষে ১১ই মাঘ পোপ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দি ফাষ্টের বাড়ীতে যে বছর বছর একটা অন্নক্ষেত্তর হয়, তাতেও প্রসাদ পেয়েচি। ভাল কথা! ঐ ব্রাহ্মভোজের দিন ঠাকুরবাবুর মাঠের মত চণ্ডীমণ্ডপে ব্রাহ্ম ধরে না, কিন্তু প্রতি বুধবারে উপাসনার সময়ে সমাজে জন দশ বারোকে চক্ষু বুজে ঘাড় নাড়তে ও সুর করে সংস্কৃত মস্‌জিয়া পড়তে দেখতে পাই। বাকিরা কোথায়? তাঁরা বোধ হয় পোষাকী ব্রাহ্ম। না আমাদের মত যজ্ঞির বিড়াল?

এ সওয়ায় আমাদের ফলারের বিস্তর ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট আছে; যদি ইউনিভারসিটিতে বি এ, ও বি এলের মত ফলারের ডিগ্রী স্থির হয়, তা হলে, আমরা তার প্রথম ক্যান্‌ডিডেট্।

রমাপ্রসাদবাবুর মার সপিণ্ডনের জলপানে আড়ম্বর বিলক্ষণ হয়েছিল—উপচারও উত্তম রকম আহরণ হয়। সহরের জলপান দেখতে বড় মন্দ নয়; এক তো মধ্যাহ্নভোজন বা জলপান রাত্তির দুই প্রহর পর্য্যন্ত ঠেল মারে; তাতে নানা রকম জানোয়ারের একত্রে সমাগম। যাঁরা আহার কত্তে বসেন, সেগুলির পা, প্রথম ঘোড়ার মত লাল বাঁধান বোধ হবে; ক্রমে সমীচীনরূপে দেখলে বুঝতে পারবেন যে, কর্ম্মকর্ত্তা ও ফলারের সঙ্গীদের প্রতি এমনি বিশ্বাস যে জুতো জোড়াটি খুলে খেতে বসতে ভরসা হয় না।

শেষে কায়স্থের ভোজ মহাড়ম্বরে সম্পন্ন হলো। কুলীনেরা পর্য্যায় মত রুই মাছের মুড়ো মুণ্ডী পেলেন—এক একটা আধবুড়ো আফিমখোর কুলীনের মাছের মুড়ো চিবানো দেখে ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা ভয় পেতে লাগলো। এক এক জনের পাত গো-ভাগারকে হারিয়ে দিলে! এই প্রকারে প্রায় পোনের দিন সমারোহের পর রমাপ্রসাদের মার সপিণ্ডনের ধূম চুকলো—হুজুকদারেরা জিরুতে লাগলেন।

যে সকল মহাপুরুষ দলপতিরা সভাস্থ হন নাই, তাঁরা আপনার আপনার দলে ঘোঁট পাড়িয়ে দিলেন—অনেক ভট্টাচার্য্য বিদেয় নিয়ে ফলার মেরে এসেও শেষে শ্রীশ্রী৺ধর্ম্মসভার উমেদার প্রপৌত্রদের দলের দলপতির কাছে গঙ্গাজল ছুঁয়ে শালগেরামের সাম্নে দিব্বি কোত্তে লাগলেন যে, তিনি অ্যাদ্দিন সহরে আচেন, কিন্তু রমাপ্রসাদ রায় যে কে, তাও তিনি জানেন না; তিনি শুদ্ধ বাবুকেই জানেন! আর তার ঠাকুর (স্বর্গীয় তর্কবাচস্পতি খুড়ো) মরবার সময়ে বলে গিয়েচেন যে, "ধর্ম্ম অবতার! আপনার

মত লোক আর জগতে নাই!" এ সওয়ায় অনেক শূন্য-উপাধিধারী হুজুরেরা ধরা পড়লেন, গোবর খেলেন, শ্রীবিষ্ণু স্মরণ কল্লেন ও ভুরু কামালেন।

কল্‌কেতার প্রথম বিধবা বিবাহের দিন, বালি, উতোরপাড়া, অম্বিকে ও রাজপুর অঞ্চলের বিস্তর ভট্টাচায্য সভাস্থ হন—কল্লার ও বিদেয় মারেন; তার পর ক্রমে গা-ঢাকা হতে আরম্ভ হন; অনেকে গোবর খান, অনেকে সভাস্থ হয়েও বলেন, আমি সেদিন শয্যাগত ছিলাম।

যতদিন এই মহাপুরুষদের প্রাদুর্ভাব থাকবে, তত দিন বাঙ্গালীর ভদ্রস্থতা নাই; গোঁসাইরা হাড়ি মুচি মুদ্দফরাস নিয়ে বেঁচে আছেন; এই মহাপুরুষেরা গোটকতক হতভাগা গোমূর্খ কায়স্থ ব্রাহ্মণ দলপতির জোরে আজও টিকে আছেন, এঁরা এক এক জন হারামজাদকী ও বজ্জাতীর প্রতিমূর্ত্তি, এদিকে এমনি সজ্জা গজ্জা করে বেড়ান যে, হঠাৎ কার সাধ্যি, অন্তরে প্রবেশ করে, হঠাৎ দেখলে বোধ হয়, অতি নিরীহ ভদ্রলোক; বাস্তবিক সে কেবল ভড়ং ও ভণ্ডামো!

"রসরাজ" ও "যেমনকর্ম্ম তেমনি ফল!"

রমাপ্রসাদ রায়ের মার সপিণ্ডনে সভাস্থ হওয়ায় কোন কোনখানে তুমুল কাণ্ড বেধে উঠলো—বাবা ছেলের সঙ্গে পৃথক হলেন। মামী ভাগ্নেকে ছাঁটলেন—ভাগ্নে মামীর চিরঅন্ন-পালিত হয়েও চিরজন্মের কৃতজ্ঞতায় ছাই দিয়ে, বিলক্ষণ বিপক্ষ হয়ে পড়লেন! আমরা যখন স্কুলে পড়তুম, তখন সহরের এক বড়মানুষ সোণার বেণেদের বাড়ীর শম্ভুবাবু বলে একজন আমাদের ক্লাসফ্রেণ্ড ছিলেন; একদিন তিনি কথায় কথায় বল্লেন যে "কাল রাত্রে আমি ভাই আমাড় স্ত্রীকে বড় ঠাট্টা কড়েচি, সে আমায় বল্লে তুমি হনূমান্"; আমি অমনি ভস্ কড়ে বল্‌লুম তোর শ্বশুড় হনূমান!" ভাগ্নেবাবুও সেই রকম ঠাট্টা আরম্ভ কল্লেন। 'রসরাজ' কাগজ পুনরায় বেরুলো, খেউড় ও পচালের স্রোত বইতে লাগলো; এরি দেখাদেখি একজন সংস্কৃত কলেজের কৃতবিদ্য ছোকরা ব্রাহ্মধর্ম্ম ও কলেজ-এডুকেশন মাথায় তুলে 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' নামে 'রসরাজে'র জুড়ি এক পচালপোরা কাগজ বার কল্লেন—'রসরাজ' ও 'তেমনি ফলে' লড়াই বেধে গেলো। দুই দলে [illegible] ও সেনাসংগ্রহ করে, সমরসাগরে অবতীর্ণ হলেন—স্কুলবয়েরা ভূরি ভূরি নির্ব্বুদ্ধি দলবল সংগ্রহ করে, কুরুপাণ্ডব যুদ্ধ ঘটনার ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন দলে মিলিত হলেন। দুর্ব্বুদ্ধিপরায়ণ ক্যারাণী, কুচেলে ও বাজে লোকেরা সেই কদর্য্য রস পান করবার জন্য কাক, কবন্ধ ও শৃগাল শকুনির মত, রণস্থল জুড়ে রইলো! 'রসরাজ' ও 'তেমনি ফলের' ভয়ানক সংগ্রাম চল্‌তে লাগলো—'পীর গোরাচাঁদের মালা' 'পরীর জন্মবিবরণ' 'ঘোড়া ভূত' ও 'ব্রহ্ম-দৈত্যের কথোপকথন' প্রভৃতি প্রস্তাবপরিপূর্ণ 'রসরাজ' প্রতিদিন পাঁচশ, হাজার, দু হাজার কপি নগদ বিক্রী হতে লাগলো! কিন্তু 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' মাসে একখানাও ধারে বিক্রী হয় কি না সন্দেহ। 'তিলোত্তমা' ও 'সীতার বনবাসের' খদ্দের নাই। কিছুদিন এই প্রকার লড়াই চলচে, এমন সময়ে গবর্ণমেণ্ট বাদী হয়ে কদর্য্য প্রস্তাব লিখন অপরাধে 'রসরাজ' সম্পাদকের নামে পুলিসে নালিস কল্লেন, 'যেমন কর্ম্ম' ও পাছে তেমনি ফল পান, এই ভয়ে গা-ঢাকা দিলেন; 'রসরাজের' দোয়ার ও খুলীরে মূল গায়েনকে মজলিসে রেখে, 'চাচা আপন বাঁচা' কথাটি স্মরণ করে, মেদোম ও মন্দিরে ফেলে চম্পট দিলেন। ভাগ্নেবাবু (ওরফে মিত্তির খুড়ো) সফিনের ভয়ে, অন্দরমহলের পাইখানা আশ্রয় কল্লেন—গিরিবর ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন চামর ও নূপুর নিয়ে

তিন মাসের জন্য হরিণবাড়ী ঢুকলেন। 'পীর গোরাচাঁদের' বাকি গীত সেইখানে গাওয়া হলো। পাতরভাঙ্গা হাতুড়ির শব্দ, বেতের পটাং পটাং ও বেড়ীর ঝুমঝুমানি মন্দিরে ও মৃদঙ্গের কাজ কল্লে—কয়েদীরা বাজে লোক সেজে 'পীরের গীত' শুন্‌ন মোহিত হয়ে বাহবা ও প্যালা দিলে ; "খেলেন দই রমাকান্ত, বিকারের ব্যালা গোবর্দ্ধন" যে ভাষা কথা আছে, ভাগ্নেবাবু (ওরফে মিড়ির খুড়ো) ও রসরাজ-সম্পাদকের সেইটির সার্থকতা হলো ; আমরাও ক্রমে বুড়ো হয়ে পড়লেম, চস্‌মা ভিন্ন দেখতে পাইনে।

বুজরুকী

পাঠক! আমাদের হরিভন্দর খুড়ো কায়স্থ মুখ্‌খী কুলীন, দেড় শ' ছিলিম গাঁজা প্রত্যহ জলযোগ হয়ে থাকে ; থাকবার নির্দ্দিষ্ট ঘর-বাড়ী নাই, সহরে খান্‌কীমহলে অনেকের সঙ্গে আলাপ থাকায় শোবার ও খাবার ভাবনা নাই, বরং আদর করে কেউ "বেয়াই" কেউ "জামাই" বলে ডাকতো। আমাদের খুড়া ফলার মাত্রেই পার ধূলো দেন ও লুচিটে সন্দেশটা বেঁধে আনতেও কসুর করেন না। এমন কি, তাগে পেলে চলনসই জুতা জোড়াটাও ছেড়ে আসেন না। বলতে কি, আমাদের হরিভন্দর খুড়ো এক রকম নবলোট গোছের ভদ্দর লোক। খুড়ো উপস্থিত হয়েই এ কথা সে কথার পর বল্লেন যে, "আর শুনেছ, আমাদের সিমলে পাড়ায় এক মহাপুরুষ সন্ন্যাসী এসেছেন—তিনি সিদ্ধ, তিনি সোনা তৈরী কত্তে পারেন—লোকের মনের কথা গুণে বলেন, পারাভস্ম খাইয়ে সেদিন গঙ্গাতীরে একটা পচা মড়াকে বাঁচিয়েছেন, ভারি বুজরুক!" কিন্তু আমরা ক'বার ক'টি সন্ন্যাসীর বুজরুকী ধরেচি, গুটিকত ভূতনাচার ভূত উড়িয়ে দিয়েচি, আর আমাদের হাতে একটি জোচ্চোরের জোচ্চুরী বেরিয়ে পড়ে।

যখন হিন্দুধর্ম্ম প্রবল ছিল, লোকে দ্রব্যগুণ কিম্বা ভূতত্ত্ব জানতো না, তখনই এই সকলের মান্য ছিল! আজকাল ইংরেজি লেখা-পড়ার কল্যাণে সে গুড়ে বালি পড়েচে। কিন্তু কল্‌কেতা সহরে না দেখা যায়, এমন জিনিষই নাই ; সুতরাং কখন কখন "সোণা-করা" "ছেলে-করা" "নিরাহার" "ভূতনাবানো" "চণ্ডসিদ্ধ" প্রভৃতিরা পেটের দায়ে এসে পড়েন, অনেক জায়গায় বুজরুক ছ্যাখান, শেষ কোথাও না কোথাও ধরা পড়ে বিলক্ষণ শিক্ষা পেয়ে যান।

হোসেন খাঁ।

বছর চার পাঁচ হলো, এই সহরে হোসেন খাঁ নামে এক মোছলমান বহু কালের পর ঐ রঙ্গে ভয়ানক আড়ম্বরে দেখা দেন—তিনি হজরত জিনিয়াই সিদ্ধ ; (পাঠক আরব্য উপন্যাসের আলাদিন ও আশ্চর্য্য প্রদীপের কথা স্মরণ করুন)—"যা মনে করেন, সেই জিনিষই জিনি দ্বারা আনাতে পারেন, বাক্সের ভিতর থেকে ঘড়ি, আংটী, টাকা উড়িয়ে দেন, নদীজলে চাবির থলো ফেলে দিলে জিনির দ্বারা তুলে আনান" এই প্রকার অদ্ভুত কর্ম্ম কত্তে পারেন।

ক্রমে সহরে সকলেই হোসেন খাঁর কথায় আন্দোলন কত্তে লাগলেন—ইংরেজী কেতার বড়দলে

হোঁসেন খাঁর খবর হলো। হোঁসেন খাঁ আজ রাজা বাহাদুরের বাগানে বাক্সর ভিতর থেকে টাকা উড়িয়ে দিলেন, উইলসনের হোটেল থেকে খাবার উড়িয়ে আনলেন, বোতল বোতল শ্যামপিন, দোনা দোনা গোলাবি খিলি ও দালিম কিসমিস্ প্রভৃতি হরেক রকম খাবার জিনিষ উপস্থিত কল্লেন। কাল— রায়বাহাদুরের বাড়ীতে কমলালেবু, বেলফুলের মালা বরফ ও আচার আনলেন। যাঁরা পরমেশ্বর মানতেন না, তাঁরাও হোঁসেন খাঁকে মানতে লাগলেন! ভাষায় বলে, "পাথরে পূজিলে পাঁচে পীর হয়ে পড়ে;" ক্রমে হোসেন খাঁ বড় বড় কাশ্মীরী উললুক ঠকাতে লাগলেন। অনেক জায়গায় খোরাকি বরাদ্দ হলো। বুজরুকী দেখবার জন্য দেশ-দেশান্তর থেকে লোক আসতে লাগলো। হোঁসেন খাঁ "প্রিমিয়ম্" বেড়ে গেল। জুচ্চুরি চিরকাল চলে না। "দশ দিন চোরের, এক দিন সেধের"; ক্রমে দুই এক জায়গায় হোঁসেন খাঁ ধরা পড়তে লাগলেন—কোথাও ঠোনাকা ঠানাকা, কোথাও কানমলা; শেষ প্রহার বাকী রইলো না। যাঁরা তাঁরে পূর্ব্বে দেবতা-নির্ব্বিশেষে আদর করেছিলেন, তাঁরাও দু এক ঘা দিতে বাকী রাখলেন না। কিছুদিনের মধ্যেই জিনি-সিদ্ধ হোসেন খাঁ পৌত্তলিকের শ্রাদ্ধের দাগা ষাঁড়ের অবস্থায় পড়লেন; যাঁরা আদর করে নিয়ে যান, তাঁরাই দাগী করে বাহির করে দেন, শেষে সরকারী অতিথিশালা আশ্রয় কোল্লেন—হোসেন খাঁ জেলে গেলেন! যিনি পাতাল আশ্রয় কল্লেন!

ভূত-নাবানো

আর একবার যে আমরা ভূতনাবানো দেখেছিলেম, সেও বড় চমৎকার! আমাদের পাড়ার একজনের বড় ভয়ানক রোগ হয়। স্যাকরারা বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন, সুতরাং রোগের চিকিৎসা কত্তে ত্রুটি কল্লে না, ইংরেজ-ডাক্তার বদ্দি ও হাকিমের ম্যালা করে ফেল্লে; প্রায় তিন বৎসর ধরে চিকিৎসে হলো, কিন্তু রোগের কেউ কিছু কত্তে পাল্লে না। রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হচ্চে দেখে বাড়ীর মেয়েমহল—তুলসী দেওয়া—কালীঘাটে সন্তেন—কালভৈরবে স্তবপাঠ—তুক্‌তাক্—সাফরিদ—নারাণ—বালওড়—বালসী—শোপুর—হুরপুর ও হালুমপুর প্রভৃতি বিখ্যাত জায়গার চন্নামেত্তো ও মাদুলি ধারণ হলো, তারকেশ্বরে হত্যে দিতে লোক গেল—বাড়ীর বড় গিন্নী কালীঘাটে বুক চিরে রক্ত দিতে ও মাথায় ও হাতে ধুনো পোড়াতে গেলেন—শেষে একজন ভূতচালা আনা হয়।

ভূতচালার ভূতের ডাক্তারি পরীক্ষা করা আছে। আজকাল দু-এক বাঙ্গালী ডাকতার মধ্যে মধ্যে পেসেন্টের বাড়ী ভূত সেজে দেখা দেন—চাদরের বদলে দড়ি ও পেরেক সহিত মশারি গায়ে, কখন বা উলঙ্গ হয়েও আসেন, কেবল মন্ত্রের বদলে চার পাঁচ জন রোজায় ধরাধরি করে আনতে হয়। এঁরা কলকেতা মেডিকেল কলেজের এজুকেটেড ভূত। ভূতচালা চণ্ডীমণ্ডপে বাসা পেলেন, ভূত আসবার প্রোগ্রাম স্থির হলো—আজ সন্ধ্যার পরেই ভূত নামবেন, পাড়ায় দু-চার বাড়ীতে খবর দেওয়া হলো—ভূত মনের কথা ও রুগীর ঔষধ বলে দেবে। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে গেল, কুঠীওয়ালারা ঘরে ফিল্লেন—বারফট্‌কারা বেরুলেন, বিগ্রহেরা উত্তরাঢ়ি কায়েতের মত (দর্শন মাত্র) সেতল খেলেন, গীর্জ্জের ঘড়ীতে ঢং ঢং ঢং করে নটা বেজে গেল, গুম করে তোপ পড়লো। ছেলেরা "বোমকালী কলকেতাওয়ালী" বলে হাততালি দে উঠলো,—ভূতনাবানো আসরে নাবলেন!

আমাদের প্রতিবাসী, ভূতনাবানোর কথাপ্রমাণ ও বাড়ীর গিন্নিদের মুখে শুনে ভূতের আহার জন্য আয়োজন কত্তে ত্রুটী কল্লে নাই; বড়বাজারের সমস্ত উত্তমোত্তম মেঠাই; ক্ষীরের নানারকম পেয়

ও লেহরা পদার্পণ কল্লেন। বোধ হয়, আমাদের মত প্রকৃত ফলারেরা দশ জনে তাঁদের শেষ কত্তে পারে না; রোজা ও তাঁর দুই চেলায় কি করবেন! রোজা ঘরে ঢুকে একটি পিঁড়েয় বসে ঘরের ভিতরে সকলের পরিচয় নিতে লাগলেন—অনেকের আপদমস্তক ঠাউরে দেখে নিলেন—দুই এক জন কলেজ বয় ও মোটা মোটা লাঠিওয়ালারা নিমন্ত্রিতদের প্রতি তাঁর যে বড় ঘৃণা জন্মেছিল, তা তাঁর সে সময়ের চাউনিতেই জানা গেল।

রোজার সঙ্গে দুটি চেলামাত্র, কিন্তু ঘরে প্রায় জন চল্লিশ ভূত দেখবার উমেদার উপস্থিত; সুতরাং ভূত প্রথমে আসতে অস্বীকার করেছিলেন। তদুপলক্ষে রোজাও "কাল ও কুশচানীর" উপলক্ষে একটু বক্তৃতা কোত্তে ভোলেন নাই—শেষে দর্শকদের প্রগাঢ় ভক্তি ও ঘরের আলো নিবিয়ে অন্ধকার করবার সম্মতিতে, রোজা ভূত আন্‌তে রাজি হলেন—চেলারা খাবার দাবার সাজানো থালা ঘেঁসে বসলেন, দরজায় হুড়কো পড়লো, আলো নিবিয়ে দেওয়া হলো; রোজা কোশা-কুশী ও আসন নিয়ে শুদ্ধাচারে ভূত ডাকতে বসলেন। আমরা ভূতের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে বারোইয়ারির গুদোমজাৎ সংগুলির মত অন্ধকারে বসে রইলেম!

পাঠক! আপনার স্মরণ থাকতে পারে, আমরা পূর্ব্বেই বলেচি যে, আমাদের ঠাকুরমা ভূত ও পেত্নীর ভয় নিবারণের জন্য একটি ছোট জয়ঢাকের মত মাদুলীতে ভূকৈলেসের মহাপুরুষের পায়ের ধূলো পূরে আমাদের গলায় ঝুলিয়ে দেন, তা সওয়ায় আমাদের গলায় গুটি বারো রকমারি পদক ও মাদুলী ছিল, দুটি বাঘের নখ ছিল, আর কুমীরের দাঁত, মাছের আঁশ ও গণ্ডারের চামড়াও কোমরের গোটে সাবধানে রাখা হয়। আর হাতে একখানা বাজুর মত কবচ ও তারকেশ্বরের উদ্দেশে সোণার তাগা বাঁধা ছিল। খুব ছেলেবেলা আমাদের একবার বড় ব্যায়রাম হয়, তাতেই আমাদের পায়ে চোরের সিঁধের বেড়ী পরিয়ে দেওয়া হয় ও মাথায় পঞ্চানন্দের একটি জট্ থাকে; জট্‌টি তেল ও ধুলোতে জড়িয়ে গিয়ে রাম ছাগলের গলায় রুন্নশীর মত ঝুলতো! কিন্তু আমরা স্কুলের অবস্থাতেই অল্পবয়সে আম-বিশেষণের দাস হয়ে ব্রাহ্ম-সমাজে গিয়ে একখানা ছাবান হেডিংওয়ালা কাগজে নাম সই করি; তাতেই শুনলেম যে আমাদের ব্রাহ্ম হওয়া হলো। সুতরাং তারই কিছু পূর্ব্বে স্কুলের পণ্ডিতের মুখে মহাপুরুষের দুর্দ্দশা শুনে পূর্ব্বোক্ত কবচ, মাদুলী প্রভৃতি খুলে ফেলেছিলাম! আজ সেইগুলি আবার স্মরণ হলো, মনে কল্লেম, যদি ভূত নাবানো সত্যই হয়, তা হলে সেগুলি পোরে আসতে পাল্লে ভূতে কিছু কত্তে পারবে না। এই বিবেচনা করে, সেইগুলির তত্ত্ব কল্লেম, কিন্তু পাওয়া গেল না—সেগুলি আমাদের পৌত্তরের ভাতের সময়ে একটা চাকর চুরি করে—চুরিটি ধরবার জন্য চেষ্টারও ত্রুটি হয় নি। গিন্নী শনিবারে একটা সুপুরি, পয়সা ও সওয়া কুনকে চেলের মুদো বাঁধেন; ন্যেপীর মা বলে আমাদের বহুকালের এক বুড়ী দাসী ছিল, সে সেই মুদোটি নে জানের বাড়ী যায়, জান গুনে বলে দেয়, "চোর বাড়ীর লোক, বড় কালও নয় সুন্দরও নয়। শামবর্ণ, মানুষটি একহারা, মাজারি গোঁফ, মাথায় টাক থাকতেও পারে" —না থাকতেও পারে" জানের গোণাতে আমাদেরও চাকরটিকেই চোর স্থির করে ছাড়িয়ে দেওয়া যায়। সুতরাং সে মাদুলীগুলি পাওয়া গেল না, বরং ভূতের ভয় বেড়ে উঠলো।

ব্রাহ্ম হলেও যে ভূতে ধরবে না, এটিরও নিশ্চয় নাই! সে দিন কলকেতার ব্রাহ্ম-সমাজের এক-জন ডাইরেক্টরের স্ত্রীকে ডাইনে পায়—নানা দেশদেশান্তর থেকে রোজা আনিয়ে কত ঝাড়ান-ঝোড়ান, সরষেপড়া জলপড়া ও লঙ্কাপড়া দিতে ভাল হয়। অনেক ব্রাহ্মের বাড়ীতে ভূতচতুর্দ্দশীর প্রদীপ দিতে দেখা যায়।

এদিকে রোজা খানিকক্ষণ ডাকতে ডাকতে ভূতের আসবার পূর্ব্বলক্ষণ হতে লাগলো। গোহাড়, ঢিল, ইট ও জুতো হাঁড়ি বাড়ীর চতুর্দ্দিকে পড়তে লাগলো। ঘরের ভেতর গুপ্ গুপ করে কে যেন নাচছে বোধ হতে লাগলো ; খানিকক্ষণ এই রকম ভূমিকার পর মড়াস্ করে একটা শব্দ হলো ; ভূতের বসবার জন্য ঘরের ভিতর যে পিঁড়েখানা রাখা হয়েছিল, শব্দে বোধ হলো সেইখানি চুটীর হয়ে ভেঙ্গে গেল—রোজা সভয়ে বলে উঠলেন—শ্রীযুৎ এয়েচেন।

আমরা ছেলেবেলা আমাদের বুড়ো ঠাকুরমার কাছে শুনেছিলেম যে ভূতে ও পেত্নীতে খোঁনা কথা কয় সেটি আমাদের সংস্কারবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, আজ তার পরীক্ষা হলো। ভূত পিঁড়ে ফাটিয়েই খোঁনা কথা কইতে লাগলেন প্রথমে এসেই কলেজ-বয়দের দলের দুই একজনের নাম ধরে ডাকলেন, তাদের নাস্তিক ও কৃশ্চান বলে ডাক দিলেন। শেষে ভূতত্ব নিবন্ধন ঘাড় ভাঙ্গবার ভয় পর্য্যন্ত দেখাতে ত্রুটি করেন নাই। ভূতের খোঁনা কথা ও অপরিচিতের নাম বলাতেই বাড়ীর কর্ত্তা বড় ভয় পেলেন জোড় হাত করে (অন্ধকারে জোড় হাত দেখা অসম্ভব কিন্তু ভূত অন্ধকারে দিব্বি দেখতে পান সুতরাং কর্ম্মকর্ত্তা অন্ধকারেও জোড় হস্তে কথা কয়েছিলেন, এ আমাদের কেবল ভাবে বোধ হলো) ক্ষমা চাইলেন, কিন্তু ভূত সব মর্ডাণ্ট ওয়েংসের মত যা ধরেন, তার সমূলচ্ছেদ না করে ছাড়েন না। সুতরাং আমাদের ঘাড় ভাঙ্গবার প্রতিজ্ঞা অন্যথা হলো না, শেষে রোজা ও বুড়ো বুড়ো দর্শক ও বাড়ীওয়ালার অনেক সাধ্যসাধনার পর ভূত মহোদয় ষষ্টীবাঁটায় আগত জামাইয়ের মত, যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ কত্তে সম্মত হলেন, আমরাও পালাবার পথ আঁচতে লাগলেম।

লুচির চট্‌কানো চিবানোর চপর চপর ও সাপ্‌টা ফলারের হাপুর হুপুর শব্দ থামতে প্রায় আধ ঘণ্টা লাগলো, শেষে ভূত জলযোগ করে গাঁজা ও তামাক খাচ্চেন, এমন সময়ে পাশ থেকে ওলাউঠো রুগীর বমির ভূমিকাত মত উঁকীর শব্দ শোনা যেতে লাগলো। ক্রমে উঁকীর চোটে ভূতের বাকরোধ হয়ে পড়লো—বমি! হুড় হুড় করে বমি! গৃহস্থ মনে কল্লেন, ভূত মহাশয় বুঝি বমি কচ্চেন ; সুতরাং তাড়াতাড়ি আলো জালিয়ে আনালেন! শেষে দেখি কি চেলা ও রোজা খোদই বমি কচ্চেন, ভূত সরে গেচেন। আমরা পূর্ব্বে শুনিনে যে, গেরস্তর অগোচরে একজন মেডিকেল কলেজের ছোকরা ভূতের জন্য সংগৃহীত উপচারে 'টারটার এমেটিক্' মিশ্রিয়ে দিয়েছিলেন ; রোজা ও চেলারা তাই প্রসাদ পাওয়াতেই তাঁদের এই দুর্দ্দশা, সুতরাং ভূতনাবানোর উপর আমাদের যে ভক্তি ছিল, সেটুকু উবে গেল! সুতরাং শেষে আমরা এই স্থির কল্লেম যে, ইংরেজি ভূতেদের কাছে দেশী ভূত খবরে আসে না।

এ সওয়ায় আমরা আরও দু চারি জায়গায় ভূতনাবানো দেখেচি, পাঠকরাও বিস্তর দেখেচেন, সুতরাং সে সকল এখানে উত্থাপন করা অনাবশ্যক, ভূতনাবানো ও 'হোঁসেন খাঁ' কেবল জুচ্চরী ও হুজুকের আনুষঙ্গিক বলেই আমরা উল্লেখ কল্লেম।

নাক-কাটা বঙ্ক

হরিভদ্দর খুড়োর কথামত—এ সকল প্রলয় জুয়াচুরী জেনেও আমরা এক দিন সন্ধ্যার পর সিমলে পাড়ার বঙ্কবিহারিবাবুর বাড়ীতে গেলুম। বেহারিবাবু উকিলের বাড়ীর হেড কেরাণী—আপনার বুদ্ধি কৌশলেবলেই বাড়ী ঘর-দোর ও বিষয়-আশায় বানিয়ে নিয়েচেন, বারো মাস ঘাঁতে ঘোঁতে ফেরেন —যে রকমে হোক, কিছু আদায় করাই উদ্দেশ্য।

বঙ্কবেহারিবাবু ছেলেবেলায় মাতামহের অন্নেই প্রতিপালিত হতেন, সুতরাং তাঁর লেখাপড়া ও শারিরিক তদ্বিরে বিলক্ষণ গাফিলী হয়। একদিন মামার বাড়ী খেলা কত্তে কত্তে তিনি পাতকোর ভিতরে পড়ে যান,—তাতে নাকটি কেটে যায়, সুতরাং সেই অবধি সমবয়সীরা আদর করে "নাক্‌কাটা বঙ্কবেহারি বলেই তাঁরে ডাকতো; শেষে উকীল-বাড়ীতেও তিনি ঐ নামে বিখ্যাত হয়ে পড়েন। বঙ্কবেহারিবাবুরা তিন ভাই, তিনি মধ্যম; তাঁর দাদা সেলারদের দালালী কত্তেন, ছোট ভাইয়ের পাইকেরের দোকান ছিল। তিন ভায়েই কাঁচা পয়সা রোজগার করেন, জীবিকাগুলিও রকমারী বটে! সুতরাং নানাপ্রকার বদমায়েস পাল্লায় থাকবে, বড় বিচিত্র নয়– অল্প দিনের মধ্যেই বঙ্কবেহারিবাবুরা সিমলের একঘর বিখ্যাত লোক হয়ে উঠলেন। হঠাৎ কিছু সঙ্গতি হলে, লোকের মেজাজ যেরূপ গরম হয়ে ওঠে, তা পাঠক বুঝতে পারেন; (বিশেষতঃ আমাদের মধ্যে কোন দুই একজন বঙ্কবেহারিবাবুর অবস্থার লোক না হবেন)। ক্রমে বঙ্কবেহারিবাবু ভদ্রলোকের পক্ষে প্রকৃত জোলাপ হয়ে পড়লেন।

হাইকোর্টের অ্যাটর্নীর বাড়ীর প্যায়দা ও মালী পর্য্যন্ত সকলেই আইনবাজ হয়ে থাকে; সুতরাং বঙ্কবেহারিবাবু যে তুখোড় আইনবাজ হবেন, তা পূর্ব্বেই জানা গিয়েছিলো। আইন আদালতের পরামর্শ, জাল জালিয়াতের তালিমে, ইকুটীর খোচ ও কমনলার প্যাচে– বঙ্কবেহারিবাবু দ্বিতীয় শুভঙ্কর ছিলেন! ভদ্দর লোকমাত্রকেই তাঁর নামে ভয় পেতে হত; তিনি আকাশে ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরে দিতে পারেন, হয়কে নয় করেন, নয়কে হয় করেন; এমন কি টেকচাঁদ ঠাকুরের ঠক্ চাচাও, তাঁর কাচে পরামর্শ নিতেন।

আমরা সন্ধ্যার পর বঙ্কবেহারিবাবুর বাড়ীতে পৌছিলাম। আমাদের বুড়ো রাম ঘোড়াটির মধ্যে বাতশ্লেষ্মার জ্বর হয়, সুতরাং আমরা গাড়ী চড়ে যেতে পারি নাই। রাস্তা হতে একজন ঝাঁকামুটে ডেকে তার ঝাঁকায় বসেই যাই, তাতে গাড়ীর চেয়ে কিছু বিলম্ব হতে পারে! কিন্তু ঝাঁকামুটে অপেক্ষা পাহারাওয়ালাদের ঝোলায় যাওয়ায় আরাম আছে। দুঃখের বিষয় এই যে, সেটি সব সময়ে ঘটে না! পাঠকেরা অনুগ্রহ করে যদি ঐ ঝোলায় একবার সোয়ার হন, তা হলে জন্মে আর গাড়ী-পাল্কী চড়তে ইচ্ছা হবে না; যাঁরা চড়েচেন, তাঁরাই এর আরাম জানেন—যেন স্প্রীংওয়ালা কৌচ!

আমরা বঙ্কবেহারিবাবুর বাড়ীতে আরো অনেকগুলি ভদ্রলোককে দেখতে পেলেম, তাঁরাও "সোণা করার" বুজরুকী দেখতে সভাস্থ হয়েছিলেন। ক্রমে সকলের পরস্পর আলাপ ও কথাবার্ত্তা থামলে সন্ন্যাসী যে ঘরে ছিলেন, আমাদেরও সেই ঘরে যাবার অনুমতি হলো। সেই ঘরটি বঙ্কবাবুর বৈঠকখানার লাগাও ছিল, সুতরাং আমরা শুধু পায়েই ঢুকলেম। ঘরটি চারকোণা সমান; মধ্যে সন্ন্যাসী বাগছাল বিছিয়ে বসেচেন; সামে একটি ত্রিশূল পোতা হয়েচে, পিতলের বাঘের উপর চড়া মহদেব ও এক বাণলিঙ্গ শিব সামে শোভা পাচ্চেন; পাশে গাঁজার হুঁকো—সিদ্ধির ঝুলি ও আগুনের মালসা। সন্ন্যাসীর পেছনে দু জন চেলা বসে গাঁজা খাচ্ছে, তার কিছু অন্তরে একটা হাপর, জাঁতা হাতুড়ি ও হামান্‌দিস্তে পড়ে রয়েচে —তারাই সোণা তইরির বাহ্যিক আড়ম্বর।

আমাদের মধ্যে অনেকে, সন্ন্যাসীকে দেখে ভক্তি ও শ্রদ্ধার আধার হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লেন; অনেকে নিমগোছের ঘাড় নোয়ালেন, কেউ কেউ আমাদের মত গুরুমশায়ের পাঠশালের ছেলেদের ন্যায় গণ্ডার এণ্ডায় সার দিয়ে গোলে হরিবোলে সাল্লেন—শেষে সন্ন্যাসী ঘাড় নেড়ে সকলকেই বসতে বল্লেন।

যে মহাপুরুষদের কৌশলে হিন্দুধর্ম্মের জন্ম হয়, তাঁরাই ধন্য। এই কন্ধকাটা। এই

ব্রহ্মদত্তি! এই রক্তদন্তী কালী—পেতলা। ছেলেদের কথা দূরে থাকুক, বুড়ো মিন্সেদেরও ভয় পাইয়ে দেয়। সন্ন্যাসী যে রকম সজ্জা-গজ্জা করে বসেছিলেন, তাতে মানুন বা নাই মানুন, হিন্দু-সন্তান মাত্রকেই পেণ্ডরাতে হয়েছিল! হায়! কালের কি মহিমা—সে দিন যার পিতামহ যে পাথরকে ঈশ্বরজ্ঞানে প্রণাম করেচে—মুক্তির অনন্যগতি জেনে ভক্তি করেছে, আজ তার পৌত্তর সেই পাথরের ওপোর পা তুলতে শঙ্কিত হচ্চে না। রে বিশ্বাস! তোর অসাধ্য কর্ম্ম নাই। যার দাস হয়ে একজনকে প্রাণ সমর্পণ করা যায়, আবার তারই কথায় তারে চিরশত্রু বিবেচনা হয়, এর বাড়া আর আশ্চর্য্য কি! কোন্ ধর্ম্ম সত্য? কিসে ঈশ্বর পাওয়া যায়? তা কে বলতে পারে! সুতরাং পূর্ব্বে যারা ঘোরনাদী বজ্রে, জলে, মাটী ও পাথরে ঈশ্বর বলে পূজে গেচে, তারা যে নরকে যাবে, আর আমরা কি বুধবারে বণ্টাখানেকের জন্য চক্ষু বুজে ঘাড় নেড়ে কান্না ও গাওনা শুনে, যে স্বর্গে যাব—তারই বা প্রমাণ কি? সহস্র সহস্র বৎসরে শত শত তত্ত্ববিৎ ও প্রকৃতিজ্ঞ জ্ঞানীরা যাঁরে পাবার উপায় অবধারণে অসমর্থ হলো, আমরা যে সামান্য হীনবুদ্ধি হয়ে তাঁর অনুগৃহীত বলে অহঙ্কার ও অভিমান করি, সে কতটা নির্ব্বুদ্ধির কর্ম্ম! ব্রহ্মজ্ঞানী যেমন পৌত্তলিক, কৃশ্চান ও মোছলমানদের অপদার্থ ও অসার বলে জানেন, তাঁরাও ব্রাহ্মদের পাগল ও ভণ্ড বলে স্থির করেন। আজকাল যেখানে যে ধর্ম্মে রাজমুকুট নত হয়, সেখানে সেই ধর্ম্মই প্রবল। কালের অব্যর্থ নিয়মে প্রতিদিন সংসারের যেমন পরিবর্ত্তন হচ্চে, ধর্ম্ম, সমাজ, রীতি ও নিয়মও এড়াচ্চে না। যে রামমোহন রায় বেদকে মান্য করে তার সূত্রে ব্রাহ্মধর্ম্মের শরীর নির্ম্মাণ করেচেন, আজ একশ বছরও হয় নাই, এরই মধ্যে তাঁর শিষ্যেরা সেটি অস্বীকার করেন—ক্রমে কৃশ্চানীর ভড়ং ব্রাহ্মধর্ম্মের অলঙ্কার করে তুলেচেন—আরও কি হয়! এই সকল দেখে শুনেই বুঝি কতকগুলি ভদ্রলোক ঈশ্বরের অস্তিত্বেই বিশ্বাস করেন না। যদি পরমেশ্বরের কিছুমাত্র বিষয়জ্ঞান থাকতো, তা হলে সাধ করে 'ঘোড়ার ডিম' ও 'আকাশকুসুমের'র দলে গণ্য হতেন না। সুতরাং একদিন আমরা তাঁরে একজন কাণ্ডজ্ঞানহীন পাড়াগেঁয়ে জমিদার বলে ডাকতে পারি।

সন্ন্যাসী আমাদের বসতে বলে অন্য কথা তোলবার উপক্রম কচ্চেন, এমন সময়ে বঙ্কবেহারীবাবু এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লেন—সে দিন বঙ্কবেহারীবাবু মাথায় একটি জরার কাবুলী তাজ, গায়ে লাল গাজের একটি পিরাহান, "বেঁচে থাকুক বিদ্যেসাগর চিরজীবী হয়ে" পেড়ে শান্তিপুরের ধুতি ও ডুরে উড়ুনা মাত্র ব্যবহার করেছিলেন, আর হাতে একখানি লাল রঙ্গের রুমাল ছিল—তাতে রিংসমেত গুটিকত চাবী ঝুলছিল।

বঙ্কবেহারীবাবুর ভূমিকা, মিষ্ট আলাপ, নমস্কার ও স্যেকহ্যাণ্ড চুকলে পর, তাঁর দাদা সন্ন্যাসীকে হিন্দীতে বুঝিয়ে বল্লেন যে, এই সকল ভদ্দর লোকেরা আপনার বুজরুকী ও ক্যারামত দেখতে এসেচেন; প্রার্থনা—অবকাশমত দুই একটা জাহার করেন, তাতে সন্ন্যাসীও কিছু কষ্টের পর রাজী হলেন। ক্রমে বুজরুকীর উপক্রমণিকা আরম্ভ হলো, বঙ্কবেহারীবাবু প্রোগ্র্যাম স্থির কল্লেন, কিছুক্ষণ দেখতে দেখতে প্রথমে ঘটের উপর থেকে একটি জবাফুল তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো। ঘটের উপর থেকে জবাফুল বর্ষাকালের কড়কট্যে ব্যাঙের মত থপাস্ করে লাফিয়ে উঠলো, সন্ন্যাসী তার দুহাত তফাতে বসে রয়েচেন—এ দেখলে হঠাৎ বিস্মিত হতেই হয়। সুতরাং ঘরশুদ্ধ লোক খাণিকক্ষন অবাক হয়ে রইলেন—সন্ন্যাসীর গম্ভীরতা ও দর্পভরা মুখখানি ততই অহঙ্কারে ফুলে উঠতে লাগলো। এমন সময়ে এক জন চেলা এক বোতল মদ এনে উপস্থিত কল্লে—মদ দুধ হয়ে যাবে। পাছে ডবল বোতল বা অন্য কোন জিনিষ

বলে দর্শকদের সন্দেহ হয়, তার জন্য সন্ন্যাসী একখানি নতুন সরায় সেই বোতলের সমুদায় মদটুকু ঢেলে ফেল্লেন, ঘর মদের গন্ধে ভর্‌ভর্‌ হয়ে গ্যালো—সকলেরই স্থির বিশ্বাস হলো, এ মদ বটে।

সন্ন্যাসী নতুন সরায় মদ ঢেলেই একটি হুঙ্কার ছাড়িলেন, ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা আঁতকে উঠলো, বুড়োদের বুক গুর গুর কত্তে লাগলো; একজন চেলা নিকটে এসে জিজ্ঞাসা কল্লে, "গুরু! এ কটোরেমে ক্যা হ্যায়?" সন্ন্যাসী, "দুধ হো বেটা!" বলে তাতে এক কুশী জল ফেলবামাত্র সরার মদ দুধের মত সাদা হয়ে গেল—আমরাও দেখে শুনে গাধা বনে গেলুম। এইরকম নানা প্রকার বুজরুকী ও কার্দ্দানী প্রকাশ হতে হতে রাত্রি এগারোটা বেজে গেল; সুতরাং সকলের সম্মতিতে বঙ্কবাবুর প্রস্তাবে সে রাত্রের মত বেদব্যাসের বিশ্রাম হলো; আমরা রামরকমের একটা প্রণাম দিয়ে, একটি উল্লুক হয়ে বাড়ীতে এলেম। একে ক্ষুধাও বিলক্ষণ হয়েছিল, তাতে আমাদের বাহন ঝাঁকা-মুটেটি যে রাৎকাণা, তা পূর্ব্বে বলে নাই; সুতরাং তার হাত ধরে গুটি গুটি করে আধ ক্রোশ পথ উজোন ঠেলে তাকে কাঠের দোকানে পৌঁছে রেখে, তবে বাড়ী যাই। দুঃখের বিষয়, আবার সে রাত্রে বেড়ালে আমাদের খাবারগুলি সব খেয়ে গিয়েছিল; দোকানগুলিও বন্ধ হয়ে গ্যাচে। সুতরাং ক্ষুধায় ও পথের কষ্টে আমরা হতভোম্বা হয়ে, সে রাত্রি অতিবাহিত করি!

আমরা পূর্ব্বেই বলে এসেচি, "দশ দিন চোরের এক দিন সেধের"। ক্রমে অনেকেই বঙ্কবাবুর বাড়ীর সন্ন্যাসীর কথা আন্দোলন কত্তে লাগলেন, শেষে এক দিন আমরা সন্ন্যাসীর জুচ্চুরি ধত্তে স্থির প্রতিজ্ঞ হয়ে, বঙ্কবাবুর বাড়ীতে গেলেম।

পূর্ব্বদিনের মত জবাফুল তড়াক্‌ করে লাফিয়ে উঠলো, এমন সময়ে মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালা ক্লাশের একজন বাঙ্গাল ছাত্র লাফিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসীর হাত ধরে ফেল্লেন। শেষে হুড়োমুড়িতে বেরুলো জবাফুলটি ঘোড়ার বালুঞ্চি দিয়ে, তাঁর নখের সঙ্গে লাগান ছিল!

সংসারের গতিই এই! একবার অনর্থের একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র বেরুলে, ক্রমে বহুলী হয়ে পড়ে। বালুঞ্চি বাঁধা জবাফুল ধরা পড়তেই, সকলেই একত্র হয়ে সন্ন্যাসীর তোবড়া-তুবড়ি খানা-তল্লাসী কত্তে লাগলেন; একজন ঘুর্ত্তে ঘুর্ত্তে ঘরের কোণ থেকে একটা মরা পাঁটা বাহির কল্লেন। সন্ন্যাসী একদিন ছাগল কেটে প্রাণ দান দেন, সেই কাটা ছাগলটি সরাতে না পেরে, ঘরের কোণেই (ফ্লোরওয়ালা মেজে নয়) পুতে রেখেছিলেন, তাড়াতাড়িতে বেমালুম করে মাটী চাপাতে পারেন নাই; পাঁটার একটি সিং বেরিয়েছিল—সুতরাং একজনের পায়ে ঠ্যাকাতেই অনুসন্ধানে বেরুলো; সন্ন্যাসী আমাদের সাক্ষাতে যে মদকে দুধ করেছিলেন, সেদিন তারও জাঁক ভেঙ্গে গেল, সেই মজলিসের একজন সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বল্লেন যে, আমেরিকান (মার্কিণ আনীস) নামক মদে জল দেবা মাত্র সাদা দুধের মত হয়ে যায়। এই রকম ধরপাকড়ের পর বঙ্কবেহারীবাবুও সন্ন্যাসীকে অপ্রস্তুত করেন। আমরা রৈ রৈ শব্দে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলেম, হরিভদ্দর খুড়ো সন্ন্যাসীর পেতলের শিবটি কেড়ে নিলেন, সেটি বিক্রী করে নেপালে চরস কেনেন ও তাঁরও সেইদিন থেকে এই রকম বুজরুক সন্ন্যাসীদের উপর অশ্রদ্ধা হয়।

পূর্ব্বে এই সকল অদৃষ্টচর ব্যাপারের যে রকম প্রাদুর্ভাব ছিল এখন তার অংশে আধগুণও নাই। আমরা সহরে কদিন কটা ঊর্দ্ধবাহু, কটা অবধূত দেখতে পাই? ক্রমে হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে এ সকল জুয়াচ্চরীরও লাঘব হয়ে আসচে; ক্রেতা ও লাভ ভিন্ন কোন ব্যবসাই স্থায়া হয় না; সুতরাং উৎসাহদাতা-বিরহেই এই সকল ধর্ম্মানুসঙ্গিক প্রবঞ্চনা উঠে যাবে। কিন্তু কল্‌কেতা

সহরের এমনি প্রসবক্ষমতা যে এখনও এমন এক একটি মহাপুরুষের জন্ম দিচ্ছেন যে, তাঁরা যাতে এই সকল বদমায়েসী চিরদিন থাকে, যাতে হিন্দুধর্ম্মের ভড়ং ও ভণ্ডামোর প্রাদুর্ভাব বাড়ে সহস্র সৎকার্য্য পায়ের নীচে ফেলে তার জন্যই শশব্যস্ত! একজনেরা তিন ভাই ছিল, কিন্তু তিনটিই পাগল; একদিন বড় ভাই তার মাকে বলে যে "মা! তোমার গর্ভটি দ্বিতীয় পাগলা গারদ।" সেই রকম একদিন আমরাও কল্‌কেতা সহরকে "রত্নগর্ভা" বলেও ডাকৃতে পারি—কল্‌কেতার কি বড় মানুষ, কি মধ্যাবস্থ এক একজন এক একটি রত্ন!! এই দৃষ্টান্তে আমরা বাবু পদ্মলোচনকে মজলিসে হাজির কল্লেম।

[বাবু পদ্মলোচন দত্ত ওরফে]

হঠাৎ অবতার

বাবু পদ্মলোচন ওরফে হঠাৎ অবতার ১১১২ সালে তাঁর মাতামহ নাউ-পাড়ামুখুলীর মিত্তিরদের বাড়ী জন্মগ্রহণ করেন। নাউপাড়ামুখুলী গ্রামখানি মন্দ নয়, অনেক কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের বাস আছে, গাঁয়ের জমিদার মজফফর খাঁ মোছলমান হয়েও গরু জবাই প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মে বিরত ছিলেন। মোল্লা ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই সমান দেখতেন—মানীর মান রাখতেন ও লোকের খাত্তির ও মেলামাস্তার গুণা কত্তেন না; ফরাসীতে তিনি বড় লায়েক ছিলেন, বাঙ্গলা ও উর্দ্দুতেও তাঁর দখল ছিল। মজফ্‌ফর খাঁ গাঁয়ের জমিদার ছিলেন বটে, কিন্তু ধোপা-নাপিত বন্ধ করা, হুঁকা মারা, ঢ্যালা ফ্যালা, বিয়ে ও গ্রাম ভাটীর হুকুম হাকাম ও নিষ্পত্তি করার ভার মিত্তিরবাবুদের উপরই দেওয়া হয়। পূর্ব্বে মিত্তিরবাবুদের বড় জলজলাট ছিল মধ্যে পরিবারের অনেকে মরে যাওরায় ভাগাভাগী ও বহু গোষ্ঠী নিবন্ধন কিঞ্চিৎ দৈন্যদশায় পড়তে হয়েছিল; কিন্তু পূর্ব্বোপেক্ষা নিঃস্ব হলেও গ্রামস্থ লোকদের কাছে মানের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয়নি।

পদ্মলোচনের জন্মদিনটি সামান্য লোকের জন্মদিনের মত অমনি যায়নি; সেদিন—হঠাৎ মেঘাড়ম্বর করে সমস্ত দিন অবিশ্রাম বৃষ্টি হয়—একটি সাপ আঁতুড় ঘরের দরজায় সমস্ত রাত্রি বসে ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ করে, আর বাড়ীর একটি পোষা টিয়ে পাখী হঠাৎ মরে গিয়ে দাঁড়ে ঝুলে থাকে। পদ্মলোচনের পিতামহী এ সকল লক্ষণ শুভ নিমিত্ত বিবেচনা করে, বড়ই খুসী হয়ে আপনার পর্ব্বার একখানি লালপেড়ে সাড়ী ধাইকে বক্সিস্‌ দেন। অভ্যাগত ঢুলি ও বাজন্দরেরাও একটি সিকি আর এক হাঁড়ি নারকেল লাড়ু পেয়েছিল! ক্রমে মহা আনন্দে আট্‌কৌড়ে সারা হলো, গাঁয়ের ছেলেরা "আট্‌কৌড়ে বাট্‌কৌড়ে ছেলে আছে ভাল, ছেলের বাবার দাড়িতে বসে হাগ" বলে কুলো বাজিয়ে আটকড়াই, বাতাসা ও এক এক চকচকে পয়সা নিয়ে, আনন্দে বিদেয় হলো। গোভাগাড় থেকে একটা মরা গরুর মাথা কুড়িয়ে এনে আঁতুড়ঘরের দরজায় রেখে 'দোরষষ্ঠী' বলে হলুদ ও দূর্ব্বো দিয়ে পূজো করা হলো। ক্রমে ১৫ দিন ২০ দিন, তক মাস সম্পূর্ণ হলে গাঁয়ের পঞ্চাননতলায় ষষ্ঠীর পুজো দিয়ে আঁতুড় ওঠান হয়।

ক্রমে পদ্মলোচন শুক্লতিথিগত চাঁদের মতন বাড়তে লাগলেন! গুলিদাণ্ডা, কপাটী কপাটী, চোর চোর, তেলি হাত পিছলে গেলি প্রভৃতি খেলায় পদ্মলোচন প্রসিদ্ধ হয়ে পড়লেন। পাঁচ

বছরে হাতে খড়ি হলো, গুরু মহাশয়ের ভয়ে পদ্মলোচন পুকুরপাড়ে, নলবনে ও বাঁশবাগানে লুকিয়ে থাকেন, পেট কামড়ানি ও গা বমি বমি প্রভৃতি অন্তঃশীলে রোগেরও অভাব রইলো না ; ক্রমে কিছুদিন এই রকমে যায়, একদিন পদ্মলোচনের বাপ মলেন, তাঁর মা আগুন খেয়ে গেলেন ; ক্রমে মাতামহ, মামা ও মামাতো ভেয়েরাও একে একে অকালে ও সময়ে মল্লেন ; সুতরাং মাতামহ মিত্তিরদের ভিটে পুরুষশূন্য প্রায় হলো। জমিজমাগুলি জয়কৃষ্ণের মত জমিদারে কতক গিলে ফেল্লে, কতক খাজনা না দেওয়ায় বিকিয়ে গেল ; সুতরাং পদ্মলোচনকে অতি অল্পবয়সে পেটের জন্যে অদৃষ্ট ও হাতযশের উপর নির্ভর কত্তে হলো। পদ্মলোচন কল্‌কেতায় এসে এক বাসাড়েদের বাসায় পেটভাতে ফাইফরমাস, কাপড় কোঁচানো ও লুচি ভাজা প্রভৃতি কর্ম্মে ভর্ত্তি হলেন—অবকাশ মত হাতটাও পাকান হবে—বিশেষতঃ কুঠেলরা লেখা-পড়া শেখাবেন, প্রতিশ্রুত হলেন!

পদ্মলোচন কিছুকাল ঐ নিয়মে বাসাড়েদের মনোরঞ্জন করতে লাগলেন, ক্রমে দু-এক বাবুর অনুগ্রহপাপ্তির প্রত্যাশায় মাথালে জায়গায় উমেদারী আরম্ভ কল্লেন। সহরের যে বড়মানুষের বৈঠকখানায় যাবেন, প্রায় সর্ব্বত্রই লোকারণ্য দেখতে পাবেন ; যদি ভিতরকার খবর ন্যান, তা হলে পাওনাদার, মহাজন, উঠনোওয়ালা দোকানদার, উমেদার, আইবুড়ো ও বেকার কুলীনের ছেলে বিস্তর দেখতে পাবেন—পদ্মলোচনও সেই ভিড়ের মধ্যে একটি বাড়লেন ; ক্রমে অষ্টপ্রহর ঘণ্টার গরুড়ের মত উমেদারিতে অনবরত এক বৎসর হাঁটাহাঁটি ও হাজিরের পর দুচারখানা সই-সুপারিসও হস্তগত হলো ; শেষে এক সদয়হৃদয় মুচ্ছুদ্দী আপনার হাউসে ওজোন-সরকারী কর্ম্ম দিলেন।

পদ্মলোচন কষ্টভোগের একশেষ করেছিলেন ; ভদ্রলোকের ছেলে হয়েও তাঁকে কাপড় কোঁচানো, লুচি ভাজা, বাজার করা, জল তোলা প্রভৃতি অপকৃষ্ট কাজ স্বীকার কত্তে হয়েছিল ; ক্রমশঃ লুচি ভাজতে ভাজতে ক্রমে লুচি ভাজায় তিনি এমনি তইরি হয়ে উঠলেন যে, তাঁর মত লুচি অনেক মেঠাইওয়ালা বামুনেও ভাজতে পাত্তো না! বাসাড়েরা খুসী হয়ে তাঁরে 'মেকর' খেতাব দেয় ; সুতরাং সেই দিন থেকে তিনি 'মেকর পদ্মলোচন দত্ত' নামে বিখ্যাত হলেন।

ভাষা কথায় বলে "যখন যার কপাল ধরে —যখন পড়তা পড়তে আরম্ভ হয়, তখন ছাইমুটো ধল্লে সোণামুটো হয়ে যায়।" ক্রমে পদ্মলোচন দত্তের শুভাদৃষ্ট ফলতে আরম্ভ হলো, মুচ্ছুদ্দী অনুগ্রহ করে শিপসরকারী কর্ম্ম দিলেন। সাহেবরাও দত্তজার চালাকী ও কাজের হুঁসিয়ারিতে সন্তুষ্ট হতে লাগলেন—পদ্মলোচন ততই সাহেবদের সন্তুষ্ট করবার অবসর খুঁজতে লাগলেন—একমনে সেবা কল্লে ভয়ঙ্কর সাপও সদয় হয় ; পুরাণে পাওয়া যায় যে, তপস্যা করে অনেকে হিন্দুদের ভূতের মত ভয়ানক দেবতাগুলোকেও প্রসন্ন করেছে! ক্রমে সায়েবরা পদ্মলোচনের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ভাল করবার চেষ্টায় রইলেন ; একদিন হাউসের সদরমেট কর্ম্মে জবাব দিলে সায়েবরা মুচ্ছুদ্দীকে অনুরোধ করে পদ্মলোচনকে সেই কর্ম্মে ভর্ত্তি কল্লেন!

পদ্মলোচন শিপসরকার হয়েও বাসাড়েদের আশ্রয় পরিত্যাগ করেন নি ; কিন্তু সদরমেট হয়ে সেখানে থাকা আর ভাল দেখায় না বলেই, অন্যত্র একটু জায়গা ভাড়া করে একখানি খোলার ঘর প্রস্তুত করে রইলেন। কিন্তু এ অবস্থায় তাঁরে অধিকদিন থাকতে হলো না। তাঁর অদৃষ্ট শীঘ্রই লুচির কোসকার মত ফুলে উঠলো—বের জল পেলে কনেরা যেমন ফেঁপে ওঠে, তিনিও তেমনি ফাঁপতে লাগলেন। ক্রমে মুচ্ছুদ্দীর সঙ্গে সায়েবদের বড় একটা বনিবনাও না হওয়ায় মুচ্ছুদ্দী কর্ম্ম ছেড়ে দিলেন, সুতরাং সায়েবদের অনুগ্রহধর পদ্মলোচন, বিনা ডিপজিটে মুচ্ছুদ্দী হলেন।

টাকায় সকলই করে! পদ্মলোচন মুচ্ছুদ্দী হবামাত্র অবস্থার পরিবর্ত্তন বুঝতে পাল্লেন। তার পরদিন সকালে খোলার ঘর বালাখানাকে ভ্যাংচাতে লাগলো—উমেদার, দালাল, প্যায়দা, গদিওয়ালা ও পাইকেরে ভরে গেল! কেউ পদ্মলোচনবাবুকে নমস্কার করে হাঁটুগেড়ে জোড়হাত করে কথা কয়, কেউ 'আপনার সোণার দোত কলম হোক' 'লক্ষপতি হোন' 'সম্বৎসরের মধ্যে পুত্তুর সন্তান হোক' 'অনুগতের হুজুর ভিন্ন গতি নাই' প্রভৃতি কথায় পদ্মলোচনকে তুঁদুলে পাঁউরুটী হতেও ফোলাতে লাগলেন—ক্রমে দুরবস্থা দুষ্কর লোচ্চার মত মুখে কাপড় দিয়ে লুকুলেন—অভিমানও অহঙ্কারে ভূষিতা হয়ে সৌভাগ্যযুবতী বারাঙ্গনা সেজে তাঁরে আলিঙ্গন কল্লেন, হুজুকদারেরা আজকাল 'পদ্মলোচনকে পায় কে' বলে ঢ্যাঁরা পিটে দিলেন, প্রতিধ্বনি রেও বামুন, অগ্রদানী ও গাইয়ে বাজিয়ে সেজে এই কথাটি সর্ব্বত্র ঘোষণা করে বেড়াতে লাগলেন—সহরে টি টি হয়ে গেল—পদ্মলোচন একজন মস্ত লোক।

কল্‌কেতা সহরে কতকগুলি বেকার জয়কেতু আছেন। যখন যার নতুন বোলবোলাও হয়, তখন তাঁরা সেইখানে মেশেন, তাঁকেই জগতের শ্রেষ্ঠ দেখান ও অনন্যমনে তাঁরই উপাসনা করেন, আবার যদি তাঁর চেয়ে কেউ উঁচু হয়ে পড়েন, তবে তাঁরে পরিত্যাগ করে উঁচুর দলে জমেন; আমরা ছেলেবেলা বুড়ো ঠাকুরমার কাছে 'ছাদন দড়ি ও গোদা নড়ির' গল্প শুনেছিলাম, এই মহাপুরুষেরা ঠিক সেই 'ছাদন দড়ি গোদা নড়ি।' গল্পে আছে, রাজপুত্তুর জিজ্ঞাসা কল্লেন, "ছাদন দড়ি গোদা নড়ি! এখন তুমি কার? —না আমি যখন যার তখন তার!" তেমনি হুতোমপ্যাঁচা বলেন, সহরে জয়কেতুরাও যখন যার তখন তার!!

জয়কেতুরা ভদ্রলোকের ছেলে, অনেকে লেখাপড়াও জানেন; তবে কেউ কেউ মূর্ত্তিমতী মা। এঁদের অধিকাংশই পৌত্তলিক, কুলীন বামুন, কায়স্থ কুলীন, বেকার, পেনশনে ও ব্রকোদই বিস্তর! বহুকালের পর পদ্মলোচনবাবু কল্‌কেতা সহরে বাবু বলে বিখ্যাত হন; প্রায় বিশ বৎসর হলো সহরের হঠাৎ বাবুর উপসংহার হয়ে যায়, তন্নিবন্ধন 'জয়কেতু' 'মোসাহেব' 'ওস্তাদজী' 'ভড়জা' 'ঘোষজা' 'বোসজা' প্রভৃতি বরাখুরেরা জোয়ারের-বিষ্ঠার মত ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিলেন, সুতরাং এখন পদ্মলোচনের "তর্পণের কোশায়" জুড়াবার জায়গা পেলেন।

জয়কেতুরা ক্রমে পদ্মলোচনকে ফাঁপিয়ে তুল্লেন, পড়তাও ভাল চল্লো—পদ্মলোচন অ্যাম্বিসনের দাস হলেন, হিতাহিত বিবেচনা দেনদার বাবুদের মত গা ঢাকা হলেন। পদ্মলোচন প্রকৃত হিন্দুর মুখোস পরে সংসার-রঙ্গভূমিতে নাবলেন;—ব্রাহ্মণের পার্দ্ধুলো খান—পা চাটেন—দলাদলির ও হিন্দুধর্ম্মের ঘোঁট করেন—ঠাকরুণ বিষয় ও সখীসংবাদ গাওনার পক্ষে প্রকৃত ষ্টীংপেপার; পদ্মলোচনের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ! বৈঠকখানায় ব্রাহ্মণ অধ্যাপক ধরে না, মিউটিনীর সময়ে গবর্ণমেণ্ট যেমন দোচোখোব্রত ভলেন্‌টীয়ার জুটিয়েছিলেন, পদ্মলোচন বাবু হয়ে সেইরূপ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সংগ্রহ কত্তে বাকি রাখলেন না! এসিয়াটিক সোসাইটীর মিউজিয়মের মত বিবিধ আশ্চর্য্য জীব একত্র কল্লেন—বেশীর ভাগ জ্যান্ত!!

বাঙ্গালী বদমায়েস ও দুর্ব্বুদ্ধির হাতে টাকা না থাকলে সংসারের কিছুমাত্র ক্ষতি কত্তে পারে না, বদমায়েসী ও টাকা একত্র হলে হাতী পর্য্যন্ত মারা পড়ে, সেটি বড় সোজা ব্যাপার নয়, শিবকেষ্টো বাঁড়ুয্যে পর্য্যন্ত যাতে মারা যান! পদ্মলোচনও পাঁচজন কুলোকের পরামর্শে বদমায়েসী আরম্ভ কল্লেন—পৃথিবীর লোকের নিন্দা করা, খোঁটা দেওয়া বা টিট্‌কারী করা তাঁর কাজ হলো; ক্রমে তাতেই তিনি এমনি চোড়ে উঠলেন যে, শেষে আপনাকে আপনি অবতার বলে বিবেচনা কত্তে লাগলেন; পারিষদেরা অবতার

বলে তাঁর স্তব কত্তে লাগলো ; বাজে লোকে 'হঠাৎ অবতার' খেতাব দিলে—দর্শক ভদ্দর লোকেরা এই সকল দেখে শুনে অবাক হয়ে ক্ল্যাপ দিতে লাগলেন।

পদ্মলোচন যথার্থ ই মনে মনে ঠাউরেছিলেন যে, তিনি সামান্য মনুষ্য নন, হরি হরি, নয় পীর কিম্বা ইহুদিদের ভাবী মেসায়া !—তারই সফলতা ও সার্থকতার জন্য পদ্মলোচন বুজরুকী পর্য্যন্ত দেখাতে ক্রটী করেন নাই।

বিলাতী জিজেস্ক্রাইষ্ট এক টুকরো রুটিতে একশ লোক খাইয়েছিলেন—কানা ও খোঁড়া ফুঁয়ে ভাল কত্তেন ! হিন্দু মতের কেষ্টও পূতনা বধ, শকটভঞ্জন প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্য করেছিলেন। পদ্মলোচন আপনারে অবতার বলে মানাবার জন্যে সহরে হুজুক তুলে দিলেন যে, "তিনি একদিন বারো জনের খাবার জিনিসে একশ লোক খাইয়ে দিলেন।" কাণা খোঁড়ারা সর্ব্বদাই হাতাবেড়ীর ধ্বজবজ্রাঙ্কুশযুক্ত পদ্মহস্ত পাবার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকেন, বুড়ী বুড়ী মাগীরা ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে নিয়ে 'হাতবুলানো' পাইয়ে আনে, পদ্মলোচন এইরূপ নানাবিধ বুজরুকী প্রকাশ কত্তে লাগলেন। এই সকল শুনে চতুস্পাঠীওয়ালা মহাপুরুষেরা মড়কের শকুনির মত নাচতে লাগলেন—টাকার এমনি প্রতাপ যে, চন্দ্রকে দেখে রত্নাকর সাগরও কেঁপে ওঠেন—অন্যের কি কথা ! ময়রার দোকানে যত রকমারি মাছি, বসন্তি বোলতা আর ভোঁভূয়ে ভোমরা দেখা যায়, বইয়ের দোকানে তার কটা থাকে সেথায় পদার্থহীন উই পোকার—আন্‌সাড়ে আরুসুলার দল, আর দু একটা গোড়িমওয়ালা ফচকে নেংটি ইঁদুর মাত্র !

হঠাৎ টাকা হলে মেজাজ যে রকম গরম হয়, এক দম গাঁজাতেও সে রকম হয় না, 'হঠাৎ অবতার' হয়েও পদ্মলোচনের আশা নিবৃত্ত হবে তারও সম্ভাবনা কি ? কিছু দিনের মধ্যে পদ্মলোচন কলকেতা সহরের একজন প্রধান হিন্দু হয়ে পড়েন তিনি হাই তুল্লে হাজার তুড়ি পড়ে—তিনি হাঁচলে জীব জীব জীব শব্দে ঘর কেঁপে উঠে ! 'ওরে ওরে ওরে !' 'হুজুর' ও 'যো হুকুমের', হল্লা পড়ে গেল, ক্রমে সহরের বড় দলে খবর হলো যে, কলকেতার ন্যাচরাল হিষ্টীর দলে একটি নম্বরে বাড়লো।

ক্রমে পদ্মলোচন নানা উপায়ে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় কত্তে লাগলেন, অবস্থার উপযুক্ত একটি নতুন বাড়ী কিনলেন, সহরের বড়মানুষ হলে যে সকল জিনিসপত্র ও উপাদানের আবশ্যক, সভাস্থ আত্মীয় ও মোসাহেবেরা ক্রমশঃ সেই সকল জিনিস সংগ্রহ করে ভাণ্ডার ও উদর পুরে ফেল্লেন ; বাবু স্বয়ং পছন্দ করে (আপন চক্ষে স্বর্বর্ণ বর্ষে) একটি অবিদ্যাও রাখলেন।

বেশ্যাবাজীটি আজকাল এ সহরে বাহাদুরীর কাজ ও বড়মানুষের এলবাত পোষাকের মধ্যে গণ্য। অনেক বড়মানুষ বহুকাল হলো মরে গেচেন, কিন্তু তাঁদের রক্ষিতার বাড়ীগুলি আজও মনুমেণ্টের মত তাঁদের স্মরণার্থে রয়েচে—সেই তেতলা কি দোতলা বাড়ীটি ভিন্ন তাঁদের জীবনে আর এমন কিছু কাজ হয় নি, যা দেখে সাধারণে তাঁদের স্মরণ করে। কলকেতার অনেক প্রকৃত হিন্দু দলপতি ও রাজারাজড়ারা রাত্রে নিজ বিবাহিত স্ত্রীর মুখ দেখেন না। বাড়ীর প্রধান আমলা, দাওয়ান মুচ্ছুদ্দিরা যেমন হুজুরদের হয়ে বিষয় কর্ম্ম দেখেন—স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের ভারও তাঁদের উপর আইন মত অর্শায়, সুতরাং তাঁরা ছাড়বেন কেন ? এই ভয়ে কোন কোন বুদ্ধিমান স্ত্রীকে বাড়ীর ভিতরের ঘরে পুরে চাবি বন্ধ করে বাইরের বৈঠকখানায় সারা রাত্রি অবিদ্যা নিয়ে আমোদ করেন, তোপ পড়ে গেলে ফর্‌সা হবার পূর্ব্বে গাড়ী বা পাল্কী করে বিবিসাহেব বিদায় হন—বাবু বাড়ীর ভিতর গিয়ে শয়ন করেন।—স্ত্রীও চাবি হতে পরিত্রাণ পান। ছোক্‌রাগোছের কোন কোন বাবুরা বাপ-মার ভয়ে আপনার শোবার ঘরে স্ত্রীকে একাকিনী ফেলে আপনি বেরিয়ে যান ; মধ্য রাত্রি কেটে গেলে বাবু আমোদ লুটে ফেরেন ও বাড়ীতে

এসে চুপি চুপি শোবার ঘরের দরজায় ঘা মারেন, দরজা খোলা পেলে বাবু শয়ন করেন। বাড়ীর আর কেউই টের পায় না যে, বাবু রাত্রে ঘরে থাকেন না। পাঠকগণ! যারা ছেলে বেলা থেকে "ধর্ম্ম যে কার নাম, তা শোনে নি, হিতাহিত বিবেচনার সঙ্গে যাদের সুদূর সম্পর্ক, কতকগুলি হতভাগা মোসাহেবই যাদের হাল" তারা যে এই রকম পশুবৎ কদাচারে রত থাকবে, এ বড় আশ্চার্য্য নয়! কলকেতা সহর এই মহাপুরুষদের জন্য বেশ্যাসহর হয়ে পড়েছে, এমন পাড়া নাই, যেখানে অন্ততঃ দশ ঘর বেশ্যা নাই, হেতায় প্রতি বৎসর বেশ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্চে বই কমচে না। এমন কি, এক জন বড়মানুষের বাড়ীর পাশে একটি গৃহস্থের সুন্দরী বউ কি মেয়ে বার কল্লবার যো নাই, তা হলে দশ দিনেই সেই সুন্দরী টাকা ও সুখের লোভে কুলে জলাঞ্জলি দেবে—যত দিন সুন্দরী বাবুর মনস্কামনা পূর্ণ না করবে, তত দিন দেখতে পাবেন, বাবু অষ্ট প্রহর বাড়ীর ছাদের উপর কি বারান্দাতেই আছেন, কখন হাসচেন, কখন টাকার তোড়া নিয়ে ইসারা কোরে দেখাচ্চেন। এ ভিন্ন মোসাহেবদেরও নিস্তার নাই; তাঁরা যত দিন তাঁরে বাবুর কাছে না আনতে পারেন, ততদিন মহাদায়গ্রস্ত হয়ে থাকতে হবে, হয় ত সে কালের নবাবদের মতে "জান বাচ্চা এক গাড়" হবার হুকুম হয়েচে! ক্রমে কলে কৌশলে সেই সাধ্বী স্ত্রী বা কুমারীর ধর্ম্ম নষ্ট করে শেষে তাড়িয়ে দেওয়া হবে—তখন বাজারে কশব করাই তার অনন্যগতি হয়ে পড়ে! শুধুই এই নয় সহরের বড়মানুষেরা অনেকে এমনি লম্পট যে স্ত্রী ও রক্ষিতা মেয়েমানুষ-ভোগেও সন্তুষ্ট নন, তাতেও সেই নরাধম রাক্ষসদের কাম-ক্ষুধাও নিবৃত্তি হয় না—শেষে আত্মীয়া যুবতীরাও তাঁর ভোগে লাগে।—এতে কত সতী আত্মহত্যা করে, বিষ খেয়ে এই মহাপাপীদের হাত এড়িয়েচে। আমরা বেশ জানি, অনেক বড়মানুষের বাড়ী মাসে একটি করে ভ্রূণহত্যা হয় ও রক্তকম্বলের শিকড়, চিতের ডাল ও করবীর ছালের নুন-তেলের মত উঠনো বরাদ্দ আছে। যেখানে হিন্দুধর্ম্মের অধিক ভড়ং, যেখানে দলাদলির অধিক ঘোঁট ও ভদ্রলোকের অধিক কুৎসা, প্রায় সেখানেই ভিতর বাগে উদোম এলো, কিন্তু বাইরে পাদে গেরো!

হায়! যাদের জন্মগ্রহণে বঙ্গভূমির দুরবস্থা দূর হবার প্রত্যাশা করা যায়, যারা প্রভূত ধনের অধিপতি হয়ে স্বজাতি, সমাজ ও বঙ্গভূমির মঙ্গলের জন্য কায়মনে যত্ন নেবে, না সেই মহাপুরুষেরাই সমস্ত ভয়ানক দোষ ও মহাপাপের আকর হয়ে বসে রইলেন; এর বাড়া আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে? আজ একশ বৎসর অতীত হলো, ইংরাজেরা এ দেশে এসেছেন, কিন্তু আমাদের অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হয়েছে? সেই নবাবী আমলের বড়মানষী কেতা, সেই পাকান কাচা, সেই কোঁচান চাদর, লপেটা জুতো ও বাবরী চুল আজও দেখা যাচ্চে; বরং গৃহস্থ মধ্যস্থ লোকের মধ্যে পরিবর্ত্তন দেখা যায়, কিন্তু আমাদের হুজুরেরা যেমন, তেমনই রয়েচেন। আমাদের ভরসা ছিল, কেউ হঠাৎ বড়মানুষ হলে রিফাইণ্ড গোচের বড়মানষীর নজীর হবে, কিন্তু পদ্মলোচনের দৃষ্টান্তে আমাদের সে আশা সমূলে নির্ম্মূল হয়ে গেল —পদ্মলোচন আবার কফিনচোরের ব্যাটা ম্যকমারা হয়ে পড়লেন, কফিনচোর মরা লোকের কাপড় চুরি কত্তো মাত্র - অবিদ্যা রেখে অবধি পদ্মলোচন স্ত্রীর সহবাস পরিত্যাগ কল্লেন, স্ত্রী চরে খেতে লাগলেন। পূর্ব্ব সহবাস বা তাঁর হাতযশে পদ্মলোচনের গুটি চার ছেলে হয়েছিল; ক্রমে জ্যেষ্ঠটি বড় হয়ে উঠলো, সুতরাং তার বিবাহে বিলক্ষণ ধূমধাম হবার পরামর্শ হতে লাগলো!

ক্রমে বড়বাবুর বিয়ের উজ্জুগ হতে লাগলো; ঘটক ও ঘটকীরা বাড়ী বাড়ী মেয়ে দেখে বেড়াতে লাগলেন—"কুলীনের মেয়ে, দেখতে পরমা সুন্দরী হবে, দশ টাকা যোত্তর থাকবে" এমনটি শীগ্‌গির জুটে ওঠা সোজা কথা নয়। শেষে অনেক বাছা-গোছা ও দেখা-শুনার পর সহরের আগড়োম ভোঁম সিঙ্গির লেনের আত্মারাম মিত্তিরের পৌত্তুরীরই ফুল ফুটলো! আত্মারামবাবু খাস হিন্দু, কাপ্তেনীর

কর্ম্মে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় করেছিলেন, আত্মারামবাবুর সংসারও রাবণের সংসার বল্লে হয়—সাত সাতটি রোজগেরে ব্যাটা, পরীর মত পাঁচ মেয়ে, আর গড়ে গুটি চল্লিশ পৌত্তুর পৌত্তুরী ; এ সওয়ায় ভাগ্নে, জামাই কুটুম্বসাক্ষাৎ বাড়ীতে গিজ গিজ করে,—সুতরাং সর্ব্বগুণাক্রান্ত আত্মারাম পদ্মলোচনের বেয়াই হবার উপযুক্ত স্থির হলেন। শুভলগ্নে মহা আড়ম্বর করে লগ্নপত্রে বিবাহের দিন স্থির হলো ; দলস্থ সমুদায় ব্রাহ্মণেরা মর্য্যাদামত পত্রের বিদেয় পেলেন, রাজভাট ও ঘটকেরা ধন্যবাদ দিতে চল্লো ; বিয়ের ভারী ধুম ! সহরে হুজুক উঠলো পদ্মলোচনবাবুর ছেলের বিয়ের পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ—গোপাল মল্লিক ছেলের বিয়েতে খরচ করেছিলেন বটে, কিন্তু এতো নয়।

দিন আসচে দেখতে দেখতেই এসে পড়ে। ক্রমে বিবাহের দিন ঘনিয়ে এলো—বিয়েবাড়ীতে নহবৎ বসে গেল। অধ্যক্ষ ভট্টাচায্যি ও দলস্থদের ঘোঁট বাদন সুরু হলো—ত্রিশ হাজার জোড়া শাল, সোণার লোহা ও ঢাকাই সাড়ী দু লক্ষ সামাজিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদলে বিতরণ হলো ; বড়মানুষদের বাড়ীতেও শাল ও সোণাওয়ালা লোহা, ঢাকাই কাপড়, গেলা কন্দক, গোলাব ও আতর, এক এক জোড়া শাল সওগাদ পাঠান হলো। কেউ আদর করে গ্রহণ কল্লেন কেউ কেউ বলে পাঠালেন যে, আমরা ঢুলি বা বাজন্দরে নই যে, শাল নেবো ! কিন্তু পদ্মলোচন হঠাৎ অবতার হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের মত আত্মবিস্মৃত হয়ে ছিলেন, সুতরাং সে কথা গ্রাহ্য কল্লেন না। পারিষদ, মোসাহেব ও বিবাহের অধ্যক্ষেরা বলে উঠলেন—বেটার অদৃষ্টে নাই।

এদিকে বিয়ের বাইনাচ আরম্ভ হলো, কোথাও রূপোর বালা লাল কাপড়ের তকমাধরা ও উর্দ্দী-পরা চাকরেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোথাও অধ্যক্ষেরা গড়ের বাজনা আনবার পরামর্শ কচ্চেন—কোথাও বরের সজ্জা তইরির জন্য দর্জ্জিরা একমনে কাজ কচ্চে—চারিদিকেই হৈ হৈ ও রৈ রৈ শব্দ ! বাবুর দেওয়া শালে সহরের অর্দ্ধেক লোকেই লালে লাল হয়ে গেল, ঢুলি ও বাজন্দরেরা তো অনেকের বিয়েতেই পুরাণ শাল পেয়ে থাকে, কিন্তু পদ্মলোচনের ছেলের বিয়ের ভদ্দর লোকেও শাল পেয়ে লাল হয়ে গেলেন !

১২ই পৌষ শনিবার বিবাহের লগ্ন স্থির হয়েছিল ! আজ ১২ই পৌষ, আজ বিবাহ। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি যে, সহরে ঢি ঢি পড়ে গিয়েছিল, "পদ্মলোচনের ছেলের বিয়ের পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ।" সুতরাং বিবাহের দিন বৈকাল হতে রাস্তায় ভয়ানক লোকারণ্য হতে লাগলো, পাহারাওয়ালারা অতি কষ্টে গাড়ীঘোড়া চলবার পথ করে দিতে লাগলো। ক্রমে সন্ধ্যার সময় বর বেরুলো ;—প্রথমে কাগজের ও অব্বরের হাতঝাড়, পাঞ্জা ও সিঁড়ি রাস্তার দু'পাশে চল্লো। ঐ রেশালার আগে আগে দুটি চলতি নবত ছিল ; তার পেছনে ঘোড়া দালান ও কাগজের পাহাড়ের উপর হরপার্ব্বতী, নন্দী, ষাঁড়, ভৃঙ্গী, সাপ ও নানারকম গাছ—তার পেছনে ঘোড়াপক্ষী, হাতীপক্ষী, উটপক্ষী, ময়ূরপক্ষীগুলির ওপরে বারোজন করে দাঁড়ি, মেয়ে ও পুরুষ সওদাগর সাজা ও দুটি করে ঢোল। তার আশে পাশে তক্তানামার উপর 'মগের নাচ' 'ফিরিঙ্গির নাচ' প্রভৃতি নানাপ্রকার সাজা সং ! তার পশ্চাৎ এক শ' ঢোল, চল্লিশটি জগঝম্প ও গুটি ষাইটেক ঢাক মায় রোষোনচৌকী—শানাই, ভোড়ং ও ভেঁপু—তার কিছু অন্তরে এক দল নিমখাস্তা রকমের চুনোগলীর ইংরেজী বাজনা। মধ্যে বাবুর মোসাহেব, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, পারিষদ, আত্মীয় ও কুটুম্বরা। সকলেরই এক রকম শাল, মাথায় রুমাল জড়ান, হাতে একগাছি ইষ্টিক, হঠাৎ বোধ হয় যেন এক কোম্পানী ডিজার্মড সেপাই ! এই দলের দুই ধারে লাল বনাতের খাশ গেলাস ও রূপোর ডাণ্ডিতে রেসমের নিসেনধরা তকমাপরা মুটে ও ক্ষুদে ক্ষুদে ছোঁড়ারা ; মধ্যে খোদ বরকর্ত্তা, গুরু-পুরোহিত, ঝুছালো বাছালো ভুঁড়ে ভুঁড়ে ভট্চাযি ও আত্মীয় অন্তরঙ্গরা ; এর পেছনে রাঙ্গামুখো ইংরেজী

ভাড়া করে মাহেশ যেতেন; গঙ্গার বাচখেলা হতো। স্নানযাত্রার পর রাত্তির ধরে খেমটা ও বাইয়ের হাট লেগে যেতো! কিন্তু এখন আর সে আমোদ নাই—সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই—কেবল ছুতোর, কাঁসারি, কামার ও গন্ধবেণে মশাইরা যা রেখেচেন! মধ্যে মধ্যে ঢাকা অঞ্চলের দু চার জমিদারও স্নানযাত্রার মান রেখে থাকেন; কোন কোন ছোকরাগোছের নতুন বাবুরাও স্নানযাত্রায় আমোদ করেন বটে!

ক্রমে সে দিনটি দেখতে দেখতে এল। ভোর না হতে হতেই গুরুদাসের ইয়াররা সেজে গুজে তইরি হয়ে তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। গোপাল এক জোড়া লাল রঙ্গের এষ্টকীং (মোজা) পায়ে দিয়েছিলেন, পেতলের বড় বড় বোতাম দেওয়া সবুজ রঙ্গের একটি কতুই ও গুলদার ঢাকাই উড়ুনী তার গায়ে ছিল; আর একটি বিলিতী পেতলের শিল-আংটিও আঙ্গুলে পরেছিলেন—কেবল তাড়াতাড়িতে জুতো-জোড়াটি কিন্‌তে পারেন নাই বলেই শুধু পায়ে আসা হয়েচে। নবীনের ফুল্‌দার ঢাকাইখানি বহুকাল ধোপার বাড়ী যায় নি, তাতেই যা একটু ময়লা বোধ হচ্ছিলো, নতুবা তাঁর চার আঙ্গুল চ্যাটালো কালাপেড়ে ধোপদস্ত ধূতিখানি সেই দিন মাত্র পাটভাঙ্গা হয়েছিল—মেরজাইটিও বিলক্ষণ ধোবো ছিল। ব্রজর সম্প্রতি ইয়ার্ডে কর্ম্ম হয়েচে, বয়সও অল্প, সুতরাং আজও ভাল কাপড়-চোপড় করে উঠতে পারেন নি, কেবল গত বৎসর পূজার সময়ে তাঁর আই, নাসিকে দিয়ে, যে ধুতি-চাদর কিনে দেয়, তাই পরে এসেছিলেন; সেগুলি আজও কোরা থাকায় তারে দেখতে বড় মন্দ হয় নি। আরো তাঁর ধুতি চাদরর সেট নতুন বল্লেই হয়—বল্‌তে কি তিনি তো বেশীদিন পরেন নি, কেবল পূজোর সময়ে সপ্তমী পূজোর দিন পরে গোকুল দাঁয়ের প্রতিমে দেখতে গিয়েছিলেন—ভাসান দেখতে যাবার সময়ে একবার পরেন আর হাটখোলার যে সেই ভারী বারোইয়ারী পূজো হয়, তাতেই একবার পরে গোপালে উড়ের যাত্রা শুনতে গেছলেন—তা ছাড়া অমনি সিকের উপোর হাঁড়ির মধ্যে তোলাই ছিল।

ইয়ারেরা আস্‌বামাত্র গুরুদাস বিছানা থেকে উঠে দাওয়ায় বস্‌লেন। নবীন, গোপাল ও ব্রজ খুঁটি ঠ্যাসান দিয়ে উবু হয়ে বসলেন। গুরুদাসের মা চক্‌মকী, শোলা, টিকে ও তামাকের মেটে বাক্সটি বার করে দিলেন। নবীন চক্‌মকী ঠুকে টিকে ধরিয়ে তামাক সাজলেন। ব্রজ পাতকো-তলা থেকে হুঁকোটি ফিরিয়ে এনে দিলেন; সকলেরই এক একবার তামাক খাওয়া হলো! গুরুদাস তামাক খেয়ে হাত-মুখ-ধুতে গেলেন; এমন সময় ঝম্ ঝম্ করে এক পসলা বৃষ্টি এলো। উঠানের ব্যাংগুলো থপ্ থপ্ করে নাপাতে নাপাতে দাওয়ায় উঠতে লাগলো, নবীন, গোপাল, ব্রজ তারই তামাসা দেখতে লাগলেন। নবীন একটা সখের গাওনা জুড়ে দিলেন—

"সখের বেদিনী বলে কে ডাকলে আমারে।"

বর্ষাকলের বৃষ্টি, মানুষের অবস্থার মত অস্থির! সর্ব্বদাই হচ্চে যাচ্চে তার ঠিকানা নাই। ক্রমে বৃষ্টি থেমে গেল। গুরুদাসও মুখ-হাত ধুয়ে এসেই মারে খাবার দিতে বল্লেন। ঘরে এমন তইরি খাবার কিছুই ছিল না, কেবল পান্তাভাত আর তেঁতুল-দেওয়া মাছ ছিল, তাঁর মা তাই চারিখানি মেটে খোরায় বেড়ে দিলেন; গুরুদাস ও তাঁর ইয়ারেরা তাই বহুমান করে খেলেন।

পূর্ব্বে স্থির হয়েছিল রাত্তিরের জোয়ারেই যাওয়া হবে; কিন্তু স্নানযাত্রাটি যে রকম আমাদের পরব, তাতে রাত্তিরের জোয়ারে গেলে স্নানযাত্রার দিন বেলা দুপুরের পর মাহেশ পৌঁছুতে হয়, সুতরাং দিনের জোয়ারে যাওয়াই স্থির হলো।

বাজনা, সাজা সায়েব-তুরুক-সওয়ার, বরের ইয়ারবক্স, খাস দরওয়ানরা, হেড খানসামা ও রূপোর সুখাসনখানির চারিদিকে মায় বাতি বেললণ্ঠন টাঙ্গান, মাথে রূপোর দশডেলে বসান ঝাড়, দুই পাশে চামরধরা দুটো ছোঁড়া; শেষে বরের তোরঙ্গ, প্যাঁটরা, বাড়ীর পরামাণিক, সোনার দানা গলায় বুড়ী বুড়ী গুটীকত দাসী ও বাজে লোক; তার পেছনে বরযাত্রীর গাড়ীর সার—প্রায় সকলগুলির উপর এক এক চাকর ডবল বাতিদেওয়া হাত লণ্ঠন ধরে বসে যাচ্চে।

ব্যাণ্ড, ঢাক, ঢোল ও নাগরার শব্দে, লোকের রল্লা ও অধ্যক্ষদের মিচিলের চীৎকারে কল্‌কেতা কাঁপতে লাগলো; অপর পাড়ার লোকেরা তাড়াতাড়ি ছাতে উঠে মনে কল্লে এদিকে ভয়ানক আগুন লেগে থাকবে। রাস্তার দুধারি বাড়ীর জানালা ও বারাণ্ডা লোকে পুরে গেল। বেশ্যারা "আহা দিব্বি ছেলেটি যেন চাঁদ!" বলে প্রশংসা কত্তে লাগলো। হুতোমপ্যাঁচা অন্তরীক্ষ থেকে নক্সা নিতে লাগলেন। ক্রমে বর কনের বাড়ী পৌঁছিল। কন্যাকর্ত্তারা আদর সম্ভাষণ করে বরযাত্তোরদের অভ্যর্থনা কল্লেন—পাড়ার মৌতাতি বুড়ো ও বওয়াটে ছোঁড়ারা গ্রামভাটির জন্য বরকর্ত্তাকে ঘিরে দাঁড়ালো—বর সভায় গিয়ে বসলো, ঘটকেরা ছড়া পড়তে লাগলো, মেয়েরা বারাণ্ডা থেকে উঁকি মাত্তে লাগলো, ঘটকেরা মিত্তিরবাবুর কুলজী আউড়ে দিলে; মিত্তিরবাবু কুলীন, সুতরাং বল্লালী রেজেষ্টারীতে তাঁর বংশাবলী রেজেষ্টারী হয়ে আছে, কেবল দত্তবাবুর বংশাবলীটি বানিয়ে নিতে হয়।

ক্রমে বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীরা সাপ্টা জলপান করে বিদেয় হলেন। বর স্ত্রী-আচারের জন্য বাড়ীর ভিতর গেলেন। ছাদনাতলায় চারিটি কলাগাছের মধ্যে আল্পনা দিয়ে একটি পিঁড়ে রাখা হয়েছিল, বর চোরের মত হয়ে সেইখানে দাঁড়ালেন, মেয়েরা দাঁড়া-গুয়া পান বরণডালা, মঙ্গলের ভাঁড়ওয়ালা কুলো ও পিদ্দিম দিয়ে বরণ কল্লেন, শাঁখবাজানো ও উলু উলুর চোটে বাড়ী সরগরম হয়ে উঠলো; ক্রমে মায় শাশুড়ী এয়োরা সাতবার বরকে প্রদক্ষিণ কল্লেন—শাশুড়ী বরের হাতে মাকু দিয়ে বল্লেন, "হাতে দিলাম মাকু একবার ভ্যা কর তো বাপু!" বর কনেজ বর, আড়চোখে এয়োদের পানে তাকাচ্ছিলেন ও মনে মনে লঙ্কা ভাগ কচ্ছিলেন, সুতরাং "[illegible]নে কল্লেন" বল্লেন—শালাজেরা কান মলে দিলে, শালীরা গালে ঠোনা মাল্লে। শেষে গুড়চাল [illegible]তাক, অযুদ বিযুদ ফুরুলে, উচ্ছুগ্‌গু করবার জন্য কনেকে দালানে নিয়ে যাওয়া হলো। শাস্ত্রমত [illegible] পিঁড়ে কনে উচ্ছুগ্‌গু হলেন, পুরুত ও ভট্টাচার্য্যেরা সন্দেশের সরা নিয়ে সল্লেন; বরকে বাসরে [illegible]ওয়া হলো। বাসরটিতে আমাদের চূড়ান্ত হয়। আমরা তো অ্যাতো বুড়ো হয়েছি, তবু [illegible] বাসরের আমোদটি মনে পড়লে, মুখ দে লাল পড়ে ও আবার বিয়ে কর্ত্তে ইচ্ছে হয়।

ক্রমে বাসরের আমোদের সঙ্গেই কুমুদিনী অস্ত গেলেন। কমলিনীর হৃদয়রঞ্জন প্রকৃত তেজীয়ান হয়েও যেন তাঁর মানভঞ্জনের জন্যই কোমলভাব ধারণ করে উদয় হলেন। কমলিনী নাথের তাদৃশ দুর্দ্দশা দেখেই যেন সরোবরের মধ্যে হাসতে লাগলেন; পাখীরা "ছি ছি! কামোন্মত্তদের কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান থাকে না;" বলে চেঁচিয়ে উঠলো! বায়ু মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসতে লাগলেন—দেখে ক্রোধে সূর্য্যদেব নিজ মূর্ত্তি ধারণ কল্লেন; তাই দেখে পাখীরা ভয়ে দূর-দূরান্তরে পালিয়ে গেল। বিয়েবাড়ীতে বাসি বিয়ের উজ্জুগ হতে লাগলো। হলুদ ও তেল মাখিয়ে বরকে কলাতলায় কনের সঙ্গে নাওয়ান হলো, বরণডালায় বরণ ও কতক তুকতাকের পর বর-কনের গাঁটছড়া কিছুক্ষণের পর খুলে দেওয়া হলো।

এদিকে ক্রমে বরযাত্রী ও বরের আত্মীয়-কুটুম্বরা জুটতে লাগলেন। বৈকালে পুনরায় সেই রকম মহাসমারোহে বর-কনেকে বাড়ী নে যাওয়া হলো। বরের মা বর-কনেকে বরণ করে ঘরে নিলেন! এক

কড়া দুধ দরজার কাছে আগুনের ওপর বসান ছিল, কনেকে সেই দুধের কড়াটি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো "মা! কি দেখ্‌চো? বল যে আমার সংসার উৎলে পড়চে দেখছি।" কনেও মনে মনে তাই বল্লেন। এ সওয়ায় পাঁচ গিন্নীতে নানা রকম তুকতাক কল্লে পর বর-কনে জিরুতে পেলেন; বিয়েবাড়ীর কথঞ্চিৎ গোল চুকলো—ঢুলিরা বেনো মদ খেয়ে আমোদ কত্তে লাগলো। অধ্যক্ষেরা প্রলয় হিন্দু; সুতরাং একটা একটা আগাতোলা দুর্গোমণ্ডা ও এক ঘটী গঙ্গাজল খেয়ে বিছানায় আড় হলেন—বর কনে আলাদা আলাদা শুলেন—আজ একত্রে শুতে নাই, বে-বাড়ীর বড়গিন্নীর মতে আজকের রাত—কালরাত্তির।

শীতকালের রাত্রি শীগ্‌গির যায় না। এক ঘুম, দু ঘুম, আবার প্রস্রাব করে শুলেও বিলক্ষণ এক ঘুম হয়। ক্রমে গুড়ুম করে তোপ পড়ে গেলো—প্রাতঃস্নানের মেয়েগুলো বকৃতে বকৃতে রাস্তা মাথায় করে যাচ্চে—বুড়ো বুড়ো ভট্‌চাযিরা স্নান করে "মহিম্নঃ পারন্তে" মহিম্নস্তব আওড়াতে আওড়াতে চলেচেন। এদিকে পদ্মলোচন অবিস্তার বাড়ী হতে বাড়ী এলেন; আজ তাঁর নানা কাজ! পদ্মলোচন প্রত্যহ সাত আট্টার সময় বেশ্যালয় থেকে উঠে আসেন, কিন্তু আজ কিছু সকালে আসতে হয়েছিল। সহরের অনেক প্রকৃত হিন্দু বুড়ো বুড়ো দলপতির এক একটি জলপাত্র আছে এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলেচি; এদের মধ্যে কেউ রাত্রি দশটার পর শ্রীমন্দিরে যান একেবারে সকাল বেলা প্রাতঃস্নান করে টিপ, তেলক ও ছাপা কেটে গীতগোবিন্দ ও তসর পরে হরিনাম কত্তে কত্তে বাড়ী ফেরেন—হঠাৎ লোকে মনে কত্তে পারে শ্রীযুত গঙ্গাস্নান করে এলেন। কেউ কেউ বাড়ীতেই প্রিয়তমাকে আনান; সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হলে ভোরের সময় বিদেয় দিয়ে স্নান করে পূজা কত্তে বসেন—যেন রাত্তিরের তিনি নন—পদ্মলোচনও সেই চাল ধরেছিলন।

ক্রমে আত্মীয় কুটুম্বেরাও এসে জমলেন, মোসাহেবেরা "হুজুর! কল্‌কেতায় এমন বিয়ে হয় নি—হবে না" বলে বাবুর ল্যাজ কোলাতে লাগলেন। ক্রমে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ফুলশয্যার তত্ত্ব এলো, পদ্মলোচন মহাসমাদরে কনের বাড়ীর চাকর-চাকরাণীদের যত্ন অভ্যর্থনা কল্লেন, প্রত্যেককে একটি করে টাকা ও একখানি করে কাপড় বিদেয় দিলেন। দলস্থ ও আত্মীয়েরা কিছু কিছু করে অংশ পেলেন। বাকী ঢুলী ও রেশালার লোকেরা বক্সিস পেয়ে, বিদেয় হলো; কোন কোন বাড়ীর গিন্নীরা সামগ্রী পেয়ে হাঁড়ি পূরে শিকেয় টাঙ্গিয়ে রাখলেন; অধিক অংশ পচে গেল, কতক বেরালে ও ইঁদুরে খেয়ে গেল, তবু গিন্নীরা পেট ভরে খেতে কি কারেও বুক বেঁধে দিতে পাল্লেন না—বড়মানুষদের বাড়ীর গিন্নীরা প্রায়ই এই রকম হয়ে থাকেন, ঘরে জিনিষ পচে গেলেও লোকের হাতে তুলে দিতে মায়া হয়; শেষে পচে গেলে মহারাণীর খানায় ফেলে দেওয়া হয়, সেও ভাল। কোন কোন বাবুরও এ স্বভাবটি আছে, সহরের এক বড়মানুষের বাড়ীতে দুর্গাপূজার সময়ে নবমীর দিন গুটি ষাইটেক পাঁঠা বলিদান হয়ে থাকে; পূর্ব্ব পরম্পরায় সেগুলি সেই দিনেই দলস্থ ও আত্মীয়েরা বাড়ী বিতরিত হয়ে আসচে। কিন্তু আজকাল সেই পাঁঠাগুলি নবমীর দিন বলিদান হলেই গুদোমজাত হয়; পূজার গোল চুকে গেলে, পূর্ণিমার পর সেইগুলি বাড়ী বাড়ী বিতরণ হয়ে থাকে, সুতরাং ছয় সাত দিনের মরা পচা পাঁঠা কেমন উপাদেয়, তা পাঠক! আপনিই বিবেচনা করুন। শেষে গ্রহীতাদের সেই পাঁঠা বিদেয় কত্তে ঘর হতে পয়সা বার কত্তে হয়! আমরা যে পূর্ব্বে আপনাদের কাছে সহরের সর্দ্দার মূর্খের গল্প করেচি ইনিই তিনি!

এ দিকে ক্রমে বিবাহের গোল চুকে গেল; পদ্মলোচন বিষয়কর্ম্ম কত্তে লাগলেন। তিনি নিত্যনৈমিত্তিক দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি বার মাসে তের পার্ব্বণ ফাঁক দিতেন না, ঘেঁটু পূজাতেও চিনির

নৈবিদ্য ও সখের যাত্রা বরাদ্দো ছিলো, আপনার বাড়ীতে যে রকম ধূম করে পূজা আচ্চা করেন, রক্ষিতা মেয়েমানুষ ও অন্তগত দশ বারো জন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের বাড়ীতেও তেমনি ধূমে পূজো করাতেন। নিজের ছেলের বিবাহের সময়ে তিনি আগে চল্লিশ জন আইবুড়ো বামুনের বিয়ে দিয়ে দেন। ইংরেজি লেখাপড়ার প্রাদুর্ভাবে রামমোহন রায়ের জন্মগ্রহণে ও সত্যের জ্যোতিতে হিন্দুধর্ম্মের যে কিছু দুরবস্থা দাঁড়িয়েছিলো, পদ্মলোচন কায়মনে তার অপনয়নে কৃতসংকল্প হলেন। কিন্তু তিনি, কি তাঁর ছেলেরা দেশের ভালোর জন্য একদিনও উদ্যত হন নি—শুভ কর্ম্মে দান দেওয়া দূরে থাকুক, সে বৎসরের উত্তর-পশ্চিমের ভয়ানক দুর্ভিক্ষেও কিছুমাত্র সাহায্য করেন নি, বরং দেশের ভালো করবার জন্য কেউ কোন প্রস্তাব নিয়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত হলে তারে কৃশ্চান ও নাস্তিক বলে তাড়িয়ে দিতেন—এক শ রেন্দো বামুন ও দু শ মোসাহেব তাঁর অন্নে প্রতিপালিত হতো—তাতেই পদ্মলোচনের বংশ মহান্ পবিত্র বলে সহরে বিখ্যাত হয়। লেখা-পড়া শেখা বা তার উৎসাহ দেওয়ার পদ্ধতি পদ্মলোচনের বংশে ছিল না, শুদ্ধ নামটা সই কত্তে পাল্লেই বিষয় রক্ষা হবে, এই তাঁদের বংশপরম্পরার স্থির সংস্কার ছিল। সরস্বতী ও সাহিত্য ঐ বংশের সম্পর্ক রাখতেন না! উনবিংশতি শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম্মের জন্য সহরে কোন বড়মানুষ তাঁর মত পরিশ্রম স্বীকার করেন নাই। যে রকম কাল পড়েচে, তাতে আর কেউ যে তাদৃক্ যত্নবান হন, তারও সম্ভাবনা নাই। তিনি যেমন হিন্দুধর্ম্মের বাহ্যিক গোঁড়া ছিলেন, অন্যান্য সৎকর্ম্মেও তাঁর তেমনি বিদ্বেষ ছিল; বিধবাবিবাহের নাম শুনলে তিনি কানে হাত দিতেন, ইংরেজী পড়লে পাছে খানা খেয়ে কৃশ্চান হয়ে যায়, এই ভয়ে তিনি ছেলেগুলিকে ইংরাজী পড়াননি, অথচ বিদ্যাসাগরের উপর ভয়ানক বিদ্বেষ নিবন্ধন সংস্কৃত পড়ানও হয়ে উঠে নাই, বিশেষতঃ শূদ্রের সংস্কৃততে অধিকার নাই, এটিও তাঁর জানা ছিল; সুতরাং পদ্মলোচনের ছেলেগুলিও "বাপকা বেটা সেপাইকা ঘোড়া"র দলেই পড়ে।

কিছুদিন এই রকম অদৃষ্টচর লীলা প্রকাশ করে, আশী বৎসর বয়সে পদ্মলোচন দেহ পরিত্যাগ কল্লেন—মৃত্যুর দশ দিন পূর্ব্বে একদিন হঠাৎ অবতারের সর্ব্বাঙ্গ বেদনা করে। সেই বেদনাই ক্রমে বলবতী হয়ে তাঁর শয্যাগত কল্লে— তিনি প্রকৃত হিন্দু, সুতরাং ডাক্তারী চিকিৎসায় ভারী দ্বেষ কত্তেন, বিশেষতঃ তাঁর ছেলেবেলা পর্য্যন্ত সংস্কার ছিল, ডাক্তারী অষুধ মাত্রেই মদ মেশান, সুতরাং বিখ্যাত বিখ্যাত কবিরাজ মশাইদের দ্বারা নানা প্রকার চিকিৎসা করান হয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না; শেষে আত্মীয়েরা কবিরাজ মশাইদের সঙ্গে পরামর্শ করে শ্রীশ্রী৺ভাগীরথীতটস্থ কল্লেন, সেখানে তিন রাত্তির বাস করে মহাসমারোহে প্রায়শ্চিত্তের পর সজ্ঞানে রাম ও হরিনাম জপ কত্তে কত্তে প্রাণত্যাগ করেন।

পাঠক! আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে বহু দূর এসেছেন। যে পদ্মলোচন আপনাদের সম্মুখে জন্মালেন, আবার মলেন, শুদ্ধ তাঁর নিজের চরিত্র আপনারা অবগত হলেন এমন নয়, সহরের অনেকের চরিত্র অবগত হলেন। সহরের বড়মানুষদের মধ্যে অনেকেই পদ্মলোচনের জুড়িদার, কেউ কেউ দাদা হতেও সরেস! যে দেশের বড়লোকের চরিত্র এই রকম ভয়ানক, এই রকম বিষময়, সে দেশের উন্নতি প্রার্থনা করা নিরর্থক! যাঁদের হতে উন্নতি হবে, তাঁরা আজও পশু হতেও অপকৃষ্ট ব্যবহারের সর্ব্বদাই পরিচয় দিয়ে থাকেন তাঁরা ইচ্ছা করে আপনা আপনি বিষময় পথের পথিক হন; তাঁরা যে সকল দুষ্কর্ম্ম করেন, তার যথারূপ শাস্তি নরকেও দুষ্প্রাপ্য।

জন্মভূমি-হিতচিকীর্ষুরা আগে এই সকল মহাপুরুষদের চরিত্র সংশোধন করবার যত্ন পান, তখন দেশের অবস্থায় দৃষ্টি করবেন; নতুবা বঙ্গদেশের যা কিছু উন্নতি প্রার্থনায় যত্ন দেবেন, সকলই নিরর্থক হবে।

"আলালের ঘরের দুলাল" লেখক—বাবু টেকচাঁদ ঠাকুর বলেন, "সহরের মাতাল বহুরূপী;" কিন্তু আমরা বলি, সহরের বড় মানুষেরা নানারূপী—এক এক বাবু এক এক তরো, আমরা চড়কের নক্সায় সেগুলিই প্রায়ই গড়ে বর্ণন করেচি, এখন ক্রমশঃ তারি বিস্তার বর্ণন করা যাবে—তারি প্রথম উঁচুকে দল খাস হিন্দু; এই হঠাৎ অবতারের নক্সাতেই আপনারা সেই উঁচুকেতার খাস হিন্দুদের চরিত্র জান্‌তে পাল্লেন—এই মহাপুরুষেরাই রিফরমেশনের প্রবল প্রতিবাদী, বঙ্গসুখ-সৌভাগ্যের প্রলয় কণ্টক ও সমাজের কীট।

হঠাৎ অবতারের প্রস্তাবে পাঠকদের নিকট আমরাও কথঞ্চিৎ আত্ম-পরিচয় দিয়ে নিয়েছি; আমরা ক্রমে আরো যত ঘনিষ্ঠ হবো, ততই রং ও নক্সার মাঝে মাঝে সং সেজে আসবো;—আপনারা যত পারেন, হাততালি দেবেন ও হাসবেন!

———

ম্যাহেশের স্নানযাত্রা

গুরুদাস গুঁই সেরুড কোম্পানীর বাড়ীর মেট মিস্তিরি। তিরিশ টাকা মাইনে, সওয়ায় দশ টাকা উপরি রোজগারও আছে। গুরুদাসের চাঁপাতলাঞ্চলে একটি খোলার বাড়ী আছে, পরিবারের মধ্যে বুড়ো মা, বালিকা স্ত্রী ও বিধবা পিসী মাত্র।

গুরুদাস বড় সাখরচে লোক। যা দশ টাকা রোজগার করেন, সকলই খরচ হয়ে যায়; এমন কি, কথন কথন মাস কাবারের পূর্ব্বে গয়না খানা ও জিনিসটে পত্তরটাও বাঁধা পড়ে। বিশেষতঃ আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ইলিশ মাছ ওটবার পূর্ব্বে ও ঢ্যালাক্যালা পার্ব্বণে গুরুদাসের দু মাসের মাইনেই খরচ হয়। ভাদ্দরমাসের আনন্দটি বড় ধুমে হইয়া থাকে। আর পিটে-পার্ব্বণেও দশ টাকা খরচ হয়েছিল—ক্রমে স্নানযাত্রা এসে পড়লো। স্নানযাত্রাটি পরবের টেক্কা, তাতে আমোদের চূড়ান্ত হয়ে থাকে; সুতরাং স্নানযাত্রা উপলক্ষে গুরুদাস বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। খাওয়ারও অবকাশ রইল না; ক্রমে আরও পাঁচ ইয়ার জুটে গেল। স্নানযাত্রায় কি কি রকম আমোদ হবে, তারই তদ্বির ও পরামর্শ হতে লাগলো; কেবল দুঃখের বিষয়—চাঁপাতলার ঈশ্বর বাগ মতিলাল বিশ্বেস ও হারাধন দাস, গুরুদাসের বুজুম্ ফেণ্ড ছিলেন;—কিন্তু কিছু দিন হলো হলধর একটা চুরী মামলায় গেরেপ্তার হয়ে দু বছরের জন্য জেলে গেছেন, মতি বিশ্বাস মদ খেয়ে পাতকোর ভিতরে পড়ে গিয়েছিলেন, তাতেই তাঁর দুটি পা ভেঙ্গে গিয়েছে। আর হারাধন গোটাকতক টাকা বাজার-দেনার জন্য ফরাসডাঙ্গায় সরে গেছেন; সুতরাং এবারে তাঁদের বিরহে স্নানযাত্রাটা ফাঁক্ ফাঁক্ লাগচে কিন্তু তাহলে কি হয়—সংবৎসরের আমোদটা বন্ধ করা কোন ক্রমেই হতে পারে না বলেই নিতান্ত গর্মিতে থেকেও গুরুদাসকে স্নানযাত্রায় যাবার আয়োজন কত্তে হচ্চে।

এদিকে পাঁচ ইয়ারের পরামর্শে সকল রকম জিনিসের আয়োজন হতে লাগলো—গোপাল দৌড়ে গিয়ে একখানি বজরা ভাড়া করে এলেন। নবীন আতুরী, আনিস, রমও গাঁজার ভার নিলেন। ব্রজ ফুলুরী ও বেগুন ভাজার বায়না দিয়ে এলেন—গোলাবী খিলীর দোনা, মোমবাতি ও মিটে-কড়া তামাক ও আর আর জিনিসপত্র গুরুদাস স্বয়ং সংগ্রহ করে রাখলেন।

পূর্ব্বে স্নানযাত্রার বড় ধূম ছিল—বড় বড় বাবুরা পিনেস, কলের জাহাজ, বোট ও বজরা

ভাড়া করে মাহেশ যেতেন ও গঙ্গায় বাচখেলা হতো। স্নানযাত্রার পর রাত্তির ধরে খেম্‌টা ও বাইয়ের হার জেগে যেতো! কিন্তু এখন আর সে আমোদ নাই—সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই—কেবল ছুতোর, কাঁসারি, কামার ও গন্ধবেণে মশাইরা যা রেখেচেন। মধ্যে মধ্যে ঢাকা অঞ্চলের দু চার জমিদারও স্নানযাত্রার মান রেখে থাকেন; কোন কোন ছোক্‌রাগোছের নতুন বাবুরাও স্নানযাত্রায় আমোদ করেন বটে!

ক্রমে সে দিনটি দেখতে দেখতে এল। ভোর না হতে হতেই গুরুদাসের ইয়ারেরা সেজে গুজে তইরি হয়ে তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। গোপাল এক জোড়া লাল রঙ্গের এঙ্কী (মোজা) পায়ে দিয়েছিলেন, পেতলের বড় বড় বোতাম দেওয়া সবুজ রঙ্গের একটি কতুই ও ফুলদার ঢাকাই উড়ুনী তার গায়ে ছিল; আর একটি বিলিতী পেতলের শিল-আংটিও আঙুলে পরেছিলেন—কেবল তাড়াতাড়িতে জুতো জোড়াটি কিন্‌তে পারেন নাই বলেই শুধু পায়ে আসা হয়েচে। নবীনের ফুলদার ঢাকাইখানি বহুকাল ধোপার বাড়ী যায় নি, তাতেই যা একটু ময়লা বোধ হচ্ছিলো, নতুবা তাঁর চার আঙ্গুল চ্যাটালো কালাপেড়ে ধোপদস্ত ধুতিখানি সেই দিন মাত্র পাটভাঙ্গা হয়েছিল—মেরজাইটিও বিলক্ষণ ধোবো ছিল। ব্রজর সম্প্রতি ইয়ার্কে কর্ম্ম হয়েচে, বয়সও অল্প, সুতরাং আজও ভাল কাপড়-চোপড় করে উঠতে পারেন নি, কেবল গত বৎসর পূজার সময়ে তাঁর আই, নসিকে দিয়ে, যে ধুতি-চাদর কিনে দেয়, তাই পরে এসেছিলেন; সেগুলি আজও কোরা থাকায় তাকে দেখতে বড় মন্দ হয় নি। আরো তাঁর ধুতি চাদরের সেট নতুন বলেই হয়—বল্‌তে কি তিনি তো বেশীদিন পরেন নি, কেবল পুজোর সময়ে সপ্তমী পুজোর দিন পরে গোকুল দাঁয়ের প্রতিমে দেখতে গিয়েছিলেন—ভাসান দেখতে যাবার সময়ে একবার পরেন আর হাটখোলার যে সেই ভারী বারোইয়ারী পুজো হয়, তাতেই একবার পরে গোপালে উড়ের যাত্রা শুনতে গেছলেন—তা ছাড়া অমনি সিকের উপোর হাঁড়ির মধ্যে তোলাই ছিল।

ইয়ারেরা আসবামাত্র গুরুদাস বিছানা থেকে উঠে দাওয়ায় বসলেন। নবীন, গোপাল ও ব্রজ খুঁটি ঠাসান দিয়ে উবু হয়ে বসলেন। গুরুদাসের নারকেল হুঁকো, শোলা, টিকে ও তামাকের মেটে বাক্সটি বার করে দিলেন। নবীন চক্‌মকি ঠুকে টিকে ধরিয়ে তামাক সাজলেন। ব্রজ পাতকো-তলা থেকে হুঁকোটি ফিরিয়ে এনে দিলেন। সকলেরই এক একবার তামাক খাওয়া হলো! গুরুদাস তামাক খেয়ে হাত-মুখ-ধুতে গেলেন; এমন সময় ঝম্ ঝম্ করে এক পসলা বৃষ্টি এলো। উঠানের ব্যাংগুলো থপ্ থপ্ করে নাপাতে নাপাতে দাওয়ায় উঠতে লাগলো, নবীন, গোপাল, ব্রজ তারই তামাসা দেখতে লাগলেন। নবীন একটা সখের গাওনা জুড়ে দিলেন—

"সখের বেদিনী বলে কে ডাকলে আমারে।"

বর্ষাকলের বৃষ্টি, মানুষের অবস্থার মত অস্থির! সর্ব্বদাই হচ্চে যাচ্চে তার ঠিকানা নাই। ক্রমে বৃষ্টি থেমে গেল। গুরুদাসও মুখ-হাত ধুয়ে এসেই মারে খাবার দিতে বল্লেন। ঘরে এমন তইরি খাবার কিছুই ছিল না, কেবল পান্তাভাত আর তেঁতুল-দেওয়া মাছ ছিল, তাঁর মা তাই চারিখানি মেটে খোরায় বেড়ে দিলেন; গুরুদাস ও তাঁর ইয়ারেরা তাই বহুমান করে খেলেন।

পূর্ব্বে স্থির হয়েছিল রাত্তিরের জোয়ারেই যাওয়া হবে; কিন্তু স্নানযাত্রাটি যে রকম আমাদের পরব, তাতে রাত্তিরের জোয়ারে গেলে স্নানযাত্রার দিন বেলা দুপুরের পর মাহেশ পৌছুতে হয়, সুতরাং দিনের জোয়ারে যাওয়াই স্থির হলো।

এদিকে গির্জ্জের ঘড়িতে টুং টাং টুং টাং করে দশটা বেজে গেল। নবীন, ব্রজ, গোপাল ও গুরুদাস খেয়ে দেয়ে পানতামাক খেয়ে, তোবড়াতুবড়ী নিয়ে দুর্গা বলে যাত্রা করে বেরুলেন। তাঁর মা একখানি পাখা ও দুটি ধামা কিনে আনতে বল্লেন। তাঁর স্ত্রী পূর্ব্বের রাত্তিরে একটি চিত্তির করা হাঁড়ী, ঘুন্সি ও গুরিয়া পুতুল আনতে বলেছিল আর তাঁর বিধবা পিসীর জন্য একটি খাজা কোয়াওলা কাঁটাল, কানাইবাঁশী কলা ও কুলী বেগুন আনতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন।

গুরুদাসের পোষাকটিও নিতান্ত মন্দ হয় নি। তিনি একখানি সরেশ গুলদার উড়ুনী গায়ে দিয়েছিলেন, উড়ুনীখানি চল্লিশ টাকার কম নয়—কেবল কাঠের কুচো বাঁধবার দরুণ চার পাঁচ জায়গায় একটু একটু খোচা গেছল; তাঁর গায়ে একটি বিলিতি ঢাকা প্যাটানের পিরাণ, তার ওপর বুলু রঙ্গের একটি রঙ্গের হাপ চাপকান; তিনি "বেঁচে থাকুক বিদ্দেসাগর চিরজীবী হয়ে" পেড়ে এক শান্তিপুরে করমেসে ধুতি পরেছিলেন; জুতো জোড়াটিতে রূপোর বক্‌লস্ দেওয়া ছিল।

ক্রমে গুরুদাস ও ইয়ারেরা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে পৌছিলেন। সেথায় কেদার, জগ, হরি ও নারায়ণ তাঁদের জন্য অপেক্ষা করে ছিল; তখন সকলে একত্র হয়ে বজরায় উঠলেন! মাঝীরা শুটকী মাছ, লঙ্কা ও কড়াইয়ের ডাল দিয়ে ভাত খেতে বসেছিল। জোয়ারও আসে নাই; সুতরাং কিছুক্ষণ নৌকা খুলে দেওয়া বন্ধ রইলো।

কিন্তু পাঁচো ইয়ার নৌকায় উঠেই আয়েস জুড়ে দিলেন। গোপাল সন্তর্পণে জবাবির চৌপলের শোলার ছিপিটি খুলে ফেল্লেন। ব্রজ এক ছিলেম গাঁজা তইরি কত্তে বসলেন—আতুরী ও জবাবীরা চল্‌তে সুরু হলো, ফুলুরি ও বেগুনভাজীরা সেকালের সতী স্ত্রীর মত আতুরীদের সহগমন কত্তে লাগলেন—মেজাজ গরম হয়ে উঠলো—এদিকে নারাণ ও কেদার বাঁয়ার সঙ্গতে—

"হেসে খেলে নাওরে যাদু মনের সুখে।
কে কবে, যাবে শিঙে ফুঁকে।
তখন কোথা রবে বাড়ী, কোথা রবে জুড়ি,
তোমার কোথায় রবে ঘড়ি, কে দেয় ট্যাকে।
তখন নুড়ো জেলে দিবে ও চাঁদ মুখে॥"

গান জুড়ে দিলেন—ব্রজ গাঁজায় দম মেরে আড়ষ্ট হয়ে জোনাকি পোকা দেখতে লাগলেন; গোপাল ও গুরুদাসের ফুর্ত্তি দেখে কে!

এদিকে সহরেও স্নানযাত্রার যাত্রীদের ভারী ধুম পড়ে গেছে। বুড়ী মাগী, কলা বউয়ের মত আধ ঘোমটা দেওয়া ক্ষুদে ক্ষুদে কনে বউ ও বুকের কাপড় খোলা হাঁ-করা ছুঁড়ীরা রাস্তা যুড়ে স্নানযাত্রা দেখতে চলেচে; এমন কি রাস্তায় গাড়ী পাল্কী চলা ভার! আজ সহরে কেরাঞ্চী গাড়ীর ঘোড়ায় কত ভার টানতে পারে, তার বিবেচনা হবে না, গাড়ীর ভিতর ও পিছনে কত তাংড়াতে পারে, তারই তকরার হচ্চে;—এক একখানি গাড়ীর ভেতর দশজন, ছাতে দুজন, পেছনে এক জন ও কোচবাকসে দুজন, একুনে পোনের জন, এ সওয়ার তিনটি করে আঁতুড়ে ছেলে ফাও! গেরস্তর মেয়েরাও বড় ভাই, শ্বশুর, ভাতার, ভাদ্দর-বউ ও শাশুড়ীতে একত্র হয়ে গেছেন; জগন্নাথের কল্যাণে মাহেশ আজ দ্বিতীয় বৃন্দাবন।

গঙ্গারও আজ চূড়ান্ত বাহার! বোট, বজরা, পিনেস ও কলের জাহাজ গিজগিজ কচ্চে; সকলগুলি থেকেই মাৎলামো, রং, হাসি ও ইয়ারকির গর্‌রা উঠচে; কোনটিতে খ্যামটা নাচ

হচ্চে, গুটি ত্রিশ মোসাহেব মদে ও নেশায় ভোঁ হয়ে রং কচ্চেন; মধ্যে ঢাকাই জালার মত, পেল্লাদে পুতুলের ও তেলের কুপোর মত শরীর, দাঁতে মিসি, হাতে ইষ্টিকবচ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, তাতে ছোট ছোট ঢোলের মত গুটি দশ মাদুলী ও কোমরে গোট, ফিন্‌ফিনে ধুতিপরা ও পৈতের গোচ্ছা গলায়—মৈমনসিং ও ঢাকা অঞ্চলের জমিদার, সরকারী দাদা ও পাতান কাকাদের সঙ্গে খোকা সেজে গ্যাকামি কচ্চেন। বয়েস ষাট পেরিয়েচে, অথচ 'রাম'কে 'আঁম' ও 'দাদা' 'কাকাকে' ও 'দাদা' বা 'কাঁকা' বলেন,—এঁরাই কেউ কেউ রঙ্গপুর অঞ্চলে 'বিছোৎসাহী' কবলান! কিন্তু ক্রে করে তান্ত্রিক মতে মদ খান ও বেলা চারটে অবধি পূজো করেন। অনেকে জন্মাবচ্ছিন্নে সূর্য্যোদয় দেখেছেন কি না সন্দেহ।

কোন পিনেসে একদল সহুরে নব্যবাবুর দল চলেচেন, ইংরাজী ইস্পিচে লিডনি মরের শ্রাদ্ধ হচ্চে; গাওনার সুরে জমে যাচ্চে।

কোন্ পান্সিখানিতে একজন তিলকাঞ্চনে নবশাখবাবু মোসাহেব ও মেয়েমানুষের অভাবে পিসাতুতো ভাই, ভাগ্নে ও ছোট ভাইটিকে নিয়ে চলেচেন—বাঁয়া নাই, গোলাবিখিলি নাই, এমন কি একটা থেলো হুঁকোরও অপ্রতুল। অথচ এম্নি সখ যে, পান্সির পাটাতনের তক্তা বাজিয়ে গুন্ গুন্ করে গাইতে গাইতে চলেচেন। যেমন করে হোক্, কায়ক্লেশে শুদ্ধ হওয়াটা চাই!

এ দিকে আমাদের নায়ক গুরুদাসবাবুর বজরায় মাছিদের খাওয়া দাওয়া হয়েছে; দুপুরের নমাজ পড়েই বজরা খুলে দেবে। এমন সময়ে গোপাল গুরুদাসকে লক্ষ্য করে বল্লেন, "দেখ ভাই গুরুদাস! আমাদের আমোদের চূড়োন্ত হয়েছে, একটার জন্যে বড় ফাঁক ফাঁক দেখাচ্ছে, কেবল মেয়ে-মানুষ নাই; কিন্তু মেয়েমানুষ না হলে তো স্নানযাত্রায় আমোদ হয় না!" 'যা বল তা কও'—অমনি কেদার 'ঠিক বলেচো বাপ!' বলে কথার খি ধরে নিলেন; অমনি নারায়ণ বলে উঠলেন, "বাবা, যে নৌকাখানায় তাকাই সকলেই মাল-ভরা, কেবল আমরা ব্যাটারাই নিরিমিষ্যি! আমরা যেন বাবার পিণ্ডি দিতে গয়া যাচ্চি।"

গুরুদাসের মেজাজ আলি হয়ে গেছে, সুতরাং "বাবা, ঠিক বলেছো! আমিও তাই ভাবছিলেম; ভাই! যত টাকা লাগে, তোমরা তাই দিয়ে একটা মেয়েমানুষ নে এসো, আমি বাবা তাতে পেচপাও নই, গুরুদাসের সাদা প্রাণ!" এই বল্তে না বলতেই নারাণ, গোপাল, হরি ও ব্রজ নেচে উঠলেন ও মাঝিদের নৌকা খুলতে মানা করে দিয়ে মেয়েমানুষের সন্ধানে বেরুলেন।

এ দিকে গুরুদাস, কেদার ও আর আর ইয়ারেরা চীৎকার করে—

"যাবি যাবি যমুনা পারে ও রঙ্গিণী।
কত দেখবি মজা রিষড়ের ঘাটে শ্যামা বামা দোকানী!
কিনে দেবো মাথাঘষা, বারুইপুরে ঘুন্সীখাসা,
উভয়ের পূরাবি আশা, ওলো সোনামণি॥"

গান ধরেচেন, এমন সময় মেকিন্টশ বরন্ কোম্পানীর ইয়ার্ডের ছুতরেরা এক বোট ভাড়া করে মেয়েমানুষ নিয়ে আমোদ কত্তে কত্তে যাচ্ছিল, তারা গুরুদাসকে চিনতে পেরে তাদের নৌকা থেকে—

"চুপে থাক থাক রে বেটা কানায়ে ভাগ্নে।
গরু চরাস লাঙ্গল ধরিস, এতে তোর এত মনে॥"

গাইতে গাইতে হুররে ও হরিবোল দিয়ে, সাঁই সাঁই করে বেরিয়ে গেল। গুরুদাসেরাও দুউও ও হাততালি

দিতে লাগলেন ; কিন্তু তাঁর নৌকায় মেয়েমানুষ না থাকাতে সেটি কেমন ফাঁক ফাঁক বোধ হতে লাগলো ! এদিকে বোটওয়ালারাও চেপে চুউও ও হাততালি দিয়ে, তাঁরে যথার্থ অপ্রস্তুত করে দিয়ে গেল।

গুরুদাস নেশাতেও বিলক্ষণ পেকে উঠেছিলেন ; সুতরাং ওরা ঠাট্টা করে আগে বেরিয়ে গেল, ইটি তিনি বরদাস্ত কত্তে পাল্লেন না। শেষে বিরক্ত হয়ে ইয়ারদের অপেক্ষা না করে টল্‌তে টল্‌তে আপনিই মেয়েমানুষের সন্ধানে বেরুলেন ; কেদার ও আর আর ইয়ারেরা—

"আয় আয় মকর গঙ্গাজল।
কাল গোলাপের বিয়ে হবে সৈতে যাব জল।
গোলাপ ফুলের হাতটি ধরে, চলে যাব সোহাগ করে,
ঘোমটার ভিতর খোমটা নেচে ঝম্ ঝমাবে মল॥"

গান ধরে গুরুদাসের অপেক্ষায় রইলেন !

ঘণ্টাক্ষাণেক হলো, গুরুদাস নৌকা হতে গেছেন, এমন সময়ে ব্রজ ও গোপাল ফিরে এলেন। তাঁরা সহরটি তন্ন তন্ন করে খুঁজে এসেচেন, কিন্তু কোথাও একজন মেয়েমানুষ পেলেন না ; তাঁদের জানত সহরের ছুটো গোছের বাচতে বাকী করেন নাই। কেদার এই খবর শুনে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন (জয়কষ্টো মুখুজ্জে জেলে যাওয়াতে তাঁর প্রজাদের এতো দুঃখ হয় নাই, রাবণের হাতে রামের কাটা মুণ্ড দেখে অশোকবনে সীতে কত বা দুঃখিত হয়েছিলেন ?) ও অত্যন্ত দুঃখে এই গান ধরে, গুরুদাসের অপেক্ষায় রইলেন।

হৃৎপিঞ্জরের পাখী উড়ে এলো কার।
ত্বরা করে ধর গো সখি দিয়ে পীরিতের আধার॥
কোন কামিনীর পোষা পাখী, কাহারে দিয়েছে ফাঁকি,
উড়ে এলো দাঁড় ছেড়ে, শিক্লীকাটা ধরা ভার॥

এমন সময়ে গুরুদাসও এসে পড়লেন—গুরুদাস মনে করেছিলেন যে, যদি তিনিই কোন মেয়েমানুষের সন্ধান নাই পেলেন—তাঁর ইয়ারেরা একটা না একটাকে অবশ্যই জুটিয়ে থাক্‌বে। এদিকে তাঁর ইয়ারেরা মনে করেছিলেন, যদিও তাঁরাই কোন মেয়েমানুষের সন্ধান কত্তে পাল্লেন না, গুরুদাসবাবু আর ছেড়ে আস্‌বেন না। এদিকে গুরুদাস নৌকায় এসেই, মেয়েমানুষ না দেখতে পেয়ে, মহা দুঃখিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু নেশার এমনি অনির্ব্বনীয় ক্ষমতা যে, তাতেও তিনি উৎসাহহীন হলেন না ; গুরুদাস পুনরায় ইয়ারদের স্তোক দিয়ে মেয়েমানুষের সন্ধানে বেরুলেন। কিন্তু তিনি কোথায় গেলে পূর্ণমনোরথ হবেন, তা নিজেও জান্‌তেন না। বোধ হয় তিনি যাঁর অধীন ও আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়ে যাচ্ছিলেন, কেবল তিনি মাত্র সে কথা বল্‌তে পাত্তেন। গুরুদাসকে পুনরায় যেতে দেখে, তার ইয়ারেরাও তাঁর পেছুনে পেছুনে চল্লেন ! কেবল নারায়ণ, ব্রজ ও কেদার নৌকায় বসে অত্যন্ত দুঃখেই—

নিশি যায় হায় হায় কি করি উপায়।
শ্যাম বিহনে সখি বুঝি প্রাণ যায়॥
হের হের শশধর অস্তাচলগত সখী
প্রফুল্লিত কমলিনী, কুমুদ মলিনমুখী
আর কি আসিবে কান্ত তুষিতে আমায়॥

গাইতে লাগলেন—মাঝীরা "জুয়ার বই ধায়" বলে বারাম্বার ত্যক্ত কত্তে লাগলো, জলও ক্রমশ উড়োনচণ্ডীর টাকার মত জায়গা খালি হয়ে হটে যেতে লাগলো,—ইয়ারদলের অসুখের পরিসীমা রইল না!

গুরুদাস পুনরায় সহরটি প্রদক্ষিণ কল্লেন—সিঁদুরেপটী শোভাবাজারের ও বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরীতলাটাও দেখে গেলেন, কিন্তু কোনখানেই সংগ্রহ কত্তে পাল্লেন না—শেষে আপনার বাড়ীতে ফিরে গেলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলেচি যে, গুরুদাসের এক বিধবা পিসী ছিল। গুরুদাস বাড়ী গিয়ে তাঁর পিসীরে বল্লেন যে, "পিসি! আমাদের একটি কথা রাখতে হবে।" তাঁর পিসী বল্লেন, "বাপু গুরুদাস! কি কথা রাখতে হবে? তুমি একটা কথা বল্লে আমরা কি রাখবো না? আগে বল দেখি কি কথা?" গুরুদাস বল্লেন, "পিসি! যদি তুমি আমাদের সঙ্গে স্নানযাত্রা দেখতে যাও, তা হলে বড় ভাল হয়। দেখ পিসি, সকলে একটি দুটি মেয়েমানুষ নিয়ে স্নানযাত্রায় যাচ্চে, কিন্তু পিসি, শুদুই বা কেমন করে যাওয়া হয়? আমার নিজের জন্য যেন না হলো, কিন্তু পাঁচো ইয়ারের শুধু নিরিমিষ রকমে যেতে মন সচ্চে না—তা পিসি! আমোদ কত্তে কত্তে যাবো, তুমি কেবল বসে যাবে, কার সাদ্দি তোমারে কেউ কিছু বলে।" পিসী এই প্রস্তাব শুনে প্রথমে গাঁইগুঁই কত্তে লাগলেন, কিন্তু মনে মনে যাবার ইচ্ছাটাও ছিল, সুতরাং শেষে গুরুদাস ও ইয়ারদের নিতান্ত অনুরোধ এড়াতে না পেরে ভাইপোর সঙ্গে স্নানযাত্রায় গেলেন।

ক্রমে পিসীকে সঙ্গে নিয়ে গুরুদাস ঘাটে এসে পৌঁছিলেন; নৌকার ইয়ারেরা গুরুদাসকে মেয়েমানুষ নিয়ে আসতে দেখে, হুররে ও হরিবোল ধ্বনি দিয়ে বাঁয়ায় দামামার ধ্বনি কত্তে লাগলো, শেষে সকলে নৌকোয় উঠেই নৌকো খুলে দিলেন। দাঁড়িরা কোসে ঝপাঝপ দাঁড় বাইতে লাগলো। মাঝি হাল বাগিয়ে ধরে সজোরে দেদার ঝিঁকে মাত্তে লাগলো। গুরুদাস ও সমস্ত ইয়ারে—

"ভাসিয়ে প্রেমতরী হরি যাচ্চ যমুনায়।
গোপীর কুলে থাকা হলো দায়।
আরে ও! কদমতলায় বসি বাঁকা বাঁশরী বাজায়,
আর মুচকে হেসে নয়ন ঠেরে কুলের বউ ভুলায়॥

হররে হো! হো! হো!" গাইতে লাগলেন, দেখতে দেখতে নৌকাখানি তীরের মত বেরিয়ে গেল।

বড় বড় যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই আজ দুপুরের জোয়ারে নৌকা ছেড়েচেন। এদিকে জোয়ারও মরে এলো, ভাটার সারানী পড়লো—নোঙ্গর-করা ও খোঁটায় বাঁধা নৌকাগুলির পাছা ফিরে গেল—জেলেরা ডিঙ্গি চড়ে বেঁউতি জাল তুলতে আরম্ভ কল্লে। সুতরাং যিনি যে অবধি গেচেন, তাঁরে সেইখানেই নোঙ্গর কত্তে হলো—তিলকাঞ্চন বাবুদের পান্সি, ডিঙ্গি, বজরা ও বোট বাজার পোট জায়গায় ভিড়ানো হলো—গয়নার যাত্রীরা কিনেরার পাশে পাশে লগি মেরে চল্লেন! পেনেটি, কামারহাটি কিম্বা খড়দহে জলপান করে, খেয়া দিয়ে মাহেশ পৌঁছুবেন।

ক্রমে দিনমণি অস্ত গেলেন। অভিসারিণী সন্ধ্যা অন্ধকারের অনুসরণে বেরুলেন। প্রিয়সখী প্রকৃতি প্রিয়কার্য্যের অবসর বুঝে ফুলদাম উপহার দিয়ে বাসরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ কল্লেন। বায়ু মৃদু মৃদু বীজন করে পথক্লেশ দূর কত্তে লাগলেন; বক ও বালিহাঁসেরা শ্রেণী বেঁধে চল্লো, চক্রবাকমিথুনের কাল

সময় প্রদোষ, সংসারের সুখবর্দ্ধনের জন্য উপস্থিত হলো। হায়! সংসারের এমনি বিচিত্র গতি যে, কোন কোন বিষয় একের অপার দুঃখাবহ হলেও, শতেকের সুখাস্পদ হয়ে থাকে।

পাড়াগাঁ অঞ্চলের কোন কোন গাঁয়ের বওয়াটে ছোঁড়ারা যেমন মেয়েদের সাঁঝ সকালে ঘাটে যাবার পূর্ব্বে, পথের ধারের পুরণো শিবের মন্দির, ভাঙ্গা কোটা, পুকুরপাড় ও ঝোপে ঝাপে লুকিয়ে থাকে—তেমনি অন্ধকারও এতক্ষণ চাবি দেওয়া ঘরে, পাতকোর ভেতরে ও জলের জালায় লুকিয়ে ছিলেন—এখন শাঁক-ঘণ্টার শব্দে সন্ধ্যার সাড়া পেয়ে বেরুলেন—তাঁর ভয়ানক মূর্ত্তি দেখে রমণীস্বভাবসুলভ শালীনতায় পদ্ম ভয়ে ঘাড় হেঁট করে চক্ষু বুজে রইলেন; কিন্তু ফচকে ছুঁড়ীদের আঁটা ভার—কুমুদিনীর মুখে আর হাসি ধরে না। নোঙ্গোর-করা ও কিনারার নৌকোগুলিতে গঙ্গাও কথনাতীত শোভা পেতে লাগলেন; বোধ হতে লাগলো যেন গঙ্গা গলদেশে দীপমালা ধারণ করে, নাচতে লেগেচেন। বায়ুচালিত ঢেউগুলি তবলা-বাঁয়ার কাজ কচ্চে—কোনখানে বালির খালের নীচে একখানি পিনেশ নোঙ্গোর করে বসেছেন—রকমারী বেধড়ক চলছে। গঙ্গার চমৎকার শোভায় মৃদু মৃদু হাওয়াতে ও ঢেউয়ের ঈষৎ দোলায়, কারু কারু শ্মশানবৈরাগ্য উপস্থিত হয়েচে, কেউ বা ভাবে মজে পূরবী রাগিণীতে—

"যে যাবার সে যাক সখী আমি তো যাবো না জলে।
যাইতে যমুনাজলে, সে কালা কদম্বতলে,
আঁখি ঠেরে আমায় বলে, মালা দে রাই আমার গলে!"

গান ধরেচেন; কোনখানে এইমাত্র একখানি বোট নোঙ্গোর কল্লে—বাবু ছাদে উঠলেন, অমনি আর আর সঙ্গীরাও পেচনে চল্লো; একজন মোসাহেব মাঝীদের জিজ্ঞাসা কল্লেন, "চাচা! জায়গাটার নাম কি?" অমনি বোটের মাঝী হজুরে সেলাম ঠুকে "আইগেঁ কাশীপুর কর্‌তা! এই রতনবাবুর গাট" বলে বক্সিসের উপক্রমণিকা করে রাখলে! বাবুর দল ঘাট শুনে হাঁ করে দেখতে লাগলেন; ঘাটে অনেক বৌ-ঝি গা ধুচ্ছিলো, বাবুদলের চাউনি, হাসি ও রসিকতার ভয়ে ও লজ্জায় জড়সড় হলো, দু একটা পোষ মানুবারও পরিচয় দেখাতে ত্রুটি কল্লে না—মোসাহেব দলে মাহেন্দ্রযোগ উপস্থিত; বাবুর প্রধান ইয়ার রাগ ভেঁজে—

অনুগত আশ্রিত তোমার।
রেখো রে মিনতি আমার॥
অন্য ঋণ হলে বাঁচিতাম পলালে,
এ ঋণে না মলে, পরিশোধ নাই!
অতএব তার, ভার তোমার,
দেখো রে করো নাকো অবিচার।

গান জুড়ে দিলেন। সন্ধ্যা-আহ্নিকওয়ালা বুড়ো বুড়ো মিনুষেরা, ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে, নিষ্কর্ম্মা মাগীরা ঘাটের উপর কাতার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল; বাবুরাও উৎসাহ পেয়ে সকলে মিলে গাইতে লাগলেন—মড়াখেকো কুকুরগুলো খেউ খেউ করে উঠলো, চরন্তী শোয়ারগুলো ময়লা ফেলে ভয়ে ভোঁৎ ভোঁৎ করে খোঁয়াড়ে পালিয়ে গেল।

কোন বাবুর বজরা বরানগরের পাটের কলের সামনেই নোঙ্গোর করা হয়েচে, গাঁয়ের বওয়াটে ছেলেরা বাবুদের রঙ্গ ও সঙ্গের মেয়েমানুষ দেখে, ছোট ছোট হুড়ি পাথর, কাদা মাটীর চাপ ছুড়ে আমোদ কত্তে লাগলো, সুতরাং সে ধারের খড়খড়েগুলো বন্ধ কত্তে হলো—আরো বা কি হয়।

কোন বাবুর ভাউলেখানি রাসমণির নবরত্নের সামনে নোঙ্গোর করেচে, ভিতরের মেয়েমানুষেরা উঁকী মেরে নবরত্নটি দেখে নিচ্চে।

আমাদের নায়কবাবু গুরুদাস বাগবাজারের পোলের আসে পাশেই আছেন; তাঁদের বাঁয়ার এখনও আওয়াজ শোনা যাচ্চে, আতুরী ও আনীসদের বেশীর ভাগ আনাগোনা হচ্চে—আনীস ও রমেদের মধ্যে যাঁরা গেছলেন, তাঁরাই ভুলো হয়ে বেরিয়ে আসচেন। ফুলুরী ও গোলাপী খিলিরা দেবতাদের মত বর দিয়ে অন্তর্ধান হয়েচেন, কারু কারু তপস্যার ফললাভও সুরু হয়েচে—স্নেহময়ী পিসী আঁচল দিয়ে বাতাস কচ্চেন; নৌকাখানি অন্ধকার।

এমন সময়ে ঝম ঝম্ করে হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি এলো। একটা গোলমেলে হাওয়া উঠলো, নৌকোর পাছাগুলি দুলতে লাগলো—মাঝীরা পাল ও চট মাথায় দিয়ে, বৃষ্টি নিবারণ কত্তে লাগলো; রাত্তির প্রায় দুপুর!

সুখের রাত্রি দেখতে দেখতেই যায়—ক্রমে সুখতারার সিঁতি 'পরে হাসতে হাসতে ঊষা উদয় হলেন, চাঁদ তারাদল নিয়ে আমোদ কচ্ছিলেন, হঠাৎ ঊষারে দেখে, লজ্জায় ম্লান হয়ে কাঁপতে লাগলেন। কুমুদিনী ঘোমটা টেনে দিলেন, পূর্ব্ব দিক ফরসা হয়ে এলো; "জোয়ার আইচে" বলে, মাঝীরা নৌকা খুলে দিলে—ক্রমে সকল নৌকার সার বেঁধে মাহেশ ও বল্লভপুরে চল্লো। সকলখানিই এখানে রং পোরা, কোন কোনখানিতে গলাভাঙ্গা সুরে—

> "এখনো রজনী আছে বল কোথা যাবে রে প্রাণ
> কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর হোক্ নিশি অবসান ॥
> যদি নিশি পোহাইত, কোকিলে ঝঙ্কার দিত,
> কুমুদী মুদিত হতো শশী যেতো নিজ স্থান ॥"

শোনা যাচ্চে। কোনখানি কফিমের মত নিঃশব্দ—কোনখানিতে কান্নার শব্দ—কোথাও নেশার গোঁ গোঁ ধ্বনি।

যাত্রীদের নৌকো চল্লো, জোয়ারও পেকে এলো, মাল্লারা জাল ফেলতে আরম্ভ কল্লে—কিনারায় সহরের বড়মানুষের ছেলেদের টুকপি ধোপার গাধা দেখা দিলে। ভট্টচায্যিরা প্রাতঃস্নান কত্তে লাগলেন, মাগী ও মিন্সেরা লজ্জা মাথায় করে কাপড় তুলে হাগতে বসেচে। তরকারীর বজরা সমেত হেটোরা বদ্দিবাটী ও শ্রীরামপুর চল্লো। আড়খেয়ার পাটুনীরে সিকি পয়সায় ও আধ পয়সায় পার কত্তে লাগলো। বদর ও দফর গাজীর ফকীরেরা ডিঙ্গেয় চড়ে ভিক্ষে আরম্ভ কল্লে। সূর্য্যদেব উদয় হলেন, দেখে কমলিনী আহ্লাদে ফুটলেন, কিন্তু ইলিশমাছ ধড়্‌ফড়িয়ে মরে গেলেন; হায়! পরশ্রীকাতরদের এই দশাই ঘটে থাকে।

যে সকল বাবুদের খড়দ, পেনিটি, আগড়পাড়া, কামারহাটী প্রভৃতি গঙ্গাতীর অঞ্চলে বাগান আছে, আজ তাঁদেরও ভারী ধুম। অনেক জয়েগার কাল শনিবার কলে গেচে, কোথাও আজ শনিবার; কারু কদিনই জমাট বন্দোবস্ত—আয়েস ও চোহেলের হদ্দ! বাগানওয়ালা বাবুদের মধ্যে কারু কারু বাচ খেলাবার জন্য পান্সী তইরি, হাজার টাকার বাচ হবে। এক মাস ধরে নৌকার গতি বাড়াবার জন্য তলায় চরবি ঘষা হচ্চে ও মাঝিদের লাল উর্দ্দী ও আগু পেচুর বাদসাই নিশেন সংগ্রহ হয়েচে—গ্রামস্থ ইয়ার দল, খড়দর বাবুরা ও আর আর ভদ্রলোক মধ্যস্থ! বোধ হয়, বাদী মহেন্দর নফর—চীনেবাজারের ক্যাবিনেট মেকর—ভারী সৌখীন—সখের সাগর বল্লেই হয়।

এ দিকে কোন যাত্রী মাহেশ পৌঁছুলেন, কেউ কেউ নৌকাতেই রইলেন ; দুই একজন ওপরে উঠলেন—মাঠে লোকারণ্য, বেদীমণ্ডপ হতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত লোকের ঠেল মেরেছে ; এর ভিতরেই নানাপ্রকার দোকান বসে গেচে। ভিখিরীরা কাপড় পেতে বসে ভিক্ষা কচ্চে, গায়েনেরা গাচ্চে, আনন্দলহরী,, একতারা খঞ্জুনী ও বাঁয়া নিয়ে বোষ্টমেরা বিলক্ষণ পয়সা কুড়ুচ্চে। লোকের হর্‌রা, মাঠের ধূলো ও রোদের তাত একত্র হয়ে, একটি চমৎকার মেওয়া প্রস্তুত করেছে ; অনেকে তাই দিল্লীর লাড্ডুর স্বাদে স্বাদ করে সেবা কচ্চেন !

ক্রমে বেলা দুই প্রহর বেজে গেল। সূর্য্যের উত্তাপে মাথা পুড়ে যাচ্চে, গামছা, রুমাল, চাদর ও ছাতি ভিজিয়েও পার পাচ্চে না। জগবন্ধু চাঁদমুখ নিয়ে, বেদীর ওপর বসেচেন ; চাঁদমুখ দেখে কুমুদিনীর ফোটা চুলোয় যাক, প্রলয়তুফানে জেলেডিঙ্গির তফরা খাওয়ার মত, সমাগত কুমুদিনীদের দুর্দ্দশা দেখে কে !

ক্রমে বেলা প্রায় একটা বেজে গেল। জগন্নাথের আর স্নান হয় না - দশ আনীর জমিদার 'মহাশয়' বাবুরা না এলে, জগন্নাথের স্নান হবে না। কিন্তু পচা আদা ঝাল ভরা - তাঁদের আর আসা হয় না ; ক্রমে যাত্রীরা নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লো, আসপাশের গাছতলা, আমবাগান ও দরজা লোকে ভরে গেল। অনেকের সর্দ্দিগর্ম্মি উপস্থিত, কেউ কেউ শিঙ্গে ফোঁকবার যোগাড় কল্লেন ; অনেকেই ধুতুরোফুল দেখতে লাগলো। ডাব ও তরমুজে রণক্ষেত্র হয়ে গেল, লোকের রল্লা দ্বিগুণ বেড়ে উঠলো, সকলেই অস্থির। এমন সময় শোনা গেল, বাবুরা এসেচেন। অমনি জগন্নাথের মাথায় কলসী করে জল ঢালা হলো, যাত্রীরাও চরিতার্থ হলেন ! চিঁড়ে, দই, মুড়ি, মুড়কি, চাটিমকলা দেদার উঠতে লাগলো ; খোসপোষাকী বাবুরা খাওয়া দাওয়া কল্লেন। অনেকের আমোদেই পেট ভরে গেছে, সুতরাং খাওয়া-দাওয়া অবশ্যক হলো না। কিছু বিশ্রামের পর তিনটে বেজে গেল। বাচখেলা আরম্ভ হলো—কার নৌকা আগে গিয়ে নিশেন নেয়, এরই তামাসা দেখবার জন্য সকল নৌকোই খুলে দেওয়া হলো। অবশ্যই এক দল জিৎলেন, সকলে জুটে হারের হাত্তালি ও জিতের বাহবা দিলেন। স্নানযাত্রার আমোদ ফুরুলো। সকলে বাড়ীমুখো হলেন ; যত বাড়ী কাছে হতে লাগলো, শেষে ততই গর্ম্মিবোধ হতে লাগলো। কাশীপুরের চিনির কল, বালির ব্রিজ, কেউ পার হয়ে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে উঠলেন, কেউ বাগবাজার ও আহারীটোলার ঘাটে নাবলেন। সকলেরই বিষণ্ণ বদন—ম্লান মুখ ; অনেককেই ধরে তুলতে হলো ; শেষ চার পাঁচ দিনের পর আমাদের নাগাড় সারে। ফিরতি গোলের দরুণ আমরা গুরুদাসবাবুর নৌকোখানা বেচে নিতে পাল্লেম না।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত

হুতোমপ্যাঁচার নক্সা

(দ্বিতীয় ভাগ)

—০:*:০—

রথ

হে সজ্জন, স্বভাবের সুনির্ম্মল পটে,
রসের রঙ্গে,—
চিত্রিনু চরিত্র—দেবী সরস্বতীর বরে।
কৃপাচক্ষে হের একবার ; শেষে বিবেচনামতে,
যার যা অধিক আছে 'তিরস্কার' কিম্বা 'পুরস্কার'
দিও তাহা মোরে—বহুমানে লব শির পাতি।

স্নানযাত্রার আমোদ ফুরুলো, গুরুদাস গুঁই গুলদার উড়ুনী পরিহার করে পুনরায় চিরপরিচিত র‍্যাঁদা ও ঘিস্‌কাপ ধল্লেন। ক্রমে রথ এসে পড়লো। ক্যেতো র‍্যেতো পরব প্রলয় বুড়ুটে : এতে ইয়ারকির লেশমাত্র নাই, সুতরাং সহরে রথ-পার্ব্বণে বড় একটা ঘটা নাই ; কিন্তু কলিকাতায় কিছুই ফাঁক যাবার নয়। রথের দিন চিৎপুর রোড লোকারণ্য হয়ে উঠলো, ছোট ছোট ছেলেরা বার্নীস করা জুতো ও সেপাইপেড়ে ঢাকাই ধুতি পোরে, কোমরে রুমাল বেঁধে চুল ফিরিয়ে চাকর-চাকরাণীদের হাত ধরে, পয়নালার ওপর, পোদ্দারের দোকানে ও বাজারের বারাণ্ডায় রথ দেখতে দাঁড়িয়েছে। আদবইসি মাগীরা খাতায় খাতায় কোরা ও কলপ দেওয়া কাপড় পোরে, রাস্তা জুড়ে চলেচে ; মাটীর জগন্নাথ, কাঁটাল, তালপাতের ভেঁপু, পাখা ও শোলার পাখী বেধড়ক বিক্রী হচ্চে ; ছেলেদের দ্যাখাদেখি বুড়ো বুড়ো মিন্‌ষেরাও তালপাতের ভেঁপু নিয়ে বাজাচ্চেন, রাস্তায় ভোঁ পোঁ ভোঁ পোঁ শব্দের তুফান উঠেছে। ক্রমে ঘণ্টা, হরিবোল, খোল-খত্তাল ও লোকের গোলের সঙ্গে একখানা রথ এলো। রথের প্রথমে পেটা ঘড়ি, নিশান খুন্তী, ভোড়ং ও নেড়ির কবি, তারপর বৈরাগীদের দু-তিন দল নিমখাসা কেত্তন, তার পেছনে সখের সঙ্কীর্ত্তন পাওনা। দোহার-দলের সঙ্গে বড় বড় আটচালার মত গোলপাতার ছাতা ও পাখা চলেচে, আশে-পাশে কর্ম্মকর্ত্তারা পরিশ্রম ও গলদঘর্ম্ম—কেউ নিশান ও রেশালার মিলে ব্যতিব্যস্ত, কেউ পাখার বন্দোবস্তে বিব্রত। সখের সঙ্কীর্ত্তনওয়ালারা গোচসই বারাণ্ডার নীচে, চৌমাথায় ও চকের সামনে থেমে থেমে গান করে যাচ্ছেন ; পেচোনে চোতাদারেরা চেঁচিয়ে হাত নেড়ে গান বলে দিচ্ছেন ; দোহারেরা কি গাচ্ছেন, তা তাঁরা ভিন্ন আর কেউ বুঝতে পাচ্ছেন না। দর্শকদের ভিড়ের ভিতর একটা মাতাল ছিল, সে রথ দর্শন করে ভক্তিভরে মাতলামী সুরে—

"কে মা রথ এলি ?
সর্ব্বাঙ্গে পেরেক-মারা চাকা ঘুর্-ঘুর্ ঘুরালি।
মা তোর সামনে দুটো ক্যেটো ঘোড়া,
চূড়োর উপর মুকপোড়া,
চাঁদ চামুরে ঘণ্টা নাড়া,
মধ্যে বনমালী।
মা তোর চৌদিকে দেবতা আঁকা
লোকের টানে চল্‌চে চাকা,
আগে পাছে ছাতা পাকা, বেহদ্দ ছেনালী॥"

গানটি গেয়ে, "মা রথ! প্রণাম হই মা!" বলে প্রণাম কল্লে। এদিকে রথ হেলতে দুলতে বেরিয়ে গেল ; ক্রমে এই রকমে দু চারখানা রথ দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে পড়লো—গ্যাস-জ্বালা মুটেরা মৈ কাঁধে করে দেখা দিলে। পুলিসের পাশের সময় ফুরিয়ে এলো, দর্শকেরাও যে যার ঘরমুখো হলেন।

মাহেশে স্নানযাত্রায় যে প্রকার ধূম হয়, রথে সে প্রকার হয় না বটে ; তবু ফেলা যায় না।

এদিকে সোজা ও উল্‌টো-রথ ফুরাল। শ্রাবণমাসে ঢ্যালা ফেলা পার্ব্বণ, ভাদ্র মাসের অরন্ধন ও জন্মাষ্টমীর পর অনেক জায়গায় প্রতিমের কাঠামোয় ঘা পড়লো, ক্রমে কুমোরেরা নায়েক বাড়ী একমেটে দোমেটে ও তেমেটে করে বেড়াতে লাগলো। কোলো বেঙ্গেরা "ক্রোড় কোঁ ক্রোড় কোঁ" শব্দে আগমনী গাইতে লাগলো ; বর্ষা আঁবের আঁটি, কাঁটালের ভূঁতুড়ি ও তালের এঁসো খেয়ে বিদেয় হলেন– দেখতে দেখতে পূজো এলো।

দুর্গোৎসব

দুর্গোৎসব বাঙ্গালা দেশের পরব, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে এর নামগন্ধও নাই ; বোধ হয়, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমল হতেই বাঙ্গালায় দুর্গোৎসবের প্রাদুর্ভাব বাড়ে। পূর্ব্বে রাজা-রাজড়া ও বনেদী বড়-মানুষদের বাড়ীতেই কেবল দুর্গোৎসব হতো, কিন্তু আজকাল অনেক পুঁটে তেলীকেও প্রতিমা আনতে দেখা যায় ; পূর্ব্বেকার দুর্গোৎসব ও এখনকার দুর্গোৎসব অনেক ভিন্ন।

ক্রমে দুর্গোৎসবের দিন সংক্ষেপ হয়ে পড়লো ; কৃষ্ণনগরের কারিগরেরা কুমারটুলী ও সিদ্ধেশ্বরীতলা জুড়ে বসে গেল। জায়গায় জায়গায় রং-করা পাটের চুল, তবলকীর মালা, টীন ও পেতলের অসুরের ঢাল-তলওয়ার, নানারঙ্গের ছোবান প্রতিমার কাপড় ঝুলতে লাগলো ; দর্জ্জিরা ছেলেদের টুপি, চাপকান ও পেটী নিয়ে দরোজায় দরোজায় বেড়াচ্চে ; 'মধু চাই!' 'শাঁকা নেবে গো!' বোলে ফিরিওয়ালারা ডেকে ডেকে ঘুরছে। ঢাকাই ও শান্তিপুরে কাপুড়ে মহাজন, আতরওয়ালারা ও যাত্রার দালালেরা আহার-নিদ্রে পরিত্যাগ করেছে। কোনখানে কাঁসারীর দোকানে রাশীকৃত মধুপর্কের বাটী চুমকী ঘটি ও পেতলের থালা ওজন হচ্ছে। ধূপ-ধুনো, বেণে মসলা ও মাথাঘষার একৃষ্ট্রা দোকান বসে গেছে। কাপড়ের মহাজনেরা দোকানে ডবল পর্দ্দা ফেলেচে ; দোকানঘর অন্ধকারপ্রায়, তারি ভিতরে বসে যথার্থ 'পাই-লাভে' বউনি হচ্চে। সিন্দুরচুপড়ী, মোমবাতি, পিঁড়ে ও কুশাসনেরা অবসর বুঝে দোকানের ভিতর

থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার ধারে 'অ্যাকুডক্টের' উপর বার দিয়ে বসেচে। বাঙ্গাল ও পাড়াগেঁয়ে চাকরেরা আর্‌সি, ঘুন্‌সি, গিল্টির গহনা ও বিলাতী মুক্তো একচেটেয় কিনচেন ; রবরের জুতো, কন্‌ফরটার, ষ্টিক ও স্তাজওয়ালা পাগড়ী অগুন্তি উঠচে ; ঐ সঙ্গে বেলোয়ারি চুড়ী, আঙ্গিয়া, বিলাতী সোনার শীল আংটী ও চুলের গার্ডচেনেরও অসঙ্গত খদ্দের। এত দিন জুতোর দোকান ধুলো ও মাকড়সার জালে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু পূজোর মোরসমে বিয়ের কনের মত ফেঁপে উঠছে, দোকানের কপাটে কাই দিয়ে নানা রকম রঙ্গিণ কাগজ মারা হয়েছে, ভিতরে চেয়ার পাতা, তার নীচে একটুকুরা ছেঁড়া কারপেট। সহরে সকল দোকানেরই, শীতকালের কাগের মত চেহারা ফিরেচে। যত দিন ঘুনিয়ে আসচে, ততই বাজারের কেনা-বেচা বাড়চে ; কলকেতা তত গরম হয়ে উঠচে। পল্লীগ্রামের টুলো অধ্যাপকেরা বৃত্তি ও বার্ষিক সাধতে বেরিয়েচেন ; রাস্তায় রকম রকম তরবেতর চেহারার ভিড় লেগে গেচে।

কোনখানে খুন, কোনখানে দাঙ্গা, কোথায় সিঁধচুরি, কোনখানে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছ থেকে দু ভরি রূপো গাঁটকাটায় কেটে নিয়েচে ; কোথাও কোন মাগীর নাক থেকে নথটা ছিঁড়ে নিয়েচে ; পাহারাওয়ালারা শশব্যস্ত, পুলিস বদমাইস্ পোরা চোরেরা পূজোর মোরসমে দেদার কারবার ফালাও কচ্চে। "লাগে তাক্ না লাগে তুক্কো" "কিনি তো হাতী লুটি তো ভাণ্ডার" তাদের জপমন্ত্র হয়েচে ; অনেকে পার্ব্বণের পূর্ব্বে শ্রীঘরে ও বাক্সলে বসতি কচ্চে ; কারো পূজোয় পাথরে পাঁচ কিল ; কারো সর্ব্বনাশ। ক্রমে চতুর্থী এসে পড়লো।

এবার অমুক বাবুর নতুন বাড়ীতে পূজার ভারী ধূম! প্রতিপদাদিকল্পের পর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বিদায় আরম্ভ হয়েচে, আজও চোকে নাই—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বাড়ী গিস্‌গিস্ কচ্চে। বাবু দেড়ফিট উচ্চ গদীর উপর তসর কাপড় পরে বার দিয়ে বসেচেন, দক্ষিণে দেওয়ান টাকা ও সিকি আধুলির তোড়া নিয়ে খাতা খুলে বসেচেন, বামে হবীশ্বর ন্যায়ালঙ্কার সভাপণ্ডিত অনবরত নস্য নিচ্চেন ও নাসা-নিঃসৃত রঙ্গিণ কফজল জাজিমে পুঁচ্চেন। এদিকে জহুরী জড়ওয়া গহনার পুঁটুলী ও ঢাকাই মহাজন ঢাকাই শাড়ীর গাঁট নিয়ে বসেচে। মুন্সি মোশাই, জামাই ও ভাগনেবাবুরা ফর্দ্দ কচ্চেন, সামনে কতকগুলি প্রিতিমে-ফেলা দুর্গাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ, বাইয়ের দালাল, যাত্রার অধিকারী ও গাইয়ে ভিক্ষুক 'যে আজ্ঞা' 'ধর্ম্ম অবতার' প্রভৃতি প্রিয় বাক্যের উপহার দিচ্চেন ; বাবু মধ্যে মধ্যে কারেও এক আধটা আগমনী গাইবার ফরমাস কচ্চেন। কেউ খোসগল্প ও অন্য বড়মানুষের নিন্দাবাদ করে বাবুর মনোরঞ্জনের উপক্রমণিকা কচ্চেন—আসল মতলব দ্বৈপায়ন হ্রদে রয়েচে, উপযুক্ত সময়ে তীরস্থ হবে। আতরওয়ালা, তামাকওয়ালা, দানাওয়ালা ও অন্যান্য পাওনাদার মহাজনেরা বাইরের বারাণ্ডায় ঘুরচে, পূজো যায় তথাচ তাদের হিসেব নিকেস হচ্ছে না। সভাপণ্ডিত মহাশয় সরপটে পিরিলীর বাড়ীর বিদেয় নেওয়া বিধবা-বিবাহের দলের এবং বিপক্ষপক্ষের ব্রাহ্মণদের নাম কাটচেন, অনেকে তাঁর পা ছুঁয়ে দিব্বি গালচেন যে, তাঁরা পিরিলীর বাড়ী চেনেন না ; বিধবা-বিয়ের সভায় যাওয়া চুলোয় যাক, গত বৎসর শয্যাগত ছিলেন বল্লেই হয়। কিন্তু বানের মুখের জেলেডিঙ্গীর মত তাঁদের কথা তল্ হয়ে যাচ্চে, নামকাটাদের পরিবর্ত্তে সভাপণ্ডিত আপনার জামাই, ভাগ্‌নে, নাত-জামাই, দোত্তুর ও খুড়তুতো ভেয়েদের নাম হাসিল কচ্চেন ; এদিকে নামকাটারা বাবু ও সভাপণ্ডিতকে বাপান্ত করে, পৈতে ছিঁড়ে, গালে চড়িয়ে শাপ দিয়ে উঠে যাচ্চেন। অনেকে উমেদারের অনিয়ত হাজরের পর বাবু কাকেও 'আজ যাও' 'কাল এসো' 'হবে না' 'এবার এই হলো' প্রভৃতি অনুজ্ঞায় আপ্যায়িত কচ্চেন—হজুরী সরকারের হেকমত দেখে কে! সকলেই শশব্যস্ত, পূজার ভারী ধূম!

ক্রমে চতুর্থীর অবসান হলো, পঞ্চমী প্রভাত হলেন—ময়রারা দুর্গোমণ্ডা বা আগাতোলা সন্দেশের ওজন দিতে আরম্ভ কল্লে। পাঁঠার রেজিমেণ্টকে রেজিমেণ্ট বাজারে প্যারেড কত্তে লাগলো, গন্ধবেণেরা মসলা ও মাথাঘষা বেঁধে বেঁধে ক্লান্ত হয়ে পড়লো। আজ সহরের বড় রাস্তায় চলা ভার' মুটেরা প্রিমিয়মে মোট বইচে; দোকানে খদ্দের বসবার স্থান নাই। পঞ্চমী এইরূপে কেটে গেল। আজ ষষ্ঠী; বাজারের শেষ কেনাবেচা, মহাজনের শেষ তাগাদা—আশার শেষ ভরসা। আমাদের বাবুর বাড়ীরও অপূর্ব্ব শোভা; সব চাকর-বাকর নতুন তকমা, উর্দ্দী ও কাপড় পোরে ঘুরে বেড়াচ্চে, দরজার দুই দিকে পূর্ণকুম্ভ ও আম্রসার দেওয়া হয়েছে; ঢুলীরা মধ্যে মধ্যে রোশনচৌকী ও শানাইয়ের সঙ্গে বাজাচ্চে; জামাই ও ভাগনেবাবুরা নতুন জুতো নতুন কাপড় পোরে ফর্‌রা দিচ্চেন, বাড়ীর কোন বৈঠকখানায় আগমনী গাওয়া হচ্চে, কোথাও নতুন তাসজোড়া পরকান হচ্চে, সমবয়সী ও ভিক্ষুকের ম্যালা লেগেচে, আতরের উমেদাররা বাবুদের কাছে শিশি হাতে করে সাত দিন ঘুরচে; কিন্তু বাবুদের এমনি অনবকাশ যে, দুফোঁটা আতর দানের অবকাশ হচ্চে না।

এদিকে সহরের বাজারের মোড়ে ও চৌরাস্তায় ঢুলী ও বাজান্দারের ভিড়ে সেঁধোনো ভার! রাজপথ লোকারণ্য; মালীরা পথের ধারে পদ্ম, চাঁদমালা, বিল্লিপত্র ও কুচো ফুলের দোকান সাজিয়ে বসেচে। দইয়ের ভার, মণ্ডার খুলী ও লুচি কচুরীর ওড়ায় রাস্তা জুড়ে গেছে; রেয়ো ভাট ও আমাদের মত ফলারেরা মিমো করে নিচ্চে—কোথা যায়?

ষষ্ঠী সন্ধ্যায় সহরের প্রতিমার অধিবাস হয়ে গেল; কিছুক্ষণ পরে ঢোল ঢাকের শব্দ থামলো। পূজো বাড়ীতে ক্রমে 'আন রে, এটা কি হলো,' কত্তে কত্তে ষষ্ঠীর শর্ব্বরী অবসন্ন হলো; সুখতারা মৃদুপবন আশ্রয় করে উদয় হলেন, পাখীরা প্রভাত প্রত্যক্ষ করে ক্রমে ক্রমে বাস পরিত্যাগ কত্তে আরম্ভ কল্লে; সেই সঙ্গে সহরের চারিদিকে বাজনা-বাদ্দি বেজে উঠলো, নবপত্রিকা স্নানের জন্য কর্ম্মকর্ত্তারা শশব্যস্ত হলেন—ভাবুকের ভাবনায় বোধ হতে লাগলো যেন সপ্তমী কোরমাকান নতুন কাপড় পরিধান করে হাসতে হাসতে উপস্থিত হলেন। এদিকে সহরের সকল কলাবউয়েরা বাজনা-বাদ্দি করে, স্নান কত্তে বেরুলেন, বাড়ীর ছেলেরা কাঁসর ও ঘড়ী বাজাতে বাজাতে সঙ্গে সঙ্গে চল্লে; এদিকে বাবুর কলাবউয়েরাও স্নানের সরঞ্জামে বেরুলো; আগে আগে কাড়া, নাগরা, ঢোল ও সানাইদারেরা বাজাতে বাজাতে চল্লো; তার পেছনে নতুন কাপড় পোরে আশাশোঁটা হাতে বাড়ীর দরোয়ানেরা; তার পশ্চাৎ কলাবউ কোলে পুরোহিত, পুঁথি হাতে তন্ত্রধারক, বাড়ীর আচার্য্য বামুন, গুরু ও সভাপণ্ডিত; তার পশ্চাৎ বাবু। বাবুর মস্তকে লাল সাটিনের রূপোর রামছাতা ধরেচে! আশে-পাশে ভাগ্‌নে, ভাইপো ও জামাইয়েরা; পশ্চাৎ আমলা ফয়লা ও ঘরজামাইয়ে ভগিনীপতিরা, মোসাহেব ও বাজে দল তার শেষে নৈবিদ্দ, লাণ্টন ও পুষ্পপাত্র, শাঁখ, ঘণ্টা ও কুশাসন প্রভৃতি পূজোর সরঞ্জাম মাথায় মালীরা। এই সকল সরঞ্জামে প্রসন্নকুমার ঠাকুর বাবুর ঘাটে কলাবউ নাওয়াতে চল্লেন; ক্রমে ঘাটে পৌঁছিলে কলাবউয়ের পূজো ও স্নানের অবকাশে হুজুরও গঙ্গার পবিত্র জলে স্নান করে নিয়ে, স্তব পাঠ কত্তে কত্তে অনুরূপ বাজনা-বাদ্দির সঙ্গে বাড়ীমুখো হলেন। পাঠকবর্গ! এ সহরে আজকাল দু-চার এজুকেটেড ইয়ংবেঙ্গলও পৌত্তলিকতার দাস হয়ে, পূজো-আচ্চা করে থাকেন; ব্রাহ্মণভোজনের বদলে কতকগুলি দিলদোস্ত মদে ভাতে প্রসাদ পান; আলাপি ফিমেল ফ্রেণ্ডেরাও নিমন্ত্রিত হয়ে থাকেন; পূজোরো কিছু রিফাইণ্ড কেতা। কারণ, অপর হিন্দুদের বাড়ী নিমন্ত্রিত প্রদত্ত প্রণামী টাকা পুরোহিত-ব্রাহ্মণেরই প্রাপ্য; কিন্তু এঁদের বাড়ী প্রণামীর টাকা বাবুর অ্যাকাউণ্টে ব্যাঙ্কে জমা হয়, প্রতিমের সামনে বিলাতী চরবীর বাতী জলে ও

পূজোর দালানে জুতো নিয়ে ওঠবার এলাওয়েন্স থাকে। বিলেত থেকে অর্ডার দিয়ে সাজ আনিয়ে প্রতিমে সাজান হয়—মা দুর্গা মুকুটের পরিবর্ত্তে বনেট পরেন, স্যাণ্ডউইচের শেতল খান, আর কলাবউ গঙ্গাজলের পরিবর্ত্তে কাৎলীকরা গরম জলে স্নান করে থাকেন! শেষে সেই প্রসাদী গরম জলে কর্ম্মকর্ত্তার প্রাতরাশের টী ও কফি প্রস্তুত হয়।

ক্রমে তাবৎ কলাবউয়েরা স্নান করে ঘরে ঢুকলেন। এদিকে পূজোও আরম্ভ হলো, চণ্ডীমণ্ডপে বারকোসের উপর আগাতোলা মোণ্ডাওয়ালা নৈবিদ্দ সাজান হলো। সঙ্গতি বুঝে চেলীর সাড়ী, চিনির থাল, ঘড়া, চুমকী ঘটী ও সোণার লোহা; নয় ত কোথাও সন্দেশের পরিবর্ত্তে গুড় ও মধুপর্কের বাটীর বদলে খুরী ব্যবস্থা। ক্রমে পূজো শেষ হলো, ভক্তেরা এতক্ষণ অনাহারে থেকে পূজোর শেষে প্রতিমারে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন; বাড়ীর গিন্নীরা চণ্ডী শুনে জল খেতে গেলেন, কারো বা নবরাত্রি। আমাদের বাবুর বাড়ীর পূজোও শেষ হলো প্রায়, বলিদানের উদ্‌যোগ হচ্চে; বাবু মায় ষ্টাফ আদুড় গায়ে উঠানে দাঁড়িয়েচেন, কামার কোমর বেঁধে প্রতিমের কাছে থেকে পূজো ও প্রতিষ্ঠা করা খাঁড়া নিয়ে, কাণে আশীর্ব্বাদী ফুল গুঁজে, হাড়কাঠের কাছে উপস্থিত হলো, পাশ থেকে একজন মোসাহেব 'খুঁটি ছাড়!' 'খুঁটি ছাড়!' বোলে চেঁচিয়ে উঠলেন; গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে পাঁঠাকে হাড়কাঠে পূরে দিয়ে, খিল এঁটে দেওয়া হলো; একজন পাঁঠার মুড়ি ও আর একজন ধড়টা টেনে ধল্লে, অমনি কামার "জয় মা! মাগো!" বোলে কোপ তুল্লে; বাবুরাও সেই সঙ্গে "জয় মা! মাগো!" বলে, প্রতিমের দিকে ফিরে চেঁচাতে লাগলেন, তুপ্‌ করে কোপ পড়ে গেল—গীজা গীজা গীজা গীজা, নাক টুপ টুপ টুপ, গীজা গীজা গীজা গীজা নাক টুপ টুপ টুপ শব্দে ঢোল, কাড়ানাগরা ও ট্যামটেমী বেজে উঠলো; কামার সরাতে সমাংস করে দিলে, পাঁঠার মুড়ির মুখ চেপে ধরে দালানে পাঠানো হলো, এদিকে একজন মোসাহেব সন্তর্পণে খর্পরের সরা আচ্ছাদিত করে প্রতিমের সম্মুখে উপস্থিত কল্লে। বাবুরা বাজনার তরঙ্গের মধ্যে হাততালি দিতে দিতে, ধীরে ধীরে চণ্ডীমণ্ডপে উঠলেন। প্রতিমার সামনে দানের সামগ্রী ও প্রদীপ জেলে দেওয়া হলে আরতি আরম্ভ হলো; বাবু স্বহস্তে ধবল গঙ্গাজল-চামর বীজন কত্তে লাগলেন, ধূপ-ধুনোর ধোঁয়ে বাড়ী অন্ধকার হয়ে গেল। এইরূপ আধঘণ্টা আরতির পর শাঁক বেজে উঠলো—সবাবু সকলে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বৈঠকখানায় গেলেন! এদিকে দালানে বামুনেরা নৈবিদ্দ নিয়ে কাড়াকাড়ি কত্তে লাগলো। দেখতে দেখতে সপ্তমী পূজো ফুরালো! ক্রমে নৈবিদ্দ-বিলি, কাঙ্গালীবিদায় ও জলপান বিলানোতেই সে দিনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে গেল; বৈকালে চণ্ডীর গানওয়ালারা খানিকক্ষণ আসর জাগিয়ে বিদায় হলো—গোপাল ঝাকরা চণ্ডী গানের প্রকৃত ওস্তাদ ছিল। সে মরে যাওয়াতেই আর চণ্ডীর গানের প্রকৃত গায়ক নাই; বিশেষতঃ এক্ষণে শ্রোতাও অতি দুর্লভ হয়েছে।

ক্রমে ছটা বাজলো, দালানের গ্যাসের ঝাড় জেলে দিয়ে প্রতিমার আরতি করে দেওয়া হলো এবং মা দুর্গার শেতলের জলপান ও অন্যান্য সরঞ্জামও সেই সময়ে দালানে সাজিয়ে দেওয়া হলো—মা দুর্গা যত খান বা না খান, লোকে দেখে প্রশংসা কল্লেই বাবুর দশ টাকা খরচের সার্থকতা হবে। এদিকে সন্ধ্যার সঙ্গে দর্শকের ভিড় বাড়তে লাগলো; বাঙ্গাল দোকানদার, ঘুঙ্গী ও কস্‌বী, ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে ও আদ্‌বইসি ছোঁড়া সঙ্গে থাতায় থাতায় প্রতিমে দেখতে আসতে লাগলো। এদিকে নিমন্ত্রিত লোকেরা সেজেগুজে এসে টন্যাং করে একটা টাকা ফেলে দিয়ে প্রণাম কল্লে, অমনি পুরুত একছড়া ফুলের মালা নেমন্তন্নের গলায় দিয়ে টাকাটা কুড়িয়ে ট্যাঁকে গুঁজলেন, নেমন্তন্নেও হন্ হন্ করে চলে গেলেন। কলকেতা সহরে এই একটি বড় আজগুবি কেতা, অনেকস্থলে নিমন্ত্রিতে ও কর্ম্ম কর্ত্তায় চোরে কামারের

মত সাক্ষাৎও হয় না, কোথাও পুরোহিত বলে দেন, "বাবুরা ওপরে; ঐ সিঁড়ি মশাই যান না!" কিন্তু নিমন্ত্রিত যেন চিরপ্রচলিত রীতি অনুসারেই "আজ্ঞে না, আরো পাঁচ জায়গায় যেতে হবে, থাক" বলে টাকাটি দিয়েই অমনি গাড়ীতে ওঠেন; কোথাও যদি কর্ম্মকর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তবে গিরগিটির মত উভয়ে একবার ঘাড় নাড়ানাড়ি মাত্র হয়ে থাকে—সন্দেশ মেঠাই চুলোয় যাক, পান তামাক মাথায় থাক, প্রায় সর্ব্বত্রই সাদর-সম্ভাষণেরও বিলক্ষণ অপ্রতুল; দুই এক জায়গায় কর্ম্মকর্ত্তা জরির মছলন্দ পেতে, সামনে আতরদান, গোলাবপাস সাজিয়ে, পয়সার দোকানের পোদ্দারের মত বসে থাকেন। কোন বাড়ীর বৈঠকখানায় চোহেলের রৈ রৈ ও হৈচৈয়ের তুফানে নেমন্তন্নেদের সেঁদুতে ভরসা হয় না—পাছে কর্ম্মকর্ত্তা তেড়ে কামড়ান। কোথায় দরজা বন্ধ, বৈঠকখানা অন্ধকার, হয় ত বাবু ঘুমুচ্ছেন, নয় বেরিয়ে গেছেন। দালানে জনমানব নাই, নেমন্তন্নে কার সম্মুখে যে প্রণামী টাকাটি ফেলবেন ও কি করবেন, তা ভেবে স্থির করতে পারেন না; কর্ম্মকর্ত্তার ব্যাভার দেখে প্রতিমে পর্য্যন্ত অপ্রস্তুত হন, অথচ এ রকম নেমন্তন্ন না কল্লেই নয়। এই দরুণ অনেক ভদ্রলোক আজকাল আর 'সামাজিক' নেমন্তন্নে স্বয়ং যান না, ভাগ্নে বা ছেলেপুলের দ্বারাতেই ক্রিয়েবাড়ীর পুরুতের প্রাপ্য কিম্বা বাবুদের ওৎকরা টাকাটি পাঠিয়ে দেন; কিন্তু আমাদের ছেলেপুলে না থাকায় স্বয়ং গমনে অসমর্থ হওয়ায় স্থির করেছি, এবার অবধি প্রণামীর টাকার পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প কিনে ডাকে পাঠিয়ে দেব; তেমন তেমন আত্মীয়স্থলে (সেফ এরাইভ্যালের জন্য) রেজেষ্টরী করে পাঠান যাবে; যে প্রকারে হোক, টাকাটি পৌছান নে বিষয়! অধ্যাপক ভায়ারা এ বিষয়ে অনেক সুবিধা করে দিয়েছেন, পূজো ফুরিয়ে গেলে তাঁরা প্রণামীর টাকাটি আদায় কত্তে স্বয়ং ক্লেশ নিয়ে থাকেন; নেমন্তন্নের পূর্ব্ব হতে পূজোর শেষে তাদের আত্মীয়তা আরও বৃদ্ধি হয়; অনেকের প্রণামী চাইতে আসাই পূজোর প্ররু।

মনে করুন, আমাদের বাবু বনেদী বড়মানুষ; চাল স্বতন্তর, আরতির পর বেনারসী জোড় পরে সভাসদ সঙ্গে নিয়ে দালানে বার দিলেন; অমনি তকমাপরা বাঁকা দরওয়ানেরা তলওয়ার খুলে পাহারা দিতে লাগলো; হরকরা, হুঁকোবরদার, বিবির বাড়ীর বেহারা মোসাহেবেরা যোড়হস্ত হয়ে দাঁড়ালো, কখন কি ফরমাস হয়। বাবুর সামনে একটা সোণার আলবোলা, ডাইনে একটা পান্না বসান ফুরসি, বাঁয়ে একটা হীরে বসান টোপদার গুড়গুড়ি ও পেছনে একটা মুক্তো বসান পেঁচুয়া পড়লো: বাবু আস্তা-কুড়ের কুকুরের মত ইচ্ছা অনুসারে আশে পাশে মুখ দিচ্চেন ও আড়ে আড়ে সামনে বাজেলোকের ভিড়ের দিকে দেখচেন—লোক কোনটার কারিগরীর প্রশংসা কচ্চে; যে রকমে হোক লোককে দেখান চাই যে, বাবুর রূপো, সোণার জিনিষ অঢেল, এমন কি, বসাবার স্থান থাকলে আরও দুটো ফুরসি বা গুড়গুড়ি দেখান যেতো। ক্রমে অনেক অনেক অনাহূত ও নিমন্ত্রিত জড় হতে লাগলেন, বাজে লোকে চণ্ডীমণ্ডপ পুরে গেল, জুতোচোরে সেই লাঙ্গা-তলোয়ারের পাহারার ভিতর থেকেও দুকুড়ী জুতো সরিয়ে ফেল্লে। কচ্ছব জলে থেকেও ডাঙ্গাস্থ ডিমের প্রতি যেমন মন রাখে, সেইরূপ অনেকে দালানে বসে বাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তার মধ্যেও আপনার জুতোর ওপোরও নজর রেখেছিলেন: কিন্তু উঠবার সময় দেখেন যে, জুতোরাম ভাঙ্গা ডিমের খোলার মত হয় ত একপাটী ছেড়া চটি পড়ে আছে।

এদিকে দেখতে দেখতে গুড়ুম করে নটার তোপ পড়ে গেল; ছেলেরা 'বোমকালী' 'কলকেত্তা-ওয়ালী' বোলে চেঁচিয়ে উঠলো। বাবুর বাড়ীর নাচ, সুতরাং বাবু আর অধিকক্ষণ দালানে বোসতে পাল্লেন না, বৈঠকখানায় কাপড় ছাড়তে গেলেন, এদিকে উঠানের সমস্ত গ্যাস জেলে দিয়ে মজলিসের উদ্‌যোগ হতে লাগলো, ভাগ্নেরা ট্যাসল দেওয়া টুপী ও পেটী পোরে ফোপলদালালী কত্তে লাগলেন।

এদিকে দুই-এক জন নাচের মজলিসি নেমন্তন্নে আসতে লাগলেন। মজলিসে তরকা নাবিয়ে দেওয়া হলো। বাবু জরি ও কালাবৎ এবং নানাবিধ জড়ওয়া গহনায় ভূষিত হয়ে, ঠিক একটি 'ইজিপশন মমী সেজে' মজলিসে বার দিলেন—বাই, সারঙ্গের সঙ্গে গান করে, সভাস্থ সমস্তকে মোহিত কত্তে লাগলেন।

নেমন্তন্নেরা নাচ দেখতে থাকুন, বাবু ফর্‌রা দিন ও লাল চোখে রাজা উজীর মারুন—পাঠকবর্গ একবার সহরটার শোভা দেখুন, প্রায় সকল বাড়ীতেই নানা প্রকার রং-তামাসা আরম্ভ হয়েছে ; লোকেরা খাতায় খাতায় বাড়ী বাড়ী পূজো দেখে বেড়াচ্চে। রাস্তায় বেজায় ভিড়! মারওয়াড়ী খোট্টার পাল, মাগীর খাতা ও ইয়ারের দলে রাস্তা পুরে গেচে। নেমন্তন্নের হাতলণ্ঠনওয়ালা, বড় বড় গাড়ীর সইসেরা প্রলয় শব্দে পইস পইস কচ্চে, অথচ গাড়ী চালাবার বড় বেগতিক। কোথায় সখের কবি হচ্চে ; ঢোলের চাঁটী ও গাওনার চীৎকারে নিদ্রাদেবী সে পাড়া থেকে ছুটে পালিয়েচেন ; গানের তানে ঘুমন্তো ছেলেরা মার কোলে ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠচে। কোথাও পাঁচালি আরম্ভ হয়েচে, বওয়াটে পিলইয়ার ছোকরারা ভরপুর নেশায় ভোঁ হয়ে ছড়া কাটচেন ও আপনা আপনি বাহোবা দিচ্চেন ; রাত্রিশেষে শ্রাদ্ধ গড়াবে, অবশেষে পুলিসে দাক্ষিণা দেবে। কোথাও যাত্রা হচ্চে, মণিগোঁসাই সং এসেচে ছেলেরা মণিগোঁসাইয়ের রসিকতায় আহ্লাদে আটখানা হচ্চে ; আশে পাশে চিকের ভিতর মেয়েরা উঁকি মাচ্চে, মজলিসে রামমসাল জ্বলচে ; বাজে দর্শকদের বায়ুক্রিয়ায় ও মসালের দুর্গন্ধে পূজাবাড়ী তিষ্ঠান ভার! ধুপ-ধুনার গন্ধও হার মেনেচে। কোনখানে পূজোবাড়ীর বাবুরাই খোদ মজলিস রেখেচেন—বৈঠকখানায় পাঁচো ইয়ার জুটে নেউল নাচানো, ব্যাং নাপানো, খ্যামটা ও বিদ্যাসুন্দর আরম্ভ করেচেন ; এক একবারের হাসির গর্‌রায়, শিয়াল ডাকে ও মদন আগুনের তানে—দালানে ভগবতী ভয়ে কাঁপচেন, সিঙ্গি চোরাকে কামড়ান পরিত্যাগ করে, ল্যাজ গুটিয়ে পলাবার পথ দেখচে, লক্ষ্মী সরস্বতী শশব্যস্ত! এদিকে সহরের সকল রাস্তাতেই লোকের ভিড়, সকল বাড়ীই আলোময়।

এই প্রকার সপ্তমী, অষ্টমী ও সন্ধিপূজো কেটে গেল ; আজ নবমী, আজ পূজোর শেষ দিন। এত দিন লোকের মনে যে আহ্লাদটি জোয়ারের জলের মত বাড়তেছিল, আজ সেইটির একেবারে সারভাটা।

আজ কোথাও ঘোড়া মোষ, কোথাও নব্বইটা পাঁটা, সুপারি আখ, কুমড়ো, মাগুরমাছ ও মরীচ বলিদান হয়েচে ; কর্ম্মকর্ত্তা পাত্র টেনে পাঁচোইয়ারে জুটে নবমী গাচ্চেন ও কাদামাটী কচ্চেন ; ঢুলীর ঢোলে সঙ্গত হচ্চে, উঠানে লোকারণ্য, উপর থেকে বাড়ীর মেয়েরা উকি মেরে নবমী দেখচেন। কোথাও হোমের ধুমে বাড়ী অন্ধকার হয়ে গেছে ; কার সাধ্য প্রবেশ করে—কাঙ্গালী, রেয়োভাট ও ভিক্ষুকের পূজোবাড়ী ঢোকা দূরে থাকুক, দরজা হতে মশাগুলো পর্য্যন্ত ফিরে যাচ্চে। ক্রমে দেখতে দেখতে দিনমণি অস্ত গ্যালেন, পূজোর আমোদ প্রায় সম্বৎসরের মত ফুরালো! ভোরাও ওক্তে ভয়রো রাগিণীতে অনেক বাড়ীতে বিজয়া গাওনা হলো ; ভক্তের চক্ষে ভগবতীর প্রতিমা পরদিন প্রাতে মলিন মলিন বোধ হতে লাগলো, শেষে বিসর্জ্জনের সমারোহ সুরু হলো—আজ নিরঞ্জন।

ক্রমে দেখতে দেখতে দশটা বেজে গেল ; দইকড়মা ভোগ দিয়ে প্রতিমাদ নিরঞ্জন করা হলো ; আরতির পর বিসর্জ্জনের বাজনা বেজে উঠলো। বামুনবাড়ীর প্রতিমারা সকলেই জলসই। বড়মানুষ ও বাজে জাতির প্রতিমা পুলিসের পাশ মত বাজনা বাদ্দির সঙ্গে বিসর্জ্জন হবেন—এ দিকে এ কাজে সে কাজে গির্জ্জার ঘড়ীতে টুং টাং টুং টাং করে বারটা বেজে গেল ; সূর্য্যের মৃদুতপ্ত উত্তাপে সহর নিমকি রকম গরম হয়ে উঠলো ; এলোমেলো হাওয়ায় রাস্তার ধুলো ও কাঁকর উড়ে অন্ধকার করে তুল্লে।

বেকার কুকুরগুলো—দোকানের পাটাতনের নীচে ও খানার ধারে শুয়ে জীব বাহির করে হাঁপাচ্চে, বোঝাই গাড়ীর গরুগুলোর মুখ দে ফ্যানা পড়চে—গাড়োয়ান ভয়ানক চীৎকারে "শালার গরু চলে না" বলে ন্যাজ মোল্‌চে ও পাচনবাড়ি মাচ্চে; কিন্তু গরুর চাল বেগড়াচ্চে না, বোঝাইয়ের ভরে চাকাগুলি কোঁ কোঁ শব্দে রাস্তা মাতিয়ে চলেচে। চড়াই ও কাকগুলো বারান্দা আলসে ও নলের নীচে চক্ষু মুদে বসে আছে। ফিরিওয়ালারা ক্রমে ঘরে ফিরে যাচ্চে; রিপুকর্ম্ম ও পরামাণিকেরা অনেকক্ষণ হলো ফিরেচে; আলু পটোল! ঘি চাই! ও তামাকওয়ালারা কিছুক্ষণ হলো ফিরে গেছে। ঘোল চাই! মাখন চাই! ভয়সা দই চাই! ও মালাই-দইওয়ালারা কড়ি ও পয়সা গুণতে গুণতে ফিরে যাচ্চে; এখন কেবল মধ্যে মধ্যে পানিফল! কাগোজ বদল! পেয়ালা পিরিচ! ফিরিওয়ালাদের ডাক শোনা যাচ্চে—নৈবিদ্দি-মাথায় পুজোবাড়ীর লোক, পুজুরী বামুন, পটো বাজন্দার ভিন্ন রাস্তায় বাজে লোক নাই, গুপুস করে একটার তোপ পড়ে গেল। ক্রমে অনেক স্থলে ধুমধামে বিসর্জ্জনের উদ্‌যোগ হতে লাগলো।

হায়! পৌত্তলিকতা কি শুভ দিনেই এ স্থলে পদার্পণ করেছিল; এতো দেখে শুনে, মনে স্থির জেনেও আমরা তারে পরিত্যাগ কত্তে কত কষ্ট ও অসুবিধা বোধ কচ্চি; ছেলেব্যালা যে পুতুল নিয়ে খেলাঘর পেতেছি, বৌ বৌ খেলেছি ও ছেলে-মেয়ের বে দিয়েচি, আবার বড় হয়ে সেই পুতুলকে পরমেশ্বর বলে পুজো কচ্চি, তাঁর পদার্পণে পুলকিত হচ্চি ও তাঁর বিসর্জ্জনে শোকের সীমা থাকচে না—শুধু আমরা কেন, কত কত কৃতবিদ্য বাঙ্গালী সংসারের ও জগদীশ্বরের সমস্ত তত্ত্ব অবগত থেকেও, হয় ত সমাজ, না হয় পরিবার পরিজনের অনুরোধে, পুতুল পুজে আমোদ প্রকাশ করেন, বিসর্জ্জনের সময় কাঁদেন ও কাদা-রক্ত মেখে কোলাকুলি করেন; কিন্তু নাস্তিকতায় নাম লিখিয়ে বনে বসে থাকাও ভাল, তবু "জগদীশ্বর একমাত্র" এটি জেনে আবার পুতুলপূজায় আমোদ প্রকাশ করা উচিত নয়।

ক্রমে সহরের বড় রাস্তা চৌমাথা লোকারণ্য হয়ে উঠলো, বেশ্যালয়ের বারাণ্ডা আলাপীতে পুরে গেল; ইংরাজী বাজনা, নিশেন, তুরুকসোয়ার ও সার্জ্জন সঙ্গে প্রতিমারা রাস্তায় বাহার দিয়ে বেড়াতে লাগলেন—তখন 'কার প্রতিমা উত্তম 'কার সাজ ভাল' 'কার সরঞ্জাম সরেস' প্রভৃতির প্রশংসারই প্রয়োজন হচ্চে। কিন্তু হায়! 'কার ভক্তি সরেস' কেউ সে বিষয়ের অনুসন্ধান করে না—কর্ম্মকর্ত্তাও তার জন্য বড় কেয়ার করেন না! এদিকে প্রসন্নকুমার বাবুর ঘাট ভদ্দরলোক গোচের দর্শক, ক্ষুদে ক্ষুদে পোষাক পরা ছেলে, মেয়ে ও ইস্কুলবয়ে ভরে গেল। কর্ম্মকর্ত্তারা কেউ কেউ প্রতিমে নিয়ে বাচখেলিয়ে বেড়াতে লাগলেন—আমুদে মিনষেরা ও ছোড়ারা নৌকার ওপর ঢোলের সঙ্গতে নাচতে লাগলো, সৌখীন বাবুরা খ্যামটা ও বাই সঙ্গে করে বোট, পিনেস ও বজরার ছাতে বার দিয়ে বসলেন—মোসাহেব ও ওস্তাদ চাকরেরা কবির সুরে দু-একটা রংদার গান গাইতে লাগলো।

গান

"বিদায় হও মা ভগবতি। এ সহরে এসো নাকো আর।
দিনে দিনে কলিকাতার মর্ম্ম দেখি চমৎকার॥
জষ্টিসেরা ধর্ম্ম-অবতার, কায়মনে কচ্চেন সুবিচার।
এদিকে ধুলোর তরে রাজপথেতে চেঁচিয়ে চেয়ে চলা ভার॥
পথে হাগা মোতা চলবে না, লহোরের জল তুলতে মানা,
লাইসেন্সটেক্স মাথটচাঁদা, পাইখানায় বাসি ময়লা রবে না।

হেল্‌থ অফিসর, সেতখানার মেজেষ্টর, ইনকমের আসেসর সাল্লে সবারে;
আবার গবর্ণরের গুয়ে দষ্টি, সৃষ্টিছাড়া ব্যবহার।
অসহ্য হতেছে মাগো! অসাধ্য বাস করা আর॥
জীয়ন্তে এই ত জ্বালা মাগো!—মলেও শান্তি পাবে না;
মুখাগ্নির দফা রফা কলেতে করবে সৎকার।
হুতোমদাস তাই সহর ছেড়ে আসমানে করেন বিহার॥"

এ দিকে দেখতে দেখতে দিনমণি যেন সম্বৎসরের পূজোর আমোদের সঙ্গে অস্ত গেলেন। সন্ধ্যাবধূ বিচ্ছেদ-বসন পরিধান করে দেখা দিলেন। কর্ম্মকর্ত্তারা প্রতিমা নিরঞ্জন করে, নীলকণ্ঠ শঙ্খচিল উড়িয়ে 'দাদা গো' দিদি গো' বাজনার সঙ্গে ঘট নিয়ে ঘরমুখো হলেন। বাড়ীতে পৌঁছে চণ্ডীমণ্ডপে পূর্ণঘটকে প্রণাম করে শান্তিজল নিলেন; পরে কাঁচাহলুদ ও ঘটজল খেয়ে পরস্পর কোলাকুলি কল্লেন। অবশেষে কলাপাতে দুর্গানাম লিখে সিদ্ধি খেয়ে বিজয়ার উপসংহার হলো। ক'দিন মহাসমারোহের পর আজ সহরটা খাঁ খাঁ কত্তে লাগলো—পৌত্তলিকের মন বড়ই উদাস হলো, কারণ, যখন লোকের সুখের দিন থাকে, তখন সেটির তত অনুভব কত্তে পারা যায় না, যত সেই সুখের মহিমা, দুঃখের দিনে বোঝা যায়।

রামলীলা

দুর্গোৎসব এক বছরের মত ফুরুলো; ঢুলীরা নায়েক-বাড়ী বিদেয় হয়ে শুঁড়ির দোকানে রং বাজাচ্চে। ভাড়াকরা ঝাড়েরা মুটের মাথায় বাঁশে ঝুলে টুন্ন টুন্ন শব্দে বালাখানায় ফিরে যাচ্চে; যজমেনে বামুনের বাড়ীর নৈবিদ্দির আলো-চাল ও পঞ্চশস্য শুকুচ্চে, ব্রাহ্মণী ছেলে কোলে করে কাটি নিয়ে কাগ তাড়াচ্চেন। সহরটা থমথমে! বাসাড়েরা আজও বাড়ী হতে ফেরেন নি, অফিস ও ইস্কুল খোলবার আরও চার পাঁচ দিন বিলম্ব আছে।

যে দেশের লোকের যে কালে যে প্রকার হেমন্ত থাকে, সে দেশে সে সময় সেই প্রকার কর্ম্মকাণ্ড, আমোদ-প্রমোদ ও কার-কারবার প্রচলিত হয়। দেশের লোকের মনই সমাজে লোকোমোটিবের মত, ব্যবহার কেবল 'ওয়েদরকর্কের' কাজ করে। দেখুন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা রঙ্গভূমি প্রস্তুত করে মল্লযুদ্ধে আমোদ প্রকাশ কত্তেন, নাটক ত্রোটকের অভিনয় দেখতেন, পরিশুদ্ধ সঙ্গীত ও সাহিত্যে উৎসাহ দিতেন; কিন্তু আজকাল আমরা বারোইয়ারিতলায়, নয় বাড়ীতে, বেদেনীর নাচ ও 'মদন আগুনের' তানে পরিতুষ্ট হচ্চি; ছোট ছোট ছেলে ও মেয়েদের অনুরোধ উপলক্ষ করে পুতুল-নাচ, পাঁচালী ও পচা খেউড়ে আনন্দ প্রকাশ কচ্চি, যাত্রাওয়ালাদের 'ছকুবাবু' ও 'সুন্দরের সং' নাবাতে হুকুম দিচ্চি। মল্লযুদ্ধের তামাসা 'ছাথ বুল বুল ফাইট' ও 'গ্যাড়ার লড়ায়ে' পর্য্যবসিত হয়েচে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পরস্পর লড়াই করেছেন, আজকাল আমরা সর্ব্বদাই পরস্পরের অসাক্ষাতে নিন্দাবাদ করে থাকি; শেষে একপক্ষের 'খেউড়ে' জিত ধরাই আছে।

আমাদের এই প্রকার অধঃপতন হবে না কেন? আমরা হামা দিতে আরম্ভ করেই ঝুমঝুমি, চুষী ও শোলার পাখীতে বর্ণপরিচয় করে থাকি। কিছু পরে ঘুড়ি, লাটিম, লুকোচুরি ও বৌ বৌ খেলাই

আমাদের যুবত্বের এনট্রান্স-কোর্স হয়; শেষে তাস, পাশা ও বড়ে টিপে মাৎ করে ডিগ্রী নিয়ে বেরুই। সুতরাং ঐগুলি পুরাণো পড়ার মত কেবল চিরকাল আউড়ে আসতে হয়; বেশীর ভাগ বয়সের পরিণামের সঙ্গে ক্রমশঃ কতকগুলি আনুসঙ্গিক উপসর্গ উপস্থিত হয়।

রামলীলা এদেশের পরব নয়, এটি প্রবল খোট্টাই! কিছুকাল পূর্ব্বে চানকের সেপাইদের দ্বারা এই রামলীলার সূত্রপাত হয়; পূর্ব্বে তারাই আপনা-আপনি চাঁদা করে চানকের মাঠে রাম-রাবণের যুদ্ধের অভিনয় কত্তো; কিছু দিন এ রকমে চলে, মধ্যে একেবারে রহিত হয়ে যায়। শেষে বড়বাজারের দু' চার ধনী খোট্টার উদ্যোগে ১৭৫৭ শকে পুনর্ব্বার রামলীলার আরম্ভ হয়। তদবধি এই বার বৎসর রামলীলার মেলা চলে আসচে। কল্‌কেতায় আর অন্য কোন মেলা নাই বলেই, অনেকে রামলীলায় উপস্থিত হন। এদের মধ্যে নিষ্কর্ম্মা বাবু, মাড়োয়ারী খোট্টা, বেশ্যা ও বেণেই অধিক।

পাঠকবর্গ মনে করুন, আপনাদের পাড়ার বনেদী বড়মানুষ ও দলপতি বাবু দেড়ফিট উচ্চ গদির ওপর বার দিয়ে বসেচেন; গদির সামনে বড় বড় বাক্স ও আয়না পড়েচে, বাবুর প্রকাণ্ড আলবোলা প্রতি টানে শরতের মেঘের মত শব্দ কচ্ছে, আর মস্ক ও মৃগনাভির মেশান ইরাণী তামাকের খোস্‌বোয় বাড়ী মাত করেচে। গদির কিছু দূরে এক জন খোট্টা সিদ্ধির মাজুম, হজমীগুলি ও পালংতোড় প্রভৃতি 'কুয়ৎ কি চিজ' রুমালে বেঁধে বসে আছেন। তিনি লক্ষ্ণৌয়ের এক জন সম্পন্ন জহুরীর পুত্র, এক্ষণে সহরেই বাস; হয়ত বছর কতক হলো আফিমের তেজমন্দি খেলায় সর্ব্বস্বান্ত হয়ে বাবুর অবশ্য-পোষ্য হয়েচেন। মনে করুন, তাঁর অনেক প্রকার হাকিমী ঔষধ জানা আছে। সিদ্ধি সম্পর্কীয় মাজুমও তিনি উত্তম রকমে প্রস্তুত কত্তে পারেন। বিশেষতঃ বিস্তর বাই, কথক ও গানওয়ালীর সহিত পরিচয় থাকায়, আপন হেকমত ও হুনুরীতে আজকাল বাবুর দক্ষিণ হস্ত হয়ে উঠেচেন। এঁর পাশে ভবানীবাবু ও মিস্তুয়ার্স আর্টফুল ডজরস উকীল সাহেবের হেডকেরাণী হলধরবাবু। ভবানীবাবু ঐ অঞ্চলের একজন বিখ্যাত লোক, আদালতে ভারী মাইনের চাকরী করেন; এ সওয়ায় অন্তঃশিলে কোম্পানীর কাগজের দালালী, বড় বড় রাজা-রাজড়ার আমমোক্তারী ও মকদ্দমার ম্যানেজারী করা আছে। এমন কি অনেকেই স্বীকার করে থাকেন যে, ভবানীবাবু ধড়িবাজিতে উমিচাঁদ হইতে সরেস ও বিষয়-কর্ম্মে জয়কৃষ্ণ হতে জবর! ভবানীবাবুর পার্শ্বস্থ হলধরও কম নন—মনে করুন, হলধর উকীলের বাড়ী মকদ্দমার তদ্বিরে ফের-ফন্দীতে ও জাল-জালিয়াতে প্রকৃত শুভঙ্কর। হলধরের মোচা গোঁফ, মুসকের মত ভুঁড়ি, হাতে ইষ্টিকবচ, কোমরে গোট ও মাদুলি, সরু ফিন্‌ফিনে সাদা ধুতি পরিধান, তার ভিতরে একটা কাচ, কপালে টাকার মত একটা রক্তচন্দনের টিপ ও দাঁতে মিসি;—চাদরটা তাল পাকিয়ে কাঁধে ফেলে অনবরত তামাক খাচ্চেন ও গোঁপে তা দিয়ে যেন বুদ্ধি পাকাচ্চেন। এমন সময়ে বাবুর এ মজলিসে ফলহরিবাবু ও রামভদ্দরবাবু উপস্থিত হলেন; ফলহরি ও রামভদ্দরকে দেখে বাবু সাদরসম্ভাষণে বসালেন, হুঁকাবরদার তামাক দিয়ে গেল; বাবুরা শ্রান্তি দূর করে তামাক খেতে খেতে একথা সে কথার পর বল্লেন, "মশাই, আজ রামলীলার ধূম! আজ শুনলেম লক্ষ্মণের শক্তিশেল হবে, বিস্তর বাজী পুড়বে, এখানে আসবার সময়ে দেখলেম, ও পাড়াদ রামবাবুর চৌঘুড়ী গেল। শম্ভুবাবু বগীতে লক্ষ্মীকে নিয়ে যাচ্চেন—আজ বেজায় ভিড়। মশাই যাবেন না?" তখনি 'ভবানীবাবু' এই প্রস্তাবের পোষকতা কল্লেন—বাবুও রাজী হলেন—অমনি 'ওরে! ওরে কোই হায়রে! কোই হায়!' শব্দ পড়ে গেল; আসেপাশে, 'খোদাবন্দ' ও 'আচ্ছা যাইয়ে' প্রতিধ্বনি হতে লাগলো—হরকরাকে হুকুম হলো, বড় ব্রিজকা ও বিলাতি জুড়ি তইরি কত্তে বল শীগ্‌গির।

ঠাওরাণ, যেন এ দিকে বাবর ব্রিজকা প্রস্তুত হতে লাগলো, পেয়ারের আরদালীরা পাগড়ী ও তকমা পরে আয়নার মুখ দেখচে। বাবু ড্রেসিং রুমে ঢুকে পোষাক পচ্চেন। চার-পাঁচ জন চাকরে পড়ে চল্লিশ রকম প্যাটার্নের ট্যাসলদেওয়া টুপী, সাটীনের চাপকান, পায়জামা বাছুনি কচ্চে। কোনটা পল্লে বড় ভাল দেখাবে, বাবু মনে মনে এই ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হচ্চেন, হয় ত একটা জামা পরে আবার খুলে ফেল্লেন। একটা টুপী মাথায় দিয়ে আয়নায় মুখ দেখে মনে ধচ্চে না; আবার আর একটা মাথায় দেওয়া হচ্চে, সেটাও বড় ভাল মানাচ্চে না। এই অবকাশে একজন মোসাহেবকে জিজ্ঞাসা কচ্চেন, 'কেমন হে! এটা কি মাথায় দেবো?' মোসাহেব সব দিক বজায় রেখে, 'আজ্ঞে পোষাক পল্লে আপনাকে যেমন খোলে, সহরের কোন শালাকে এমন খোলে না' বলচেন; বাবু এই অবসরে আর একটা টুপী মাথায় নিয়ে জিজ্ঞাসা কচ্চেন 'এটা কেমন?' মোসাহেব 'আজ্ঞে এমন আর কারো নাই' বলে বাবুর গৌরব বাড়াচ্চেন ও মধ্যে মধ্যে 'আপ রুচি খানা ও পর রুচি পিন্না' বয়েদটা নজীর কচ্চেন। এই প্রকার অনেক তর্কবিতর্ক ও বিবেচনার পর হয়ত একটা বেয়াড়া রকমের পোষাক পরে, শেষে পমেটম ল্যাভেণ্ডার ও আতর মেখে, অংটী চেন ও ইষ্টিক বেচে নিয়ে, দু ঘণ্টার পর বাবু ড্রেসিংরুম হতে বৈঠকখানায় বার হলেন। হলধর, ভবানী, রামভদ্দর প্রভৃতি বৈঠকখানাস্থ সকলেই আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলেই যেন 'আজ্ঞে পোষাকে আপনাকে বড় খুলেচে' বলে নানাপ্রকার প্রশংসা কত্তে লাগলেন; কেউ বল্লেন, 'হুজুর। এ কি গিদ্‌সনের বাড়ীর তইরি না?' কেউ ঘড়ির চেন, কেউ আংটী ও ইষ্টিকের অনিয়ত প্রশংসা কত্তে আরম্ভ কল্লেন। মোসাহেবের মধ্যে যাঁহাদের কাপড়-চোপড়গুলি বাবুর ব্রিজকা ও বিলাতী জুড়ির যোগ্য নয়, তাঁরা বাবুর প্রসাদি কাপড় চোপড় পরে কানে আতরের তুলো গুঁজে চেহারা খুলে নিলেন; প্রসাদি কাপড়-চোপড় পরে মোসাহেবদের আর আহ্লাদের সীমা রইলো না। মনে হতে লাগলো, বাড়ীর কাছের উঠনোওয়ালা মুদি মাগী ও চেনা লোকেরা যেন দেখতে পায় আমি কেমন পোষাকে হুজুরের সঙ্গে বেড়াচ্চি! কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক মোসাহেব সর্ব্বদাই আক্ষেপ করে থাকেন, তাঁরা যখন বাবুদের সঙ্গে বড় বড় গাড়ী ও ভাল কাপড়-চোপড় পরে বেড়ান, তখন কেউ তাঁদের দেখতে পান না, আর গামচা কাঁদে করে বাজার কত্তে বেরুলেই সকলের নজরে পড়েন।

এ দিকে টুং টাং টুং করে মেকাবী ক্লকে পাঁচটা বাজলো, 'হুজুর গাড়ী হাজির' বলে হরকরা হুজুরে প্রোক্লেম কল্লে। বাবু মোসাহেবদের সঙ্গে নিয়ে গাড়ীতে উঠলেন—বিলাতী জুড়ি কোচম্যানের ইঙ্গিতে টপাটপ টপাটপ শব্দে রাস্তা কাঁপিয়ে বাবুকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

এ দিকে চাকরেরা 'রাম বাঁচলুম' বলে কেউ বাবুর মচলন্দে গড়িয়ে পড়লো, কেউ হুজুরের সোনাবাঁধান হুঁকোটা টেনে দেখতে লাগলো—অনেকে বাবুর ব্যবহারের কাপড়চোপড় পরে বেড়াতে বেরুলো; সহরের অনেক বড় মানুষের বাড়ী বাবুদের সাক্ষাতে বড় আঁটাআঁটী থাকে, কিন্তু তাঁদের অসাক্ষাতে বাড়ীর অনেক ভাগ উদোম এলো হয়ে পড়ে।

ক্রমে বাবুর ব্রিজকা চিৎপুর রোডে এসে পড়লো। চিৎপুর রোডে আজ গাড়ী-ঘোড়ার অসম্ভব ভিড়। মাড়ওয়ারী, খোট্টা ও বেশ্যারা খাতায় খাতায় ছক্কড় ও কেরাঞ্চীতে রামলীলা দেখতে চলেচে যাঁরা যোত্রহীন, তাঁরাও সখের অনুরোধ এড়াতে না পেরে, হেঁটেই চলেচেন, কলকেতা সহরের এই একটি আজব গুণ যে, মজুর হতে লক্ষপতি পর্য্যন্ত সকলের মনে সমান সখ। বড়লোকেরা দানসাগরে যাহা নির্ব্বাহ করবেন, সামান্য লোকে ভিক্ষা বা চুরি পর্য্যন্ত স্বীকার করেও কায়ক্লেশে তিলকাঞ্চনে সেটির নকল কত্তে হবে।

আন্দাজ করুন, যেন, এ দিকে ছক্কড় ও বড় বড় গাড়ীর গতিতে রাস্তার ধূলো উড়িয়ে সহর অন্ধকার করে তুল্লে। সূর্য্যদেবও সমস্ত দিন কমলিনীর সহবাসে কাটিয়ে পরিশ্রান্ত নাগরের মত ক্লান্ত হয়ে শ্রান্তি দূর কববার জন্যই যেন অস্তাচল আশ্রয় কল্লেন; প্রিয়সখী প্রদোষরাণীর পিছে পিছে অভিসারিণী সন্ধ্যাবধূ ধীরে ধীরে সতিনী শর্ব্বরীর অনুসরণে নির্গতা হলেন; রহস্যজ্ঞ অন্ধকার সমস্ত দিন নিভৃতে লুকিয়ে ছিল, এখন পাখীদের সঙ্কেতবাক্যে অবসর বুঝে ক্রমশঃ দিকসকল আচ্ছাদিত করে নিশানাথের নিমিত্ত অপূর্ব্ব বিহারস্থল প্রস্তুত কত্তে আরম্ভ কল্লে। এ দিকে বাবুর ব্রিজকা রামলীলার রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হলো। রামলীলার রঙ্গভূমি রাজাবাহাদুরের বাগানখানি পূর্ব্বে সহরের প্রধান ছিল, কিন্তু কুলপ্রদীপকুমারদের কল্যাণে আজকাল প্রকৃত চিড়িয়াখানা হয়ে উঠেচে। পূর্ব্বে রামলীলা ঐ রাজা বদ্দিনাথ বাহাদুরের বাগানেতেই হতো; গত বৎসর হতে রহিত হয়ে রাজা নরসিংহ বাহাদুরের বাগানে আরম্ভ হয়েচে। নরসিংহ বাহাদুরের ফুলগাছের উপর যার পর নাই সখ ছিল এবং চিরকাল এই ফুলগাছের উপাসনা করেই কাটিয়ে গেছেন; সুতরাং তাঁর বাগান যে সহরের শ্রেষ্ঠ হবে, বড় বিচিত্র নয়! এমন কি, অনেকেই স্বীকার করেচেন যে, গাছের পারিপাট্যে রাজা বাহাদুরের বাগান কোম্পানীর বাগান হতে বড় খাট ছিল না; কিন্তু বর্ত্তমান কুমার বাহাদুর পিতার মৃত্যুর মাসেকের মধ্যে বাগানখানি অয়রান করে ফেল্লেন! বড় বড় গাছগুলি উবড়ে বিক্রি করা হলো, রাজা বাহাদুরের পুরাতন জুতো পর্য্যন্ত পড়ে রইলো না, যে প্রকারে হোক টাকা উপার্জ্জন করাই কুমার বাহাদুরের মতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম! সুতরাং শেষে এই শ্রেষ্ঠ বাগান রামলীলার রঙ্গভূমি হয়ে উঠলো, ঘরে বাইরে বানর নাচতে লাগলো। সহরে সোরোত উঠলো, এবার বদ্দিনাথের বদলে রাজা নরসিংহের বাগানের 'রামলীলার!' কিন্তু এবার গাড়ী-ঘোড়ার টিকিট! রাজা বদ্দিনাথের বাগানের রামলীলার সময়ে টিকিট বিক্রী করা পদ্ধতি ছিল না, রাজা বাহাদুর ও অপর বড়মানুষে বিলক্ষণ দশ টাকা সাহায্য কত্তেন, তাতেই সমুদয় খরচ কুলিয়ে উঠতো। কিন্তু রাজা বদ্দিনাথ বৃদ্ধাবস্থায় দু-তিন বৎসর হলো দেহত্যাগ করায় রাজকুমার সুবুদ্ধি বাহাদুরের বাগানখানি ভাগ করে নিলেন—মধ্যে দেইজি পাঁচীল পড়লো; সুতরাং অন্য বড় মানুষেরাও রামলীলায় তাদৃশ উৎসাহই দেখালেন না, তাতেই এবার টিকিট করে কতক টাকা তোলা হয়! বলতে কি, কলিকাতা বড় চমৎকার সহর! অনেকেই রং-তামাসায় অপর্য্যয় কত্তে বিলক্ষণ অগ্রসর, টিকিট সত্ত্বেও রামলীলার বাগান গাড়ী-ঘোড়া ও জনতায় পরিপূর্ণ; লোকের বেজায় ভিড়!

এ দিকে বাবুর ব্রিজকা জনতার জন্য অধিক দূর যেতে পাল্লে না, সুতরাং হুজুর দলবলসমেত পায়দলে বেড়ানই সঙ্গত ঠাউরে গাড়ী হতে নেবে বেড়াতে বেড়াতে রঙ্গভূমির শোভা দেখতে লাগলেন!

রঙ্গভূমির গেট হতে রামলীলার রণক্ষেত্র পর্য্যন্ত দুসারি দোকান বসেছে; মধ্যে মধ্যে নাগোরদোলা ঘুরচে—গোলাবি খিলি, খেলেনা, চানাচুর ও চিনের বাদাম প্রভৃতি ফিরিওয়ালাদের চীৎকার উঠছে; ইয়ারের দল থাতায় থাতায় প্যারেড করে বেড়াচ্চে; বেশ্যা, খোট্টা, বাজে লোক ও বেণের দলই বারো আনা। রণক্ষেত্রের চার দিকে বেড়ার ধারে চার পাঁচ থাক গাড়ীর সার; কোন গাড়ীর ওপর একজন সৌখীন ইয়ার দু-চার দোস্ত ও দুই একটি মেয়েমানুষ নিয়ে আমোদ কচ্চেন; কোনখানির ভিতরে চিনেকোট ও চুলের চেনওয়ালা চার জন ইয়ার ও একটি মেয়েমানুষ, কোনখানিতে গুটিকত পিলইয়ার টেক্কা জ্যাঠা ইস্কুলের বই বেচে পয়সা সংগ্রহ করে গোলাবি খিলি ও চরসের মজা লুটচে। কতকগুলি গাড়ীতে নিছক খোট্টা মাড়োয়ারী ও মেড়ুঁয়াবাদী, কতকগুলি খোসপোষাকী বাবুতে পূর্ণ।

আন্দাজ করুন, যেন, এ দিকে ছক্কড় ও বড় বড় গাড়ীর গতিতে রাস্তার ধূলো উড়িয়ে সহর অন্ধকার করে তুল্লে। সূর্য্যদেবও সমস্ত দিন কমলিনীর সহবাসে কাটিয়ে পরিশ্রান্ত নাগরের মত ক্লান্ত হয়ে শ্রান্তি দূর করবার জন্যই যেন অস্তাচল আশ্রয় কল্লেন; প্রিয়সখী প্রদোষরাণীর পিছে পিছে অভিসারিণী সন্ধ্যাবধূ ধীরে ধীরে সতিনী শর্ব্বরীর অনুসরণে নির্গতা হলেন; রহস্যজ্ঞ অন্ধকার সমস্ত দিন নিভৃতে লুকিয়ে ছিল, এখন পাখীদের সঙ্কেতবাক্যে অবসর বুঝে ক্রমশঃ দিকসকল আচ্ছাদিত করে নিশানাথের নিমিত্ত অপূর্ব্ব বিহারস্থল প্রস্তুত কত্তে আরম্ভ কল্লে। এ দিকে বাবুর ব্রিজকা রামলীলার রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হলো। রামলীলার রঙ্গভূমি রাজাবাহাদুরের বাগানখানি পূর্ব্বে সহরের প্রধান ছিল, কিন্তু কুলপ্রদীপকুমারদের কল্যাণে আজকাল প্রকৃত চিড়িয়াখানা হয়ে উঠেচে। পূর্ব্বে রামলীলা ঐ রাজা বদ্দিনাথ বাহাদুরের বাগানেতেই হতো; গত বৎসর হতে বহিত হয়ে রাজা নরসিংহ বাহাদুরের বাগানে আরম্ভ হয়েচে। নরসিংহ বাহাদুরের ফুলগাছের উপর যার পর নাই সখ ছিল এবং চিরকাল এই ফুলগাছের উপাসনা করেই কাটিয়ে গেছেন; সুতরাং তাঁর বাগান যে সহরের শ্রেষ্ঠ হবে, বড় বিচিত্র নয়! এমন কি, অনেকেই স্বীকার করেচেন যে, গাছের পারিপাট্যে রাজা বাহাদুরের বাগান কোম্পানীর বাগান হতে বড় খাট ছিল না; কিন্তু বর্ত্তমান কুমার বাহাদুর পিতার মৃত্যুর মাসেকের মধ্যে বাগানখানি অয়রান করে ফেল্লেন! বড় বড় গাছগুলি উবড়ে বিক্রি করা হলো, রাজা বাহাদুরের পুরাতন জুতো পর্য্যন্ত পড়ে রইলো না, যে প্রকারে হোক টাকা উপার্জ্জন করাই কুমার বাহাদুরের মতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম! সুতরাং শেষে এই শ্রেষ্ঠ বাগান রামলীলার রঙ্গভূমি হয়ে উঠলো, ঘরে বাইরে বানর নাচতে লাগলো। সহরে সোরোত উঠলো, এবার বদ্দিনাথের বদলে রাজা নরসিংহের বাগানের 'রামলীলার!' কিন্তু এবার গাড়ী-ঘোড়ার টিকিট! রাজা বদ্দিনাথের বাগানের রামলীলার সময়ে টিকিট বিক্রী করা পদ্ধতি ছিল না, রাজা বাহাদুর ও অপর বড়মানুষে বিলক্ষণ দশ টাকা সাহায্য কত্তেন, তাতেই সমুদয় খরচ কুলিয়ে উঠতো। কিন্তু রাজা বদ্দিনাথ বৃদ্ধাবস্থায় দু-তিন বৎসর হলো দেহত্যাগ করায় রাজকুমার সুবুদ্ধি বাহাদুরের বাগানখানি ভাগ করে নিলেন—মধ্যে দেইজি পাঁচীল পড়লো; সুতরাং অন্য বড় মানুষেরাও রামলীলায় তাদৃশ উৎসাহই দেখালেন না, তাতেই এবার টিকিট করে কতক টাকা তোলা হয়! বলতে কি, কলিকাতা বড় চমৎকার সহর! অনেকেই রং-তামাসায় অর্পব্যয় কত্তে বিলক্ষণ অগ্রসর, টিকিট সত্বেও রামলীলার বাগান গাড়ী-ঘোড়া ও জনতায় পরিপূর্ণ; লোকের বেজায় ভিড়!

এ দিকে বাবুর ব্রিজকা জনতার জন্য অধিক দূর যেতে পাল্লে না, সুতরাং হুজুর দলবলসমেত পায়দলে বেড়ানই সঙ্গত ঠাউরে গাড়ী হতে নেবে বেড়াতে বেড়াতে রঙ্গভূমির শোভা দেখতে লাগলেন!

রঙ্গভূমির গেট হতে রামলীলার রণক্ষেত্র পর্য্যন্ত দুসারি দোকান বসেছে; মধ্যে মধ্যে নাগোরদোলা ঘুরচে—গোলাবি খিলি, খেলেনা, চানাচুর ও চিনের বাদাম প্রভৃতি ফিরিওয়ালাদের চীৎকার উঠছে; ইয়ারের দল থাতায় খাতায় প্যারেড করে বেড়াচ্চে; বেশ্যা, খোট্টা, বাজে লোক ও বেণের দলই বারো আনা। রণক্ষেত্রের চার দিকে বেড়ার ধারে চার পাঁচ থাক গাড়ীর সার; কোন গাড়ীর ওপর একজন সৌখীন ইয়ার দু-চার দোস্ত ও দুই একটি মেয়েমানুষ নিয়ে আমোদ কচ্চেন। কোনখানির ভিতরে চিনেকোট ও চুলের চেনওয়ালা চার জন ইয়ার ও একটি মেয়েমানুষ, কোনখানিতে গুটিকত পিলইয়ার টেক্কা জ্যাঠা ইস্কুলের বই বেচে পয়সা সংগ্রহ করে গোলাবি খিলি ও চরসের মজা লুটচে। কতকগুলি গাড়ীতে নিছক খোট্টা মাড়োয়ারী ও মেড়ুয়াবাদী, কতকগুলি খোসপোষাকী বাবুতে পূর্ণ।

আমাদের হুজুর এই সকল দেখতে দেখতে থল্‌মলবাবুর হাত ধরে ক্রমে রণক্ষেত্রের দরজায় এসে পৌঁছিলেন—সেথায় বেজায় ভিড়। দশ-বারোজন চৌকীদার অনবরত সপাসপ করে বেত মাচ্চে; দশ জন সার্জ্জন সবলে ঠেলে রয়েছে, তথাপি রাখতে পাচ্চে না, থেকে থেকে "রাজা রামচন্দ্রজীকা জয়!" ব'লে খোট্টারা ও রণক্ষেত্রের মধ্য হতে বানরেরা চেঁচিয়ে উঠচে। সকলেরই ইচ্ছা, রামচন্দ্রের মনোহর রূপ দেখে চরিতার্থ হবে; কিন্তু কার সাধ্য, সহজে রামচন্দ্রের সমীপস্থ হয়।

হুজুর অনেক কষ্টেস্থষ্টে বেড়ার দ্বার পার হয়ে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করে বানরের দলে মিশলেন। রণক্ষেত্রের অন্যদিকে লঙ্কা। মনে করুন, সেথায় সাজা রাক্ষসেরা ঘুরে বেড়াচ্চে ও বেড়ার নিকটস্থ মালভরা গাড়ীর দিকে মুখ নেড়ে হিঁ হিঁ করে ভয় দেখাচ্ছে। সাজা বানরেরা লাফাচ্ছে ও গাছপাথরের বদলে ছেঁড়াকুঁপো ও পাঁকাটি নিয়ে ছোড়া-ছুড়ি কচ্চে। বাবু এই সকল অদৃষ্টচর ব্যাপার দেখে যার পর নাই পরিতুষ্ট হয়ে বেড়ার পাশে পাশে হাঁ করে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন; আরো দু-চার জন বেণে বড়মানুষ ও ব্যাদড়ী বনেদীবাবুরা ভিতরে এসে বাবুর সঙ্গে জুটে গেলেন। মধ্যে মধ্যে দালাল ও তুলোওয়ালা ইন্‌ফ্লুয়েনশল রিফর্‌মড খোট্টার দলের সঙ্গেও বাবুর সেখানে সাক্ষাৎ হতে লাগলো। কেউ 'রাম রাম' কেউ 'আদাব' কেউ 'বন্দাগি' প্রভৃতি সেলামাল্কির সঙ্গে পানের দোনা উপহার দিয়ে, বাবুর অভ্যর্থনা কত্তে লাগলো; এঁরা অনেকে দুই প্রহরের সময়ে এসেচেন, রাত্রি দশটার পর ভরপেট রামলীলে গিলে বাড়ী ফিরবেন।

রণক্ষেত্রের মধ্যে বাবু ও দু-চার সবস্ক্রাইবর বড়মানষের ছেলেদের বেড়াতে দেখে, ম্যানেজার বা তাঁর আসিষ্টেন্ট দৌড়ে নিকটস্থ হয়ে, পানের দোনা উপহার দিয়ে রণক্ষেত্রের মধ্যস্থ দু-চার কাগজের সঙের তরজমা করে বোঝাতে লাগলেন। কত গাড়ী ও আন্দাজ কত লোক এসেচে, তার একটা মনগড়া মিথ্যে করে দিলেন ও প্রত্যেক বানর ভাল্লুক ও রাক্ষসের সাজগোজের প্রশংসা কত্তেও বিস্মৃত হলেন না। বাবু ও অন্যান্য সকলে "এ দফে বড়ি আচ্ছা হুয়া, আর বরস্ এসি নেহি হুয়া থা" প্রভৃতি কমপ্লিমেন্ট দিয়ে ম্যানেজারদের আপ্যায়িত কত্তে লাগলেন। এ দিকে বাজীতে আগুন দেওয়া আরম্ভ হলো, ক্রমে চার-পাঁচ রকম বাজে কেতার বাজি পুড়ে সেদিন রামলীলা বরখাস্ত হলো। রাম-লক্ষ্মণকে আরতি করে ও ফুলের মালা দিয়ে প্রণাম করে, বাজে লোকেরা জন্ম সফল বিবেচনা করে ঘরমুখো হলো। কেরাঞ্চীর ঘোড়ারা বাতকর্ম্ম কত্তে কত্তে বহু কষ্টে গাড়ী নিয়ে প্রস্থান কল্লে। বাবু সেই ভিড়ের ভিতর হতে অতিকষ্টে গাড়ী চিনে নিয়ে সওয়ার হলেন—সেদিনের রামলীলা এই রকমে উপসংহার হলো।

আমাদের এ সকল বিষয়ে বড় শখ, সুতরাং আমরাও একখানি ছ্যাকড়াগাড়ীর পিছনে বসে, রামলীলা দেখতে যাচ্ছিলাম। গাড়ীখানির ভিতরে একজন ছুতোরবাবু গুটি দুই গেরস্তারী মেয়েমানুষ ও তাঁর চার পাঁচ জন দোস্ত ছিল; খানিক দূরে যেতে না যেতেই একটা জন্মজ্যেঠা ফচ্‌কে ছোঁড়া রাস্তা থেকে "গাড়োয়ান পিছু ভারি। গাড়োয়ান পিছু ভারি।" বলে চেঁচিয়ে ওঠায় গাড়োয়ান্ "কে রে শালা।" বলে সপাৎ করে এক চাবুক ঝাড়লে। ভিতর থেকে 'আরে কে রে, ল্যো বে যা, ল্যো বে যা, চাৎকার হতে লাগলো; অগত্যা সেদিন আর যাওয়া হলো না : মনের সখ মনেই রইলো।

শরতের শশধর স্বচ্ছ শ্যামগগনমাঝে নক্ষত্রসমাজে বিরাজ কচ্চেন দেখে, প্রণয়িনী রজনী মানভরে অবগুণ্ঠনবতী হয়ে রয়েছেন। চক্রবাকদম্পতী কত প্রকার সাধ্য-সাধনা কচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্চে না, সপত্নীর দুর্দ্দশা দর্শন করে স্বচ্ছ সলিলে কুমুদিনী হাসচে। চাঁদের চির অনুগত চকোর-চকোরী শর্ব্বরীর দুঃখে দুঃখিত হয়ে তাঁরে তুড়ে ভর্ৎসনা কচ্চে, ঝিঁঝিপোকা উইচিংড়ারাও চাৎকার করে চকোর-

চকোরীর সঙ্গে যোগ দিতেছে ; লম্পটশিরোমণির ব্যবহার দেখে প্রকৃতি সতী বিস্মিত হয়ে রয়েচেন ; এ সময়ে নিকটস্থ রজনীরঞ্জন বড় অপ্রস্তুত হবেন বলেই যেন পবন বড় বড় গাছতলায় ও ঝোপ-ঝাপের আশে পাশে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে চলেচেন। অভিমানিনী মানবতী রজনীর বিন্দু বিন্দু নয়নজল শিশিরচ্ছলে বনরাজী ও ফুলদামে অভিষিক্ত কচ্চে।

এদিকে বাবুর ব্রিজকা ও বিলাতী জুড়ি টপাপট শব্দে রাস্তা কাঁপিয়ে ভদ্রাসনে পৌঁছিল। বাবু ড্রেসিংরুমে কাপড় ছাড়তে গেলেন, সহচরেরা বৈঠকখানায় বসে তামাক খেতে খেতে রামলীলার জাওর কাটতে লাগলেন এবং সকলে মিলে প্রাণ খুলে দু-চার অপর বড়মানুষের নিন্দাবাদ জুড়ে দিলেন। বাবুও কিছু পরে কাপড় চোপড় ছেড়ে মজলিসে বার দিলেন ; গুড়ুম করে নটার তোপ পড়ে গেল।

বোধ হয়, মহিমার্ণব পাঠকবর্গের স্মরণ থাকতে পারে যে, বাবু রামভদ্দর হুজুরের সঙ্গে রামলীলা দেখতে গিয়েছিলেন ; বর্ত্তমানে দু চার বাজে কথার পর বাবু রামভদ্দরবাবুকে দু একটা টপ্পা গাইতে অনুরোধ কল্লেন ; রামভদ্দর বাবুর গাওনা বাজনায় বিলক্ষণ সখ, গলাখানিও বড় চমৎকার! যদিও তিনি এ বিষয়ে পেশাদার নন, তথাপি সহরের বড়মানুষমহলে ঐ গুণেই পরিচিত। বিশেষতঃ বাবু রামভদ্দরের আজকাল সময় ভাল, কোম্পানীর কাগজের দালালী ও গাঁতের মাল কেনার দরুণ দশটাকা রোজগার কোচ্চেন ; বাড়ীর নিত্যনৈমিত্তিক দোল-দুর্গোৎসবও ফাঁক যায় না। বাপ-মার শ্রাদ্ধ ও ছেলে মেয়ের বিয়ের সময়ে দশজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বলা আছে। গ্রামস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণ প্রায় বাবুর দলস্থ, কায়স্থ ও নবশাকও অনেকগুলি বাবুর অনুগত। কর্ম্মকাজের ভিড়ের দরুণ ভদ্দরবাবুর বারোমাস প্রায় সহরেই বাস ; কেবল মধ্যে মধ্যে পাল-পার্ব্বণ ও ছুটীটা আসটায় বাড়ী যাওয়া আছে। ভদ্দরবাবুর সহরের বাদুড়বাগানের বাসাতেও অনেকগুলি ভদ্দরলোকের ছেলেকে অন্ন দেওয়া আছে ও দুচার জন বড়মানুষেও ভদ্দরবাবুরে বিলক্ষণ স্নেহ করে থাকেন। রামভদ্দরবাবু সিমলের রায়বাহাদুরের সোণার কাটি রূপোর কাটি ছিলেন ও অন্যান্য অনেক বড়মানুষেই এঁরে যথেষ্ট স্নেহ করে থাকেন ; সুতরাং বাবু অনুরোধ করবামাত্র ভদ্দরবাবু তানপুরা মিলিয়ে একটি নিজরচিত গান জুড়ে দিলেন, হলধর তবলা-বাঁয়া ঠুকে নিয়ে বোলওয়াট ও ক্যালওয়াটের সঙ্গে সঙ্গত আরম্ভ কল্লেন। রামলীলার নক্সা এইখানেই ফুরালো।

রেলওয়ে

দুর্গোৎসবের ছুটীতে হাওড়া হতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত রেলওয়ে খুলেছে ; রাস্তার মোড়ে মোড়ে লাল কাল অক্ষরে ছাপানো ইংরাজী বাঙ্গালায় এস্তাহার মারা গেছে। অনেকেই আমোদ করে বেড়াতে যাচ্চেন—তীর্থযাত্রীও বিস্তর। শ্রীপাট নিমতলার প্রেমানন্দ দাস বাবাজীও এই অকাশে বারাণসী দর্শন কত্তে কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলেন। প্রেমানন্দ বাবাজী শ্রীপাট জোড়াসাঁকোর প্রধান মঠের একজন কেষ্টবিষ্ণুর মধ্যে ; বাবাজীর অনেক শিষ্য-সেবক ও বিষয়-আশয়ও প্রচুর ছিল ; বাবাজীর শরীর স্থূল ভুঁড়িটি বড় তাকিয়ার মত প্রকাণ্ড ; হাত পাগুলিও তদনুরূপ মাংসল ও মেদময়। বাবাজীর বর্ণ কষ্টিপাথরের মত, হুঁকোর খোলের মত ও ধানসিদ্ধ হাঁড়ির মত কুচকুচে কালো। মস্তক কেশহীন করে কামান, মধ্যস্থলে লম্বাচুলের চৈতন্যচুটকি সর্ব্বদা খোঁপার মত বাঁধা থাকতো ; বাবাজী বহুকাল কচ্ছ দিয়ে কাপড় পরা পরিহার করেছিলেন, সুতরাং কৌপীনের উপর নানারঙ্গের বহির্বাস ব্যবহার কত্তেন। সর্ব্বদা

সর্ব্বাঙ্গে গোপীমৃত্তিকা মাথা ছিল ও গলায় পদ্মবীচি তুলসী প্রভৃতি নানা প্রকার মালা সর্ব্বদা পরে থাকতেন। তাতে একটি লাল বনাতের বড় বালিসের মত জপমালার থলি পিতলের কড়ায় আবদ্ধ ঝুল্‌তো।

বাবাজী একটি ভাল দিন স্থির করে প্রত্যুষেই দৈনন্দিন কার্য্য সমাপন কল্লেন ও তাড়াতাড়ি যথাকথঞ্চিৎ বাড়ীর বিগ্রহের প্রসাদ পেয়ে, দুই শিষ্য ও তল্পিদার ও ছড়িদার সঙ্গে লয়ে, মঠ হ'তে বেরিয়ে গাড়ীর সন্ধানে চিৎপুররোডে উপস্থিত হলেন। পাঠকবর্গ মনে করুন, যেন স্কুল অফিস খোলবার এখনো বিলম্ব আছে, রামলীলার মেলার এখনো উপসংহার হয়নি; সুতরাং রাস্তায় গহনার কেরাঞ্চী থাকবার সম্ভাবনা কি! বাবাজী অনেক অনুসন্ধান করে শেষে এক গাড়ীর আড্ডায় প্রবেশ করে, অনেক কষা-মাজার পর একজনকে ভাড়া যেতে সম্মত কল্লেন। এদিকে গাড়ী প্রস্তুত হ'তে লাগলো, বাবাজী তারি অপেক্ষায় এক বেশ্যালয়ের বারাণ্ডার নীচে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শ্রীপাট কুমারনগরের জ্ঞানানন্দ বাবাজী প্রেমানন্দ বাবাজীর পরম বন্ধু ছিলেন। তিনিও রেলগাড়ী চড়ে বারাণসী দর্শনে ইচ্ছুক হয়ে, কিছু পূর্ব্বেই বাবাজীর শ্রীপাটে উপস্থিত হয়ে, সেবাদাসীর কাছে শুনলেন যে, বাবাজীও সেই মানসে কিছু পূর্ব্বেই বেরিয়ে গেচেন। সুতরাং এরই অনুসন্ধান কত্তে কত্তে সেইখানেই উভয়ের সাক্ষাৎ হলো। জ্ঞানানন্দ বাবাজী যার পর নাই কৃশ ছিলেন; দশবৎসরের জ্বর ও কাসী রোগ ভোগ করে শরীর শুকিয়ে কঞ্চি ও কাঠির মত পাকিয়ে গেছিল, চক্ষু দুটি কোটরে বসে গেছে, মাংস-মেদের লেশমাত্র শরীরে নাই, কেবল কখান কঙ্কালমাত্রে ঠেকেচে; তায় এক মাথা রুক্ষ তৈলহীন চুল, একখানা মোটা লুই দুপাট করে গায়ে জড়ানো, হাতে একগাছা বেঁউড় বাঁশের বাঁকা লাঠি ও পায়ে একজোড়া জগন্নাথি উড়ে জুতো। অনবরত কাসচেন ও গয়ের ফেলচেন এবং মধ্যে মধ্যে শামুক হ'তে এক এক টিপ নস্য লওয়া হচ্ছে। অনবরত নস্য নিয়ে নাকের নলি এমনি অসাড় হয়ে গেচে যে, নাক দিয়ে অনবরত নস্য ও সর্দ্দি-মিশ্রিত কফজল গড়াচ্চে, কিন্তু তিনি তা টেরও পাচ্চেন না, এমন কি, এর দরুণ তাঁরে ক্রমে খোনা হয়ে পড়তে হয়েছিল এবং আলজিভও খারাপ হয়ে যাওয়ায় সর্ব্বদাই ভেট্‌কী মাছের মত হাঁ করে থাকতেন। প্রেমানন্দ জ্ঞানানন্দের সাক্ষাৎ পেয়ে বড়ই আহ্লাদিত হলেন। প্রথমে পরস্পরে কোলাকুলি হলো, শেষে কুশল-প্রশ্নাদির পর দুই বন্ধুতে দুই ভেয়ের মত একত্রে বারাণসী দর্শন কত্তে যাওয়াই স্থির কল্লেন!

এদিকে কেরাঞ্চী প্রস্তুত হয়ে বাবাজীদের নিকটস্থ হলো, তল্পিদার তল্পি নিয়ে ছাদে, ছড়িদার ও সেবায়েৎ পেছোনে ও দুই শিষ্য কোচ বাক্সে উঠলো। বাবাজীরা দুজনে গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কল্লেন। প্রেমানন্দ গাড়ীতে পদার্পণ করবামাত্র গাড়ীখানি মড় মড় করে উঠলো, সামনের দিকে জ্ঞানানন্দ বসে পড়লেন। উপরের বারাণ্ডায় কতকগুলি বেশ্যা দাঁড়িয়েছিল, তারা বাবাজীকে দেখে পরস্পর "ভাই একটা একগাড়ী গোঁসাই দেখেছিস! মিন্সে যেন কুম্ভকর্ণ!" প্রভৃতি বলাবলি কর্‌তে লাগলো। গাড়োয়ান গাড়ীতে উঠে সপাসপ করে চাবুক দিয়ে ঘোড়ার রাস হ্যাঁচকাতে হ্যাঁচকাতে জিভে ট্যাক্ ট্যাক্ শব্দ করে চাবুক মাথার উপরে ঘোরাতে লাগলো, কিন্তু ঘোড়ার সাধ্য কি যে, এক পা নড়ে! কেবল অনবরত লাথি ছুড়তে লাগলো ও মধ্যে মধ্যে বাতকর্ম্ম করে আসোর জমকিয়ে দিলে।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকতে পারে যে, আমরা পূর্ব্বেই বলে গেচি, কলিকাতা আজব সহর। ক্রমে রাস্তায় লোক জমে গেল। এই ভিড়ের মধ্যে একটা চীনের বাদামওয়ালা ছোঁড়া বলে উঠলো, 'ওরে গাড়োয়ান! এক দিকে একটা ধূম্রলোচন ও আর এক দিকে একটা চিমড়ে সওয়ারি, আগে পাষাণ ভেঙ্গে নে, তবে চলবে।' অমনি উপর থেকে বেশ্যারা বলে উঠলো, 'ওরে এই রোগা মিন্সেটার গলায় গোটাকতক পাথর বেঁধে দে, তা হলে, পাষাণ ভাঙ্গা হবে।' প্রেমানন্দ এই সকল কথাতে বিরক্ত হয়ে ঘৃণা ও ক্রোধে জ্বলে উঠে, খানিকক্ষণ ঘাড় গুঁজে রইলেন; শেষে ঈষৎ ঘাড় উঁচু করে জ্ঞানানন্দকে বল্লেন, 'ভায়া! সহরের স্ত্রীলোকগুলা কি ব্যাপিকা দেখেচো' ও শেষে 'প্রভো! তোমার ইচ্ছা' বলে হাই তুল্লেন! জ্ঞানানন্দও হাই তুল্লেন ও দুবার তুড়ি দিয়ে একটিপ নস্য নিয়ে বল্লেন, "ঠিক বঁলেঁচো দা দাঁ, ওরাঁ ভঁর্ত্তার কাঁছে উঁপদেশ পাঁঞি নাঁঞি, ওঁঞাদের রাঁমা রঁঞ্জিকার পাঁঠ দেঁওঞা উঁচিত।"

প্রেমানন্দ রামারঞ্জিকার নাম শুনে বড়ই পুলকিত হয়ে বল্লেন, 'ভায়া না হলে মনের কথা কে বলে? রামারঞ্জিকার মত পুঁথি ত্রিজগতে নাই। প্রভো তোমার ইচ্ছা" জ্ঞানানন্দ এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে একটিপ নস্য নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মাথাটা চুল্কে বল্লেন, দাঁ দাঁ, শুঁনেছি বিবিরাঁ নাঁকি রাঁমারঁঞ্জিকা পড়ছে! প্রেমানন্দ অমনি আহ্লাদে "আরে ভায়া, রামারঞ্জিকা পুঁথির মত ত্রিজগতে স্থান পুঁথি নাঞি! প্রভো, তোমার ইচ্ছা।"

এদিকে অনেক কস্‌লতের পর কেরাঞ্চি গুড়িগুড়ি চলতে লাগলেন; তল্পিদারেরা গাড়ীর ছাদে বসে গাঁজা টিপতে লাগলো! মধ্যে শরতের মেঘে এক পসলা ভারি বৃষ্টি আরম্ভ হলো, বাবাজীরা গাড়ীর দরজা ঠেলে দিয়ে অন্ধকারে বারোইয়ারির গুদমজাত সংগুলির মত আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলেন। খানিকক্ষণ এইরূপে নিস্তব্ধ হয়ে থেকে জ্ঞানানন্দ বাবাজী একবার গাড়ীর ফাটলে চক্ষু দিয়ে বৃষ্টি কিরূপ পড়চে তা দেখে নিয়ে একটিপ নস্য নিলেন ও বারদুই কেসে বল্লেন, "দাঁ, দাঁ, এঁকটা সংকীর্ত্তন হঁক শুঁধু শুঁধু বসে কাল কাঁটান হচ্ছে এঁন্না।" প্রেমানন্দ সঙ্গীতবিদ্যার বড় ভক্ত ছিলেন, নিজে ভাল গাইতে পারুন আর নাই পারুন, আড়ালে ও নিজ্জনে সর্ব্বদা গলাবাজী কত্তেন ও দিবারাত্র গুনগুণোনির কামাই ছিল না। এ ছাড়া বাবাজী সঙ্গীতবিষয়ক একখানা বইও ছাপিয়েছেন এবং ঐ সকল গান প্রথম প্রথম দু এক গোঁড়ার বাড়ী মজলিস করে গায়ক দিয়ে গাওয়ানো হয়, সুতরাং জ্ঞানানন্দের কথাতে বড়ই প্রফুল্লিত হয়ে মল্লার ভেঁজে গান ধল্লেন— পাঠশালার ছেলেরা যেমন ঘোষাবার সময়ে সদ্দার পোড়োর সঙ্গে গোলে হরিবোল দিয়ে গণ্ডায় এ্যাণ্ডা বলে সায় দিয়ে যায়, সেই প্রকার জ্ঞানানন্দ প্রেমানন্দের সঙ্গীত শুনে উৎসাহিত হয়ে মধ্যে মধ্যে দুই একটা তান মারতে লাগলেন। ভাঙ্গা ও খোনা আওয়াজের একত্র চীৎকারে গাড়োয়ান গাড়ী থামিয়ে ফেল্লে, তল্পিদার তড়াক করে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে দরজা খুলে দেখে যে, বাবাজীরা প্রেমোন্মত্ত হয়ে চাৎকার করে গান ধরেচেন। রাস্তার ধারে পাহারাওয়ালারা তামাক খেতে খেতে ঢুলতেছিল, গাড়ীর ভেতরের বেতরো আওয়াজে চমকে উঠে কল্কে ফেলে দৌড়ে গাড়ীর কাছে উপস্থিত হলো; দোকানদারেরা দোকান থেকে গলা বাড়িয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগলো কিন্তু বাবাজীরা প্রভুপ্রেমগানে এমনি মেতে গিয়েচেন যে, তখনো তান মারা থামে নি। শেষে সহসা গাড়ী থামায় ও লোকের গোলে চৈতন্য হলো ও পাহারাওয়ালাকে দেখে কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। সেই সময় রাস্তা দিয়ে একটা নগদা মুটে ঝাঁকা কাঁধে করে

বেকার চলে যাচ্ছিল, এই ব্যাপার দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে 'পুলিস ভাই গাড়ীমদ্দি কালাবত্তী লাগাইচেন' বলে চলে গেল। পাহারাওয়ালাকে কল্‌কে পরিত্যাগ করে আসতে হয়েছিল বলে সেও বাবাজীদের বিলক্ষণ লাঞ্ছনা করে পুনরায় দোকানে গিয়ে বসলো; রেলওয়ে ব্যাগ হাতে একজন সহুরে নব্যবাবু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গাড়ীর অপেক্ষায় এক দোকানে বসেছিলেন, বৃষ্টিতে তাঁর রেলওয়ে টরমিনসে উপস্থিত হবার বিলক্ষণ ব্যাঘাত কচ্চেছিল, এক্ষণে বাবাজীদের গাড়োয়ানের সঙ্গে ঐ অবকাশে ভাড়া-চুক্তি করে, হুড়মুড় করে গাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লেন! এদিকে গাড়োয়ানও গাড়ী হাঁকিয়ে দিলে। তল্পিদার খানিক দৌড়ে দৌড়ে শেষে গাড়ীর পিছনে উঠে পড়লো।

আমাদের নব্যবাবুকে একজন বিখ্যাত লোক বল্লেও বলা যায়; বিশেষতঃ তিনি সহরের নিকটবর্ত্তী একটি প্রসিদ্ধ স্থলে একটি ব্রাহ্মসভা স্থাপন করে, স্বয়ং তার সম্পাদক হয়েছিলেন, এ সওয়ায় সেই গ্রামেই একটি ভারি মাইনের চাকরী ছিল। নব্যবাবু "রিফর্ম্মড ক্লাসের টেক্কা ও সমাজের রঙ্গের গোলামস্বরূপ" ছিলেন। দিবারাত্রি "সামগ্রী" কত্তেন, ও সর্ব্বদাই ভরপুর থাকতেন— শনিবার ও রবিবার কিছু বেশী মাত্রায় "কারগো" নিতেন, মধ্যে মধ্যে "বানচাল" হওয়ারও বাকি থাকতো না। প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের "ফরণিচর" ও "লাইব্রেরীর" বই কিনতে বাবু ছুটি নিয়ে সহরে এসেছিলেন। ক দিন খোঁড়া ব্রহ্মের সমাজেই প্রকৃতির প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য সাধন করে, বিলক্ষণ ব্রহ্মানন্দ লাভ করা হয়। মাতাল বাবু গাড়ীর মধ্যে ঢুকে প্রথমে প্রেমানন্দ বাবাজীর ভুঁড়ির উপর টলে পড়লেন, আবার ধাক্কা পেয়ে জ্ঞানানন্দের মুখের উপর পড়ে পুনরায় প্রেমানন্দের ভুঁড়িতে টলে পড়লেন। বাবাজীরা উভয়ে তটস্থ হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি কত্তে লাগলেন। মাতাল কোথায় বসবেন, তা স্থির কত্তে না পেয়ে মোছলমানদের গাজীমিয়ার ধ্বজার মত, একবার এ পাশ একবার ও পাশ কত্তে লাগলেন।

বাবাজীরা মাতালবাবুর সঙ্গে, এক খাঁচায় পোরা বাজ ও পায়রার মত বসবাস করুন; ছক্কড়খানি ভরপুর বোঝাইয়ে নবাবী চালে চলুক; তল্পিদারেরা অনবরত গাঁজা ফুঁকতে থাক। এ দিকে বৃষ্টি থেমে যাওয়ায়, সহর আবার পূর্ব্বোক্তরূপ গুলজার হয়েছে। মধ্যাবস্থ গৃহস্থেরা বাজার কত্তে বেরিয়েচেন; সঙ্গে চাকর ও চাকরাণীরা ধামা ও চাঙ্গারী নিয়ে পেচু পেচু চলেচে, চিৎপুর রোডে মেঘ কল্লে কাদা হয়, সুতরাং কাদার জন্য পথিকদের চলবার বড়ই কষ্ট কচ্চে; কেউ পয়নালার উপর দিয়ে, কেউ খানার ধার দিয়ে, জুতো হাতে করে কাপড় তুলে চলেচেন। আলু পটল! ঘি চাই! গুড় ও ঘোল! ফিরিওয়ালারা চীৎকার কত্তে কত্তে যাচ্চে; পাছে পাছে মেচুনীরা চুপড়ি মাথায় নিয়ে, হাত নেড়ে, হন হন্ করে ছুটেচে, কারু সঙ্গে মেছোর কাঁধে বড় বড় ভেট্‌কী ও মৌলবীর মত চাঁপদাড়ী ও জামাজোড়া-পরা চিংড়িভরা বাজরা ও ভার। রাজার বাজার, লালাবাবুর বাজার, পোস্তা ও কাপুড়েপটি জনতায় পরিপূর্ণ। দোকানে বিবিধ সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হচ্চে, দোকানদারেরা ব্যতিব্যস্ত, খদ্দেরদের বেজায় ভিড়। শীতলাঠাকুর নিয়ে ডোমের পণ্ডিত মন্দিরার সঙ্গে গান করে ভিক্ষা কচ্চে, খঞ্জনী ও একতারা নিয়ে বষ্টম ও নেড়ানেড়িরা গান কচ্চে; চার পাঁচজন 'তিন দিবস আহার হয় নাই' 'বিদেশী ব্রাহ্মণকে কিছু দান কর দাতালোক!' বলে ঘুরচে। অনেকের মৌতাতের সময় উত্তীর্ণ হয়েচে; অন্য কোন উপায় নাই, কিছু উপার্জ্জনও হয় নাই, মদওয়ালাও ধার দেওয়া বন্ধ করেচে, গত কল্য গায়ের চাদরখানিতে চলেচে—আজ আর সম্বলমাত্র নাই। ম্যাথরেরা ময়লা ফেলে এসে মদের দোকেনে ঢুকে কসে দম টানচে, ও মুদ্দাফরাসদের সঙ্গে উভয়ের

অবলম্বিত পেশার ঝোনুটা উত্তম, তারি তক্বার হচ্চে। শুঁড়ি মধ্যস্থ হয়ে কখন মুদ্দাফরাশের কাজটাকে ম্যাথরের পেশা হতে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করে, মুদ্দাফরাশকে সন্তুষ্ট কচ্চেন; কখন ম্যাথরের পেশাটাকে শ্রেষ্ঠ বলে মানচেন! ঢুলি, ডোম, কাওরা ও দুলে বেহারারা কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের ন্যায় উভয় দলের সহায়তা কচ্চে। হয় ত এমন সময়ে একদল ঝুমুর বা গদাইনাচ আসরে উপস্থিত হবামাত্র, তর্কাগ্নিতে একবারে জল দেওয়া হলো—মদের দোকান বড়ই সরগরম। সহরের দেবতারা পর্য্যন্ত রোজগেরে। কালী ও পঞ্চানন্দ প্রসাদী পাঁঠার ভাগা দিয়ে বস্চেন; অনেক ভদ্রলোকের বাড়ী উঠনো বরাদ্দ করা আছে; কোথাও রসুই করা মাংসেরও সরবরাহ হয়; খদ্দের দলে মাতাল, বেণে ও বেশ্যাই বারো আনা। আজকাল পাঁঠা বড় দুষ্প্রাপ্য ও অগ্নিমূল্য হওয়ায় কোথাও কোথাও পাঁঠী পর্য্যন্ত বলি হয়; কোন স্থলে পোষা বিড়াল ও কুকুর পর্য্যন্ত কেটে মাংসের ভাগায় মিশাল দেওয়া হয়! যে মুখে বাজারের রসুইকরা মাংস অক্লেশে চলে যায়, সেথায় বিড়াল কুকুর ফেলবার সামগ্রী নয়। জলচর ও খেচরের মধ্যে নৌকা ও ঘুড়ি ও চতুষ্পদের মধ্যে কেবল খাট খাওয়া নাই।

পাঠকগণ! এতক্ষণ আপনাদের প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দের গাড়ী রেলওয়ে টরমিনসে পৌছুলো প্রায় দেখুন! আপনাদের বৈঠকখানার ঘড়ী নটা বাজিয়ে দিয়ে, পুনরায় অবিশ্রান্ত টুকটাক করে চলচে, আপনারা নিয়মাতিরিক্ত পরিশ্রম করে ক্লান্ত হন, চন্দ্র ও সূর্য্য অস্তাচলে আরাম করেন, কিন্তু সময় এক পরিমাণে চলচে, ক্ষণকালের তরে অবসর, অবকাশ বা আরামের অপেক্ষা বা প্রার্থনা করে না। কিন্তু হায়! আমরা কখন কখন এই অমূল্য সময়ের এমনই অপব্যয় করে থাকি, শেষে ভেবে দেখে তার জন্য যে কত তীব্রতর পরিতাপ সহ্য কত্তে হয়, তার ইয়ত্তা করা যায় না।

এদিকে সেই ছক্কড়ের ভিতরে সেই ব্রাহ্মবাবুর শেষে থপ করে জ্ঞানানন্দের কোলে বসে পড়লেন; ব্রাহ্মবাবুর চাপনে জ্ঞানানন্দ মৃতপ্রায় হয়ে গুড়িশুড়ি মেরে গাড়ীর পেনেলস্বই হয়ে রইলেন; বাবু সরে সামলে বসে খানিক একদৃষ্টে প্রেমানন্দের পানে চেয়ে ফিক করে হেসে, রেলওয়ে ব্যাগটি পায়দানে নাবিয়ে, জ্ঞানানন্দের দিকে একবার কটাক্ষ করে নিয়ে, পকেট হতে প্রেসিডেন্সি মেডিকেল হল লেবেল দেওয়া একটি ফায়েল বার করে, শিশির সমুদার আরকটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে খানিক মুখ বিকৃত করে, রুমালে মুখ মুচে, জামার জেব হতে দু ডুমো সুপুরি বার করে চিবুতে লাগলেন। প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মবাবুর গাড়ীতে ওঠাতে বড় বিরক্ত হয়েছিলেন এবং উভয়ে আড়ষ্ট হয়ে তাঁর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কত্তেছিলেন, কারণ বাবুর একটি কালো বনাতের পেণ্টুলেন ও চাপকান পরা ছিল। তার উপর একটা নীল মেরিনোর চায়নাকোট, মাথায় একটা বিভর হেয়ারের চোঙ্গাকাটা ট্যাসল লাগানো ক্যাটিকুষ্ট ক্যাপ ও গলায় লাল ও হলুদে জালবোনা কম্ফর্টার, হাতে একটা কার্পেটের ব্যাগ ও একটা বিলিতী ওকের গাঁট বাহির করা কেঁদো কোঁৎকা, এতদ্ভিন্ন বাবুর সঙ্গে একটা ওয়াচ ছিল, তার নিদর্শন-স্বরূপ একটি চাবি ও দুটি শিল চুলের গার্ডচেনে ঝুলচে। হাতের আঙ্গুলে একটি আংটিও পরা ছিল, জ্ঞানানন্দ ঠাউরে ঠাউরে দেখলেন যে, সেটির ওপরে 'ওঁ তৎ সৎ' খোদা রয়েছে। ব্রাহ্মবাবু আরকের ঝাঁজ সামলে প্রেসিডেন্সি ডাক্তারখানার লেবেল মারা ফায়েলটা গাড়ী হতে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে দেখলেন, প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দ একদৃষ্টে তাঁর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কচ্চেন। সুতরাং কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে একটু মুচকে হেসে জ্ঞানানন্দকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "প্রভু আপনার নাম?" জ্ঞানানন্দবাবুকে তাঁর দিকে ফিরে কথা কবার উদ্যম দেখেই শঙ্কিত হয়েছিলেন, এখন প্রথম একবার একটিপ নস্য নিলেন, শামুকটা বার দুচ্চার ঠুকলেন, শেষে অতিকষ্টে বল্লেন, "আমার নাম পুঁচ করেচেন এ আমার নাম

শ্রীজ্ঞানানন্দ দাঁস দেব, নিবাস শ্রীপাট কুমারনগর।" মাতালবাবু নাম শুনে পুনরায় একটু মুচকে হেসে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "দেব বাবাজীর গমন কোথায় হবে," জ্ঞানানন্দ এ কথার কি উত্তর দিবেন তা স্থির কত্তে না পেরে প্রেমানন্দের মুখপানে চেয়ে রহিলেন। প্রেমানন্দ জ্ঞানানন্দ হতে চালাক চোস্ত ও ধড়িবাজ লোক; অনেকস্থলে পোড়খাওয়া হয়েচে, সুতরাং এই অবসরে বল্লেন, "বাবু আমরা দুই জনেই গোঁসাইগোবিন্দ মানুষ! ইচ্ছা, বারাণসী দর্শন করে বৃন্দাবন যাব, বাবুর নাম?" মাতালবাবু পুনরায় কিঞ্চিৎ হাসলেন ও পকেট হতে দু ডুমো সুপুরি মুখে দিয়ে বল্লেন, "আমার নাম কৈলাসমোহন, বাড়ী এইখানেই, কর্ম্মস্থানে যাত্তয়া হচ্চে।" প্রেমানন্দবাবুর নাম শুনে কিঞ্চিৎ গম্ভীর ভাব ধারণ করে বল্লেন, "ভাল ভাল, উত্তম!" ব্রহ্মবাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা কল্লেন, "দেব বাবাজী কি আপনার ভ্রাতা?" এতে প্রেমানন্দ বল্লেন, "হাঁ বাপু, একপ্রকার ভ্রাতা বল্লেও বলা যায়; বিশেষতঃ সহধর্ম্মী; আরো জ্ঞানানন্দ ভায়া বিখ্যাত বংশীয়—পূজ্যপাদ জয়দেব গোস্বামী ওনার পূর্ব্বপিতামহ।" মাতালবাবু এই কথায় ফিক করে হাসলেন ও প্রেমানন্দকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "উনি তো জয়দেবের বংশ, প্রভু কার বংশ? বোধ হয়, নিতাই চৈতন্যের স্ববংশীয় হবেন!" এই কথায় রহস্য বিবেচনায় প্রেমানন্দ চুপ করে গোঁ হয়ে বসে রইলেন; মনে মনে যে যার পর নাই বিরক্ত হয়েছিলেন, তা তাঁর মুখ দেখে ব্রাহ্মবাবু জানতে পেরে, অপ্রস্তুত হবার পরিবর্ত্তে বরং মনে মনে আহ্লাদিত হয়ে, বাবাজীদের যথাসাধ্য বিরক্ত কত্তে কৃতনিশ্চয় হয়ে, প্রেমানন্দের দিকে ফিরে বল্লেন, "প্রভু! দিব্বি সেজেচেন। সহসা আপনারে দেখে আমার মনে হচ্চে, যেন কোথাও যাত্রা হবে, আপনারা সেজে গুজে চলেচেন। প্রভু একটি গান করুন দেখি, মধ্যে আপনাদের তানের ধমকে তো একবার রাস্তায় মহামারী ব্যাপার ঘটে উঠেছিল; দেখা যাক, আবার কি হয়। শুনেচি, প্রভু সাক্ষাৎ তানস্তান।" প্রেমানন্দের সঙ্গে বাবুর এই প্রকার যত কথাবার্ত্তা হচ্চে, জ্ঞানানন্দ ততই ভয় পাচ্চেন ও মধ্যে মধ্যে গাড়ীর পার্শ্ব দিয়ে দেখচেন, রেলওয়ে টরমিনস কত দূর; শীঘ্র পৌঁছুলে উভয়ের এই ভয়ানক বেল্লিকের হাত হতে পরিত্রাণ হয়।

এদিকে ব্রাহ্মবাবুর কথায় প্রেমানন্দ বড়ই শঙ্কিত হতে লাগলেন; ছেলেবেলা তাঁর মাতাল, ঘোড়া ও সাহেবদের উপর বিজাতীয় ঘৃণা ও ভয় ছিল; তিনি অনেকবার মাতালের ভয়ানক অত্যাচারের গল্প শুনেছিলেন, একবার একজন মাতালবাবু তাঁর কপালের তিলকমাটির হরিমন্দিরটি জিভ দিয়ে চেটে নিয়েছিলো; কিছু দিন হলো—আর এক প্রিয়শিষ্য একটা বেতো ঘোড়ার নাথিতে অসময়ে প্রাণত্যাগ করেন। সুতরাং তিনি অতি বিনীতভাবে বল্লেন, "বাবু! আমরা গোঁসাইগোবিন্দ লোক, সঙ্গীতের আমরা কি ধার ধারি? তবে 'প্রেমসে কহো রাধাবিনোদ' হরিভক্তের প্রেমের তাঁরই প্রেমে ছুটো সংকীর্ত্তন করে মনকে শান্ত করে থাকি।" ক্রমে ব্রাহ্মবাবু সেই ক্ষণমাত্রসেবিত আরকের তেজ অনুভব কত্তে লাগলেন, ঘাড়টি দুলতে লাগলো, চক্ষু দুটি পাকলো হয়ে জিভ কথঞ্চিৎ আড় হতে লাগলো; অনেকক্ষণের পর 'ঠিক বলেচো বাপ!' বলে গাড়ীর গদী ঠেস দিয়ে হেলে পড়লেন এবং খানিকক্ষণ এই অবস্থায় থেকে পুনরায় উঠে প্রেমানন্দের দিকে ওৎ করে ঝুঁকতে লাগলেন ও শেষে তাঁর হাতটি ধরে বল্লেন, "বাবাজি! আমরা ইয়ার লোক, প্রাণ গড়ের মাঠের মত খোলা! শোনো একটা গাই, আমিও বিস্তর ঢপের গীত জানি; প্রভুর সেবাদাসী আছে তো?" এই কথা বলে হা! হা! হা! হেসে টলে জ্ঞানানন্দের মুখের উপর পড়ে, হাত নেড়ে চীৎকার করে, এই গান ধরলেন,—

চায় মন চিরদিন পুজিতে সেই পুতুলে।
রং-চঙ্গে চকচকে, সাধে কি ছেলে ভুলে॥

ডাক রাং অভর চিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্ করে।
তায় সোণালী রূপালী চুম্‌কি বসান আলো করে॥
আহ্লাদে পেহ্লাদে কেলে, তামাকখেগো বুড়ো ফেলে।
কও কেমনে রহিব, খেলাঘর কিসে চলে।
চিরপরিচিত প্রণয় সহজে কি ভগ্ন হয়।
থেকে থেকে মন ধায় চোরাসিঙ্গী পাটের চুলে॥
শর্ম্মার সাহস বড়, ভূতের নামে জড়োসড়ো,
ঘরে আছেন গুণবতী গঙ্গাজলে গোবর গুলে।

সঙ্গীত শেষ হবার পূর্ব্বেই কেরাঞ্চী রেলওয়ে টর্‌মিনসে উপস্থিত হলো! ব্রাহ্মবাবু টলতে টল্‌তে গাড়ী থাম্‌বার পূর্ব্বেই প্রেমানন্দের নাকটা খামচে নিয়ে ও জ্ঞানানন্দের চুলগুলা ধরে, গাড়ী হতে তড়াক্ করে লাফিয়ে পোড়লেন।

আজ আরমাণি ঘাট লোকারণ্য ; গাড়ী-পাল্কীর যেরূপ ভিড়, লোকেরও সেইরূপ রল্লা। বাবাজীরা সেই ভিড়ের মধ্যে অতি কষ্টে কেরাঞ্চী হতে অবতীর্ণ হলেন। তল্পিদার ছড়িদার সেবাৎ ও শিষ্যেরা পরস্পরের পদানুরূপ 'প্রোসেসন' বেঁধে প্রভুদ্বয়কে মধ্যে করে, শ্রেণী দিয়ে চল্লেন। জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ হাত ধরাধরি করে হেল্‌তে দুল্‌তে যাওয়ায় বোধ হতে লাগলো যেন, একটা আরশুলা ও কাঁচাপোকা একত্র হয়ে চলেচে।

টুন্নুনাং ণ্টাং টুন্নুনাং ণ্টাং করে রেলওয়ে ষ্টিম ফেরী ময়ূরপঙ্খীর ছাড়বার সঙ্কেত-ঘণ্টা বাজচে, থার্ডক্লাস বুকিং অফিসে লোকের ঠেল মেরেচে ; রেলওয়ের চাপরাসীরা সপাসপ বেত মাচ্চে, ধাক্কা দিচ্চে ও গুঁতো লাগাচ্চে ; তথাপি নিবৃত্তি নাই। 'মশাই শ্রীরামপুর!' 'বালি বালি!' 'বর্দ্ধমান মশাই।' আমার বর্দ্ধমানেরটা দিন না,' ইত্যাদি রূপ শব্দ উঠচে, চারিদিকে কাঠের বেড়াঘেরা, বুকিং ক্লার্ক সন্ধিপূজার অবসরমতে ঝোপ বুঝে কোপ ফেল্‌চেন! কারো টাকা নিয়ে চার আনার টিকিট ও দুই দোয়ানি দেওয়া হচ্চে, বাকি চাবামাত্র 'চোপ রও' ও 'নিকালো,' কারো শ্রীরামপুরের দাম নিয়ে বালির টিকিট বেরুচ্চে, কেউ টিকিটের দাম দিয়ে দশ মিনিট চীৎকার কচ্চে, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। কর্ত্তা কম্ফর্টর মাথায় জড়িয়ে ঝড়াক্ ঝড়াক্ করে কেবল টিকিটে নম্বর দেবার কল নাড়চেন, সিস দিচ্চেন ও উপরি পয়সা পকেটে ফেলচেন। পাইখানার কাটা দরজার মত ক্ষুদে জানালাটুকুতে অনেকে হুজুরের মুখ দেখতে পাচ্চেন না যে, কথা কয়ে আপনার কাজ সারবে! যদি কেহ চীৎকার করে, ক্লার্কবাবুর চিত্তাকর্ষণ কত্তে চেষ্টা করে, তবে তখনি রেলওয়ে পুলিসের পাহারাওয়ালা ও জমাদারেরা গলা টিপে তাড়িয়ে দেবে! এদিকে সেকেণ্ডক্লাস ও গুড্‌স লগেজ ডিপার্টমেণ্টেও এইপ্রকার গোল ; সেখানে ক্লার্কবাবুরাও কতক এই প্রকার, কিন্তু এত নয়। ফাষ্টক্লাস সাহেব বিবির স্থলে সেখানে টুঁ শব্দটি নাই, ক্লার্ক রিক্তহস্তে টিকিট বেচতে আসেন ও সেইমুখেই ফিরে যান ; পান তামাকের পয়সারও বিলক্ষণ অপ্রতুল থাকে। বাবাজীরা নটবরবেশে থার্ডক্লাস বুকিং আফিসের নিকট যাচ্চেন, এমন সময় টুন্নুনাং ণ্টাং টুন্নুনাং ণ্টাং শব্দে ঘণ্টা বেজে উঠলো, ফোঁস ফোঁস শব্দে ষ্টিমারের ষ্টিম ছাড়তে লাগলো। লোকেরা রল্লা বেঁধে জেটি দিয়ে ইষ্টিমারে উঠতে লাগলো। "জল্‌দি! চলো চলো!" শব্দে রেলওয়ে পুলিসের লোকেরা হাঁকতে লাগলো। বাবাজীরা অতি কষ্টে সেই ভিড়ের মধ্যে ঢুকে টিকিট চাইলেন। বুকিং ক্লার্ক বাবাজীদের চেহারা দেখে ফিক করে হেসে হাত বাড়িয়ে টাকা চেয়ে টিকিট কাটতে লাগলেন। এদিকে ঝপ ঝপ

ঝ্যাপ শব্দে ইষ্টিমারের হুইল ঘুরে ছেড়ে দিলে। এদিকে প্রেমানন্দ, "মশাই টিকিটগুলি শীঘ্র দিন, শীঘ্র দিন, ইষ্টিম খুল্লো, ইষ্টিম চল্লো," বলে চীৎকার কত্তে লাগলেন; কিন্তু কাটাকপাটের হুজুরের ভ্রূক্ষেপ নাই; সিস দিয়ে 'মদন আগুন জ্বল্‌চে দ্বিগুণ কল্লে কি গুণ ঐ বিদেশী' গান ধর্‌লেন। 'মশাই শুনচেন কি? ইষ্টিম খুলে গেল, এর পর গাড়ী পাওয়া ভার হবে, এ কি অত্যাচার মশাই।' প্রেমানন্দের মুখে বারবার এই কথা শুনে, ক্লার্ক 'আরে থামো না ঠাকুর' বলে, এক দাবড়ি দিয়ে অনেকক্ষণের পর কাটাদরজা হতে হাত বাড়িয়ে টিকিটগুলি দিয়ে দরজাটি বন্ধ করে পুনরায় 'ইচ্ছা হয় যে প্রাণ সঁপে সই হইগে দাসী, মদন আগুন' গান ধল্লেন। প্রেমানন্দ বল্লেন, 'মশাই বাকী পয়সা দিন, বলি দরজা দিলেন যে?' সে কথায় কে ভ্রূক্ষেপ করে? জমাদার 'ভিড় সাফ করো, নিকালো নিকালো' বলে ক্লার্ক সেই কাটগড়ার ভিতর থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন; রেল-পুলিসের পাহারাওয়ালা ধাক্কা দিয়ে বাবাজীদের দলবলসমেত টর্‌মিনস হতে বার করে দিলে—প্রেমানন্দ মনে মনে বড়ই রাগত হয়ে মধ্যে মধ্যে ফিরে ফিরে বুকিং অফিসের দিকে চাইতে লাগলেন। এদিকে ক্লার্ক কাটাদরজার ফাটল দিয়ে, মদন আগুনের শেষটুকু গাইতে গাইতে, উঁকি মাত্তে লাগলেন।

বাবাজীরা কি করেন, অগত্যা টরমিনস পরিহার করে, অন্য ঘাটে নৌকার চেষ্টায় বেরুলেন—ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে পাশের ঘাটের গহনার ইষ্টিমারখানি খোলে নাই। বাবাজীরা আপনাপন অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিয়া অতিকষ্টে সেই ইষ্টিমারে উঠে পেরিয়ে পড়লেন। গহনার ইষ্টিমারে অসংখ্য লোক ওঠাতে বাবাজীরা লোকের চপটানে ছাপাখানার 'হটপ্রেসের ফরমার' মত ও পাটকষা ইক্ষু কলের গাঁটের মত, জাঁত সহ্য করে, পারে পড়ে কথঞ্চিৎ আরাম পেলেন এবং নদীতীরে অতি অল্পক্ষণ বিশ্রাম করেই, এষ্টেশনে উপস্থিত হলেন। টুন্নুনাং ণ্টাং টুন্নুনাং ণ্টাং শব্দে একবার ঘণ্টা বাজলো। বাবাজীরা একবার ঘণ্টা বাজার উপেক্ষা করার ক্লেশ ভুগে এসেছেন; সুতরাং এবার মুকিয়ে তল্পিতল্পা নিয়ে ট্রেণের অপেক্ষা কত্তে লাগলেন—প্রেমানন্দ ঘাড় বাঁকিয়ে ট্রেণের পথ দেখছেন, জ্ঞানানন্দ নস্য লবার জন্য শামুকটা ট্যাঁক হতে বার কর্‌বার সময়ে দেখেন যে, তাঁর টাকার গেঁজেটি নাই; অমনি 'দাঁদা সর্ব্বনাশঞ হঁলো। আঁমার গেঁজেটি নাই' বলে কাঁদতে লাগলেন। প্রেমানন্দ ভায়ার চীৎকার ক্রন্দনে যার পর নাই শোকার্ত্ত হয়ে, চীৎকার করে গোল কত্তে আরম্ভ কল্লেন; কিন্তু রেলওয়ে পুলিসের পাহারাওয়ালা ও জমাদারেরা 'চপরাও', 'চপরাও' করে উঠলো; সুতরাং পাছে পুনরায় এষ্টেশন হতে বার করে দেয়, এই ভয়ে আর বড় উচ্চবাচ্য না করে, মনের খেদ মনেই সম্বরণ কল্লেন। জ্ঞানানন্দ মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌তে লাগলেন ও ততই নস্য নিয়ে শামুকটা খালি করে তুল্লেন।

এদিকে হস্‌ হস্‌ হস করে ট্রেণ টরমিন্‌সে উপস্থিত হলো, টুন্নুনাং ণ্টাং, টুন্নুনাং ণ্টাং করে পুনরায় ঘণ্টা বাজলো; লোকেরা রল্লা করে গাড়ী চড়তে লাগলে, থার্ডক্লাসের মধ্যে গার্ড ও দুজন বরকন্দাজের সহায়তায় লোক পোরা হতে লাগলো; ভিতর থেকে 'আর কোথা আসচো।' 'সাহেব আর জায়গা নাই।' আমার বুঁচকি!' 'আমার বুঁচকিটা দাও' 'ছেলেটি দেখো', 'আ মলো মিন্সে! ছেলের ঘাড়ে বসেছিস যে!' ইত্যাদিরূপ চীৎকার হতে লাগলো, কিন্তু রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা বিধিবদ্ধ নিয়মের অনুগত বলেই তাদৃশ চাৎকারে কর্ণপাত কল্লেন না। এক একখানি থার্ডক্লাস কাকড়ার গর্ত্তের আকার ধারণ কল্লে, তথাপিও মধ্যে মধ্যে দু-একজন এষ্টেশনমাষ্টার ও গার্ড গাড়ীর কাছে এসে উঁকি মাচ্চেন—যদি নিশ্বাস ফেলবার স্থান থাকে; তা হলে আরও কতকগুলো যাত্রীকে ভরে দেওয়া হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে সকল হতভাগ্য ইংরাজ ব্লাকহোলের যন্ত্রণা হতে জীবিত বেরিয়েছিলেন, তাঁরা এই ইষ্ট

ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর থার্ডক্লাস দেখলে, একদিন, একদিন এদের এজেন্ট ও লোকোমোটিব সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে সাহস করে বল্‌তে পাত্তেন যে, "আপনাদের থার্ডক্লাস-যাত্রীদের ক্লেশ ব্লাক্‌হোলবদ্ধ সাহেবদের যন্ত্রণা হতে বড় কম নয়!"

এদিকে প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দও দলবল নিয়ে একখানি গাড়ীতে উঠলেন, ধপাধপ গাড়ীর দরজা বন্ধ হতে লাগলো 'হরকরা চাই মশাই! হরকরা হরকরা-ডেলিনুসার। ডেরিনুস!' এইরূপ চীৎকার কত্তে কত্তে কাগজ হাতে নেড়েরা ঘুরচে—"লাবেল! ভাল লাবেল!" এই বলে লাল খেরোর দোবুজান কাঁধে হকার চাচারা বই বেচ্চেন। টুনুনাং প্টাং, টুনুনাং প্টাং করে পুনরায় ঘণ্টা বাজলো, এষ্টেশনমাষ্টার খুদে সাদা নিশেন হাতে করে মাথায় কম্ফর্টার জড়িয়ে বেরুলেন; 'অল্‌রাইট বাবু!' বলে গার্ড হুজুরের নিকটস্থ হলো 'অল্‌রাইট গুডমর্ণিঙ স্যার,' বলে এষ্টেশনমাষ্টার নিশেনটা তুল্লেন—এঞ্জিনের দিকে গার্ড হাত তুলে, যাবার সঙ্কেত করে, পকেট হতে খুদে বাঁশীটি নিয়ে সিসের মত শব্দ কল্লে; ঘটাঘট্ ঘটাস্ ঘড় ঘড় ঘটাস্ শব্দে গাড়ী নড়ে উঠে হস্ হস্ হস্ করে বেরিয়ে গেল।

এদিকে বাবাজীরা চাটগাঁ ও চন্দননগরের আমদানী পেরু ও মোরোগের মত থার্ডক্লাসে বদ্ধ হয়ে বিজাতীয় যন্ত্রণাভোগ কত্তে কত্তে চল্লেন—জ্ঞানানন্দ বাবাজীর মুখের কাছে দু'জন পেঁড়োর আয়মাদার আবক্ষ-লম্বিত শ্বেতশ্মশ্রু সহ বিরাজ করায় রোসুনের সৌরভে জয়দেবের বংশধর যার পর নাই বিরক্ত হয়েছিলেন! মধ্যে মধ্যে আয়মাদারের চামরের মত দাড়ি বাতাসে উড়ে জ্ঞানানন্দের মুখে পড়চে, জ্ঞানানন্দ ঘৃণায় মুখ ফেরাবেন কি পেছন দিকে দুজন চীনেম্যান হাতরুমালে খানার ভাত ঝুলিয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রেমানন্দ গাড়ীতে প্রবেশ করেছেন বটে কিন্তু তখনো পদার্পণ কত্তে পারেন নাই। একটা ধোপার মোটের সঙ্গে ও গাড়ীর পেনেলের সঙ্গে তাঁর ভুঁড়িটি এমনি ঠেস মেরে গেছে যে, গাড়ীতে প্রবেশ করে অবধি তিনি শূন্যেই রয়েচেন। মধ্যে মধ্যে ভুঁড়ি চড়চড় কল্লে এক একবার কারু কাঁধ ও কারু মাথার ওপোর হাত দিয়ে অবলম্বন কত্তে চেষ্টা কচ্চেন, কিন্তু ওৎ সাবস্ত হয়ে উঠচে না, তার পাশে পাশে এক মাগী একটি কচি ছেলে নিয়ে দাঁড়িয়েছে, বাবাজী হাত ফ্যালবার পূর্ব্বেই মাগী 'বাবাজী কর কি, আমার ছেলেটি দেখো' বলে চীৎকার করে উঠচে, অমনি গাড়ীর সমুদার লোক সেইদিকে দৃষ্টিপাত করায় বাবাজী অপ্রস্তুত হয়ে হাত দুটি জড়োসড়ো করে ধোপার বুচকী ও আপনার ভুঁড়ির ওপর লক্ষ্য কচ্চেন —ঘর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গ ভেসে যাচ্চে। গাড়ীর মধ্যে একদল 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' যাত্রার দল ছিল, তার মধ্যে একটা ফোচকে ছোঁড়া, 'বাবাজীর ভুঁড়িটা বুঝি ফেঁসে যায়' বলে, পাপিয়ার ডাক ডেকে ওঠায় গাড়ীর মধ্যে একটা হাসির গর্‌রা পড়ে গেল। "প্রভো! তোমার ইচ্ছা" বলে, প্রেমানন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লেন। এদিকে গাড়ী ক্রমে বেগ সম্বরণ করে থামলো; বাইরে 'বালি! বালি! বালি!' শব্দ হতে লাগলো।

বালি একটা বিখ্যাত স্থান! টেকচাঁদের বালির বেণীবাবুও বিখ্যাত লোক—"আলালের ঘরের দুলাল" মতিলাল বালি হতেই তরিবত পান; বিশেষতঃ বালির ব্রিজটাও বেশ! বালির যাত্রীরা বালিতে নাবলেন। ধোপা ও গঙ্গাভক্তির দলটা বালিতে নাবায়, প্রেমানন্দও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। দলের ছোঁড়াগুলো নাব্বার সময় প্রেমানন্দের ভুঁড়িতে একটা করে চিমটি কেটে গেল। উত্তরপাড়া বালির লাগোয়া। আজকাল জয়কৃষ্ণের কল্যাণে উত্তরপাড়া বিলক্ষণ বিখ্যাত স্থান। বিশেষতঃ উত্তরপাড়ার মডেল জমিদারের নর্ম্যাল স্কুল প্রায় স্কুলের কোর্সলেকচরের ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা-হোল্‌ডার; শুনতে পাই, গুরুজীর দু-একটি ছাত্র প্রকৃত বেয়াল্লিশকর্ম্মা হয়ে বেরিয়েছেন।

ক্রমে ষ্টেশনের রেলকাটা ঘটা টুং টাং টাং আওয়াজ দিলে আরোহীরা টিকিটঘরের দরজা খুঁজে

না পাওয়াতে কুলি, মজুর, চাপরাসী এবং আরোহীদের জিজ্ঞাসা কচ্চেন, "মশায়! টিকিট কোথায় পাওয়া যায়?" তার মধ্যে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, বোধহয় কলিকাতার সিঙ্গি মহাশয়দের বাড়ীতে পূজার বার্ষিক এবং একখানি পেতলের থালা মায় চিনি সমেত পাবার প্রত্যাশায়, কলকাতায় আসছিলেন। তিনি বল্লেন, "এই ঘরে টিকিট পাওয়া যায়, তা কি তুমি জান না?" তাদের মধ্যে একটি নব্যবয়স্ক বালক ঠাকুরমার গলার একগাছি দানা এবং দাদা মহাশয়ের আমলের রূপার পুরাতন পৈঁচে, কাণের একটি পাশা ও কতকগুলি টাকা, কাপড়চোপড়, প্রভৃতি খাবার-দাবার, শিশি বোতল ইত্যাদিতে পূর্ণিত একটি ব্যাগ হস্তে দৌড়ে ব্যাড়াচ্চেন। প্রভুদিগের গাড়ীতে কিঞ্চিৎ স্থান দেখে অতি কুণ্ঠিতভাবে বল্লেন, "দয়াময় যদি অনুগ্রহ করে এই গাড়ীতে আমাকে একটু স্থান দেন!" বেচারীর অবস্থা ও উৎকণ্ঠিত চেহারা দেখিয়া জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ বাবাজী বল্লেন, "বাবু, তুমি এই গাড়ীতে এস।" বালকটি অতি কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "মহাশয়! আপনারা কে এবং কোন বংশ?" তাতে জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ উত্তর কল্লেন, "বাবু, আমরা বৈষ্ণব—নিত্যানন্দবংশ।" এই কথা শ্রবণমাত্র বালকটি গোস্বামী জ্ঞান করে সাষ্টাঙ্গ হয়ে তাঁদের পদধূলি নিতে উদ্যত হলেন; কিন্তু গলদেশে পৈতা দেখে বাবাজীরা নিষেধ করে বল্লেন, "হাঁ হাঁ, আমরা বৈষ্ণব, তুমি ব্রাহ্মণ দেখচি।" বালক বল্লে, "আপনারা বৈষ্ণব হউন, তাতে কোন ক্ষতি নেই, আপনাদের আচরণ দেখে আমার এতদূর পর্যন্ত ভক্তি জন্মেছিল যে, আপনাদের পদধূলি লই।"

প্রেমানন্দ বল্লেন, "হাঁ-হাঁ-হাঁ বাপু, স্থির হও; বাপু, তুমি কোথায় যাবে, কোন ষ্টেশনে তুমি নাব্বে?"

বালক। "আজ্ঞে আমি জামাই-ষ্টেশনে নাব্বো।"

প্রেমা। বাপু, জামাই-ষ্টেশন কোন জেলায়?"

বালক। "প্রভু! আপনি এত বড় বিদ্যাদিগ্‌গজ, অদ্যাবধি জামাই-ষ্টেশন কাকে বলে জানেন না?"

প্রেমা। "বাপু, আমাদের রেলে গতিবিধি অতি বিরল। কালে-ভদ্রে কখন কখন নবদ্বীপ অঞ্চলে গিয়া থাকি। কুলের মহাপ্রভু পাট এবং শ্রীপাট খড়দহে শ্যামসুন্দরের পাদপদ্ম দর্শন মানসে যাওয়া আসা হয়, এই মাত্র। তবে নূতন রেলগাড়ী খোলাতে বিশ্বনাথ এবং গোবিন্দজী গোপীনাথের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করবার মনন করেছি। তা এখন কত দূর কি হয়, তা বলিতে পারি না।"

বালক রেলওয়ে হুইশিল ও গাড়ী মোশন কম দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা কল্লে যে, এইবার আমায় নিকটবর্তী ষ্টেশনে নামিতে হইবে। পরে বাবাজীদের দিকে চেয়ে একটু মুচকি হেসে বল্লে, "জামাই-ষ্টেশন কাহাকে বলে এই দেখুন, যেখানে আমি নামিয়া যাইব, অর্থাৎ কোন্নগর ষ্টেশন: এই স্থানে অনেক ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থের পুত্রকন্যার বিবাহ হয় এবং সময়ে সময়ে অনেক অফিসের কর্মচারী জামাইবাবুরা এই ষ্টেশনে অবতীর্ণ হন, সেই কারণে কোন্নগর ষ্টেশনকে জামাই ষ্টেশন বলা হয়।"

ক্রমে গাড়ী প্ল্যাটফরমে এসে পড়লো, চড়কগাছের মত মস্ত বাহাদুরী কাঠের উপরে ডান হাতে বাঁ হাতে তোলা দুখানি তক্তা এবং রেড, গ্রীন, হোয়াইট লাইটের প্লাস দেওয়া ল্যাম্পগুলি যথাস্থানে রাখা হয়েছে। আরোহীরা নামিয়া গেল ও উঠিল। গার্ড একবার ব্রেকভ্যান থেকে নেমে এসে, ষ্টেশনমাষ্টার, বুকিং ক্লার্ক ও সিগনালারের সঙ্গে খানিক হাসি-মস্করা করে, রেলওয়ের চামড়ানির্ম্মিত লেটার ব্যাগ এবং পার্শ্বেল ইত্যাদি সমস্ত ব্রেকভানে তুলে নিয়ে বল্লেন, 'ওয়েল হাউকার?' কাল চাপকান পরা,

মাথায় কাল টুপিতে "ই, আই, আর" লেখা, নিগুঁপো নাটাগড়ে আমদানী পাড়াগেঁয়ে বাবু ঈষৎ হাস্য করে বল্লেন, "চাপরাসি! ঠিক হ্যায়, ঘণ্টা মারো।" ষ্টেশনমাষ্টারের অর্ডারে রেলকাটা তারে ঝোলান ঘণ্টা একটি লোহার হাতুড়ী দ্বারা আহত হয়ে টং টং টং করে আওয়াজ দিলে। ষ্টেশনমাষ্টার আপন গলার মালাগাছটি লজ্জাসহকারে আপন চাপকানের ভিতর গুঁজতে গুঁজতে অর্ডার দিলেন, 'অলরাইট।' সে অপ্রতিভ ভাবটি শুধু চাপকানের প্রথমের বোতামটি ছিঁড়িয়া যাওয়ার জন্য ঘটেছিল, নচেৎ মালাগাছটি কেউ দেখতে পেত না। কাটা পোষাকের উপর দৃশ্যমান মালাগাছটি বাবুকে একটু লজ্জা দিচ্ছিল, তাইতে তিনি সেটি লুকোবার চেষ্টায় ছিলেন।

ক্রমে রেলগাড়ী হুস্ হুস্ করে চলতে লাগলো। জ্ঞানানন্দ এবং প্রেমানন্দ বাবাজীদের যেন দোলায় চড়া ছেলের মত' নিদ্রা আকর্ষণ হলো; কখনো বা ঘোর, কখনো বা জাগ্রত। এই প্রকার অবস্থায় রেলগাড়ী বরাবর চলে গিয়ে মধ্যবর্ত্তী ছোট ষ্টেশনে অল্পক্ষণ দাঁড়াল; সুতরাং সেখানে বেশী কলরব নেই বলে বাবাজীদের নিদ্রাভঙ্গ হলো না। তারপর যখন গাড়ী বর্দ্ধমানে পৌঁছে, সেই সময় বাবাজীদের নিদ্রা ভাঙ্গে।

বর্দ্ধমান ষ্টেশন অতি প্রশস্ত এবং সেখানে বিস্তর জনতা; সেখানে অনেক লোকজনের আমদানী এবং ধানচাল প্রভৃতি মালামালে বেশী হিড়িক! সুতরাং গাড়ী সেখানে বেশীক্ষণ ধরে। ঐ গোলমালে বাবাজীদের নিদ্রাভঙ্গ হয়ে তখন চৈতন্য হলো। প্রেমানন্দ জ্ঞানানন্দকে বল্লেন, "ভায়া! এ কোথায় আসা গেল?"

জ্ঞানানন্দ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কহিলেন, "দাঁদাঁ, কিছুই বুঝতে পাচ্চি নাঞ।"

"পান চুরুট পান চুরুট ডাব চাই! সীতাভোগ, মিহিদানা চাই, বর্দ্ধমেনে খাজা।"

"বর্দ্ধমান—বর্দ্ধমান—বর্দ্ধমান!!"

ইত্যাদিরূপ চীৎকার শুনে প্রেমানন্দ জিজ্ঞাসা কল্লেন, "এটা কোন ষ্টেশন বাবু।"

বিক্রীওয়ালা। মশায়! এটা বর্দ্ধমানরাজ; সীতাভোগ, খাজা, জলপান কিঞ্চিৎ চাই?

প্রেমা। "বাপু, এখানে গঙ্গাজল পাওয়া যায়?"

বিক্রীওয়ালা। (প্রভুর চেহারা দেখিয়া) "প্রভু, এ স্থানে কি গঙ্গাজল মিলে? এখানে সমস্তই পুকুরের জল ব্যবহার হয়।"

প্রেমা। "আচ্ছা তবে থাক বাবু।"

জ্ঞানা। "দাঁদাঁ, শুঁনেছি বর্দ্ধমান রাঁজটা অঁতি সুঁন্দর স্থাঁনঞ, রাঁজার কাঁণ্ড কাঁরখানা, ঠাকুরবাঁড়ী দেঁবালয়ঞ অঁতিথিশাঁলা প্রঁভৃতি নাঁনারঁকম পুঁণ্যাহ কার্য্য আঁছেঞ এঁবং তাঁহার সঁহিতঁ রাঁজার নিঁজ আঁমোঁদেঁর জন্যে গোঁলাবঁ বাঁগ, পঁশুশালা, কাঁচের ঘর প্রভৃতি নাঁনারকঁম দ্রষ্টব্য জিনিষ আঁছেঞ, এঁবং ঞ আরও শুঁনিয়াছি, পূঁর্ব্ব রাঁজাদিগেরঞ খোদিঁতঁ অঁতি বিস্তৃত পুষ্করিণী আঁছেঞ। এঁই সঁমস্ত আমাদিঁগের দেঁখা নিঁতান্ত আবঁশ্যকঞ; যঁখনঞ এঁতঁদূর এসেছি তঁখঁন এঁ জীবনে বোঁধ হঁয় আঁর হঁবে নাঞ।

প্রেমানন্দ বল্লেন, "ভায়া। যাঁহাদিগের দর্শন প্রার্থনায় এতদূর কষ্ট করে আসা গেছে, তাঁহাদিগের শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনই মোক্ষ। যদি প্রভুর ইচ্ছায় বেঁচে থাকা যায়, প্রত্যাগমনের সময়ে সমস্ত দ্রব্য দেখিয়া নয়নের সার্থকতা লাভ করে স্বদেশে যাব।"

রেলওয়ের গাড়ী টুং টাং শব্দে সেখান থেকে ছাড়লো। জ্ঞানানন্দ বাবাজী, কথঞ্চিৎ নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে খোনা আওয়াজে, বেঞ্চির উপর শুয়ে একটি গান ধল্লেন।

গান

"যঁদি গৌঁর কৃঁপা কঁর আঁমায় আঁপনার গুণে।
জঁগাই মাঁধাই উঁদ্ধারিতে স্থাঁন দিঁলে শ্রীচঁরণে॥
যঁদি প্রঁভু কৃপা কঁরে স্থান না দাঁও রাঙ্গাচঁরণে;
এ নামে কঁলঙ্ক রঁবে তোঁমার এ তিন ভুঁবনে॥"

এরূপ গান করতে করতে জ্ঞানানন্দ শামুক থেকে একটীপ নস্য নিয়ে 'দীন দয়াময় প্রভু তোঁমার ইচ্ছা' বলে শয়ন কল্লেন। ক্রমে রেলগাড়ী মধ্যবর্ত্তী ছোট ছোট ষ্টেশনে দু' এক মিনিট থেমে, পূর্ব্বকার মত দু' একজন গরীব রকমের বিক্রীওয়ালা দুটা একটা ডাক দিয়ে চলে গেল। চাপরাসীরা রেলকাটা ঘণ্টায় আওয়াজ দিলে, আরোহী অতি কম। বোধ হয় কোন ষ্টেশনে একজনও হয় না। এইরূপে যেতে যেতে গাড়ী জামালপুরে গিয়ে পৌঁছিলো। পাঠকগণ! জানবেন, এর মধ্যে এমন কোন বিশেষ ষ্টেশন নাই যার বর্ণনা আমরা করি। বাবাজীদের নামবার অবকাশ নাই। ক্রমে গাড়ী জামালপুরে এসে পৌঁছেচে; জামালপুরে গাড়ী অন্ততঃ আধ ঘণ্টা অবস্থান করবে; কারণ জামালপুর ষ্টেশনে ইঞ্জিন, কয়লা, জল ইত্যাদি বদল কত্তে হবে। ইত্যবসরে প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দ বাবাজী গাড়ী থেকে অবতীর্ণ হয়ে, একবার ষ্টেশন এবং পাহাড় পর্ব্বত আদির দৃশ্য দর্শন কত্তে গেলেন। গাড়ী অনেকক্ষণ সেখানে থামে। বাবাজীরা ইতস্ততঃ দর্শন করিয়া, গাড়ী ছাড়িয়া যাইবে বলিয়া, তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে প্রত্যাগমন করিলেন। আসিয়া দেখিলেন, লালপেড়ে সাড়ীপরা, হাতে একগাছি সাদা শাঁখা একহাতে রুলি একটি স্ত্রীলোক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। "ও মা আমার কি হলো, খোকার গলায় মাদুলি কৈ, সম্পূর্ণ কোথায়? ও পিসি! একবার দেখ! মেয়েটা এই যে খোকার হাত ধরে বেড়াচ্ছিল; ও সম্পূর্ণ ও সম্পূর্ণ"—বলে স্ত্রীলোকটি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার কত্তে লাগলো। বাবাজীরা আপন কম্পার্টমেন্টে এসে উপস্থিত হয়ে গাড়ীর কাটা দরজা গিয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগলেন। গাড়ীও পূর্ব্বেকার মত হস হস করে চলতে লাগলো।

বাবাজীরা যে সকল ইষ্টেশন পার হতে লাগলেন, সেই সকলেরই ইষ্টেশনমাষ্টার, সিগনেলার, বুকিংক্লার্ক ও এপ্রিন্টীসদের এক প্রকার চরিত্র, একপ্রকার মহিমা। কেউ মধ্যে মধ্যে অকারণে পুলিসম্যান পুলিসম্যান করে চীৎকার করে, সহসা ভদ্রলোকের অপমান কত্তে উদ্যত হচ্চেন। কেউ দুটি গরীব ব্যাওয়ার জীবনসর্ব্বস্ব পুটুলিটি নিয়ে টানাটানি কচ্চেন। কোথাও বাঙ্গাল গোচের যাত্রী ও কোমোরে টাকার গেঁজেওয়ালা যাত্রীর টিকিট নিজে পকেটে ফেলে পুনরায় টিকিটের জন্য পেড়াপেড়ি করা হচ্চে—পাশে পুলিসম্যান হাজির। কোন ষ্টেশনের ষ্টেশনমাষ্টার, কম্ফর্টার মাথায় জড়িয়ে চীনে কোটের পকেটে হাত পুরে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্চেন—এপ্রিন্টীস ও কুলিদের ওপর মিছে কাজের ফরমাস করা হচ্চে; হঠাৎ হজুরের কম্যাণ্ডিং আসপেকট দেখে একদিন 'ইনি কে হে?' বলে অভ্যাগত লোকে পরস্পর হুইস্‌পর কত্তে পারে। বলতে কি, হজুর তো কম লোক নন—দি এষ্টেশন মাষ্টার!

সে সকল মহাত্মারা ছেলে-বেলা কল্‌কেতার চীনে বাজারে "কম স্যার! গুড সপ স্যার! টেক্ টেক্ টেক্ নটেক নটেক্ একবার তো সী!" বলে সমস্ত দিন চীৎকার করে থাকেন, যে মহাত্মারা সেলর ও সোলজারদের গাড়ী ভাড়া করে মদের দোকান, 'এম্পটিহাউস' সাতপুকুর ও দমদমায় নিয়ে বেড়ান ও

ক্লায়েণ্টের অবস্থা বুঝে বিনানুমতিতে পকেট হাতড়ান; কাঁচপোকার আরস্থলা ধরবার রূপান্তরের মত তাঁদের মধ্যে অনেকেই চেহারা বদলে 'দি এষ্টেশন মাষ্টার' হয়ে পড়েচেন, যে সকল ভদ্রলোক একবার রেলট্রেণে চড়েচেন, যাঁদের সঙ্গে একবারমাত্র এই মহাপুরুষরা কন্‌ট্যাকটে এসেচেন, তাঁরাই এই ভয়ানক কর্ম্মচারীদের নামে সর্ব্বদাই "কমপ্লেন" করে থাকেন। ভদ্রতা এঁদের নিকটে যেন 'পুলিসম্যানের' ভয়েই এগুতে ভয় করেন; শিষ্টাচার ও সরলতার এঁরা নামও শোনেন নাই। কেবল লাল, সাদা, গ্রীন সিগন্যাল, এষ্টেশন, টিকিট ও অত্যাচারই এঁদের চিরারাধ্য বস্তু। ইহাঁরা স্বজাতির অপমান কত্তেই বিলক্ষণ অগ্রসর ও দক্ষ।

জামালপুর-টানেল পাহাড় ভেদ করে প্রস্তুত একটা রাস্তা; যেমন আমাদিগের দেশে মস্ত খিলানওয়ালা বাড়ীর নিচে দিয়ে অনেকদূর যেতে হয়, টানেল সেই প্রকার। তবে বাড়ীর লম্বা খিলেন-পথে জল পড়ে না; এই টানেলের উপরিস্থিত নদ, নদী, বৃষ্টির জল এবং পাহাড়ের ঝরণা প্রভৃতির জল তাহার ভিতর চুয়াইয়া পড়ে, তাহাকেই টানেল কহে। ট্রেণ সেই টানেল অতিক্রম করবার সময়, জ্ঞানানন্দ বল্লেন, "দাঁদাঁ এ কি আশ্চর্য্য দিঁনে রাতঁ! মেঁঘ নাক্কি, বৃষ্টি নাক্কি, এতঁ অন্ধকাঁরের ভিতঁর কোঁথায় যাঁচ্ছিঞ ?"

প্রেমানন্দ বল্লেন "ভাই, এটা আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না; তবে শুনেছিলাম যে, তিন পাহাড়ের ভিতর দিয়ে একটা রাস্তা আছে। এটা তবে তাই বুঝি! আহা, ইংরাজ বাহাদুরদিগের কি অসীম ক্ষমতা! আমাদের পূর্ব্বেকার রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থে কথিত আছে, পুষ্পকরথ, এবং নানাপ্রকার অদ্ভুত ব্যাপার, যেমন হনুমানের গন্ধমাদন পর্ব্বত আনা, সাগরবন্ধন ইত্যাদি মহা মহা ব্যাপার আছে, তাহা সত্য হইলেও হইতে পারে। কিন্তু এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার কদাচ কোথাও শোনাও যায় নাই, দেখাও যায় নাই, ধন্য ইংরাজের বলবদ্ধি! প্রভু, সকলই তোমার ইচ্ছা! এই বল্‌তে বল্‌তে প্রেমানন্দ পুনরায় নিদ্রায় অভিভূত হলেন। গাড়ী মধ্যবর্ত্তী এষ্টেশনে মাঝে মাঝে থেমে, একেবারে মোগলসরাই এষ্টেশনে এসে পৌছুলো। পৌছবামাত্রই পুলিসম্যান, টিকিটকলেক্টর, ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি, ম্যাথর, সুইপার এবং যাঁহারা গাড়ীর সমস্ত তদন্ত করেন, নিকটবর্ত্তী হয়ে, আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত হলেন। বাবাজীরা নিজের পোঁটলা পুঁটলী নিয়ে, অতি যত্নের সহিত (হুঁকো কলকে ইত্যাদি কোন জিনিষের ভুল না হয়) সমস্ত দ্রব্য নিয়ে প্লাটফরমে নেমে ও রেখে হাঁপ ছাড়লেন। প্রেমানন্দ বল্লেন, "হা প্রভু বিশ্বনাথ! এইবার যদি অদৃষ্টক্রমে আপনার দর্শন পাই। এখনো বলতে পারি নে, যতক্ষণ কাশীধামে পৌছে আপনার মস্তকে গঙ্গাজল বিল্বপত্রাদি ছড়াইয়া প্রণিপাত না কত্তে পারি, ততক্ষণ বল্‌তে পারিনে।"

সেখানে নৌকার মাঝী, মুটে, গঙ্গাপুত্র, পাণ্ডা, পূজারী ইত্যাদি সকলে আপন আপন খাতা সঙ্গে নিয়ে, কলিকাতাবাসী এবং অপরাপর স্থানবাসী বাবুদিগের পিতৃপিতামহাদি চৌদ্দপুরুষের নামস্বাক্ষরিত উইকাটা খাতা (কোনখানা বা সাদা কাগজ, কোনখানা বা হলদে কাগজ, কাহার বা লেখা বোঝা যায়, কাহার বা পড়া যায় না) নিয়ে, বাপ পিতামহের নামধাম জিজ্ঞাসা করে, আপনাপন যজমান সংগ্রহ কচ্চেন।

এদিকে নৌকাওয়ালারা পুটুলি নিয়ে টানাটানি কচ্চে; কাহার পুটুলি এ নৌকা হতে ওদিকে গেছে, কাহার বা অজ্ঞাতসারে কে নিয়ে গেলে টের পাওয়া গেল না। পরে ভাড়ার জন্য নৌকাওয়ালাদের সহিত গোলযোগ কত্তে কত্তে ব্যাসকাশীতে (অর্থাৎ যাকে রামনগর বলে থাকে, কাশীর ও-পার, হয় ত

সেইখানেতেই) অবস্থিতি কত্তে হলো। অনেক আকিঞ্চন এবং টানাটানির পর একখানি ময়ূরমুখওয়ালা নৌকো পেয়ে, পরমানন্দে জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ সমস্ত দ্রব্যাদি নিয়ে সেই নৌকায় উঠলেন।

নৌকায় আরোহণ করে গঙ্গার জল হ'তে নিয়ে, আপন আপন শিরে ছড়িয়ে, "সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা সদ্যোদুঃখবিনাশিনী, সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ। মাতঃ ভাগীরথি!" এই কথা বলে, কাশীর ওপারে প্রস্তরনির্ম্মিত অতি উচ্চ অট্টালিকা এবং ঘাটের সিঁড়ি সকল দর্শন করে, জ্ঞানানন্দ বাবাজী প্রেমানন্দ বাবাজীকে বল্লেন, "দাঁদা! উঃ কতঁ উঁচুঁ বাঁড়ী সকঁলঞ, আরঁ" কতঁ প্রশস্তঁ ঘাঁট, কঁলিকাঁতারঞ কিঁম্বা অঁন্যান্য দেঁশে ছাখাঁ গেঁছে বঁটেঞ কিন্তু এঁরূপ নয়ঞ।"

প্রেমানন্দ বল্লেন, "ভায়া! দেখ পাহাড়ের দেশ, এ স্থলে মৃত্তিকা অতি বিরল; সুতরাং পাথরের বাড়ী, পাথরের ঘাট, পাথরময় কাশী, সমস্তই পাথরের।" এই কথা বল্‌তে বল্‌তে দশাশ্বমেধ ঘাটে নৌকা উত্তীর্ণ হলো; বাবাজীরা নৌকা থেকে অবতীর্ণ হতে না হ'তে, পূর্ব্বেকার মত পূজারী, পাণ্ডা কুলি ও যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি সকলে নৌকোর নিকটে এসে কেউ বা পুঁটুলি টানচে, কেউ বা জিজ্ঞাসা কচ্চেন, "মশাই, কোথা থেকে আসা হচ্চে, আপনি কার যজমান, কার ছেলে, নিবাস কোথায়, পরিচয় দিন, তা হলে আমরা সকলেই জান্‌তে পারব যে, আপনি কার যজমান।"

প্রেমানন্দ বাবাজী বল্লেন, "মহাশয়! আমি অতি অল্প বয়সে পিতৃহীন, সুতরাং আমি জ্ঞাত নই যে, আমার বাপ পিতামহ কখন কাশীতে এসেছিলেন কি না। কারণ, তখন নৌকোতে আস্‌তে হতো এবং আমার কেউ নেই যে, আমাকে বলে দিয়ে থাক্‌বে যে, ফলনা অমুক তুমুক। অতএব আমি আর কিছুই জানি না।"

এই কথা শুনে, দলমধ্যস্থ এক জন অতি বলবান পুরুষ, "তবে এ যজমান আমার, আমি একে সুফল দান করব।" এই কথা বলে, তিনি আপন ঝুলি হতে নারিকেল, আতপ চাল ইত্যাদি বাহির করে, বাবাজীদের হাতে দিয়ে বল্লেন, 'আপনারা সমস্ত দ্রব্য এইখানে রাখুন'; এবং তাঁহার সঙ্গী গুণ্ডাদিগকে বল্লেন, "দেখ, খুব খবরদার।" অন্য অন্য পাণ্ডা প্রভৃতি ও পূজারিগণ যেন অতি দীন নেড়ি কুকুরের মত তফাৎ থেকে বিদ্রূপ টিট্‌কিরি ইত্যাদি কত্তে লাগলো; পাণ্ডাজী নিজের গায়ের পাঞ্জাবী আস্তেন জামা এবং পাগড়ীটি গঙ্গাতীরে রেখে বাবাজীদিগকে জলে দাঁড় করিয়ে, যথাযোগ্য মন্ত্রঃপূত কল্লেন, এবং বল্লেন, "সুফলের দক্ষিণা দিয়ে মণিকর্ণিকার জল স্পর্শ কিম্বা অবগাহন করে চল বাবা বিশ্বনাথজীর পূজা করবে, ষোড়শোপচারে হইবে, না মধ্যবিত্ত?"

বাবাজীরা বল্লেন, "আমরা অতি দীন-হীন গৃহস্থলোক, আমরা কি ষোড়শোপচারে বাবার পূজা কত্তে পারি? এর মধ্যে যেরূপ হয়, সংক্ষেপে বাবার যথাযোগ্য পূজা আপনি আমাদের করিয়ে দিবেন।"

পাণ্ডাজী বল্লেন, "চলো চলো।"

বাবাজীরা আপন আপন তল্পিতল্পা নিয়ে, পাণ্ডাজীর সুশিক্ষিত গুণ্ডাদ্বয় সমভিব্যাহারে বাবার মন্দিরে উপনীত হয়ে, 'বাবা বিশ্বনাথ' বলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত কল্লেন। পাণ্ডাজীর কৃপায় ফুল, বিল্বপত্র, গঙ্গাজল ইত্যাদি সমস্ত দ্রব্যের আয়োজন করা হয়েছে। পাণ্ডাজী, বাবার পূজো করিয়ে, "বাসা কি আমাদের বাড়ীতে লওয়া হবে, না আপন ইচ্ছায় করে নেবে; আচ্ছা আমার সঙ্গে এসো।" এই কথা বলে বাবাজীদের সঙ্গে নিয়ে, একটি দোকানে এসে তিন দিবসের জন্য ঘর ভাড়া করে দিলেন।

বাবাজীরা লুচি এবং মিষ্টান্নভক্ত বেশী, সুতরাং ভাতের প্রত্যাশা রাখেন না। সমস্ত দিন ঘুরে ফিরে, কাশীর সমস্ত দেখে বেড়াতে লাগলেন। একজন 'যাত্রাওয়ালা' বাবাজীদের নূতন চেহারা দেখে

এসে বল্লেন, "আপনারা নূতন এসেছেন, বোধ হয় আজ কিম্বা কাল। আপনাদের এখনও কিছু দেখা হয় নাই, আসুন, আমি আপনাদের নিয়ে সমস্ত দেখিয়ে শুনিয়ে দিই। আপনারা কি এই বাড়ীতে থাকেন?" এই কথা বলে যাত্রাওয়ালা নিজ দলস্থ দু' একটি সঙ্গীকে ইঙ্গিত করে দিয়ে, তাদের সঙ্গে নিয়ে চলে গেল। "এই দেখুন, বাবা বিশ্বনাথের মন্দির রাজা রণজিৎ সিংহের নির্ম্মিত, এই দেখুন 'সাওয়েল' —এই অন্নপূর্ণার মন্দির।"

"এইবার চলুন দুর্গাবাড়ী দর্শন করে আসবেন। দুর্গাবাড়ী এই স্থান হতে কিঞ্চিৎ দূর, অতএব আপনারা পোঁটলা পুঁটলি যা কিছু আছে, সেই সমস্ত সমিভ্যারে নিয়ে চলুন। কারণ, এ স্থানে কার কাছে রেখে যাবেন?"

যাত্রাওয়ালার এইরূপ কথা অনুসারে বাবাজীরা আপন পুঁটলি এবং জীবনসর্ব্বস্ব হরিনামের ঝুলি এবং মালা যাহার ভিতর খুঁজিলে বোধ হয় একখানি মনোহারির দোকান সমেত অবস্থিতি করে; চাই কি সময়ে দুটা চারটা মিষ্টান্নও পাওয়া যায়! কারণ, যদি হরিনাম কত্তে কত্তে গলা শুকিয়ে উঠে, এক আঁধটি বদনে ফেলে দিয়ে 'হরেকৃষ্ণ' বলে জল পান করে থাকেন।

যাত্রাওয়ালাদের সঙ্গে বাবাজীরা দুর্গাবাড়ী দর্শনে যাত্রা কল্লেন। পরে দুর্গাবাড়ীর বানরের উৎপাতে এবং যাত্রাওয়ালাদের কৃপাতে বাবাজীদের দুর্দ্দশার কত দূর শেষ হলো, সে কথা আর আমরা অধিক লিখিতে পারিলাম না।

সম্পূর্ণ